প্রাথমিক শিক্ষার মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষভিত্তিক মূল্যায়ন

পদ্ধতি ও টুলস

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

ক্র.নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
১.	শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়নের ধারণা, পদ্ধতি ও কৌশল	১
	মূল্যায়নের ধারণা - শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়ন বলতে কী বোঝায়?	১
	মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব	২
	মূল্যায়নের শ্রেণিবিভাগ	৩
২.	প্রাথমিক স্তরের পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে শিখন মূল্যায়ন-ব্যবস্থা	৪
	(ক) ধারাবাহিক মূল্যায়ন (Continuous Assessment)	৫
	• ধারাবাহিক মূল্যায়ন কী?	৫
	• ধারাবাহিক মূল্যায়নের উদ্দেশ্য কী?	৫
	• ধারাবাহিক মূল্যায়ন কখন, কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?	৫
	• ধারাবাহিক মূল্যায়ন কি পূর্ব-ঘোষিত সময় অনুযায়ী পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হবে?	৫
	• একটি বিষয়ের একটি পিরিয়ডে সর্বনিম্ন বা সর্বোচ্চ কয়জন শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করতে হবে?	৬
	• অনুপস্থিত শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে ধারাবাহিক মূল্যায়ন কীভাবে করতে হবে?	৬
	• সকল শিক্ষার্থীর শেখার স্তর (learning level) কি সমান হবে?	৬
	• শ্রেণিকক্ষে ধারাবাহিক মূল্যায়ন কীভাবে বাস্তবায়ন করবেন?	৮
	• ফলাবর্তন (feedback)	৯
	(খ) সামষ্টিক মূল্যায়ন (Summative Assessment)	১০
	(গ) মূল্যায়নের ফলাফল সংরক্ষণ	১২
৩.	বাংলা বিষয়ের মূল্যায়ন নির্দেশিকা	১৩
৪.	গণিত বিষয়ের মূল্যায়ন নির্দেশিকা	৪৯
৫.	ইংরেজি বিষয়ের মূল্যায়ন নির্দেশিকা	৭০
৬.	পরিবেশ পরিচিতি (বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এবং প্রাথমিক বিজ্ঞান সমন্বিত) বিষয়ের মূল্যায়ন নির্দেশিকা	১০৭
৭.	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (৩য়-৫ম শ্রেণি) বিষয়ের মূল্যায়ন নির্দেশিকা	১১৬
৮.	প্রাথমিক বিজ্ঞান (৩য়-৫ম শ্রেণি) বিষয়ের মূল্যায়ন নির্দেশিকা	১৩২
৯.	ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের মূল্যায়ন নির্দেশিকা	১৫১
১০.	হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের মূল্যায়ন নির্দেশিকা	১৬৭
১১.	বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের মূল্যায়ন নির্দেশিকা	১৮১
১২.	খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের মূল্যায়ন নির্দেশিকা	১৯৫
১৩.	শারীরিক শিক্ষা বিষয়ের মূল্যায়ন নির্দেশিকা	২০৯
১৪.	চারু ও কারুকলা বিষয়ের মূল্যায়ন নির্দেশিকা	২১৯
১৫.	সংগীত বিষয়ের মূল্যায়ন নির্দেশিকা	২৩৬

শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়নের ধারণা, পদ্ধতি ও কৌশল

ভূমিকা

যেকোনো শিক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্রে রয়েছে শিক্ষার্থী ও তার শিখন। কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর শিখনকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে শিক্ষক ও তার অনুসৃত শিখন-শেখানো কার্যাবলির সাথে সংশ্লিষ্ট নিয়ামকসমূহ। প্রত্যেক শিক্ষকের পেশাগত দায়িত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এই যে শ্রেণিকক্ষে পরিচালিত শিখন-শেখানো কার্যাবলিতে অংশগ্রহণের ফলে শিক্ষার্থী কী শিখছে, কী মাত্রায় শিখছে এবং কতটা ভালোভাবে শিখতে পারছে, অথবা তার শিখনে কী ঘাটতি রয়েছে এবং কতটা ঘাটতি রয়েছে সে সম্পর্কে অবহিত হওয়া। আর মূল্যায়নের মাধ্যমেই শিক্ষক শিক্ষার্থীর শিখন সম্পর্কিত এসব তথ্য জানতে পারেন, শিক্ষার্থীর প্রয়োজন/চাহিদা অনুধাবন করেন এবং সে অনুযায়ী তাকে সহায়তা করেন।

শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃত শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া এবং শিক্ষার্থীর শিখনের ওপর বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃত মূল্যায়ন পদ্ধতির অত্যন্ত জোরালো প্রভাব রয়েছে। একটি ভালো বা কার্যকর মূল্যায়ন ব্যবস্থা শিক্ষার্থীর শিখনমান উন্নয়নে সহায়তা করে। বিপরীতক্রমে দুর্বল মূল্যায়ন ব্যবস্থা মানসম্মত শিখনের পথে অন্তরায়। কাজেই, বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃত মূল্যায়ন ব্যবস্থা শিখন সহায়ক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার জন্য আমাদের মূল্যায়নের ধারণা, প্রকারভেদ, উদ্দেশ্য, কৌশল ও পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আবার অর্জিত ধারণার যথাযথ বাস্তবায়ন কৌশল সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করাও একটি অপরিহার্য কাজ।

মূল্যায়নের ধারণা- শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়ন বলতে কী বোঝায়?

শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়ন হলো একটি প্রক্রিয়া, যেখানে পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার পর তা বিশ্লেষণ করা হয় (অন্য কথায়, মূল্যায়ন করা হয়) ও ফলাফল পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজে ব্যবহার করা হয়। যেমন, মূল্যায়নের ফলাফল শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সংশ্লিষ্টদের প্রতিবেদনের মাধ্যমে অবহিত করা হয়; আবার শিক্ষার্থীর শিখন মান ও শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করা হয়। চিত্র ১-এ থেকে শিখন মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার একটি সাধারণ ধারণা পাওয়া যায়।

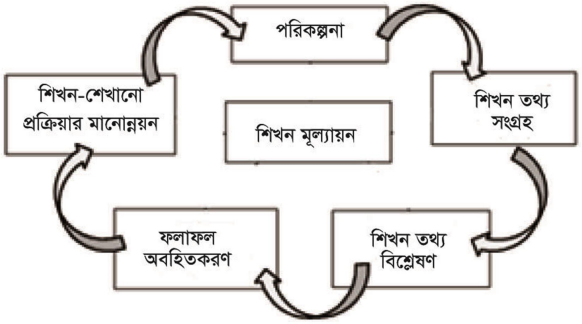

চিত্র ১ : মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়নের সাথে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিবিড়ভাবে জড়িত:

- শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়ন একটি প্রক্রিয়া এবং এটি শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যাবলিতে অংশগ্রহণের ফলে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা বা শিখন মান যাচাই করার উপায়;
- শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়নের সময় যা বিবেচনা করতে হবে তা হলো, শিক্ষার্থী কী জানে, কতটা বুঝতে পারে এবং তার জানা বিষয় সে প্রয়োগ করতে পারে কি না;
- শিখন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা ও মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন প্রকার মূল্যায়ন পদ্ধতি, কৌশল ও উপকরণ/টুলস ব্যবহার করা হয়। যেমন, মৌখিক ও লিখিত মূল্যায়ন, পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পারদর্শিতা মূল্যায়ন, ব্যবহারিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন, স্ব-মূল্যায়ন, সহপাঠির মাধ্যমে মূল্যায়ন, অভিভাবকের সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মূল্যায়ন ইত্যাদি।
- মূল্যায়নের ফলাফল শিক্ষক তার শিখন-শেখানো কার্যাবলির মানোন্নয়নে ব্যবহার করেন যাতে পরিবর্তিত উন্নততর শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া দ্বারা শিক্ষার্থীর শিখন দুর্বলতা দূরীভূত হয় এবং শিখন উন্নত হয়।
- শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়নের ফলাফল অভিভাবক, শিক্ষার্থী এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব

শিখন মূল্যায়নের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য রয়েছে। বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন উদ্দেশ্যে মূল্যায়নের ফল ব্যবহার করে থাকে। যেমন, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান সুনির্দিষ্ট কারণে মূল্যায়নের ফল ব্যবহার করে থাকে। কোনো শিক্ষার লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে কি না তা বোঝা যায় মূল্যায়নের মাধ্যমে। শিক্ষার্থীর গ্রেড, তার অবস্থান, অগ্রগতি, শিখন চাহিদা, শিক্ষাক্রম ইত্যাদি সবকিছুর ওপর মূল্যায়নের প্রভাব রয়েছে। শিক্ষার্থীর **শিখন মূল্যায়নের প্রধান উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীকে তার শিখনে সহায়তা করা**। বাস্তবতার নিরিখে মূল্যায়নের ফলাফল যে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, তাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা, (ক) শিক্ষার্থীকে মানসম্মত শিখনে সহায়তা করা; (খ) শিক্ষার্থীর প্রোফাইল বর্ণনা করা এবং (গ) শিক্ষকের শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার মানোন্নয়ন করা।

(ক) শিক্ষার্থীর শিখনে সহায়তা করা

শিখন মূল্যায়নের ফলাফল শিক্ষার্থীকে তার শেখার কাজে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সঠিক সংকেত বা নির্দেশনা প্রদান করে। যখন কোন মূল্যায়ন থেকে শিক্ষার্থী তাকে কী শিখতে হবে, কতটা শিখতে হবে, কীভাবে শিখতে হবে, কোনো ধারণা লাভ এবং দক্ষতা অর্জনে কতটা সময় ব্যয় করতে হবে ইত্যাদি তথ্য সম্পর্কে দিক নির্দেশনা লাভ করে তখন সে মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর শিখনের জন্য সহায়ক হয়ে ওঠে। আবার শিক্ষার্থী কী শিখবে এবং কীভাবে শিখবে তা প্রধানত নির্ভর করে শিক্ষার্থী যেভাবে মূল্যায়িত হবে বলে মনে করে তার ওপর। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, ৩য় শ্রেণির প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয় থেকে শিক্ষার্থীদের একটি প্রশ্ন এভাবে করা হলো যে পদার্থের কয়টি অবস্থা এবং অবস্থাগুলো কী কী? বল/লিখ। এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর বলতে বা লিখতে গিয়ে শিক্ষার্থী শুধু পদার্থের অবস্থা কয়টি সম্পর্কিত তথ্য/উত্তর মনে করার চেষ্টা করবে। কিন্তু প্রশ্নটি যদি এমন হয় যে, "পানি একটি পদার্থ। পানির কয়টি অবস্থা ও কী কী?" এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য শিক্ষার্থীকে তার "পদার্থের অবস্থা" সম্পর্কিত জানা তথ্য (পদার্থের ৩টি অবস্থা) পানির (পানিকে পদার্থ হিসেবে বিবেচনা করে) ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ, শিক্ষার্থীকে প্রথমে তথ্য জানতে ও বুঝতে/অনুধাবন করতে হবে; এরপর তা নতুন ক্ষেত্রে প্রয়োগের সামর্থ্য অর্জন করতে হবে। আবার "বরফকে কেন কঠিন পদার্থ বলা হয়? ব্যাখ্যা কর।" এই ধরনের প্রশ্নের উত্তরের জন্য শিক্ষার্থীকে চিন্তা করে যুক্তি দিতে হবে। ফলে তার শিখন অপেক্ষাকৃত উচ্চতর হবে। কাজেই, এটি প্রতীয়মান যে শিক্ষার্থীর শিখনের মান নিয়ন্ত্রণে মূল্যায়ন পদ্ধতি ও কৌশলের ভূমিকা অত্যন্ত জোরালো।

(খ) শিক্ষার্থীর প্রোফাইল বর্ণনা

মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন সম্পর্কে প্রাপ্ত গ্রেড বা নম্বর জানানো মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। বরং শিক্ষার্থী কী জানে বা শিখেছে, শিক্ষার্থী কী করতে সক্ষম, সে সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত তথ্য প্রদান করাও মূল্যায়নের একটি উদ্দেশ্য।

(গ) শিক্ষকের শিখন-শেখানো পদ্ধতির মানোন্নয়ন

মূল্যায়নের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো শিখন-শেখানো পদ্ধতির মান উন্নয়ন করা। মূল্যায়নের ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে যে শিখন-শেখানো কৌশল ব্যবহার করেন, তার কার্যকারিতা যাচাই করবেন এবং সেই অনুযায়ী তার শিখন-শেখানো পদ্ধতি বা কৌশল পরিবর্তন করে কার্যকর কৌশল ও পদ্ধতি ব্যবহার করবেন।

দু'টি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো। যেমন, একজন শিক্ষক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দেখলেন যে কিছু শিক্ষার্থী প্রায়ই বাড়ির কাজ সম্পূর্ণরূপে করতে ব্যর্থ হচ্ছে। এমন প্রেক্ষাপটে শিক্ষক কারণ চিহ্নিত করবেন। যেমন, একটি কারণ হতে পারে যে প্রদত্ত কাজের পরিমাণ শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য ও সময়ের তুলনায় অনেক বেশি। সেক্ষেত্রে শিক্ষক বাড়ির কাজের পরিমাণ কমিয়ে ও অপেক্ষাকৃত সহজ কাজ দিতে পারেন। কঠিন সমস্যাগুলো শ্রেণিকক্ষে সমাধান করে দিবেন।

আবার কোনো একজন শিক্ষক বক্তৃতা পদ্ধতি ব্যবহার করে ৩য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মৌসুমি সবজি সম্পর্কে পড়ালেন। পাঠ শেষে তিনি গ্রীষ্মকালীন সবজি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করলেন। কিছু শিক্ষার্থী এর সঠিক উত্তর দিতে পারলনা। এর ভিত্তিতে শিক্ষক এবার গ্রীষ্মকালীন সবজির একটি চার্ট শ্রেণিকক্ষের নির্ধারিত স্থানে টানিয়ে দিলেন এবং পাশাপাশি দু'জন শিক্ষার্থীকে এই চার্টে কী কী সবজির ছবি রয়েছে তা আলোচনা করতে বললেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক বক্তৃতা পদ্ধতির পরিবর্তে শিক্ষাপোকরণ (teaching aids) ব্যবহার করেছেন (মৌসুমি সবজির চার্ট) এবং শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ (জোড়া-দলে আলোচনা) নিশ্চিত করেছেন। এভাবে, মূল্যায়নের ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষক তার অপেক্ষাকৃত কম কার্যকর শিখন-শেখানো পদ্ধতি পরিবর্তন করে উন্নততর পদ্ধতি ব্যবহার করলেন। অর্থাৎ, মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষক সমস্যা চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী শিখন-শেখানো পদ্ধতি পরিবর্তন করতে পারেন।

মূল্যায়নের শ্রেণিবিভাগ

উদ্দেশ্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়নকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটি হলো (ক) গাঠনিক মূল্যায়ন/শিখন সহায়ক মূল্যায়ন/শিখনের জন্য মূল্যায়ন এবং অপরটি (খ) সামষ্টিক মূল্যায়ন/সিদ্ধান্তভিত্তিক মূল্যায়ন। সাধারণত বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়নের জন্য এই দু'ধরনের মূল্যায়ন ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হয়।

গাঠনিক মূল্যায়ন (formative assessment)

আমরা আগেই জেনেছি যে মূল্যায়নের মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর শিখন সংঘটনে সহায়তা করা। গাঠনিক মূল্যায়ন হলো সেই মূল্যায়ন যেখানে শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় সহায়তাদানের সুযোগ রয়েছে। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত শিক্ষা মূল্যায়ন সম্পর্কিত গ্রন্থসমূহে ইংরেজি 'formative assessment' এর বাংলা অনুবাদ হিসেবে 'গাঠনিক মূল্যায়ন' শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করা হয়েছে (যেমন, শাহজাহান তপন ও আব্দুর রশিদ, ২০০৩)। সাম্প্রতিক সময়ে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থসমূহে শিখন-সহায়ক মূল্যায়নকে বোঝাবার জন্য 'formative assessment' এর পাশাপশি 'assessment for learning' শব্দগুচ্ছও ব্যবহার করা হচ্ছে। আমরা ইংরেজি 'assessment for learning'-এর বাংলা অনুবাদ হিসেবে 'শিখনের জন্য মূল্যায়ন' ব্যবহার করতে পারি। এই নামকরণের মাধ্যমে মূল্যায়নের শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের প্রতি সুস্পষ্ট ইংগিত প্রদান করা হয়েছে যে শিক্ষার্থীর শেখার জন্যই মূল্যায়ন। এই তথ্যপত্রের সর্বত্র আমরা শিখন-সহায়ক মূল্যায়নকে বোঝাতে 'গাঠনিক মূল্যায়ন' ব্যবহার করেছি।

শিক্ষার্থীদের শিখন যাচাইয়ের জন্য গাঠনিক মূল্যায়ন কৌশলের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয় পর্যায়ে শিখন-সহায়ক হিসেবে গাঠনিক মূল্যায়ন অনুশীলন করতে হলে আমাদের জানতে হবে গাঠনিক মূল্যায়ন কী, এর উদ্দেশ্য কী এবং এটি কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায়।

গাঠনিক মূল্যায়ন ও এর বৈশিষ্ট্য

গাঠনিক মূল্যায়ন হলো একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন সম্পর্কিত তথ্য-প্রমাণাদি সংগ্রহ করা হয়, তা বিশ্লেষণ/মূল্যায়ন ও ব্যাখ্যা করা হয়; প্রাপ্ত ফলাফল শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ই তাদের শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার পরবর্তী ধাপে করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ব্যবহার করে। গাঠনিক মূল্যায়ন সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট করার জন্য নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে-

- গাঠনিক মূল্যায়ন একটি প্রক্রিয়া, যা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কর্তৃক শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার সময় ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ, গাঠনিক মূল্যায়ন শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ।
- গাঠনিক মূল্যায়ন একটি শ্রেণির শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন পাঠের শুরুতে, মাঝে, শেষে কিংবা প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোনো সময় সংঘটিত হয়।
- শ্রেণি শিক্ষক এই মূল্যায়ন পরিকল্পনা করেন এবং পরিচালনা করেন।
- গাঠনিক মূল্যায়নের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীর শিখন সমস্যা নিরূপণ ও তার প্রতিকার করা। অর্থাৎ, শিক্ষার্থীর শিখনের চলমান অবস্থা কী (অর্থাৎ, শিখনের দিক থেকে শিক্ষার্থীর অবস্থান কোথায়) তা জানা; পাঠের বিষয়বস্তু জানা এবং অনুধাবনে শিক্ষার্থীর কোনো শূন্যতা (বা সমস্যা) রয়েছে কি না তা শনাক্ত করা; শিখনমান উন্নয়নের জন্য শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়তা করা।

- গাঠনিক মূল্যায়ন স্বল্প সময়ের মধ্যে সংঘটিত হয়। অর্থাৎ, শ্রেণির জন্য বরাদ্দ সময়ের (যেমন, একটি পিরিয়ড) মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়।
- একাধিক মূল্যায়ন পদ্ধতি ও কৌশলের ব্যবহার গাঠনিক মূল্যায়নের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
- মূল্যায়নের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের যে কাজ সম্পন্ন করতে দেওয়া হয় তা বিভিন্ন শিক্ষার্থীর জন্য বিভিন্ন হতে পারে।
- অক্ষর গ্রেড (যেমন, A, B, C ইত্যাদি) বা নম্বর প্রদান করা গাঠনিক মূল্যায়নের মূল উদ্দেশ্য নয়। বরং শিক্ষার্থী শিখনে কী সমস্যা অনুভব করছে; এই সমস্যার উৎপত্তি কোথায়, অর্থাৎ, কারণ কী; কীভাবে এই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করা যায় - এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর খোঁজ করাই গাঠনিক মূল্যায়নের মুখ্য উদ্দেশ্য।
- আমাদের সুস্পষ্টভাবে মনে রাখতে হবে যে **গাঠনিক মূল্যায়ন আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা নয়**।

প্রাথমিক স্তরের পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে শিখন মূল্যায়ন-ব্যবস্থা

পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আওতায় প্রাথমিক স্তরের মূল্যায়ন পদ্ধতিকে পরিমার্জন করা হয়েছে এই লক্ষ্যে যেন তা শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিখনের জন্য উপযুক্ত ও সহায়ক হয়। প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে বর্তমানে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির সকল বিষয়ে শিখন মূল্যায়নের জন্য বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষভিত্তিক উভয় মূল্যায়ন (school and classroom based) ব্যবস্থায়ই পরিবর্তন আনা হয়েছে।

মূল্যায়ন পরিকল্পনার জন্য একাডেমিক বছরের সময় বিভাজন

প্রাথমিক স্তরের শিখন-শেখানো-মূল্যায়ন কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পনা ও পরিচালনার লক্ষ্যে বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ একাডেমিক বছরকে তিনটি প্রান্তিকে বিভক্ত করা হয়েছে: ১ম প্রান্তিক, ২য় প্রান্তিক এবং ৩য় প্রান্তিক। প্রত্যেক প্রান্তিকের মেয়াদ গড়ে ৪ মাস। যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের আওতায় প্রত্যেক প্রান্তিকে প্রত্যেকটি বিষয়ের নির্দিষ্ট শিখনফলের ভিত্তিতে শিখন-শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যাবলি পরিচালিত হবে।

পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়নের ধরন

প্রাথমিক স্তরের পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়নের জন্য দুই ধরনের মূল্যায়ন ব্যবহার করা হবে। এই দুই ধরনের মূল্যায়নের একটি হলো (ক) ধারাবাহিক মূল্যায়ন (continuous assessment) এবং অপরটি (খ) সামষ্টিক মূল্যায়ন (summative assessment)। ধারাবাহিক মূল্যায়ন শ্রেণিকক্ষভিত্তিক (classroom based) এবং শ্রেণিকক্ষের শিখন-শেখানো কার্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। পক্ষান্তরে সামষ্টিক মূল্যায়ন বিদ্যালয়ভিত্তিক (school-based) এবং একটি প্রান্তিকের শেষভাগে একটি নির্দিষ্ট সময়ে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুষ্ঠিত হবে। চিত্র ২-এ ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়ন সংঘটনের সময় প্রদর্শন করা হয়েছে। অর্থাৎ, ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রতিটি প্রান্তিকের সম্পূর্ণ মেয়াদে সংঘটিত হবে এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন প্রান্তিকের শেষভাগে অনুষ্ঠিত হবে।

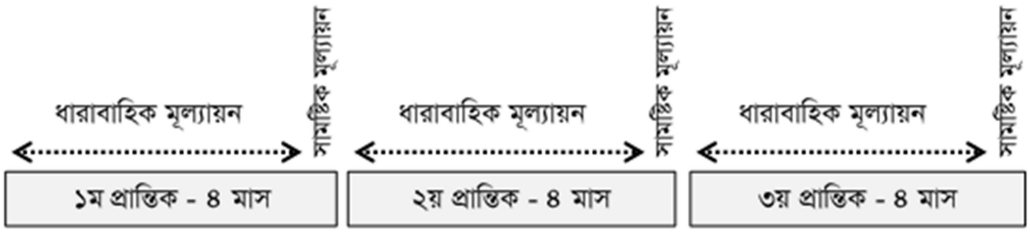

চিত্র ২: একটি শিক্ষাবর্ষের ৩টি প্রান্তিকে ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের সময়

(ক) ধারাবাহিক মূল্যায়ন (continuous assessment)

ধারাবাহিক মূল্যায়ন কী?

ধারাবাহিক মূল্যায়ন হলো শ্রেণিকক্ষভিত্তিক মূল্যায়ন। প্রাথমিক স্তরে প্রবর্তিত ধারাবাহিক মূল্যায়নের মধ্যে পূর্বে বর্ণিত গাঠনিক মূল্যায়নের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে দৈনন্দিন শিখন-শেখানো কার্যাবলির অংশ হিসেবে ক্লাস চলাকালীন অনুষ্ঠিত হবে, প্রান্তিক শেষে পরীক্ষার মাধ্যমে নয়। শিক্ষার্থীর জ্ঞান, বোধগম্যতা এবং দক্ষতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে ধারাবাহিক মূল্যায়ন পরিচালনা করবেন।

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকগণ প্রত্যেকটি প্রান্তিকের নির্দিষ্ট মেয়াদের (যেমন, ৪ মাস) মধ্যে শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করে ধারাবাহিক মূল্যায়নের কাজ সম্পন্ন করেন। বহু ধরনের মূল্যায়ন পদ্ধতি, কৌশল ও কাজ দ্বারা শিক্ষক শিক্ষার্থী কী জানে, বুঝে বা করতে পারে সে সম্পর্কে শিখন তথ্য সংগ্রহ ও মূল্যায়ন করবেন। এর ফলে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে কে পিছিয়ে আছে এবং কে এগিয়ে যাচ্ছে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করবেন এবং এর ভিত্তিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে ফলাবর্তন দিবেন ও তার শিখন নিশ্চিত করবেন। ধারাবাহিক মূল্যায়নের ফলাফল থেকে শিক্ষক **সকল শিক্ষার্থীর** শিখন নিশ্চিত করতে পারেন।

মনে রাখতে হবে যে শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃত ধারাবাহিক মূল্যায়ন গাঠনিক নাও হতে পারে। কোন মূল্যায়নই গাঠনিক হবে না যতক্ষণ না সেই মূল্যায়ন থেকে প্রাপ্ত তথ্য বা ফলাফল শিক্ষার্থীর শিখনমান উন্নয়নে ব্যবহার করা হয়।

ধারাবাহিক মূল্যায়নের উদ্দেশ্য কী?

- ধারবাহিক মূল্যায়নের মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীকে তার শিখন সংগঠন এবং ক্রমাগতভাবে শিখনমান উন্নয়নে সহায়তা করা।
- শিক্ষক কোনো নির্দিষ্ট পিরিয়ডে শিখন-শেখানো কার্যাবলির জন্য যে শিখনফল নির্বাচন করেন তা যেন **সকল শিক্ষার্থী** অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।
- শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ করা এবং কিভাবে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি বা ব্যহত হচ্ছে তা নিরূপণ করা।
- শিক্ষার্থীর চিহ্নিত সমস্যা দূর করার জন্য কার্যকর ফলাবর্তন (feedback) দেওয়া এবং পুনঃমূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করা।
- শ্রেণিকক্ষের অনানুষ্ঠানিক ও আনন্দঘন পরিবেশে শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে পরীক্ষাভীতি বা উদ্বিগ্নতা দুর করা।
- শিক্ষককে তার শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের কার্যকারিতা (effectiveness of teaching-learning strategies) সম্পর্কে ফলাবর্তন প্রদান ও তার মানোন্নয়নে সহায়তা করা।

ধারাবাহিক মূল্যায়ন কখন, কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?

ধারাবাহিক মূল্যায়ন হলো একটি প্রক্রিয়া যা ক্রমাগতভাবে শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যাবলির অংশ হিসেবে অনুষ্ঠিত হবে। প্রাথমিক স্তরের এক শিক্ষাবর্ষের তিনটি প্রান্তিকেই শ্রেণিকক্ষে ধারাবাহিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে এবং একটি প্রান্তিকের সকল কর্মদিবসে অনুষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ, শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে দৈনন্দিন শিখন-শেখানো কার্যাবলির সাথে সমন্বিত করে ধারাবাহিক মূল্যায়ন পরিচালনা করবেন।

ধারাবাহিক মূল্যায়ন কি পূর্ব-ঘোষিত সময় অনুযায়ী পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হবে?

ধারাবাহিক মূল্যায়ন শ্রেণিকক্ষের শিখন-শেখানো কার্যক্রম থেকে পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হবে **না**। বরং দৈনন্দিন শিখন-শেখানো কার্যাবলির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পরিচালিত হবে। এ বিষয়ে শিক্ষক অবহিত থাকবেন কিন্তু শিক্ষার্থীদের এই মূল্যায়ন সম্পর্কে আগে থেকে কোনো ধারণা বা নোটিশ দেওয়া যাবে না। শিক্ষক শিক্ষার্থীকে তার অজান্তে শ্রেণিকক্ষের স্বাভাবিক ও আনন্দময় পরিবেশে মূল্যায়ন করবেন।

একটি বিষয়ের একটি পিরিয়ডে সর্বনিম্ন বা সর্বোচ্চ কয়জন শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করতে হবে?

একটি পিরিয়ডে কয়জন শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করতে হবে - এটি বাস্তবতার নিরিখে শিক্ষক নির্ধারণ করবেন। একজন শিক্ষক একটি পিরিয়ডে কয়জন শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন সম্পন্ন করতে পারবেন তা কয়েকটি উপাদানের ওপর নির্ভরশীল। যেমন, একটি পিরিয়ডের সময়কাল (শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সংযোগ ঘণ্টা বা contact hour), শ্রেণির শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত, নির্বাচিত শিখনফলের পরিসর (সহজ বা উচ্চতর শিখন দক্ষতা সম্পর্কিত) ইত্যাদি। আমাদের মনে রাখতে হবে যেকোনো শ্রেণিতে উপস্থিত সকল শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক মূল্যায়ন *একটি পিরিয়ডে শেষ করতে হবে এমনটি নয়*।

বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি পিরিয়ডের সময়কাল ৩৫- ৪৫ মিনিট। প্রাথমিক স্তরের একটি শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা গড়ে ৪৫ জন বা ততোধিক। কাজেই, একটি পিরিয়ডে উপস্থিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা যদি বেশি হয় এবং নির্বাচিত শিখনফল উচ্চতর শিখন দক্ষতার হয়, তাহলে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে মূল্যায়নের জন্য সময় তুলনামূলকভাবে বেশি লাগবে। সেক্ষেত্রে একটি পিরিয়ডে সকল শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে না। পক্ষান্তরে, সহজ শিখনফল (যেমন, স্মরণ করা, ব্যাখ্যা করা, প্রয়োগ করা) মূল্যায়নে অপেক্ষাকৃত কম সময় লাগবে এবং কোনো কোনো শিখনফলের জন্য শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীকে একটি বা দুইটি পিরিয়ডে মূল্যায়ন করা সম্ভব হতে পারে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি প্রান্তিকের সময়কাল গড়ে ৪ মাস। কাজেই, শিক্ষক ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য ঐ প্রান্তিকের সবগুলো কর্মদিবসই পাবেন। তাই শিক্ষক এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে **পর্যায়ক্রমে একাধিক পিরিয়ডে** সকল শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করবেন। যেমন, ধরা যাক কোনো একটি শ্রেণিতে ৪৫ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত আছে। ঐ শ্রেণিতে নির্বাচিত একটি শিখনফল যাচাইয়ের জন্য শিক্ষক একটি পিরিয়ডে ১০ জন শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন সম্পন্ন করতে পেরেছেন। বাকি ৩৫ জন শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন শিক্ষক পরবর্তী আরো ২-৩টি পিরিয়ডের শিখন-শেখানো কার্যাবলির সাথে সম্পন্ন করবেন।

কাজেই, এটি সুস্পষ্ট যে *সব শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক মূল্যায়ন একটি পিরিয়ডে সম্পন্ন করতে হবে না*। প্রয়োজনে ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য একাধিক পিরিয়ড ব্যবহার করা যাবে।

অনুপস্থিত শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে ধারাবাহিক মূল্যায়ন কীভাবে করতে হবে?

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবেন। এছাড়া শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে এবং আনন্দঘন পরিবেশে কার্যকর শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শ্রেণিতে উপস্থিত থাকার প্রেষণা তৈরি করবেন।

যেকোনো কারণে এক বা একাধিক শিক্ষার্থী শ্রেণিতে অনুপস্থিত থাকতে পারে। কোনো শিক্ষার্থী অনুপস্থিত থাকলে তাকে পরবর্তীকালে উপস্থিত ক্লাসসমূহের যেকোনো একটি বা একাধিক পিরিয়ডে মূল্যায়ন করতে হবে। কোনো শিক্ষার্থী অবিরতভাবে কয়েকটি ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলে তার জন্য বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তায় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। কাজেই, কোনো কারণে শিক্ষার্থী কোনো দিন অনুপস্থিত থাকলে তা তার ধারাবাহিক মূল্যায়নকে ব্যাহত করবে না। *শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতি ধারাবাহিক মূল্যায়নের পথে অন্তরায় নয়।*

সকল শিক্ষার্থীর শেখার স্তর (learning level) কি সমান হবে?

একটি শ্রেণিতে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থী থাকে। যেমন, বালক বা বালিকা শিক্ষার্থী, কারো বাসস্থান শহরে, কারো গ্রামে; কোনো শিক্ষার্থী দরিদ্র পরিবার থেকে আগত, আবার কেউ সচ্ছল পরিবার থেকে আগত; অনেক শিক্ষার্থী তাড়াতাড়ি শেখে, অনেকের শিখতে সময় লাগে; কিছু শিক্ষার্থী পাঠদানকৃত বিষয়বস্তু সহজে বুঝতে পারে, অনেক শিক্ষার্থী আংশিক বুঝে বা খুব কম বুঝতে পারে; আবার অনেক শিক্ষার্থী বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন। কাজেই, একটি শ্রেণির সব শিক্ষার্থী এক নয়, তাদের মধ্যে নানা দিক থেকে বিভিন্নতা (diversity) রয়েছে। শিক্ষকের একটি প্রধান কাজ হচ্ছে এই বিভিন্নতাকে মেনে নেওয়া এবং স্বীকৃতি প্রদান। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্নতাকে মেনে নেওয়ার অর্থ হচ্ছে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে - এটিকে স্বীকৃতি প্রদান ও মনে রাখা। অর্থাৎ, বিভিন্নতার কারণে সকল শিক্ষার্থীর শিখনের স্তর সমান হবে না বরং বিভিন্ন হবে - এটাই স্বাভাবিক।

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ভিন্নতার জন্য তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করবেন না; তাদের সম্পর্কে কোনো পূর্ব-ধারণা পোষণ করবেন না এবং এর ভিত্তিতে তাদের মূল্যায়ন করবেন না। যেমন, অনেকে মনে করেন দরিদ্র পরিবারের শিশু এবং অপেক্ষাকৃত কম লেখাপড়া জানা মা-বাবার সন্তান শ্রেণিকক্ষে লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়ে (পূর্ব-ধারণা)। কারণ, তাদের মা-বাবা বাড়িতে কোনো প্রাইভেট শিক্ষকের ব্যবস্থা করতে পারেন না এবং লেখাপড়া কম বা না জানার দরুণ মা-বাবাও শিক্ষার্থীকে তার পড়া তৈরিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে পারেন না। এভাবে **শিক্ষার্থীর অপারগতাকে দায়ী করা শিক্ষকের কাজ নয়**। বরং, শিক্ষকের দায়িত্ব হচ্ছে **বিভিন্নতা নির্বিশেষে উপযুক্ত শিখন-শেখানো কৌশল প্রয়োগ করে সকল শিক্ষার্থীকে শিখতে সহায়তা** করা যাতে শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট টিউটর বা মা-বাবার ওপর নির্ভর করতে না হয়।

প্রকৃতপক্ষে শিক্ষক তার শিখন-শেখানো কার্যাবলির মাধ্যমে বিভিন্নতা অনুযায়ী শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণ করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক পাঠের জন্য নির্বাচিত বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের কাছে **একাধিক শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল** প্রয়োগ করে উপস্থাপন করবেন। যেমন, বিষয়বস্তু আলোচনা ও ব্যাখ্যা করার জন্য বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি ব্যবহার করবেন। আর শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে শ্রেণিকক্ষের শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য ছোট-দল/জোড়া-দলে আলোচনা পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন। আবার বিষয়বস্তুকে আকর্ষণীয় ও বোধগম্য করার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করবেন। যেমন, ভিডিও, চার্ট, গ্রাফ, পোস্টার, মডেল, বাস্তব উপকরণ ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও শিক্ষক একাধিক পদ্ধতি ও টুলস প্রয়োগ করবেন। যেমন, মৌখিক, লিখিত, পর্যবেক্ষণ, স্বমূল্যায়ন, সহপাঠী মূল্যায়ন ইত্যাদি। এভাবে শিখন-শেখানো ও মূল্যায়নের একাধিক পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ ও সক্রিয় অংশগ্রহণ **বিভিন্নতা সত্ত্বেও সকল শিক্ষার্থীর শিখনকে ত্বরান্বিত** ও নিশ্চিত করবে। এর ফলে **সকল** শিক্ষার্থীর শিখনমান উন্নত হবে এবং পরস্পরের মধ্যে শিখন দূরত্ব (learning gap) কমে আসবে।

যেসব শিক্ষার্থী পিছিয়ে আছে, তাদের ক্ষেত্রে কোনো একটি নির্দিষ্ট শিখনফল অর্জনে সহায়তা করার জন্য শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের ও উপযুক্ত শিখন-শেখানো কৌশল ব্যবহার করবেন, যা শিক্ষার্থীকে ক্রমান্বয়ে বিষয়বস্তু ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করবে। অর্থাৎ, প্রথমে শিক্ষার্থী আংশিক বুঝতে পারবে, কিন্তু শিক্ষকের সহায়তায় ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ অংশ বুঝতে পারবে; অন্য কথায়, প্রথমে শিক্ষার্থী সহজ শিখন সম্পন্ন করবে, শিক্ষকের অব্যাহত সহায়তায় শিক্ষার্থী ক্রমান্বয়ে উচ্চতর শিখনও সম্পন্ন করতে পারবে।

কাজেই, সকল শিক্ষার্থীর শিখন পারদর্শিতা সমান হবে বিষয়টি এমন নয়। তবে শিক্ষক শিখন-শেখানো ও মূল্যায়নের একাধিক উপযুক্ত পদ্ধতি ও কৌশল সুষ্ঠুরূপে প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের পরস্পরের মধ্যে শিখন-দূরত্ব (learning gap) কমিয়ে আনতে পারেন।

ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো কী?

ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো হলো শ্রেণিকক্ষে ধারাবাহিক মূল্যায়ন বাস্তবায়নের একটি দিক নির্দেশনা। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়নের জন্য শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষকগণ ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামোর সহায়তা নিবেন। প্রাথমিক স্তরের প্রতিটি বিষয়ের জন্য একটি করে ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামোর ৫টি অংশ। কাঠামোর অংশগুলো একটি সারণিতে ৫টি কলামের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। অংশগুলো হলো - (ক) মূল্যায়নের ক্ষেত্র (সারণির কলাম ১), (খ) মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয় (সারণির কলাম ২), (গ) মূল্যায়ন পদ্ধতি (সারণির কলাম ৩), (ঘ) মূল্যায়ন টুলস (সারণির কলাম ৪) এবং (ঙ) টুলসের উদাহরণ বা মন্তব্য (সারণির কলাম ৫)।

মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয় (কলাম ১ ও কলাম ২)

প্রাথমিক স্তরে 'মূল্যায়ন ক্ষেত্র' বলতে শিশুর 'শিখন ক্ষেত্র'-কে বোঝায়। কোনো বিষয়ে মূল্যায়নের ক্ষেত্র হলো ঐ বিষয়ে শিক্ষার্থীর শিখনের জন্য প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে যে যোগ্যতাসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে তা। শিশু তার জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন করেছে কিনা তা বুঝতে হলে তার শিখনই মূল্যায়ন করতে হয়। তাই শিখন ক্ষেত্র এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্র একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

মূল্যায়নের ক্ষেত্র সাধারণতঃ বৃহৎ বা বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখান থেকে কোনো বিষয়ে শিক্ষার্থীর ঠিক কোন শিখন বা দক্ষতা মূল্যায়ন করতে হবে তার কোনো দিক নির্দেশনা পাওয়া যায় না। যেমন, বাংলা বিষয়ে মূল্যায়নের

ক্ষেত্র চারটি: শোনা, বলা, পড়া ও লেখা। এই ক্ষেত্রগুলো বৃহৎ। যেমন, এখানে 'শোনা' শব্দটি থেকে শুধু বোঝা যাচ্ছে যে শিক্ষার্থী শোনা'র দক্ষতা অর্জন করবে এবং সাধারণভাবে শিক্ষার্থী কোন কিছু শুনতে পেল কিনা তা মূল্যায়ন করা হবে। কিন্তু শোনা'র দক্ষতা অর্জনের জন্য সাধারণভাবে শুধু শুনলেই চলবেনা। বাস্তব জীবনে আমরা কোনো বিষয় শুনি, শুনে বুঝতে চাই, শোনা তথ্য অন্যের সাথে বিনিময় করি। কাজেই, শোনা দক্ষতার কিছু সুনির্দিষ্ট দিক রয়েছে। যেমন, শুনে বিভিন্ন ধ্বনির মধ্যে পার্থক্য করা, মনযোগ ও ধৈর্য্যসহ শোনা, শুনে বুঝতে পারা ইত্যাদি। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে এই বিশেষ দিকসমূহ সংযোজন করা হয়েছে। তারই আলোকে ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামোর 'বিবেচ্য বিষয়' অংশে মূল্যায়ন ক্ষেত্রের এসব সুনির্দিষ্ট দিকসমূহ সংযোজন করা হয়েছে।

মূল্যায়ন পদ্ধতি ও টুলস (কলাম ৩ ও কলাম ৪)

শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়নের জন্য নির্দিষ্ট একটি বা দু'টি পদ্ধতি বা কৌশল ব্যবহার করা সমীচীন নয়। বরং বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতি ও টুলস ব্যবহার করতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্যের কারণে বিষয়ভিত্তিক শিখনফল বিভিন্নভাবে মূল্যায়ন করতে হয়। যেমন, বাংলা বিষয়ের বলা দক্ষতার জন্য মৌখিক মূল্যায়নের বিকল্প নেই। আবার বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য লিখিত মূল্যায়ন উপযুক্ত। তেমনি নৈতিক চর্চা মূল্যায়নের জন্য পর্যবেক্ষণ অপরিহার্য্য। আবার শিক্ষার্থীর মধ্যে হাতে কলমে কাজ করার সামর্থ্য বিকশিত হয়েছে কিনা তা জানার জন্য ব্যবহারিক মূল্যায়ন প্রয়োজন। সুতরাং, শিক্ষার্থীর বিভিন্ন প্রকার শিখন মূল্যায়ন করা এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে বিভিন্ন গুণাবলীর বিকাশ সাধনের জন্য বিভিন্ন ধরনের মূল্যায়ন ও টুলস ব্যবহার করতে হবে।

আবার শেখার সামর্থ্য, আর্থসামাজিক অবস্থা, আগ্রহ, শিখনের ধরন ইত্যাদির দিক থেকে শিক্ষার্থীরা একে অপর থেকে ভিন্ন। তাই বিভিন্ন ধরনের মূল্যায়ন পদ্ধতি ও টুলস ব্যবহারের ফলে প্রত্যেক শিক্ষার্থী সফলতা অর্জনের সমান এবং ন্যয্য বা পক্ষপাতহীন সুযোগ লাভ করে। যেমন, কোনো শিক্ষার্থী তার ধারণা মৌখিকভাবে প্রকাশ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, আবার কোনো শিক্ষার্থীর জন্য লিখিতভাবে মনের ভাব প্রকাশ করা অধিক সুবিধাজনক; আবার অনেক শিক্ষার্থী হাতে-কলমে কাজ করার মাধ্যমে তার শিখনের প্রমাণ দিতে অধিক পারদর্শী। কাজেই, বিভিন্ন মূল্যায়ন পদ্ধতি ও টুলসের সমন্বয় করে ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীকে তার বহুমুখী শিখন বিকাশ ও প্রমাণের সুযোগ দেওয়া যায়। আবার শিক্ষার্থী কোনো কারণে একটি পদ্ধতিতে তার পারদর্শিতা প্রমাণের পূর্ণাঙ্গ সুযোগ না পেলে অন্য পদ্ধতিতে তার দক্ষতার প্রমাণ দিতে পারবে। এর ফলে শিখন মূল্যায়ন যথাযথ, নির্ভরযোগ্য ও নৈতিক হয়। তাই ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামোতে শিখনফল ও বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতি রেখে একাধিক মূল্যায়ন পদ্ধতি ও মূল্যায়ন টুলস ব্যবহারের পরামর্শ রাখা হয়েছে।

শ্রেণিকক্ষে ধারাবাহিক মূল্যায়ন কীভাবে বাস্তবায়ন করবেন?

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ধারাবাহিক মূল্যায়ন পরিচালনা করবেন। অন্য কথায় ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও শিখন-শেখানো কার্যাবলি একটি অপরটি থেকে পৃথক নয়। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে ধারাবাহিক মূল্যায়ন পরিচালনার জন্য যে সকল উপকরণের সাহায্য নিবেন তা হলো : (ক) নির্ধারিত বিষয়ে প্রাথমিক স্তরের মূল্যায়ন নির্দেশিকা; (খ) পাঠ্যপুস্তক; (গ) শিক্ষক সহায়িকা/ শিক্ষক সংস্করণ/ শিক্ষক নির্দেশিকা; (ঘ) বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতা ইত্যাদি।

শিক্ষক সংস্করণ/সহায়িকায় প্রত্যেকটি পাঠের শিখন-শেখানো কার্যাবলি এবং মূল্যায়নের দিক নির্দেশনা দেওয়া আছে। শিক্ষক সংস্করণ/ সহায়িকা থেকে প্রথমত নির্দিষ্ট পাঠ নির্বাচন করবেন এবং উক্ত পাঠের শিখনফল নির্বাচন করবেন অথবা প্রণয়ন করবেন। শিখনফল অনুযায়ী শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনা করবেন এবং শিক্ষার্থীরা শিখনফল অর্জন করতে পেরেছে কি না তা মূল্যায়ন করবেন। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যাবলি পরিচালনার লক্ষ্যে নিচে প্রদত্ত পদক্ষেপসমূহ বিবেচনা করবেন। যেমন :

(১) মূল্যায়ন ক্ষেত্র নির্বাচন - নির্ধারিত বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামোর কলাম **১** অনুযায়ী

(২) বিবেচ্য বিষয় নির্বাচন - নির্ধারিত বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামোর কলাম ২ অনুযায়ী

(৩) শিখনফল নির্বাচন/রচনা - শিখনফল নির্বাচন বা লেখার জন্য শিক্ষক কয়েকটি উৎস ব্যবহার করতে পারেন। যেমন, শিক্ষাক্রমে বর্ণিত শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে শিক্ষক নিজে শিখনফল রচনা করতে

পারেন। অথবা শিক্ষক সহায়িকা/ সংস্করণ/ নির্দেশিকা থেকে নির্দিষ্ট বিষয়ের নির্দিষ্ট পাঠের জন্য শিখনফল নির্বাচন করবেন।

(৪) পূর্বজ্ঞান মূল্যায়ন - শিক্ষক পাঠ উপস্থাপনের শুরুতে শিক্ষার্থী পূর্বে কী জেনেছে তা উপযুক্ত প্রশ্নের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করবেন এবং পাঠের বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত করবেন।

(৫) শিক্ষার্থীদের সাথে শিখনফল বিনিময় ও আলোচনা - শিক্ষক শিক্ষার্থীকে শিখনফল সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে অবহিত করবেন যাতে শিক্ষার্থী বুঝতে পারে যে তাকে পাঠ শেষে কী জানতে, বুঝতে বা করার সামর্থ্য অর্জন করতে হবে; এছাড়া শিক্ষার্থী যেন পূর্বে অর্জিত জ্ঞানের সাথে শিখনফলের সম্পর্ক বুঝতে পারে।

(৬) শিখন-শেখানো কার্যাবলির পদ্ধতি/কৌশল নির্বাচন ও পরিচালনা - শিক্ষার্থীকে শিখনফল অর্জনে সহায়তা করার জন্য শিক্ষক উপযুক্ত শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল চিহ্নিত করে পাঠ উপস্থাপন করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীকে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিখনফল সংশ্লিষ্ট নির্ধারিত একটি বিষয়ে পাঠ উপস্থাপনের জন্য অবশ্যই একাধিক পদ্ধতি/কৌশল প্রয়োগ করবেন। ব্যবহৃত পদ্ধতি/কৌশলসমূহ অধিকতর শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক হতে হবে (যেমন, একক পাঠ, জোড়া-দলে, ছোট-দলে কাজ, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি)। শুধু যেখানে অপরিহার্য সেখানে শিক্ষক-কেন্দ্রিক পদ্ধতি (যেমন, বক্তৃতার মাধ্যমে পাঠের কোনো ধারণা উপস্থাপন, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি) ব্যবহার করবেন।

(৭) উপযুক্ত মূল্যায়ন পদ্ধতি ও টুলস নির্বাচন - নির্বাচিত শিখনফল শিক্ষার্থী কতটা অর্জন করেছে তা মূল্যায়নের জন্য শিক্ষক নির্ধারিত বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো অনুসরণ করে উপযুক্ত মূল্যায়ন পদ্ধতি, কৌশল ও টুলস নির্বাচন ও প্রয়োগ করবেন।

শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন যখন প্রয়োজন তখনই শিক্ষক শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়ন করবেন। শিখনফলের সাথে সঙ্গতি রেখে পাঠ চলাকালীন শিক্ষক মৌখিক, লিখিত, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি এক বা একাধিক প্রক্রিয়া ব্যবহার করে শিক্ষার্থীার শিখন মূল্যায়ন করবেন। শিক্ষকগণ কার্যকর প্রশ্ন প্রণয়ন করবেন এবং প্রশ্নসমূহ সহজ-শিখন ও উচ্চতর-শিখন মূল্যায়ন উপযোগী হতে হবে।

মূল্যায়নের সময় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মূল্যায়ন নির্দেশিকার পাশাপাশি পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক সংস্করণ/সহায়িকা ইত্যাদি একত্রে ব্যবহার করে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে কার্যকরভাবে মূল্যায়ন করতে পারেন।

(৮) কার্যকর ফলাবর্তন প্রদান ও নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ - শিক্ষক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থী শিখনফল অনুযায়ী বিষয়বস্তু আয়ত্ত করতে পেরেছে কি না তা বুঝতে পারবেন। কোনো শিক্ষার্থীর শিখন দুর্বলতা প্রতীয়মান হলে সেই অনুযায়ী শিক্ষক শিক্ষার্থীকে অবশ্যই ফলাবর্তন দিবেন এবং নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক পুনঃমূল্যায়ন করবেন। যেমন, বাংলা বিষয়ের লেখা দক্ষতা মূল্যায়ন করে কোনো শিক্ষার্থীর বানান ভুল হলে তা শুদ্ধ করার জন্য শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

(৯) স্ব-মূল্যায়ন (students' self-assessment) ও সহপাঠী ফলাবর্তন (peer feedback): প্রয়োজন হলে শিক্ষার্থী যাতে নিজের শিখন নিজে মূল্যায়ন করতে পারে এমন প্রক্রিয়ার সাথে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের যুক্ত করবেন। এছাড়াও শিক্ষক এমন কৌশল প্রয়োগ করবেন যেন শিক্ষার্থীরা একে অপরকে মূল্যায়ন করতে পারে। এ দু'টি পদ্ধতি ব্যবহার করে মূল্যায়ন করতে হলে শিক্ষককে পূর্বেই পরিকল্পনা করতে হবে।

ফলাবর্তন (feedback)

ফলাবর্তন শ্রেণিকক্ষে অনুষ্ঠিত ধারাবাহিক মূল্যায়নের অপরিহার্য অংশ। ফলাবর্তন ও নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ব্যতীত ধারাবাহিক মূল্যায়নের কোনো গুরুত্ব নেই। সুতরাং ধারাবাহিক মূল্যায়নে ফলাবর্তন ও নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ অবশ্য করণীয়।

ফলাবর্তন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে শিক্ষার্থীর শিখন দুর্বলতা চিহ্নিত করা হয়, সে অনুসারে তাকে সংশোধন করা হয়, অথবা শিক্ষার্থীর শিখন সমস্যা থাকলে তা সমাধান করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে শিখতে সহায়তা করা হয়। শিক্ষার্থী শিক্ষক ছাড়াও অভিভাবক, সহপাঠী, পাঠ্যপুস্তকসহ অন্যান্য উৎস থেকে ফলাবর্তন লাভ করতে পারে। এসব উৎস থেকে শিক্ষার্থী তার পারদর্শিতার সবল বা দুর্বল দিক সম্পর্কে তথ্য জানতে পারে। একজন শিক্ষক বা অভিভাবক তার

শিক্ষার্থী বা সন্তানকে কোনো বিষয়ে সঠিক উত্তর জানাতে পারেন; আবার একই কাজ একজন সহপাঠী করতে পারে বা একটি পাঠ্যপুস্তক কোনো ধারণাকে সুস্পষ্ট করার জন্য তথ্য দিতে পারে। এ সবই ফলাবর্তন প্রক্রিয়ার অন্তর্গত। ফলাবর্তনের গুরুত্ব সম্পর্কে গবেষকগণ বলেছেন যে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে মূল্যায়ন-পরবর্তী ফলাবর্তনের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে ব্যাপকভাবে শিখনের মানোন্নয়ন করা সম্ভব।

সুতরাং, ফলাবর্তন হলো একটি প্রক্রিয়া যেখানে কোনো পাঠে/বিষয়ে শিক্ষার্থীর শিখন কোন অবস্থায় (দুর্বলতা ও সবলতা উভয়ই) আছে সে সম্পর্কে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে অবহিত করেন এবং তাকে তার দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করেন।

কার্যকর ফলাবর্তন

শিক্ষার্থীর শিখনের ওপর ফলাবর্তনের প্রভাব সাধারণতঃ ইতিবাচক। তবে অকার্যকর ফলাবর্তনের প্রভাব নেতিবাচকও হতে পারে। তাই ফলাবর্তন কার্যকর হওয়া প্রয়োজন। ফলাবর্তনকে কার্যকর করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা প্রয়োজন-

- ফলাবর্তন হবে উদ্দেশ্যপূর্ণ, অর্থপূর্ণ এবং শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞানের (অর্থাৎ, শিক্ষার্থী যা জানে) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ;
- ফলাবর্তন শিখনফলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে;
- শিক্ষার্থীকে ঠিক সময়ে ফলাবর্তন দিতে হবে। এক্ষেত্রে উপযুক্ত পদক্ষেপ হলো যখন শিক্ষার্থী শিখছে তখন তাকে ফলাবর্তন দেওয়া, খুব দেরি বা খুব তাড়াতাড়ি না করা। যেমন, পাঠ চলাকালীন শিক্ষার্থীর কোন ভুল হলে সবচেয়ে ভালো হয় তাকে পরক্ষণেই ভুল ধরিয়ে দেওয়া এবং সঠিক উত্তর কী হবে তা চিহ্নিত করতে সহায়তা করা। পাঠ চলাকালীন সম্ভব না হলে পাঠ শেষে বা সারাদিন বিদ্যালয়ে থাকাকালীন যে কোনো সময়ে ফলাবর্তন দিতে হবে।
- ফলাবর্তন দিক নির্দেশনাপূর্ণ হবে যেন শিক্ষার্থী বুঝতে পারে যে তাকে কী করতে হবে। যেমন, 'ঠিক হয়নি', 'উন্নতি করতে হবে', 'ক্রস চিহ্ন' ইত্যাদি শিক্ষার্থীকে তার উত্তর গ্রহণযোগ্য হয়নি শুধু এই তথ্য জানায়। কিন্তু শিক্ষার্থীকে তার উত্তর গ্রহণযোগ্য করতে হলে ঠিক কী করতে হবে সে সম্পর্কে কোনো দিক নির্দেশনা দেয় না। অর্থাৎ, শিক্ষার্থীকে লিখিতভাবে বা মৌখিকভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে তার ভুল কী এবং এই ভুল শিক্ষার্থী কিভাবে সংশোধন করতে পারে। এই প্রক্রিয়াকে "বর্ণনামূলক ফলাবর্তন" (decretive feedback) বলে।
- ফলাবর্তনের ফলাফল পরিবীক্ষণ করতে হবে। যেমন, শিক্ষক বুঝিয়ে দেওয়ার পর শিক্ষার্থী তার ভুল কতটা সংশোধন করতে পেরেছে তা পরিবীক্ষণ করে শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করতে হবে।
- ফলাবর্তন হবে সুস্পষ্ট এবং শিক্ষার্থী-বান্ধব। শিক্ষার্থী বুঝতে পারে এমন সরল ভাষা ব্যবহার করতে হবে।
- ফলাবর্তন অবশ্যই প্রতিনিয়ত দিতে হবে। ফলাবর্তনকে দৈনন্দিন শিখন-শেখানো ও ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।
- শিক্ষার্থীকে শুধু নম্বর বা গ্রেড প্রদান করে তা জানানো কার্যকর ফলাবর্তনের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, তা দিক নির্দেশনাবিহীন।

(খ) সামষ্টিক মূল্যায়ন (Summative Assessment)

সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দিষ্ট সময় অন্তর অনুষ্ঠিত হয়, শ্রেণিকক্ষে দৈনন্দিন শিখন-শেখানো কার্যক্রমের অংশ নয়। সাধারণত কোনো অধ্যায়ের শেষে বা সেমিস্টার বা প্রান্তিকের শেষে এ ধরনের মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হয়। এর একটি প্রধান উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থী কী শিখেছে (শিখনফল/বিষয়বস্তু) এবং কেমন শিখেছে (কতটা ভালো) তা জানা।

প্রাথমিক স্তরে প্রতি প্রান্তিকের শেষে নির্ধারিত সময়ে সামষ্টিক মূল্যায়ন সংঘটিত হবে। বিদ্যালয় কর্তৃক নির্বাচিত মেয়াদের পর (১ম/২য়/৩য় প্রান্তিকের শেষে) নির্ধারিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতার (বা শিখনফলের) ভিত্তিতে ঐ মেয়াদের মধ্যে পঠিত সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীর অর্জন বা শিখনফল মূল্যায়ন করার প্রক্রিয়াই হলো সামষ্টিক মূল্যায়ন।

সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো

প্রাথমিক স্তরে সামষ্টিক মূল্যায়ন সুষ্ঠুরূপে বাস্তবায়নের জন্য একটি সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামোর ন্যায় সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামোরও ৫টি অংশ যা একটি সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সামষ্টিক মূল্যায়নে যা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে -

- আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা, লিখিত প্রশ্নপত্র, মৌখিক ও পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট
- এসাইনমেন্ট বা অর্পিত কর্ম সম্পাদন, ব্যবহারিক, হাতে কলমে কাজ, প্রজেক্ট সম্পাদন ইত্যাদি।

সামষ্টিক মূল্যায়ন কখন কীভাবে সংঘটিত হবে?

- সামষ্টিক মূল্যায়ন ধারাবাহিক মূল্যায়নের মতো শ্রেণিকার্য চলাকালীন শ্রেণি/বিষয় শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত নয়।
- সামষ্টিক মূল্যায়ন প্রত্যেক প্রান্তিকের শেষে অনুষ্ঠিত হবে (চিত্র ২ দেখুন)।
- সামষ্টিক মূল্যায়ন আনুষ্ঠানিক নিয়ম কানুনের ভিত্তিতে পরীক্ষার মাধ্যমে সংঘটিত হবে এবং এর ব্যবস্থাপনা বিদ্যালয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
- পূর্বনির্ধারিত সময়ে, নির্ধারিত স্থানে/শ্রেণিকক্ষে সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে।
- এই মূল্যায়নে সব শিক্ষার্থীর জন্য একই টুলস ব্যবহার করা হবে।
- মূল্যায়ন যে শ্রেণিকক্ষে অনুষ্ঠিত হবে, সেখানে এক বা একাধিক শিক্ষককে পরিদর্শনের দায়িত্ব পালন করবেন। পরিদর্শনকারী শিক্ষকগণ পরীক্ষার নিয়মকানুন বজায় রাখার দায়িত্ব পালন করবেন।

১ম ও ২য় প্রান্তিকের সামষ্টিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে ফলাবর্তন

সাধারণভাবে সামষ্টিক মূল্যায়নে শিক্ষার্থীদের ফলাবর্তন দেওয়ার সুযোগ নেই বললেই চলে। তবে ১ম ও ২য় প্রান্তিকের সামষ্টিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীকে ফলাবর্তন দেওয়ার কিছুটা সুযোগ রয়েছে। এই দুইটি প্রান্তিকে শিক্ষার্থীদের সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর অবহিত করতে হবে এবং ফলাবর্তনসহ শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নকৃত উত্তরপত্র ফেরত দিয়ে তাকে আত্মমূল্যায়নের সুযোগ দিতে হবে। উত্তরপত্র থেকে শিক্ষার্থী বুঝতে পারবে যে তার উত্তর কতটা যথাযথ হয়েছে, অথবা কোথায় ভুল বা শুদ্ধ হয়েছে, কোনো উত্তরের জন্য কেন আংশিক বা সম্পূর্ণ নম্বর লাভ করেছে। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে পূর্ণ নম্বর প্রদান বা আংশিক নম্বর কর্তনের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিবেন। এভাবে ১ম প্রান্তিকে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে শিক্ষার্থী ২য় প্রান্তিকের শিখনমান উন্নয়নের জন্য লক্ষ্য স্থির করতে পারে। অনুরূপভাবে, ২য় প্রান্তিকে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে শিক্ষার্থী ৩য় প্রান্তিকের জন্য লক্ষ্য স্থির করতে পারে। এভাবে সামষ্টিক মূল্যায়নের নম্বর ফলাবর্তন হিসেবে কাজ করবে।

প্রাথমিক স্তরে সামষ্টিক মূল্যায়ন কয়বার সংঘটিত হবে?

প্রাথমিক স্তরে মোট তিনটি প্রান্তিক রয়েছে। প্রত্যেক প্রান্তিকের শেষভাগে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের প্রতিটি বিষয়ে একবার করে সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। সম্পূর্ণ শিক্ষাবর্ষে তিনটি প্রান্তিকে প্রত্যেকটি বিষয়ে মোট ৩টি সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে।

প্রত্যেক প্রান্তিকে সামষ্টিক মূল্যায়নের নম্বরের সাথে ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে ঐ প্রান্তিকে শিক্ষার্থীর মোট প্রাপ্ত নম্বর নির্ণয় করা হবে। ৩য় প্রান্তিক শেষে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। প্রান্তিকের শেষে শিক্ষকগণ সামষ্টিক মূল্যায়নের ফলাফল 'মূল্যায়ন ফলাফল সংরক্ষণ ছকে' রেকর্ড করবেন।

রচনামূলক প্রশ্নের উত্তরে নম্বর প্রদানের নীতিমালা

রচনামূল্যক প্রশ্নের উত্তরে ন্যায়সঙ্গতভাবে নম্বর প্রদান (fair marking) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যথাযথভাবে নম্বর প্রদান নিশ্চিত করার জন্য মূল্যায়নকারী কিছু পদক্ষেপ অবলম্বন করতে পারেন। প্রাথমিক স্তরে রচনামূলক প্রশ্নের জন্য বিভিন্ন মানের নম্বর বরাদ্দ থাকে। মূল্যায়নকারী শিক্ষক সুষমভাবে নম্বর বন্টনের জন্য উপযুক্ত মানদন্ড নির্ধারণ করে নিবেন। অর্থাৎ, নম্বর প্রদানের একটি নীতিমালা তৈরি করে নিবেন যা সকল শিক্ষার্থীর উত্তর মূল্যায়নের সময় প্রয়োগ করবেন।

বিষয়ভেদে নম্বর প্রদানের নীতিমালা (rubric) বিভিন্ন হবে। যেমন, বাংলা বিষয়ের পঠন দক্ষতা মূল্যায়নের নীতিমালা এবং লিখন দক্ষতা মূল্যায়নে নীতিমালা এক হবে না। আবার বিজ্ঞান বিষয়ের উত্তর মূল্যায়নের নীতিমালা সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের উত্তর মূল্যায়নের নীতিমালা এক হবে না। কজেই, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকগণ বিভিন্ন বিষয়ের উত্তর মূল্যায়নের জন্য পৃথক নীতিমালা তৈরি ও অনুসরণ করবেন।

এই নির্দেশিকায় প্রতিটি বিষয়ের রচনামূলক প্রশ্নের উত্তরে নম্বর প্রদানের জন্য একটি করে নমুনা নীতিমালা (sample rubric) প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষকগণ উক্ত নমুনা অনুসরণ করে সম্ভাব্য সব ধরনের রচনামূলক প্রশ্নের উত্তরে নম্বর প্রদানের নীতিমালা তৈরি করে নিবেন।

রচনামূলক প্রশ্নোত্তরে নম্বর প্রদানের জন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করা যেতে পারে।

১. শিখনফল অনুযায়ী উত্তর লিখিত হয়েছে কিনা তা নীরিক্ষা করুন।

২. (ক) শিক্ষার্থী প্রদত্ত উত্তরকে গুণগত মানের বিচারে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে নিন। গুণগত মান অনুযায়ী একটি উত্তরকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করতে পারেন। যেমন, পরমোৎকৃষ্ট (excellent) উত্তর, উৎকৃষ্ট (good) উত্তর, যথাযথ (adequate) উত্তর, ঘাটতিসম্পন্ন (poor) উত্তর ইত্যাদি।

(খ) প্রতিটি গুণগত মানের মানদন্ড (criteria) নির্ধারণ করুন। অর্থাৎ, কোন উত্তর কোন কোন মানদন্ডের আলোকে পরমোৎকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট বা যথাযথ বা ঘাটতিসম্পন্ন হবে তা নির্ধারণ করুন। যেমন, উত্তরটি সঠিক, প্রাসঙ্গিক, পূর্ণাঙ্গ হলে তাকে উৎকৃষ্ট বা যথাযথ উত্তর বলা যেতে পারে। আবার উত্তরটি আংশিক সঠিক, অসম্পূর্ণ হলে তা ঘাটতিসম্পন্ন হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

(গ) বরাদ্দকৃত নম্বরের ভিত্তিতে প্রতিটি গুণগত মানের জন্য একটি করে নম্বর আরোপ করুন। যেমন, কোনো প্রশ্নে বরাদ্দকৃত নম্বর ৪ হলে ৪ নম্বরকে নিম্নলিখিতভাবে বন্টন করা যেতে পারে।

পরমোৎকৃষ্ট উত্তর	উৎকৃষ্ট উত্তর	যথাযথ উত্তর	ঘাটতিপূর্ণ উত্তর
৪	৩	২	১

এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী তার উত্তরের গুণগত মান অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন নম্বর অর্জন করবে।

৩. প্রতিটি উত্তরপত্রের একটি নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর একই সাথে মূল্যায়ন করুন। মনে করুন, আপনার শ্রেণিতে ৪৫ জন শিক্ষার্থী আছে এবং তাদের প্রথম প্রান্তিকের সামষ্টিক মূল্যায়নের ৪নং প্রশ্নটি একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর রচনামূলক প্রশ্ন। যদি আপনি প্রথম উত্তরপত্রের ৪ (ক) নং প্রশ্নোত্তর মূল্যায়ন করা শুরু করেন, তবে বাকী ৪৪ জন শিক্ষার্থীর ঐ একই প্রশ্নোত্তর অর্থাৎ, ৪(ক) নং প্রশ্নোত্তর মূল্যায়ন শেষ করে অন্য আরেকটি প্রশ্নের উত্তর মূল্যায়ন শুরু করবেন।

৪. মূল্যায়ন চলাকালীন মানদন্ড অনুযায়ী নম্বর প্রদান নিশ্চিত করুন।

(গ) মূল্যায়নের ফলাফল সংরক্ষণ

মূল্যায়ন-ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো শিক্ষার্থীর শিখন সম্পর্কিত তথ্য বা ফলাফল সংরক্ষণ করা। প্রাথমিক স্তরের ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের ফলাফল সংরক্ষণের জন্য শিক্ষকগণ প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে একটি করে 'মূল্যায়ন ফলাফল সংরক্ষণ ছক' ব্যবহার করবেন। প্রত্যেক বিষয়ের 'মূল্যায়ন ফলাফল সংরক্ষণ ছক'–এর গঠন এক। প্রত্যেকটি মূল্যায়ন ফলাফল সংরক্ষণ ছকে ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর রেকর্ড করার জন্য নির্ধারিত স্থান রয়েছে।

একটি প্রান্তিকে ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের ফলাফল রেকর্ড করা

প্রত্যেক প্রান্তিকের প্রত্যেক মাসে কমপক্ষে একবার করে মোট তিনবার ধারাবাহিক মূল্যায়নের ফলাফল 'মূল্যায়ন ফলাফল সংরক্ষণ ছকে' রেকর্ড করতে হবে। তিনবারের প্রাপ্ত নম্বরের মোট ও গড় নম্বর নির্ণয় করে ফলাফল সংরক্ষণ ছকের নির্ধারিত স্থানে লিখতে হবে। প্রত্যেক প্রান্তিকে সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর মাত্র একবার নির্ধারিত স্থানে লিখতে হবে।

প্রত্যেক প্রান্তিকে সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরের সাথে ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত গড় নম্বর যোগ করে প্রান্তিকের চূড়ান্ত নম্বর নির্ণয় করে ফলাফল সংরক্ষণ ছকের নির্ধারিত স্থানে লিখতে হবে।

বাংলা বিষয়ের মূল্যায়ন নির্দেশিকা

শ্রেণি: ১ম থেকে ৫ম

বাংলা বিষয়ের মূল্যায়ন পদ্ধতি ও টুলস

১. ভূমিকা

সমাজে বসবাসের জন্য আমাদের সবসময় পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করতে হয়। মানুষ নানাভাবে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে এবং যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হলো ভাষা। ভাষার মাধ্যমে মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করে; তার অনুভূতি, চিন্তা অন্যের কাছে ব্যক্ত করে। ভাষা যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যম থেকে আলাদা এবং জটিল। ভাষা মানুষকে 'মানুষ' হিসেবে পরিচিতি প্রদান করে। মানুষের ভাষা অন্যান্য জীব থেকে তার পৃথক সত্ত্বার প্রমাণ বহন করে।

শুরুতে শিশু তার পারিবারিক পরিমণ্ডল, নিকটতম চেনা পরিবেশ থেকে মাতৃভাষা রপ্ত করা শুরু করে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে শিশু যখন বিদ্যালয়ে যাতায়াত শুরু করে, তাকে শ্রেণিকক্ষের সামাজিক পরিবেশে সহপাঠী ও শিক্ষকের সাথে মিথস্ক্রিয়া করতে হয়; এছাড়া তাকে একাধিক বিষয় অধ্যয়ন করতে হয়। যোগাযোগের এসব কাজ শিশু মাতৃভাষার মাধ্যমেই করে থাকে। কাজেই, বৃহত্তর পরিবেশে শিশুকে যথাযথভাবে যোগাযোগ করার দক্ষতা অর্জন করতে হয়। আর অর্থপূর্ণভাবে যোগাযোগের জন্য 'ভাষা' শিখতে হয় এবং তার যথাযথ চর্চা করতে হয়। কাজেই, শিশুর বিকাশে মাতৃভাষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মাতৃভাষা শিখনে দুর্বলতা শিশুর অন্যান্য বিষয়ের শিখনকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

প্রাথমিক স্তরের শিশুরা বাংলা বিষয়ের মাধ্যমে তাদের মাতৃভাষা শেখা ও চর্চার সুযোগ পেয়ে থাকে। অন্যান্য ভাষার মতো বাংলা ভাষারও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে, রয়েছে নিজস্ব শব্দভাণ্ডার। তাই বাংলা ভাষার শিখন ও চর্চায় সাফল্য কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণের উপর নির্ভরশীল। বাংলা ভাষা কার্যকরভাবে শেখার জন্য এর চারটি দক্ষতা যেমন, শোনা, বলা, পড়া ও লেখা চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সফলতার সাথে যোগাযোগ করার জন্য শিক্ষার্থীকে চারটি দক্ষতার সবগুলোই অর্জন করতে হবে। শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষক এই চারটি দক্ষতার সবগুলোই আয়ত্ত করতে সহায়তা করবেন। শ্রেণিকক্ষে মানসম্মত শিখন-শেখানো কার্যাবলি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক স্তরের পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আওতায় শ্রেণিকক্ষভিত্তিক ধারাবাহিক মূল্যায়নের উপর গুরুত্ব আরোপসহ বিদ্যালয়ভিত্তিক প্রান্তিক মূল্যায়নের পরিমার্জন করা হয়েছে। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে দৈনন্দিন শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে শিক্ষার্থীদের চারটি ভাষা দক্ষতা নিয়মিত মূল্যায়ন করবেন, প্রয়োজন অনুযায়ী ফলাবর্তন প্রদান ও নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন নিশ্চিত করবেন। এই মূল্যায়ন নির্দেশিকার উদ্দেশ্য হলো ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষার দক্ষতাগুলো মূল্যায়ন করার জন্য ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের উপযুক্ত পদ্ধতি, কৌশল ও উপকরণ সম্পর্কে শিক্ষকদের ধারণা ও দক্ষতা লাভে সহায়তা করা এবং উক্ত দক্ষতা শ্রেণিতে ও বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ভাষা দক্ষতা মূল্যায়নে যথাযথভাবে প্রয়োগের দিকনির্দেশনা প্রদান।

২. সাধারণ নির্দেশনা

- শিক্ষক শিখন-শেখানো কাজ পরিচালনার সময় শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক মূল্যায়ন করবেন।
- পাঠ চলাকালেই শিক্ষার্থীর শিখন দুর্বলতা চিহ্নিত করে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নেবেন।
- শ্রেণি কাজ শেষে শিক্ষকের সুবিধাজনক সময়ে ঐসকল শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন ফলাফল সংরক্ষণ করবেন।
- একই পিরিয়ডে সকল শিক্ষার্থীর ফলাফল রেকর্ড করতে হবে না, তবে এক মাসে সকল শিক্ষার্থী যেন আবশ্যিকভাবে এ মূল্যায়নের আওতায় আসে তার ব্যবস্থা শিক্ষককে করতে হবে।
- নম্বর প্রদানই এ মূল্যায়নের মূল উদ্দেশ্য নয়। সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর উন্নয়ন না হওয়া পর্যন্ত এ মূল্যায়ন অব্যাহত থাকবে।
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের সময় শিক্ষার্থীর বিশেষ চাহিদার আলোকে ভাষাদক্ষতাগুলো অর্জনে সহায়তা করবেন।
- সামষ্টিক মূল্যায়ন অবশ্যই আনুষ্ঠানিক হবে। শোনা, বলা, পড়া ও লেখা সকল ক্ষেত্রেই সবার জন্য প্রশ্নপত্র অভিন্ন হতে হবে। শোনা ও বলার ক্ষেত্রে একই মূল্যায়ন টুলস ব্যবহার করতে হবে।
- একই সাথে একজন শিক্ষার্থীর বলা এবং অবশিষ্ট শিক্ষার্থীদের শোনা মূল্যায়ন করা যাবে; এতে সময় সাশ্রয় হবে।

বাংলা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন

বাংলা বিষয়ের ৪টি ভাষা-দক্ষতায় শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন করার জন্য দুই ধরনের মূল্যায়ন ব্যবহার করা হবে। এর একটি হলো ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং অপরটি সামষ্টিক মূল্যায়ন। প্রত্যেক প্রান্তিকে নির্দিষ্ট শিখনফলের ভিত্তিতে শোনা, বলা, পড়া এবং লেখায় শিক্ষার্থীদের অর্জিত দক্ষতা মূল্যায়ন করা হবে।

৩. বাংলা বিষয়ের ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের নম্বর বণ্টন

১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত শোনা, বলা, পড়া ও লেখা–এই চারটি দক্ষতার প্রতিটি পৃথকভাবে মূল্যায়ন করা হবে। শ্রেণি ও দক্ষতা অনুযায়ী ধারাবাহিক এবং সামষ্টিক মূল্যায়নের একটি নম্বর বণ্টন তালিকা সারণি ১-এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ১: শ্রেণি এবং চারটি ভাষা দক্ষতা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রান্তিকে বাংলা বিষয়ের ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের নম্বর বণ্টন

শ্রেণি	*ধারাবাহিক মূল্যায়ন*					*সামষ্টিক মূল্যায়ন*					সর্বমোট (ক)+(খ)	প্রান্তিক
	শোনা	বলা	পড়া	লেখা	মোট (ক)	শোনা	বলা	পড়া	লেখা	মোট (খ)		
১ম	১০	১০	১০	১০	**৪০**	১০	১০	২৫	১৫	**৬০**	১০০	**১ম-২য়-৩য়**
২য়	১০	১০	১০	১০	**৪০**	১০	১০	২৫	১৫	**৬০**	১০০	**১ম-২য়-৩য়**
৩য়	৮	৭	৮	৭	**৩০**	১০	১০	২৫	২৫	**৭০**	১০০	**১ম-২য়-৩য়**
৪র্থ	৮	৭	৮	৭	**৩০**	১০	১০	২৫	২৫	**৭০**	১০০	**১ম-২য়-৩য়**
৫ম	৫	৫	৫	৫	**২০**	১০	১০	৩০	৩০	**৮০**	১০০	**১ম-২য়**

সারণি ১.১ : প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়ন (২০+৮০ = ১০০)

অংশ এক : ৫ম শ্রেণির ১ম ও ২য় প্রান্তিক মূল্যায়ন (২০ নম্বর)					**অংশ দুই: সমাপনী পরীক্ষা (৮০ নম্বর)**			**সর্বমোট** (ক)+(খ)
ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর	সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর	মোট প্রাপ্ত নম্বর	**প্রাপ্ত গড় নম্বর**	**২০% নম্বর (ক)**	পড়া	লেখা	মোট (খ)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৪০ (২০+২০) - এর মধ্যে	১৬০ (৮০+৮০) - এর মধ্যে	২০০ (৪০+১৬০)-এর মধ্যে	$\frac{\text{মোট প্রাপ্ত নম্বর}}{২}$	$\frac{\text{প্রাপ্ত গড় নম্বর}}{১০০} \times ২০$	**৪৫**	**৩৫**	**৮০**	২০+৮০ = ১০০

১ম থেকে ৪র্থ শ্রেণির নম্বর বণ্টন : ১ম ও ২য় শ্রেণিতে ধারাবাহিক এবং সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য যথাক্রমে মোট ৪০ ও ৬০ নম্বর এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণিতে যথাক্রমে মোট ৩০ ও ৭০ নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে। সারণি- ১ এ মোট বরাদ্দকৃত নম্বর বণ্টনের পাশাপাশি চারটি দক্ষতায় বরাদ্দকৃত নম্বর বিস্তারিতভাবে প্রদর্শন করা হয়েছে। ১ম থেকে ৪র্থ শ্রেণির ক্ষেত্রে ৩টি প্রান্তিকে একই নম্বর বন্টন পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে।

৫ম শ্রেণির নম্বর বন্টন : ৫ম শ্রেণির ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য যথাক্রমে মোট ২০ ও ৮০ নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে। বিস্তারিত নম্বর বন্টন সারণি ১ - এ দেওয়া হয়েছে। এই নম্বর বন্টন পদ্ধতি শুধু ১ম দু'টি প্রান্তিকের জন্য প্রযোজ্য।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়ন

৫ম শ্রেণির শিক্ষা বর্ষের শেষে কোনো প্রান্তিক মূল্যায়ন সংঘটিত হবে না। এর পরিবর্তে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে যা দু'টি অংশ নিয়ে গঠিত। সারণি ১.১ -এ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে 'অংশ এক' ও 'অংশ দুই' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

অংশ এক : এই অংশে শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর ৫ম শ্রেণির ১ম ও ২য় প্রান্তিক মূল্যায়ন থেকে সংগ্রহ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রথমে দু'টি প্রান্তিকে অনুষ্ঠিত ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত মোট নম্বরের গড় (সারণি ১.১ এর ৪

নং কলাম দেখুন) নির্ণয় করতে হবে। পরে প্রাপ্ত গড় নম্বরের শতকরা ২০ ভাগ (সারণি ১.১ -এর ৫ নং কলাম দেখুন) নম্বর সংগ্রহ করতে হবে।

অংশ দুই : এই অংশটি সমাপনী পরীক্ষা নামে অনুষ্ঠিত হবে। এটি একটি সামষ্টিক মূল্যায়ন এবং মোট বরাদ্দকৃত নম্বর ৮০। বাংলা বিষয়ের ক্ষেত্রে শুধু পড়া ও লেখা দক্ষতা মূল্যায়ন করা হবে। মোট ৮০ নম্বরের মধ্যে পড়া দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য ৪৫ নম্বর এবং লেখা দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য ৩৫ নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে। এই ৮০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বরের সাথে 'অংশ এক'-এ বর্ণিত ২০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়নে প্রাপ্ত চূড়ান্ত নম্বর নির্ণয় করা হবে। সারণি ১.১-এর কলাম ৯ দেখুন।

৪. বাংলা ভাষা দক্ষতার ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের একটি প্রধান দায়িত্ব হলো দৈনন্দিন শিখন-শেখানো কার্যক্রমের সাথে ধারাবাহিক মূল্যায়ন সমন্বিত করে সকল শিশুর শিখন নিশ্চিত করা। বাংলা বিষয়ের শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে ক্রমাগত মূল্যায়নের মাধ্যমে বাংলা ভাষার চারটি দক্ষতায় (শোনা, বলা, পড়া এবং লেখা) শিক্ষাক্রমে বর্ণিত যোগ্যতাসমূহ অর্জনে সহায়তা করবেন। দক্ষতাগুলোর সাথে সঙ্গতি রেখে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শুনতে ও বলতে দিয়ে, কোনো বিষয় বর্ণনা করতে দিয়ে, প্রশ্ন করতে দিয়ে, পড়তে ও লিখতে দিয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়নের কাজ সম্পাদন করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে নিয়মিত মূল্যায়ন ও তদানুযায়ী নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে সুচারুরূপে ধারাবাহিক মূল্যায়ন পরিচালনায় সহায়তা করার জন্য একটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো গঠন করা হয়েছে। ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির চারটি ভাষা দক্ষতার মূল্যায়নের জন্য প্রণয়নকৃত কাঠামোটি সারণি ২ - এ উপস্থাপন করা হয়েছে। এই ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামোতে ৫টি কলাম রয়েছে। যথা, মূল্যায়নের ক্ষেত্র (কলাম ১), মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয় (কলাম ২), মূল্যায়ন পদ্ধতি (কলাম ৩), মূল্যায়ন উপকরণ/টুলস (কলাম ৪) এবং উদাহরণ (কলাম ৫)।

মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও বিবেচ্য বিষয় : শিক্ষার্থীদের চারটি ভাষা দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করার জন্য শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে বাংলা ভাষার প্রতিটি দক্ষতার (শোনা, বলা, পড়া ও লেখা) পৃথক মূল্যায়নের ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রসমূহ অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং সাধারণ। এই ক্ষেত্রসমূহ থেকে কী মূল্যায়ন করতে হবে তা সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে 'মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয়' কলামে। শিক্ষকগণ নির্ধারিত ক্ষেত্র থেকে শিখনফল নির্বাচন করে পাঠ পরিচালনা করবেন এবং শিক্ষার্থী কর্তৃক অর্জিত শিখনফল মূল্যায়ন করবেন।

মূল্যায়ন পদ্ধতি ও টুলস : বাংলা ভাষা দক্ষতার অর্জন মূল্যায়নের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। যেমন : মৌখিক, লিখিত ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি। পদ্ধতি অনুসারে মূল্যায়ন টুলস নির্ধারণ করা হয়। যেমন : মৌখিক মূল্যায়নের জন্য মৌখিক চেকলিস্ট (বর্ণ-শব্দ-বাক্য তালিকা), মৌখিক প্রশ্ন বা নির্দেশনা ইত্যাদি টুলস ব্যবহার করা যেতে পারে। আবার লিখিত মূল্যায়ন পদ্ধতির জন্য লিখিত বা মৌখিক প্রশ্ন/প্রশ্নপত্র উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে মূল্যায়নের জন্য পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট বা রুব্রিক ব্যবহার করা যেতে পারে।

সারণি ২ - এর শেষ কলামে প্রতিটি ভাষা দক্ষতার জন্য বেশ কিছু উদাহরণ সংযোজন করা হয়েছে। এই উদাহরণসমূহ অনুসরণ করে শিক্ষক নিজ নিজ মূল্যায়ন পদ্ধতি ও উপকরণ নির্বাচন করে ব্যবহার করবেন।

সারণি ২.১ : বাংলা বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

শ্রেণি : ১ম - ৫ম **ভাষাদক্ষতা : শোনা**

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
ক. বিভিন্ন রকম ধ্বনি ও শব্দ শুনে আলাদা করতে পারা।	১ম থেকে ৫ম শ্রেণির শিশুর শোনা দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য যে সকল বিষয় বিবেচনা করতে হবে তা হলো-	মৌখিক পর্যবেক্ষণ	ক. মৌখিক চেকলিস্ট: বর্ণ/শব্দ/বাক্য তালিকা যেমন শব্দ তালিকা- অজ,	**ক-১.** শিক্ষক কোনো ধ্বনি/বর্ণ/শব্দ/বাক্য সঠিক উচ্চারণে বলবেন অথবা সিডি হতে শোনাবেন। শিক্ষার্থী তা শুনে সঠিকভাবে লিখতে বা বলতে পারল কি না শিক্ষক তা যাচাই

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
খ. মনোযোগ, ধৈর্য্য সহকারে শুনতে পারা গ. শুনে বুঝতে পারা ★ ক শুধু ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য। ★ খ ও গ ১ম-৫ম পর্যন্ত সকল শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য।	ক. শিশু বিভিন্ন রকম শব্দ শুনে ধ্বনি আলাদা করতে পারছে কি না এবং শিশু বিভিন্ন রকম বাক্য শুনে শব্দ আলাদা করতে পারছে কি না খ. শিশু মনোযোগ সহকারে শুনছে কি না এবং শিশু ধৈর্য সহকারে শুনছে কি না গ. শিশু শুনে বুঝতে পারছে কি না	ও লিখিত	আম, অলি, ইলিশ খ. পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট: আদেশমূলক বাক্য, যেমন দাঁড়াও, এগিয়ে এসো ছড়া আবৃত্তি যেমন, আতা গাছে তোতা পাখি গ. প্রশ্নপত্র বা চিত্র: প্রশ্ন তালিকা যেমন, রাজার কয়জন কন্যা ছিল? তার ছোট কন্যার নাম কী? বড় কন্যা তাকে কী রকম ভালোবাসে?	করে মূল্যায়ন করবেন। **ক-২ :** কার চিহ্নযুক্ত শব্দ যেমন কাকা, খুকু, নানি ইত্যাদি শব্দ বোর্ডে লিখে শিক্ষার্থীদের নিকট হতে কারচিহ্ন পৃথক করতে বলবেন। **খ-১ :** শিক্ষক কোনো একটি ছড়া নিজে এক লাইন বাদ দিয়ে পড়বেন। শিক্ষার্থীরা তার এই ইচ্ছাকৃত ভুল ধরতে পারলে বুঝতে পারা যাবে তার মনোযোগ ছিল। **খ-২ :** শিক্ষক নিজে অথবা কোনো শিক্ষার্থীকে দিয়ে একটি ছড়া আবৃত্তি করবেন। এ সময় অন্য শিক্ষার্থীরা তা শুনে কী ধরনের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করছে শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করবেন। **খ-৩ :** পাঁচ/ছয়জনের গ্রুপ করে চেইন ড্রিলের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে পরের লাইন আবৃত্তি করতে বলবেন। এতে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ও ধৈর্যসহ শোনার দক্ষতা যাচাই করা যাবে। এখানে নম্বর প্রদান মুখ্য নয় বরং কোনো গ্রুপ বা গ্রুপের কোনো সদস্য আবৃত্তি করতে না পারলে তাকে পুনরায় চর্চার সুযোগ দিয়ে শোনা দক্ষতা অর্জন করাতে হবে। **গ-১ :** শিক্ষক নিজে অথবা শিক্ষার্থীদের দ্বারা কিংবা অডিও-ভিডিও টুল ব্যবহার করে একটি শ্রুতি সকল শিক্ষার্থীদের শুনিয়ে তারা কী বুঝলো তা শিক্ষার্থীদের লিখতে দিয়ে, কিংবা বলতে দিয়ে শুনে বুঝতে পারার দক্ষতা যাচাই করতে পারেন। শিক্ষক বিভিন্ন রকম ধ্বনি উচ্চারণ করবেন যেমন, মা-মা-মা; শিক্ষার্থীরা সহপাঠীদের মধ্যে কার নাম "মা" ধ্বনি দিয়ে শুরু (মায়েশা, মামুন) বলবে/লিখবে। -একই উদাহরণ হতে বলা, পড়া ও লেখা দক্ষতাও যাচাই করা যেতে পারে।

সারণি ২.২ : বাংলা বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

শ্রেণি : ১ম - ৫ম **ভাষাদক্ষতা : বলা**

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
ক. স্পষ্টতা, শুদ্ধতা, প্রমিত উচ্চারণ, খ. শ্রবণযোগ্যতা, সঠিক ছন্দে কথোপকথন, গ. প্রশ্নকরা, অনুভূতি ব্যক্ত করা, বর্ণনা করা ঘ. বাচনভঙ্গি ঙ. প্রাসঙ্গিকতা ★ ক - ঘ সকল শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য। ★ ঙ শুধু ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য।	১ম থেকে ৫ম শ্রেণির শিশুর বলা দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য যে সকল বিষয় বিবেচনা করতে হবে তা হলো- ক. শিশু স্পষ্ট, শুদ্ধ, প্রমিত উচ্চারণ, শ্রবণযোগ্য স্বর এবং সঠিক ছন্দে উচ্চারণ করতে পারছে কি না খ. শিশু ক্লাসে কথোপকথন এবং প্রশ্ন করছে কি না, অনুভূতি ব্যক্ত করছে কি না এবং কোনো বিষয় বর্ণনা করতে পারছে কি না গ. বলার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক কি না ঘ. তার বাচনভঙ্গি যথাযথ কি না	মৌখিক পর্যবেক্ষণ ও লিখিত	ক. মৌখিক মূল্যায়ন নির্দেশনা/ চেকলিস্ট: বর্ণ তালিকা যেমন: অ, আ, ই, ঈ শব্দ তালিকা যেমন: অজ, আম, ইলিশ, অলি বাক্য তালিকা যেমন: অজ আসে, আম খাই খ. পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট: নির্ধারিত ছড়া বা গল্পের অংশবিশেষ গ. প্রশ্নপত্র, চিত্র	**ক-১ :** শিক্ষক প্রমিত উচ্চারণে এক বা একাধিক বর্ণ/শব্দ/বাক্য বলবেন এবং শিক্ষার্থীরা তা শুনে বলবে। **ক-২:** শিক্ষার্থী নিজের বা চারপাশের কোনো বিষয় সম্পর্কে বলবে। খ. শিক্ষার্থী কবিতা সঠিক উচ্চারণ ও ছন্দে আবৃত্তি করবে এবং শিক্ষক তার অনুভূতি ও বাচনভঙ্গি পর্যবেক্ষণ করবেন। **গ-১:** শিক্ষক কোনো পাঠ্যাংশ পড়তে দিয়ে তার উপরে কিছু নির্ধারিত প্রশ্ন করবেন এবং শিক্ষার্থী জবাব দেবে। এভাবে তার বলা দক্ষতা মূল্যায়ন করা হবে। **গ-২:** শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের চার্ট/চিত্র উপস্থাপন করে শিক্ষার্থীদের সে সম্পর্কে বলতে বলবেন। একই কার্যক্রম দিয়ে একাধিক দক্ষতা যাচাই করা যেতে পারে।)

সারণি ২.৩ : বাংলা বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

শ্রেণি : ১ম - ৫ম **ভাষাদক্ষতা : পড়া**

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
ক. ডিকোডিং (পাঠোদ্ধারতা) খ. শব্দকোষ/ শব্দ ভাণ্ডার (Vocabulary) গ. ব্যাকরণ ঘ. পড়ে বুঝতে পারা	১ম থেকে ৫ম শ্রেণির শিশুর পড়া দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য যে সকল বিষয় বিবেচনা করতে হবে তা হলো- ক. শিক্ষার্থীর পাঠ-সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু বা এর সমমানের বিষয় নীরবে পড়ে তার মূল বিষয়/ ভাবার্থ জানতে ও বুঝতে পারছে কি না। খ. শিক্ষার্থীর পাঠ-সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু বা এর সমমানের বিষয় নীরবে পড়ে শব্দ/বাক্যের অর্থ জানতে পারছে কি না। গ. শিক্ষার্থীরা পাঠ-সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু বা এর সমমানের বিষয়বস্তু পড়ে এর ব্যাকরণ, বাক্যগঠন বুঝতে পারছে কি না।	মৌখিক পর্যবেক্ষণ ও লিখিত	ক. মৌখিক মূল্যায়ন নির্দেশনা/ চেকলিস্ট: নির্ধারিত পাঠ্যাংশ যেমন, বাগানের চারপাশে বেড়া--------- সাদা ফুল ঝরে পড়ে। খ. পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট : নির্ধারিত পাঠ্যাংশ যেমন- বাগানের চারপাশে বেড়া ---------- সাদা ফুল ঝরে পড়ে। গ. প্রশ্নপত্র, চিত্র: বিপরীত শব্দ যেমন : মা, ধনী, রাত সমার্থক -শব্দ: যেমন চাঁদ, ধরণি	ক. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের নির্ধারিত কোনো পাঠ্যাংশ/পড়তে দেবেন এবং তার উপর মৌখিক বা লিখিত প্রশ্ন করবেন। শিক্ষার্থী সে প্রশ্নের মৌখিক/লিখিত জবাব প্রদান করবে। খ. শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের কোনো পাঠ্যাংশ/ সমমানের বই পড়তে দিয়ে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করবেন। তারা পরস্পর প্রশ্ন করবে ও উত্তর দিবে এবং শিক্ষক বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করবেন। গ. শিক্ষক পাঠ্যপুস্তক থেকে কয়েকটি শব্দ বোর্ডে লিখে দিয়ে শিক্ষার্থীদের এর অর্থ/বিপরীত শব্দ/সমার্থক শব্দ/বাক্য রচনা করতে বলবেন। শিক্ষার্থী মৌখিক বা লিখিতভাবে উত্তর দিবে। একই কার্যক্রম দিয়ে অন্যান্য দক্ষতাও যাচাই করা যেতে পারে।

সারণি ২.৪ : বাংলা বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

শ্রেণি : প্রথম থেকে পঞ্চম **ভাষাদক্ষতা : লেখা**

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
ক.এনকোডিং খ. স্পষ্ট ও সঠিক আকৃতিতে লেখা গ. শব্দকোষ/ শব্দ ভাণ্ডার (শুদ্ধ বানান, সঠিক শব্দ) ঘ. ব্যাকরণ/ভাষিক কাজ ঙ. প্রাসঙ্গিকতা	১ম থেকে ৫ম শ্রেণির শিশুর লেখার দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য যে সকল বিষয় বিবেচনা করতে হবে তা হলো- ক. শিক্ষার্থী যে বিষয়ে লিখবে/ লিখতে দেওয়া হবে সে বিষয়ে পূর্ব ধারণা লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারছে কি না। খ. বর্ণ ও সংখ্যা পড়ে	লিখিত মৌখিক ও পর্যবেক্ষণ	ক. মৌখিক মূল্যায়ন নির্দেশনা/ চেকলিস্ট: নির্ধারিত বিষয় যেমন, আমার মা। খ. পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট : শব্দ তালিকা যেমন,	ক. শিক্ষার্থীকে তার চারপাশের পরিবেশ হতে নির্ধারিত বিষয় বলে বা বোর্ডে লিখে দিয়ে সে সম্পর্কে কিছু লিখতে দিয়ে মূল্যায়ন করবেন। খ. শিক্ষক বর্ণ/শব্দ/বাক্য সঠিক উচ্চারণে বলবেন, শিক্ষার্থী তা লিখবে এবং শিক্ষক সার্বিক বিষয় পর্যবেক্ষণ করবেন। খ-১: শিক্ষক ছবি প্রদর্শন করবেন এবং শিক্ষার্থী তার উপর কয়েক লাইন লিখবে।

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
চ. ধারাবাহিকতা ★ ক - ঘ পর্যন্ত সব শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য। ★ ঙ ও চ ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য।	শিক্ষার্থীরা লিখতে পারছে কি না। গ. শিক্ষার্থীর লেখাতে বিষয়-সংশ্লিষ্ট শব্দ ব্যবহার করতে পারছে কি না। ঘ. কর্তা, ক্রিয়ার ধারাবাহিকতা এবং ব্যাকরণ ঠিক রেখে বাক্য লিখতে পারছে কি না। ঙ. শিক্ষার্থী যে বিষয়ে লিখবে/ লিখতে দেওয়া হবে তা প্রাসঙ্গিকভাবে লিখতে পারছে কি না। চ. শিক্ষার্থী যে বিষয়ে লিখবে/ লিখতে দেওয়া হবে তা ধারাবাহিকভাবে লিখতে পারছে কি না।		আম, ঈগল, উট গ. প্রশ্নপত্র, চিত্র: পাঠ্য বইয়ের নির্ধারিত পাঠ্যাংশ বা চিত্র	খ-২. একই/ভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন দলে শিক্ষার্থীদের বিভক্ত করে প্রত্যেককে কিছু লিখতে বলবেন। একদল অপর দলের মূল্যায়ন করবে এবং শিক্ষক বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করবেন। গ. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কোনো একটি পাঠ্যাংশ/চার্ট/চিত্র উপস্থাপন করে তার উপরে কিছু লিখতে বলবেন। শিক্ষক প্রাসঙ্গিকতা ও ধারাবাহিকতা যাচাই করবেন। একই কার্যক্রম দিয়ে একাধিক দক্ষতা যাচাই করা যেতে পারে।

৫. বাংলা ভাষা দক্ষতার সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো

বিভিন্ন দক্ষতার সামষ্টিক মূল্যায়ন

শোনা ও বলা দক্ষতা মূল্যায়ন : সকল শিক্ষার্থীর জন্য একই মূল্যায়ন পদ্ধতি, কৌশল এবং টুলস ব্যবহার করা হবে। এই দুটি দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য মৌখিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। এই পদ্ধতিতে মূল্যায়ন টুলস হিসেবে মৌখিক চেকলিস্ট ব্যবহার করতে হবে।

শোনা ও বলা দক্ষতা এক সাথে মূল্যায়নের কৌশল : যে শ্রেণিকক্ষে সামষ্টিক মূল্যায়নের পরীক্ষা সংঘটিত হবে, তখন ঐ একই কক্ষে পরীক্ষা চলাকালীন শোনা ও বলা দক্ষতা মূল্যায়ন করা হবে। একটি প্রান্তিকে ধারাবাহিকভাবে যে সকল পাঠ আলোচনা করা হয়েছে, সেই পাঠের মধ্য থেকে শিক্ষক কিছু প্রশ্ন নির্ধারণ করবেন। অতঃপর পরীক্ষা চলাকালীন শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ডেকে নিয়ে প্রশ্ন করবেন এবং শিক্ষার্থী উত্তর দিবে। এতে শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের মাধ্যমে শোনা ও উত্তর প্রদানের মাধ্যমে বলা দক্ষতা যাচাইয়ের কাজ একত্রে সম্পন্ন হয়ে যাবে। প্রত্যেক শিক্ষর্থীকে সর্বোচ্চ ৩ মিনিট সময় বরাদ্দ করা যেতে পারে। এই জন্য প্রতি পরীক্ষা কক্ষে কমপক্ষে দুইজন শিক্ষক পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন।

পড়া দক্ষতা মূল্যায়ন : পড়া দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য লিখিত পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। মূল্যায়ন উপকরণ হিসেবে শিক্ষক কাগজ-কলম অভীক্ষা (পেপার-পেনসিল টেস্ট) বা লিখিত প্রশ্নপত্র ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীরা লিখিতভাবে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করবে। একটি প্রশ্নপত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন সন্নিবেশিত হবে। বাংলা বিষয়ে পড়া দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক প্রশ্ন ব্যবহার করা হবে। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের মধ্যে রয়েছে - বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (এমসিকিউ), সত্য-মিথ্যা নির্ণয় ও শূন্যস্থান পূরণ। রচনামূলক প্রশ্নের জন্য শিক্ষার্থীকে সংক্ষেপে উত্তর দিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষার্থীদের একটি অনুচ্ছেদ পড়তে দেওয়া হবে এবং এর আলোকে কিছু প্রশ্ন করা হবে, যার উত্তর হবে সংক্ষিপ্ত।

লেখা দক্ষতা মূল্যায়ন : শিক্ষার্থীদের লেখা দক্ষতার সামষ্টিক মূল্যায়ন অবশ্যই লিখিত পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে। এক্ষেত্রে মূল্যায়ন উপকরণ হিসেবে কাগজ-কলম অভীক্ষা বা পেপার-পেনসিল টেস্ট ব্যবহার করা হবে। এ ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ, রচনা, চিঠি, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদির সমন্বয়ে লিখিত প্রশ্নপত্র তৈরি করা হবে।

সামষ্টিক মূল্যায়নের দিকনির্দেশনা হিসেবে একটি সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো সারণি ৩-এ উপস্থাপন করা হয়েছে। এই মূল্যায়ন কাঠামোটি যথারীতি ৫টি কলামে সজ্জিত। কলামসমূহে মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও বিবেচ্য বিষয়, মূল্যায়ন পদ্ধতি ও টুলস সম্পর্কে উদাহরণসহ দিকনির্দেশনা রয়েছে।

মূল্যায়নের ক্ষেত্র এবং বিবেচ্য বিষয়সমূহ শিক্ষাক্রমের অর্জন উপযোগী শ্রেণিভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার আলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে। শিক্ষকগণ শিখনফল নির্ধারণ করে মূল্যায়নের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করবেন। প্রত্যেক শিখনফল মূল্যায়নের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি, কৌশল এবং উপকরণ বা টুলস নির্বাচন করবেন। সারণি ৩-এ প্রদত্ত সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো থেকে শিক্ষকগণ নিজ নিজ সামষ্টিক মূল্যায়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা লাভ করবেন।

সারণি ৩.১ : বাংলা বিষয়ের সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
শ্রেণি : ১ম - ৫ম				**ভাষাদক্ষতা : শোনা**
ক. বিভিন্ন রকম ধ্বনি ও শব্দ শুনে আলাদা করতে পারা। খ. মনোযোগ, ধৈর্য্য সহকারে শুনতে পারা। গ. শুনে বুঝতে পারা।	১ম থেকে ৫ম শ্রেণির শিশুর শোনা দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য যেসব বিষয় বিবেচনা করতে হবে তা হলো- ক. শিশু বিভিন্ন রকম শব্দ শুনে ধ্বনি আলাদা করতে পারছে কি না এবং শিশু বিভিন্ন রকম বাক্য শুনে শব্দ আলাদা করতে পারছে কি না খ. শিশু মনোযোগ সহকারে শুনছে কি না এবং শিশু ধৈর্য সহকারে শুনছে কি না গ. শিশু শুনে বুঝতে পারছে কি না	মৌখিক পর্যবেক্ষণ ও লিখিত	ক. মৌখিক ও পর্যক্ষেণ চেকলিস্ট : বর্ণ/শব্দ/বাক্য তালিকা যেমন : ই, ব, ভ, স, ঋ, ম খ. পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট : নির্ধারিত ছড়া যেমন, বাক বাকুম পায়রা ---------- চড়বে সোনার পালকি। গ. প্রশ্নপত্র বা চিত্র : প্রশ্ন তালিকা যেমন, আমরা কখন ঘুম থেকে উঠি? নদীর জলে কী চলে?	ক-১. শিক্ষার্থী বর্ণ শুনে শব্দ বলতে পারছে কি না শিক্ষক তা মূল্যায়ন করবেন। ক-২. শিক্ষক সকল পরীক্ষার্থীকে পাঠ্যবইয়ের অন্তর্গত একটি গল্প বা প্রবন্ধ বা কবিতা বলবেন এবং তা থেকে একটি বিষয় সকল শিক্ষার্থীকে মনে রাখতে বলবেন। যেমন, এই গল্পটিতে কতটি ফুলের নাম বলা হয়েছে মনে রাখবে। খ. মাঝের কোনো শব্দ বাদ দিয়ে কিংবা ইচ্ছাকৃত ভুল করে। শিক্ষক একজন করে শিক্ষার্থীকে ডেকে একটি কবিতা নিজে আবৃত্তি করে শোনাবেন। শিক্ষার্থী শুনে সঠিকভাবে বলতে পারে কি না তা শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করবেন। গ. শিক্ষক কিছু প্রশ্ন করবেন, শিক্ষার্থী তা শুনে বলতে পারছে কি না তা শুনে মূল্যায়ন করবেন। * একই উদাহরণ হতে বলা, পড়া ও লেখা দক্ষতাও যাচাই করা যেতে পারে।

সারণি ৩.২ : বাংলা বিষয়ের সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

শ্রেণি : ১ম - ৫ম				**ভাষাদক্ষতা : বলা**
ক. স্পষ্টতা, শুদ্ধতা, প্রমিত উচ্চারণ খ. শ্রবণযোগ্যতা, সঠিক ছন্দে কথোপকথন গ. প্রশ্নকরা, অনুভূতি ব্যক্ত	১ম থেকে ৫ম শ্রেণির শিশুর বলা দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য যে সকল বিষয় বিবেচনা করতে হবে তা হলো- ক. শিশু স্পষ্ট, শুদ্ধ, প্রমিত উচ্চারণ, শ্রবণযোগ্য স্বর এবং সঠিক ছন্দে উচ্চারণ	মৌখিক পর্যবেক্ষণ ও লিখিত	ক. মৌখিক মূল্যায়ন নির্দেশনা/চেকলিস্ট : শব্দ তালিকা যেমন, একতারা, অলি, মিঞা, শসা, ষাঁড়। খ. পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট: বাছাইকৃত কবিতা আবৃত্তি করতে দেয়া।	ক. শিক্ষক শব্দ তালিকা হতে শব্দগুলো শিক্ষার্থীদের বলতে এবং ঐ শব্দ দিয়ে বাক্য বলতে দিয়ে মূল্যায়ন করবেন (শব্দ ও বাক্য বলার ক্ষেত্রে স্পষ্টতা, শুদ্ধতা, শ্রবণযোগ্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে) খ. শিক্ষার্থী কবিতা সঠিক উচ্চারণ ও ছন্দে আবৃত্তি করবেন এবং শিক্ষক তার অনুভূতি ও বাচনভঙ্গি পর্যবেক্ষণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
করা, বর্ণনা করা ঘ. বাচনভঙ্গি ঙ. প্রাসঙ্গিকতা ★ ক থেকে ঘ সকল শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য। ★ ঙ শুধু ৩য়, ৪র্থ, ৫ম শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য।	করতে পারছে কি না খ. শিশু ক্লাসে কথোপকথন এবং প্রশ্ন করছে কি না, অনুভূতি ব্যক্ত করছে কি না এবং কোনো বিষয় বর্ণনা করতে পারছে কি না গ. বলার ক্ষেত্র প্রাসঙ্গিক কি না ঘ. তার বাচনভঙ্গি যথাযথ কি না		গ. প্রশ্নপত্র: প্রশ্ন তালিকা যেমন, ১. বাঘ কেন বনে যেতে চাইল? ২. ঊর্মি কোথায় দোলে? ৩. ব্যাঙ কীভাবে ডাকে?	করবেন। গ. শিক্ষক নির্ধারিত কিছু প্রশ্ন করবেন, শিক্ষার্থী জবাব দেবে। এভাবে তার বলা দক্ষতা যাচাই করবেন। একই কার্যক্রম দিয়ে একাধিক দক্ষতা যাচাই করা যেতে পারে। শোনা ও বলা দক্ষতা একই সঙ্গে একই উপকরণ বা টুলস দিয়ে যাচাই করা হলে শিক্ষক/শিক্ষার্থী উভয়ের জন্য তা অধিকতর সুবিধাজনক হবে।

সারণি ৩.৩ : বাংলা বিষয়ের সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

শ্রেণি: ১ম - ৫ম				**ভাষাদক্ষতা : পড়া**
ক. ডিকোডিং (পাঠোদ্ধারতা) খ. শব্দভাণ্ডার গ. ব্যাকরণ ঘ. পড়ে বুঝতে পারা	১ম থেকে ৫ম শ্রেণির শিশুর পড়া দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য যে সকল বিষয় বিবেচনা করতে হবে তা হলো- ক. শিক্ষার্থীর পাঠ-সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু বা এর সমমানের বিষয় নীরবে পড়ে তার মূল বিষয়/ভাবার্থ জানতে ও বুঝতে পারছে কি না। খ. শিক্ষার্থীর পাঠ-সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু বা এর সমমানের বিষয় নীরবে পড়ে শব্দ/বাক্যের অর্থ জানতে পারছে কি না। গ. শিক্ষার্থীরা পাঠ-সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু বা এর সমমানের বিষয়বস্তু পড়ে এর ব্যাকরণ, বাক্যগঠন বুঝতে পারছে কি না।	মৌখিক পর্যবেক্ষণ ও লিখিত	কাগজ-কলম অভীক্ষা বা প্রশ্নপত্র: নৈর্ব্যক্তিক-বহুনির্বাচনী, শূন্যস্থান পূরণ, শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্ণয়, সত্য-মিথ্যা চিহ্নিতকরণ, মিলকরণ রচনামূলক - এক কথায় উত্তর বা সংক্ষিপ্ত উত্তর	পরিশিষ্ট ৩ (ক) থেকে ৩ (ঙ) এর নমুনা প্রশ্নপত্রের **পড়া** অংশ দ্রষ্টব্য

সারণি ৩.৪ : বাংলা বিষয়ের সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

শ্রেণি : ১ম - ৫ম				**ভাষাদক্ষতা : লেখা**
ক. এনকোডিং (সঙ্কেতাবদ্ধকরণ) খ. স্পষ্ট ও সঠিক আকৃতিতে লেখা গ. শব্দ ভান্ডার (শুদ্ধ বানান,	১ম থেকে ৫ম শ্রেণির শিশুর লেখার দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য যে সকল বিষয় বিবেচনা করতে হবে তা হলো- ক. শিক্ষার্থী যে বিষয়ে লিখবে/লিখতে দেওয়া হবে সে বিষয়ে পূর্ব	লিখিত	প্রশ্নপত্র ও চিত্র: বর্ণ, শব্দ, বাক্য, চিঠি, দরখাস্ত, মূলভাব, অনুচ্ছেদ, ফরম পূরণ, বিজ্ঞপ্তি, ভ্রমণবৃত্তান্ত,	পরিশিষ্ট ৩ (ক) থেকে ৩ (ঙ) এর নমুনা প্রশ্নপত্রের **লেখা** অংশ দ্রষ্টব্য

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
সঠিক শব্দ) ঘ. ব্যাকরণ/ভাষিক কাজ ঙ. প্রাসঙ্গিকতা চ. ধারাবাহিকতা ★ ক - ঘ সকল শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য। ★ ঙ ও চ শুধু ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য।	ধারণা লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারছে কি না। খ. বর্ণ পড়ে শিক্ষার্থীরা লিখতে পারছে কি না। সংখ্যা পড়ে শিক্ষার্থীর লিখতে পারছে কি না। গ. শিক্ষার্থীর লেখাতে বিষয়-সংশ্লিষ্ট শব্দ ব্যবহারের করতে পারছে কি না। ঘ. কর্তা, ক্রিয়ার ধারাবাহিকতা এবং ব্যাকরণ ঠিক রেখে বাক্য লিখতে পারছে কি না। ঙ. শিক্ষার্থী যে বিষয়ে লিখবে/ লিখতে দেওয়া হবে তা প্রাসঙ্গিকভাবে লিখতে পারছে কি না। চ. শিক্ষার্থী যে বিষয়ে লিখবে/ লিখতে দেওয়া হবে তা ধারাবাহিকভাবে লিখতে পারছে কি না।		সমার্থক/বিপরীত শব্দ, ছবির বর্ণনা লেখার দক্ষতা যাচাই রুব্রিক	

৪. সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রশ্ন নির্দিষ্টকরণ ছক

সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রশ্নপত্র তৈরির সময় প্রশ্ন নির্দিষ্টকরণ ছক (table of specification) ব্যবহার করতে হবে। ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির প্রত্যেকটির জন্য একটি প্রশ্ন নির্দিষ্টকরণ ছক দেওয়া হলো। [★ প্রয়োজনবোধে ১ম শ্রেণির প্রশ্নপত্র শিক্ষক পরীক্ষা কক্ষে বুঝিয়ে দেবেন।]

সারণি ৪.১: ১ম শ্রেণির প্রশ্ন নির্দিষ্টকরণ ছক

পড়া দক্ষতা							
প্রশ্নের ধরন	**প্রশ্নের সংখ্যা**	**প্রতি প্রশ্নের মান**	**জানা**	**অনুধাবন**	**প্রয়োগ**	**উচ্চতর শিখন**	**মোট নম্বর**
১. শূন্যস্থান পূরণ/খালিঘর পূরণ	১০	১	৬	৪	-	-	১০
২. মিলকরণ	৫	১	২	২	১	-	৫
৩. যুক্তবর্ণ/কার চিহ্ন	৫	১	২	২	১		৫
৪. শব্দার্থ/শব্দ গঠন	৫	১	৫	-	-	-	৫
						মোট নম্বর	২৫
লেখা দক্ষতা							
প্রশ্নের ধরন ও সংখ্যা		**বরাদ্দকৃত নম্বর**	**জানা**	**অনুধাবন**	**প্রয়োগ**	**উচ্চতর শিখন**	**মোট নম্বর**
৫. বাক্য তৈরি : ৫টি বাক্য		৫×১ = ৫	-	-	৫	-	৫
৬. ছবি দেখে শব্দ লিখন : ৫টি শব্দ *অথবা* কবিতা মুখস্থ লিখন : কবিতার নাম ও কবির নামসহ ৪ লাইন মুখস্থ		৫×১ = ৫ *অথবা* ১/২ +১/২ +৪ = ৫	- ৫	৫ -	- -	- -	৫
৭. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর : ৫টি প্রশ্নের উত্তর অথবা বর্ণ লিখ (৫টি)		৫×১ = ৫ ৫×১ = ৫	৩ ৫	২ -	- -	- -	৫
						মোট নম্বর	১৫
শোনা দক্ষতা							১০
বলা দক্ষতা							১০
সর্বমোট নম্বর (সামষ্টিক)							৬০

সারণি ৪.২. ২য় শ্রেণির প্রশ্ন নির্দিষ্টকরণ ছক

পড়া দক্ষতা								
	প্রশ্নের ধরন	**প্রশ্নের সংখ্যা**	**প্রতি প্রশ্নের মান**	**জানা**	**অনুধাবন**	**প্রয়োগ**	**উচ্চতর শিখন**	**মোট নম্বর**
১	বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর/শব্দার্থ	৫	১	২	১	২	-	৫
২	মিলকরণ	৫	১	৩	২	-	-	৫
৩	এক কথায় প্রকাশ বা বিপরীত শব্দ লিখন	৫	১	৫	-	-	-	৫
৪	যুক্তবর্ণ	৫	১	৫	-	-	-	৫
৫	শূন্যস্থান পূরণ	৫	১	৩	২	-	-	৫
							মোট নম্বর	২৫

লেখা দক্ষতা							
	প্রশ্নের ধরন ও সংখ্যা	বরাদ্দকৃত নম্বর	জানা	অনুধাবন	প্রয়োগ	উচ্চতর শিখন	মোট নম্বর
৬	অনুচ্ছেদ লিখন- **৫ টি বাক্য** *অথবা* বাক্য রচনাকরণ- ৫টি	৫×১ = ৫ *অথবা* ৫×১ = ৫	- -	- -	৫ ৫	- -	৫
৭	কবিতা মুখস্থ লিখন: কবিতার নাম ও কবির নামসহ ৬ লাইন মুখস্থ	১+১+৩ = ৫	৫	-	-	-	৫
৮	সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর : **৫টি প্রশ্নের উত্তর**	৫×১ = ৫	২	২	১	-	৫
						মোট নম্বর	১৫
শোনা দক্ষতা							১০
বলা দক্ষতা							১০
সর্বমোট নম্বর (সামষ্টিক)							৬০

সারণি ৪.৩. ৩য় শ্রেণির প্রশ্ন নির্দিষ্টকরণ ছক

পড়া দক্ষতা								
	প্রশ্নের ধরন	**সংখ্যা**	**মান**	**জানা**	**অনুধাবন**	**প্রয়োগ**	**উচ্চতর শিখন**	**মোট নম্বর**
১	▪ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর অথবা ▪ শূন্যস্থান পূরণ	৫ ৫	১ ১	২ ৩	১ ২	২ -	- -	৫
২	▪ কবিতার চরণ সাজিয়ে লিখি/কবিতা সংশ্লিষ্ট	৪	৩+২ = ৫	৩	২	-	-	৫
৩	▪ মিলকরণ/শব্দার্থ	৫	১	৩	২	-	-	৫
৪	▪ **সমার্থক/** বিপরীত **শব্দ** /এক কথায় প্রকাশ	৫	১	৫	-	-	-	৫
৫	▪ **বিরাম চিহ্ন/যুক্ত বর্ণ**	৫	১	-	-	৫	-	৫
							মোট নম্বর	২৫
লেখা দক্ষতা								
	প্রশ্নের ধরন ও সংখ্যা	বরাদ্দকৃত নম্বর	জানা	অনুধাবন	প্রয়োগ	উচ্চতর শিখন	মোট নম্বর	
৬	অনুচ্ছেদ বা রচনা লিখন (অনধিক ১০০ শব্দ)	১০	-	-	১০	-	১০	
৭	দরখাস্ত লিখন/ব্যক্তিগত চিঠি/আবেদন পত্র/ফরম পূরণ	৫	-	-	-	-	৫	
৮	গল্প/কবিতার মূল ভাব	৫	-	৫	-	-	৫	
৯	প্রশ্নোত্তর : ৫টি প্রশ্নের উত্তর	৫	২	১	২	-	৫	
						মোট নম্বর	২৫	
শোনা দক্ষতা							১০	
বলা দক্ষতা							১০	
সর্বমোট নম্বর (সামষ্টিক)							৭০	

সারণি ৪.৪. ৪র্থ শ্রেণির প্রশ্ন নির্দিষ্টকরণ ছক

পড়া দক্ষতা								
	প্রশ্নের ধরন	**সংখ্যা**	**মান**	**জানা**	**অনুধাবন**	**প্রয়োগ**	**উচ্চতর শিখন**	**মোট নম্বর**
১	অনুচ্ছেদ পঠনের ভিত্তিতে ▪ বহূনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর অথবা	৫	১	২	১	১	১	৫
	▪ শূন্যস্থান পূরণ	৫	১	৩	২	-	-	৫
২	▪ কবিতার চরণ সাজিয়ে লিখি/কবিতা সংশ্লিষ্ট	৪	৩ + ২	৩	২			৫
৩	▪ মিলকরণ/শব্দার্থ	৫	১	৩	২	-	-	৫
৪	▪ সমার্থক/ বিপরীত শব্দ লিখন/এক কথায় প্রকাশ	৫	১	৫	-	-	-	৫
৫	▪ বিরাম চিহ্ন/যুক্ত বর্ণ	৫	১	-	-	৫	-	৫
							মোট নম্বর	২৫
লেখা দক্ষতা								
	প্রশ্নের ধরন ও সংখ্যা		বরাদ্দকৃত নম্বর	জানা	অনুধাবন	প্রয়োগ	উচ্চতর শিখন	মোট নম্বর
৬	অনুচ্ছেদ বা রচনা লিখন (অনধিক ১৫০ শব্দ)		১০	-	-	১০	-	১০
৭	দরখাস্ত লিখন/ব্যক্তিগত চিঠি/আবেদন পত্র/ফরম পূরণ		৫	-	-	৫	-	৫
৮	গল্প বা কবিতার মূলভাব লিখন		৫	-	৫	-	-	৫
৯	প্রশ্নোত্তর : ৩ টি প্রশ্নের উত্তর		১+২+২ = ৫	১	২	২	-	৫
							মোট নম্বর	২৫
শোনা দক্ষতা								১০
বলা দক্ষতা								১০
সর্বমোট নম্বর (সামষ্টিক)								৭০

সারণী ৪-৫ ৫ম শ্রেণির ১ম ও ২য় প্রান্তিকের প্রশ্ন নির্দিষ্টকরণ ছক

	পড়ার দক্ষতা							
	প্রশ্নের ধরন	সংখ্যা	মান	জানা	অনুধাবন	প্রয়োগ	উচ্চতর শিখন	মোট নম্বর
১	অনুচ্ছেদ পঠনের ভিত্তিতে বহুনির্বাচনী প্রশ্নোত্তর	৫	১	২	১	১	১	৫
২	শূন্যস্থান পূরণ	৫	১	৩	২	-	-	৫
৩	মিলকরণ/যুক্তবর্ণ/শব্দার্থ	৫	১	৩	২	-	-	৫
৪	সমার্থক/বিপরীত শব্দ/এককথায় প্রকাশ	৫	১	৫	-	-	-	৫
৫	বিরাম চিহ্ন	৫	১	-	-	৫	-	৫
৬	পাঠ্যপুস্তকের কবিতা/ছড়া/সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর	২	২+৩ = ৫	২	-	৩		৫
						মোট নম্বর		**৩০**

	লেখা দক্ষতা						
	প্রশ্নের ধরন ও সংখ্যা	বরাদ্দকৃত নম্বর	জানা	অনুধাবন	প্রয়োগ	উচ্চতর দক্ষতা	মোট নম্বর
৭	রচনা লিখন : (অনধিক ২০০ শব্দ)	১০	-	-	১০	-	১০
৮	দরখাস্ত লিখন/ব্যক্তিগত চিঠি	৫	-	-	৫	-	৫
৯	গল্প বা কবিতার মূলভাব	৫	-	৫	-	-	৫
১০	প্রশ্নোত্তর : তিনটি প্রশ্নের উত্তর	১+২+২ = ৫	১	২	২	-	৫
১১	ফরম পূরণ	৫	-	-	৫	-	৫
					মোট নম্বর =		**৩০**
	শোনা দক্ষতা						**১০**
	বলা দক্ষতা						**১০**
					সর্বমোট =		**৮০**

সারণী ৪.৬ পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্ন নির্দিষ্টকরণ ছক (প্রস্তাবিত) :

	পড়ার দক্ষতা							
	প্রশ্নের ধরন	সংখ্যা	মান	জানা	অনুধাবন	প্রয়োগ	উচ্চতর শিখন	মোট নম্বর
১	অনুচ্ছেদ পঠনের ভিত্তিতে বহুনির্বাচনী প্রশ্নোত্তর	৫	১	২	১	১	১	৫
২	শূন্যস্থান পূরণ	৫	১	৩	২	-	-	৫
৩	মিলকরণ/যুক্তবর্ণ/শব্দার্থ	৫	২	৫	-	৫	-	১০
৪	এক কথায় প্রকাশ/সমার্থক শব্দ/বিপরীত শব্দ	৫	২	১০	-	-	-	১০
৫	বিরাম চিহ্ন	১	৫	-	-	৫	-	৫
৬	পাঠ্যপুস্তকের কবিতা/ছড়া সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর	৩	১০	২	৫	৩	-	১০
						মোট নম্বর		৪৫

	লেখা						
	প্রশ্নের ধরন ও সংখ্যা	বরাদ্দকৃত নম্বর	জানা	অনুধাবন	প্রয়োগ	উচ্চতর শিখন	মোট নম্বর
৭	রচনা লিখন, অনধিক ২০০ শব্দ	১০	-	-	১০	-	১০
৮	ব্যক্তিগত চিঠি/আবেদনপত্র	৫	-	-	৫	-	৫
৯	গল্প বা কবিতার মূলভাব	৫	-	৫	-	-	৫
১০	প্রশ্নোত্তর ৩টি প্রশ্নের উত্তর	১০	২	৪	৪	-	১০
১১	ফরম পূরণ	৫			৫		৫
						মোট =	৩৫
	১ম ও ২য় প্রান্তিকের গড় (১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) থেকে						২০
						সর্বমোট=	**১০০**

সারণি ৫: বাংলা বিষয়ের পড়া ও লেখা দক্ষতার সামষ্টিক মূল্যায়নে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের মান বণ্টন

শ্রেণি	মোট নম্বর	পড়া	লেখা
১ম	৪০	**মোট নম্বর = ২৫** ১। শূন্যস্থান পূরণ/খালিঘর পূরণ : ১০ ২। মিলকরণ : ০৫ ৩। খালি ঘরে কার চিহ্ন/যুক্তবর্ণ : ০৫ ৪। শব্দার্থ/শব্দ গঠন : ০৫	**মোট নম্বর = ১৫** ১। বাক্য তৈরি : ০৫ ২। ছবি দেখে শব্দ লিখন/কবিতা ও কবির নামসহ ৪ লাইন মুখস্থ লিখন : ০৫ ৩। সংক্ষিপ্ত বর্ণলিখন/ প্রশ্নোত্তর : ০৫
২য়	৪০	**মোট নম্বর = ২৫** ১। বহু নির্বাচনী/শব্দার্থ : ০৫ ২। মিলকরণ : ০৫ ৩। এক কথায় প্রকাশ/বিপরীত শব্দ-০৫ ৪। যুক্ত বর্ণ : ০৫ ৫। শূন্যস্থান পূরণ : ০৫	**মোট নম্বর = ১৫** ১। কবিতা ও কবির নামসহ ৬ লাইন মুখস্থ লিখন : ০৫ ২। ৫টি বাক্যে একটি অনুচ্ছেদ লিখন/বাক্য তৈরি : ০৫ ৩। প্রশ্নোত্তর : ০৫
৩য়	৫০	**মোট নম্বর = ২৫** ১। বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর অথবা শূন্যস্থান পূরণ-০৫ ২। মিলকরণ/শব্দার্থ-০৫ ৩। এক কথায় প্রকাশ/বিপরীত শব্দ/সমার্থক : ০৫ ৪। বিরাম চিহ্ন/যুক্ত বর্ণ : ০৫ ৫। কবিতার চরণগুলো সাজিয়ে লিখি/কবিতা সংশ্লিষ্ট- ০৫	**মোট নম্বর = ২৫** ১। অনুচ্ছেদ লিখন (অনধিক ১০০ শব্দ) : ১০ ২। ব্যক্তিগত চিঠি/আবেদনপত্র : ০৫ ৩। গল্প বা কবিতার মূল ভাব : ০৫ ৪। প্রশ্নোত্তর : ০৫
৪র্থ	৫০	**মোট নম্বর = ২৫** ১। অনুচ্ছেদ পঠনের ভিত্তিতে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন/শূন্যস্থানপূরণ : ০৫ ২। মিলকরণ/শব্দার্থ (অনুচ্ছেদ থেকে) - ০৫ ৩। এক কথায় প্রকাশ/বিপরীত শব্দ/সমার্থক শব্দ (অনুচ্ছেদ থেকে) : ০৫ ৪। বিরাম চিহ্ন/যুক্তবর্ণ- ০৫ ৫। কবিতার চরণগুলো সাজিয়ে লিখি/কবিতা সংশ্লিষ্ট- ০৫	**মোট নম্বর = ২৫** ১। অনুচ্ছেদ লিখন/রচনা (অনধিক ১৫০ শব্দ) : ১০ ২। ব্যক্তিগত চিঠি/আবেদন পত্র/ফরম পূরণ : ০৫ ৩। গল্প বা কবিতার মুল ভাব : ০৫ ৪। প্রশ্নোত্তর : ০৫
৫ম (১ম-২য় প্রান্তিক)	৬০	**মোট নম্বর = ৩০** ১। একটি অনুচ্ছেদ দেয়া থাকবে তা থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর : ০৫ ২। শূন্যস্থান পূরণ : ০৫ ৩। মিলকরণ/ যুক্ত বর্ণ/শব্দার্থ : ০৫ ৪। এক কথায় প্রকাশ/বিপরীত শব্দ/সমার্থক শব্দ : ০৫ ৫। বিরাম চিহ্ন : ০৫ ৬। পাঠ্য বইয়ের কবিতা/ছড়া সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর : ০৫	**মোট নম্বর = ৩০** ১। রচনা/অনুচ্ছেদ লিখন (অনধিক ২০০শব্দ) : ১০ ২। ব্যক্তিগত চিঠি/আবেদন পত্র : ০৫ ৩। ফরম পূরণ : ০৫ ৪। গল্প বা কবিতার মুলভাব : ০৫ ৫। প্রশ্নোত্তর : ০৫
৫ম (সমাপনী পরীক্ষা)	৮০	**মোট নম্বর = ৪৫** ১। একটি অনুচ্ছেদ দেয়া থাকবে তা থেকে সঠিক উত্তর লিখন/ শূন্যস্থান পূরণ/সংক্ষিপ্ত উত্তর : ১০ ২। মিলকরণ/ যুক্ত বর্ণ/শব্দার্থ : ১০ ৩। এক কথায় প্রকাশ/বিপরীত শব্দ/সমার্থক শব্দ : ১০ ৪। বিরাম চিহ্ন : ০৫ ৫। পাঠ্যবইয়ের কবিতা/ছড়া সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর : ১০	**মোট নম্বর = ৩৫** ১। রচনা (অনধিক ২০০ শব্দ) : ১০ ২। ব্যক্তিগত চিঠি/আবেদন পত্র : ০৫ ৩। গল্প বা কবিতার মুলভাব : ০৫ ৪। প্রশ্নোত্তর : ১০ ৫। ফরমপূরণ : ০৫

বিঃ দ্রঃ পঞ্চম শ্রেণির প্রান্তিক ও সমাপনী পরীক্ষার পড়া ও লেখা দক্ষতা সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের অবয়ব একই রকম হবে। শুধুমাত্র নম্বর পরিবর্তন হবে।

৬. মূল্যায়নের ফলাফল সংরক্ষণ

মূল্যায়ন-ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো মূল্যায়নের ফলে শিক্ষার্থীর শিখন বা অর্জনের যে প্রমাণাদি পাওয়া যায় তা সংরক্ষণ করা। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন-পরবর্তী ফলাফল সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। কারণ, মূল্যায়ন ফলাফল শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার প্রমাণ বহন করে। বিভিন্ন প্রান্তিকে শিক্ষার্থীর সংরক্ষিত ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর বার্ষিক পারদর্শিতা প্রকাশ করা হয়, উপরের শ্রেণিতে উন্নীত/অনুন্নীত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তাই একটি যথাযথ ফলাফল সংরক্ষণ ছকে শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের ফলাফল সংরক্ষণ বা রেকর্ড করা প্রয়োজন।

মূল্যায়নের ফলাফল রেকর্ড করার জন্য শিক্ষকগণ একটি 'মূল্যায়ন ফলাফল সংরক্ষণ ছক' ব্যবহার করবেন। বাংলা বিষয়ের একটি নমুনা ফলাফল সংরক্ষণ ছক সারণি ৬-এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ৬ : বাংলা বিষয়ের মূল্যায়ন ফলাফল সংরক্ষণ ছক- ধারাবাহিক ও সামষ্টিক (সমন্বিত)

শ্রেণি: ..... **প্রথম/দ্বিতীয়/তৃতীয় প্রান্তিক মূল্যায়ন, ২০১.....** **বিষয় : বাংলা**

রোল নম্বর	শিক্ষার্থীর নাম	ধারাবাহিক মূল্যায়ন																	সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর	সর্বমোট নম্বর**
		১ম মাস ঃ					২য় মাস ঃ					৩য় মাস ঃ					তিন মাসে মোট প্রাপ্ত	প্রাপ্ত গড় নম্বর*		
		শোনা	বলা	পড়া	লেখা	মোট	শোনা	বলা	পড়া	লেখা	মোট	শোনা	বলা	পড়া	লেখা	মোট				
০১	-																			
০২	-																			
০৩	-																			
০৪																				
০৫																				
০৬																				
০৭																				
০৮																				
০৯																				
১০																				

নির্দেশনা :

- সারণির ১ম সারিতে প্রযোজ্য শ্রেণি এবং প্রান্তিক/সাময়িকের উপর টিক চিহ্ন (✓) দিন, যথাস্থানে সাল ও মাসের নাম লিখুন।
- একটি প্রান্তিকে ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরের তিন মাসের মোট নির্ণয় করে তাকে ৩ দিয়ে ভাগ করে গড় নির্ণয় করুন। এই গড় নম্বরটি নির্দিষ্ট প্রান্তিকে ধারাবাহিকে প্রাপ্ত নম্বর।
- ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত এই নম্বরটি সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করে প্রান্তিকে প্রাপ্ত মোট নম্বর নির্ণয় করুন।

* ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত গড় নম্বর $= \frac{\text{১ম মাসে প্রাপ্ত নম্বর + ২য় মাসে প্রাপ্ত নম্বর + ৩য় মাসে প্রাপ্ত নম্বর}}{৩} = \frac{\text{তিন মাসে প্রাপ্ত মোট নম্বর}}{৩}$

** সর্বমোট নম্বর = ধারাবাহিকে মূল্যায়নে প্রাপ্ত গড় নম্বর (৪০/৩০/২০ এর মধ্যে) + সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর (৬০/৭০/৮০ এর মধ্যে)

৭. সহায়ক তথ্য

৭.১ শোনা দক্ষতা : বাংলা ভাষা দক্ষতার প্রথমটি হলো শোনা বা শ্রবণ। যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় কোনো তথ্য সঠিকভাবে গ্রহণ করা এবং ব্যাখ্যা করার সামর্থ্য বা দক্ষতাকে বলা হয় শ্রবণ বা শোনা। কার্যকর যোগাযোগের জন্য যতগুলো দক্ষতা প্রয়োজন তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো শ্রবণ।

'শোনা' বা 'শ্রবণ' একটি সক্রিয় এবং সচেতন প্রক্রিয়া। সুতরাং এই দক্ষতা অর্জনের জন্য এর চর্চা বা অনুশীলন প্রয়োজন। শ্রবণ প্রক্রিয়া পাঁচটি ধাপে সম্পন্ন হয়। ধাপগুলো হলো : (ক) গ্রহণ (receiving) - শব্দ/বাক্য শ্রবণ করা বা গ্রহণ; শোনার বিষয়বস্তু বক্তা/প্রেরণকারী (sender) এবং শ্রবণকারী/গ্রহণকারীর (receiver) মাঝখানে থেকে গেলে বা শ্রবণকারী দ্বারা গৃহীত না হলে শ্রবণ/শোনার কাজটি ঘটেনা। অধিকাংশ মানুষ শুনতে ব্যর্থ হয় তখনই, যখন শ্রবণকারী ও বক্তার মধ্যে কোনো যোগসুত্র না থাকে। যেমন, শ্রবণকারী শ্রবণ-প্রতিবন্ধী হতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় শ্রবণকারী কর্তৃক প্রথমে কোনো ধ্বনি শ্রুত/গৃহীত হয়; (খ) মনোযোগ (attending) - শ্রুতির পর তার প্রতি শ্রবণকারীকে মনোযোগ দিতে হবে। যদি ধ্বনির গ্রহণ ঘটে কিন্তু তার প্রতি মনোযোগ না দেওয়া হয়, তখন শোনা/শ্রবণ হয় অকার্যকর। মনোযোগের পর ধ্বনি বোধগম্য হলে তা হয় 'শোনা' বা 'শ্রবণ'। (গ) বোঝা বা উপলব্ধি/অনুধাবন (understanding) - শ্রবণকারী ধ্বনি বা শব্দ যা শুনেছে তা বুঝতে পারা বা বোধগম্য হওয়া; শ্রবণকৃত ধ্বনির প্রতি মনোযোগ দিলেও তা বোধগম্য নাও হতে পারে। বোধগম্য না হওয়ার অনেক কারণ থাকতে পারে। হতে পারে শ্রুত ধ্বনি শ্রবণকারীর কাছে অপ্রত্যাশিত; একই ধ্বনি বা শব্দ বিভিন্ন শ্রবণকারীর কাছে বিভিন্ন অর্থের হতে পারে। আবার বিভিন্ন শব্দের একই অর্থ হতে পারে। (ঘ) মনে রাখা (remembering) - যা শুনেছে তা মনে করা; মনে রাখা কার্যকর শোনার জন্য সহায়ক নয়, তবে স্মৃতিশক্তি শোনা প্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। (ঙ) মূল্যায়ন করা (evaluating) - শোনা শব্দ, ধ্বনি বা বাক্য মূল্যায়ন করা; এবং (চ) সাড়া প্রদান (responding) - প্রয়োজনীয় সাড়া প্রদান। শ্রবণ/শোনা প্রক্রিয়া বোধগম্যতার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হতে পারে। তবে শ্রবণকারীর সাড়া প্রদান করতে হয়। সাড়া প্রদান হলো শ্রবণকারীর পক্ষ থেকে ফলাবর্তন/ফিডব্যাক, যা যোগাযোগের জন্য ধ্বনি/শব্দ বা বাক্যের আদান-প্রদান।

শোনা দক্ষতা মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীরা যখন প্রয়োজন, তখন যাতে শোনা/শ্রবণ করার প্রতি যত্নশীল হয়, শোনায় ধৈর্য প্রদর্শন করে, শোনার মাধ্যমে বুঝতে সচেষ্ট হয় এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আচরণ প্রদর্শন করতে পারে। প্রাথমিক স্তরের ১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত শিশুর শোনা দক্ষতা বলতে যেসব বিষয়কে বোঝায় তা হলো- শিশু বিভিন্ন রকম শব্দ/বাক্য শুনে ধ্বনি আলাদা করতে পারছে কি না, শিশু মনোযোগ এবং ধৈর্য সহকারে শুনছে কি না এবং শিশু শুনে বুঝতে পারছে কি না।

৭.২ বলা দক্ষতা : ভাষার ২য় দক্ষতা হলো বলা। বলা হলো যোগাযোগের সেই দক্ষতা, যার জন্য ব্যক্তি তার মুখ ব্যবহার করে বা মুখের সাহায্যে অনুশীলন করে। সমাজে মানুষ যোগাযোগের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কথোপকথন বা 'বলা' দক্ষতার ব্যবহার করে। তাই কথা বলার দক্ষতা অর্জন এবং এর যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুদের বলা দক্ষতা মূল্যায়নের সময় শিক্ষক বা মূল্যায়নকারী যেসব মানদন্ড (criteria) বিবেচনা করবেন তা হলো- শিশু স্পষ্ট, শুদ্ধ, প্রমিত উচ্চারণে বলতে পারছে কি না, তার স্বর শ্রবণযোগ্য কি না, সে সঠিক ছন্দে বলতে পাছে কি না, বাচনভঙ্গি যথাযথ কি না এবং প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখে বলতে পারছে কি না।

প্রতিদিন শ্রেণিকক্ষের স্বাভাবিক কার্যাবলি হিসেবে শিশুরা যা করে তাকে কেন্দ্র করে শিক্ষকগণ বলা দক্ষতা মূল্যায়নের টুলস তৈরি করতে পারেন। যেমন, কোন একটি ছবি বা ঘটনা বর্ণনা করা; ভূমিকাভিনয় করা; দু'জন সহপাঠীর মধ্যে তথ্য বিনিময় করা বা কোন একটি বিষয় নিয়ে কথোপকথন; শিক্ষকের সাথে শিক্ষার্থীর কথোপকথন, প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশ্নকরণের মাধ্যমে শিক্ষক বা সহপাঠীর কাছে কোন উত্তর বা তথ্য জানতে চাওয়া, শিশুর নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করা ইত্যাদি।

৭.৩ পড়া দক্ষতা : ভাষার মাধ্যমে যোগাযোগের ৩য় দক্ষতা হলো 'পঠন' বা 'পড়া'। পঠন বা পড়ার দক্ষতা ভাষাকে সমৃদ্ধ, উন্নত ও যোগাযোগযোগ্য করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাবিদগণ বলেন, পঠনের মাধ্যমে শিশুর মানসিক বিকাশ ঘটে, নতুন কিছু চিন্তা করতে পারে, তার কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের পড়া দক্ষতা বলতে যেসব বিষয়কে বোঝতে হবে তা হলো- শিশু কোনো টেক্সট পড়ে পাঠোদ্ধার বা অর্থোদ্ধার (Decoding) করতে পারছে কি না, তার শব্দভাণ্ডার (Vocabulary) ব্যবহার যথাযথ কি না, ব্যাকরণ মেনে পড়তে পারছে কি না, পড়ে বুঝতে পারছে কি না।

৭.৪ লেখা দক্ষতা : ভাষা চর্চা ও দক্ষতা বিকাশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো লেখা। লেখার মাধ্যমে শিক্ষার্থী তার নিজ ধারণা ও অনভূতি প্রকাশের সুযোগ পায়। কাজেই, চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে শিশুদের লেখা দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করা প্রয়োজন।

১ম থেকে ৫ম শ্রেণির শিশুদের জন্য লেখা দক্ষতা বলতে যেসব বিষয় বুঝতে হবে তা হলো- শিশু কোনো পাঠ সংকেতাক্ষরে (encoding) লিখতে পারছে কি না, স্পষ্ট ও সঠিক আকৃতিতে লিখছে কি না, শব্দভাণ্ডার (vocabulary) তথা শুদ্ধ বানান ও সঠিক শব্দ নির্বাচন করছে কি না, ব্যাকরণ মেনে লিখতে পারছে কি না, অপ্রাসঙ্গিক বিষয় পরিহার করতে পারছে কি না।

৭.৫ এনকোডিং (Encoding) : এনকোডিং বলতে ধ্বনিকে সংকেতাবদ্ধভাবে প্রকাশ করাকে বোঝায়। অর্থাৎ, এনকোডিং হলো পৃথক পৃথক ধ্বনি ব্যবহার করে শব্দ তৈরি ও লেখা। যেমন, শিক্ষার্থী 'আ' আর 'ম' পৃথকভাবে উচ্চারণ করে পরে একত্রে বলে 'আম'। এই প্রক্রিয়া এনকোডিং-এর উদাহরণ। বলা, লেখা, ছাপানো লেখা, টেলিভিশন প্রোগ্রাম তৈরি ইত্যাদি এনকোডিং-এর উদাহরণ। বানান করার অপর নাম এনকোডিং। যখন শিক্ষার্থী বানান করে লিখে, তখন তাকে কিছু কৌশল অবলম্বন করতে হয়। যেমন (ক) স্মৃতি থেকে শব্দ মনে করা; (খ) বর্ণ-ধ্বনির সম্পর্কের ভিত্তিতে শব্দাবলি গঠন করা; (গ) বানানের নিয়ম ও রীতি; (ঘ) মূল শব্দ ও উপসর্গ ব্যবহারের জ্ঞান; (চ) শব্দ লেখা এবং তার সঠিকতা নিরীক্ষা করা; (ছ) জানা শব্দ বা অংশের সাদৃশ্য তৈরি করা। এনকোডিংয়ে যারা দক্ষ, তাদের ক্ষেত্রে এই কৌশলগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হয়। শিক্ষার্থীদের এনকোডিংয়ের দক্ষতা অর্জন করতে হয়।

যখন কোনো শিক্ষার্থী অন্য কারো কাছ থেকে শব্দ শেখে, সে শব্দটি তার স্মৃতিতে সংরক্ষণ করে রাখে এবং পরে ব্যবহারের জন্য তা স্মরণ/মনে করে। গবেষণায় দেখা গেছে এ ধরনের কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনির ভিত্তিতে যে এনকোডিং (voice encoding) হয়, তা ভাষা শেখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে পরিচিত কণ্ঠস্বরভিত্তিক শব্দ শিক্ষার্থীরা সহজে মনে করতে পারে। কাজেই, গবেষণালব্ধ ফলের ভিত্তিতে বলা যায় যে শ্রেণিতে এনকোডিং চর্চার ক্ষেত্রে শিক্ষককে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।

৭.৬ ডিকোডিং (Decoding) : ডিকোডিং একটি প্রক্রিয়া যেখানে একটি লিখিত/ছাপানো শব্দকে তার ধ্বনিতে রূপান্তরিত করা হয়। যেমন, আমরা কয়েকটি শব্দ বিবেচনা করতে পারি: বিড়াল, টেবিল, বই। এই শব্দগুলো দেখে উচ্চারণ করার প্রক্রিয়া হলো ডিকোডিং। সেজন্য একে কখনো কখনো শব্দ চিহ্নিতকরণ দক্ষতাও বলা হয়। এই অর্থে ডিকোডিং শুধু লিখিত শব্দ দেখে ও বুঝে উচ্চারণ বা নাম বলার মাধ্যমে সমাপ্ত হয় বলে এটি একটি সীমাবদ্ধ প্রক্রিয়া। এছাড়া বলা শব্দসমূহের অর্থ করার প্রক্রিয়াও ডিকোডিং।

ডিকোডিং পড়ে বা শুনে বোঝার সামর্থ্য/দক্ষতার (reading with understanding) জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন ভালো পাঠক (reader) হতে হলে শিক্ষার্থীকে ভালো ডিকোডকারী (decoder) হতে হবে। তবে পড়ে বুঝতে পারার জন্য ডিকোডিং যথেষ্ট নয়। শিক্ষার্থীকে দৈনন্দিন জীবনে কোনো কিছু বা কোনো টেক্সট সহজে পড়ার সক্ষমতা অর্জনের জন্য অপরিচিত শব্দ সাথে সাথে ডিকোড করার সামর্থ্য থাকতে হয়।

আমরা কী করে বুঝব যে কোনো একজন শিক্ষার্থী সঠিক ডিকোডিং করতে পেরেছে? এর জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীকে কিছু নিয়মিত/পরিচিত শব্দ (printed regular words) দিয়ে তা ধ্বনিতে রূপান্তরিত করতে বলতে পারেন। এছাড়া শিক্ষার্থীদের ছাপানো অর্থহীন শব্দ অথবা অপরিচিত শব্দ (printed pseudowords or printed unfamiliar words) দিয়ে সেগুলো উচ্চারণ করার মাধ্যমে ধ্বনিতে রপান্তরিত করতে বলা যায়। শিক্ষার্থীরা ডিকোডিংয়ে কতটা সঠিক (accurate) বা সাবলীল (fluent) তা নির্ণয় করার জন্য শিক্ষার্থী কতবার সঠিক ধ্বনি করতে পেরেছে তা গণনা করা যায়। বা প্রতি মিনিটে শিক্ষার্থী কতটা সঠিক ডিকোডিং করতে পেরেছে, তাও নির্ণয় করা যায়।

এনকোডিং ডিকোডিংয়ের বিপরীত প্রক্রিয়া। এনকোডিং দক্ষতা সাধারণত ডিকোডিং দক্ষতার পাশাপাশি ঘটে। এনকোডিং প্রক্রিয়ায় কোনো সংবাদ, বার্তা, তথ্য বা বাণী প্রথমে সংকেত এবং চিহ্ন দ্বারা বোধগম্যভাবে প্রকাশ করা হয়। তারপর সে সংবাদ বা বার্তা গৃহীত হওয়ার পর বার্তায় ব্যবহৃত সংকেত ও চিহ্নসমূহের ব্যাখ্যা করা হয় অর্থাৎ, তার অর্থ উদ্ধার করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় যা ঘটে তা ডিকোডিং।

৭.৭ শব্দভাণ্ডার (Vocabulary) **:** বাংলা ভাষার চারটি দক্ষতা, শোনা, বলা, পড়া ও লেখা চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থী নতু নতুন শব্দের সাথে পরিচিত হয়, শব্দের অর্থ এবং ব্যবহার সম্পর্কে অবহিত হয়। এর ফলে তার শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয় এবং পরে যখন প্রয়োজন শিক্ষার্থী তার শব্দভান্ডার থেকে নতুন শব্দ প্রয়োগ করতে পারে। অর্থাৎ শিশু বলা বা লেখার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে নতুন শব্দ প্রয়োগের যোগ্যতা অর্জন করে। শিশুর শব্দভাণ্ডার যত সমৃদ্ধ হবে, তার পাঠোদ্ধার বা অর্থোদ্ধার (Decoding) করা তত সহজ হবে।

৮. পরিশিষ্ট : ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়ন টুলসের উদাহরণ

পরিশিষ্ট ১ : ধারাবাহিক মূল্যায়নের নমুনা টুলস

১। **মৌখিক মূল্যায়ন নির্দেশনা/ চেকলিস্ট** : কোনো ধরনের বর্ণ/শব্দ/বাক্য ব্যবহার করে শিক্ষার্থীর শোনা, বলা ও লেখার দক্ষতা যাচাই করা হবে, তার একটি পূর্বনির্ধারিত তালিকা

- বর্ণ তালিকা : যেমন : অ, আ, ই, ঈ, ড, ঢ়, প ইত্যাদি।
- শব্দ তালিকা : যেমন : অজ, আম, ইলিশ, অলি, পাখি, বল ইত্যাদি।
- বাক্য তালিকা : যেমন : অজ আসে, আম খাই, বই পড়ি, ছবি আঁকি ইত্যাদি।

২। **পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট** : যে উপকরণ/টুলসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কোন কোন আচরণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হবে তা নির্ধারিত থাকে।

- শিক্ষক আদেশ, নির্দেশ বা উপদেশমূলক বাক্যের তালিকা তৈরি করতে পারেন। যেমন : দাঁড়াও, এগিয়ে এসো ইত্যাদি।
- নির্বাচিত কবিতা আবৃত্তি করতে দেয়া। আবৃত্তির সময় শিক্ষক কোনো কোনো আচরণ পর্যবেক্ষণ করবেন, তার একটি চেকলিস্ট তৈরি করতে পারেন। যেমন : সঠিক উচ্চারণ, সুস্পষ্ট আওয়াজ ইত্যাদি।

৩। **প্রশ্নপত্র** : যে উপকরণ বা টুলসে একাধিক নির্ধারিত প্রশ্ন সংযোজন করে তৈরি করা হয়। সাধারণত পড়া ও লেখা দক্ষতা মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে এই উপকরণ ব্যবহার করা হয়।
একটি প্রশ্নপত্র বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন নিয়ে রচনা করা যেতে পারে। যেমন :

- বর্ণ, শব্দ, বাক্য সম্পর্কিত প্রশ্ন;
- চিঠি, দরখাস্ত, মূলভাব, অনুচ্ছেদ সম্পর্কিত প্রশ্ন;
- কোনো প্রকার ফরম পূরণ, বিজ্ঞপ্তি পাঠ করে বোঝাবিষয়ক প্রশ্ন,
- ভ্রমণবৃত্তান্ত-বিষয়ক প্রশ্ন,
- সমার্থক/বিপরীত শব্দবিষয়ক প্রশ্ন,
- ছবি দিয়ে ছবির উপর প্রশ্ন

লিখিত প্রশ্নপত্র বহুনির্বাচনী, শূন্যস্থান পূরণ, শুদ্ধ-অশুদ্ধ, মিলকরণ, এক কথায় উত্তর ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে রচিত হতে পারে।

পরিশিষ্ট ২ : চারটি ভাষা দক্ষতার ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি ও টুলস

৪। ভাষা দক্ষতা মূল্যায়ন কৌশল

শোনা, বলা, পড়া ও লেখা দক্ষতার ধারাবাহিক মূল্যায়ন শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার সময় প্রতিটি পাঠ বা পাঠ্যাংশের উপর করতে হবে। তবে এই দক্ষতাগুলো মূল্যায়নের জন্য পাঠবহির্ভূত সমমানের ছড়া/কবিতা/গল্প এর অংশবিশেষ ব্যবহার করা যেতে পারে।

৪.১ শোনা দক্ষতা মূল্যায়ন

শোনা দক্ষতা নানা কৌশলে মূল্যায়ন করা যায়। তবে শিখন উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে উপযুক্ত কৌশল এবং পদ্ধতি নির্বাচন করা প্রয়োজন। নিম্নে সম্ভাব্য কিছু কৌশল উল্লেখ করা হলো।

- ধ্বনি পার্থক্য করা : শিক্ষার্থীরা ধ্বনির মধ্যে পার্থক্য করতে পারছে কি না তা যাচাইয়ের জন্য বিভিন্ন বর্ণ উচ্চ বা নিম্নস্বরে উচ্চারণ করবেন এবং শিক্ষার্থীদের তা শুনে বলতে বলবেন।

- শুনে অনুসরণ করা : শিক্ষক মৌখিকভাবে শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন কাজের আদেশ বা নির্দেশ দিয়ে শিক্ষার্থী তা যথাযথভাবে শুনে পালন/অনুসরণ করতে সক্ষম হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করবেন।
- গল্প/গল্পের অংশ শোনানো, নাটিকা ও নাট্যাংশ শুনিয়ে তার উপর প্রশ্ন করা, শিক্ষার্থীকে উত্তর বলতে বা লিখতে বলা।
- রেডিও চালিয়ে এবং ক্যাসেট বাজিয়ে শোনানো, সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করা এবং শিক্ষার্থীকে তার উত্তর বলা বা লেখার নির্দেশনা দেওয়া।
- টিভি সেট থাকলে টিভির প্রোগ্রাম দেখতে দেওয়া, শোনার নির্দেশনা দেওয়া, সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করা এবং উত্তর দানের সুযোগ দেওয়া।
- কথোপকথনের আয়োজন করা, বক্তৃতার ব্যবস্থা করে শিক্ষার্থীকে শোনার নির্দেশনা দেয়া, প্রশ্ন করা এবং শিক্ষার্থীকে তার উত্তর বলতে বা লিখতে দেওয়া। এছাড়া কোনো কিছু শুনিয়ে তার উপর কোনো কাজ সম্পাদন করতে দিয়ে।

উদাহরণ ১ : শিখনফল অনুযায়ী শোনা দক্ষতা মূল্যায়ন

প্রান্তিক যোগ্যতা ২ : কবিতা, রূপকথা, গল্প ইত্যাদি শ্রুতিগ্রাহ্য সাহিত্য শুনে বুঝতে পারা ও আনন্দ লাভ করা।

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ২.২ : গল্প শুনে বুঝতে পারবে।

শিখনফল : ২.২.১ শিক্ষার্থী গল্প শুনে বুঝতে পারবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিবে। [এখানে মনোযোগ দিয়ে শোনার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ]

নির্দেশনা : আমি এখন তোমাদের একটি গল্প পড়ে শোনাচ্ছি। আমি গল্পটি তোমাদের তিনবার পড়ে শুনাব। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। তারপর তোমাদের এই গল্প থেকে কতগুলো প্রশ্ন করব। তোমাদেরকে প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দিতে হবে। কাজেই, খুব মন দিয়ে শুনবে।

শিক্ষক নিচের অনুচ্ছেদ শিক্ষার্থীদের পড়ে শোনাবেন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নসমূহ জিজ্ঞাসা করবেন:

একদিন একটি পিঁপড়া পুকুরে পানি খেতে গেল। হঠাৎ একটি ঢেউ এসে পিঁপড়াকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। পুকুরপাড়ে জাম গাছের ডালে বসে ছিল একটি ঘুঘু। পিঁপড়াকে ভাসতে দেখে ঘুঘু একটি পাতা পানিতে ফেলে দিল। পিঁপড়ে পাতায় চড়ে তীরে উঠে এলো। তারপর এক দিন এক শিকারি ঘুঘুটিকে তীর ছুড়তে গেল। পিঁপড়া তা দেখামাত্রই তার পায়ে কামড় বসিয়ে দিল। তীর গেল বেঁকে। প্রাণে বেঁচে গেল ঘুঘুটি।

১. কার পানির পিপাসা পেয়েছিল?
২. পিঁপড়া পুকুরে গেল কেন?
৩. পিঁপড়া কেমন করে পুকুরের পাড়ে গিয়েছিল?
৪. এ গল্পটি থেকে আমরা কী শিখতে পারি?
৫. এ গল্পের একটি নাম দাও।

৪.২ বলা দক্ষতা মূল্যায়ন

শিক্ষার্থী যাতে সঠিক বাক্য ব্যবহার করে স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলার মাধ্যমে এবং সঠিক বাচনভঙ্গি প্রয়োগের মাধ্যমে অন্যের সাথে যোগাযোগ করতে পারে, সে বিষয়ে সহায়তা করাই বলা দক্ষতা মূল্যায়নের মূল উদ্দেশ্য। বলা দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য মূলত মৌখিক মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য একাধিক কৌশল এবং উপকরণ ব্যবহার করা হয়।

বলা দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য যেসব কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে তা হলো -

- শিক্ষক পাঠ বা পাঠ্যাংশ শিক্ষার্থীদের পড়তে দিয়ে পাঠ-সংশ্লিষ্ট নির্বাচিত প্রশ্নের উত্তর শিক্ষার্থীদের বলতে দিয়ে বলার দক্ষতা মূল্যায়ন করবেন।
- কোনো বিষয়বস্তু পড়তে দিয়ে তার উপর কথোপকথন, অভিনয় ইত্যাদির মাধ্যমেও বলার দক্ষতা মূল্যায়ন করতে পারেন।
- শ্রেণিকক্ষে পাঠ-সংশ্লিষ্ট অনুরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করেও বলার দক্ষতা মূল্যায়ন করা যেতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে ও উত্তর বলতে দিয়ে
- ছবি/চিত্রের বিষয়বস্তু বলতে বা সে সম্পর্কে প্রশ্ন করে উত্তর বলতে দিয়ে; ছবি/চিত্রের বিভিন্ন এলোমেলো অংশ সাজিয়ে গল্প বলতে দিয়ে; ছবি/চিত্র দেখে সংলাপ বলতে দিয়ে

- গল্প শুনে বলতে দিয়ে; গল্পভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর বলতে দিয়ে; ছড়া/কবিতা আবৃত্তি করতে দিয়ে
- অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে দিয়ে
- শিক্ষার্থীকে নিজের সম্পর্কে বলতে দিয়ে; একাধিক শিক্ষার্থীর মধ্যে ধারাবাহিক গল্প বলতে দিয়ে
- উপস্থিত বক্তৃতা করতে দিয়ে; নির্ধারিত বক্তৃতা করতে দিয়ে; উপস্থাপন করতে দিয়ে; খবর পাঠ করতে দিয়ে

উদাহরণ ২ : শিখনফল অনুযায়ী বলা দক্ষতা মূল্যায়ন

প্রান্তিক যোগ্যতা- ২ ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদি বুঝে বলতে পারা।

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ২.৫ কথোপকথনে অংশগ্রহণ করতে ও বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।

শিখনফল : ২.৫.১ শিক্ষার্থী কথোপকথনে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

বিষয়বস্তু : একক সাক্ষাৎকার (শিক্ষক-শিক্ষার্থী সাক্ষাৎকার অথবা শিক্ষার্থী - শিক্ষার্থী সাক্ষাৎকার)

- তোমার নাম কী?
- তুমি সকালে ঘুম থেকে উঠে কী কী কাজ কর?
- তোমার বাংলা শিক্ষকের নাম কী?
- তুমি যে বিষয়গুলো পড় তার মধ্যে কোনো বিষয়টি তোমার ভালো লাগে?
- কেন ভালো লাগে?



প্রান্তিক যোগ্যতা ২. ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদি বুঝে বলতে পারা।
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা- ২.৩ ছবি দেখে গল্প বলতে পারবে।
শিখনফল ২.৩.১. শিক্ষার্থী ছবি দেখে বাক্য বলতে পারবে।
নির্দেশনা: ডান পার্শ্বের ছবিটি দেখ। ছবির পাখি দুটি সম্পর্কে তোমার পছন্দমতো তিনটি বাক্য বল।

৪.৩ পড়া দক্ষতা মূল্যায়ন

পড়া দক্ষতা মূল্যায়নের মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থী যাতে স্পষ্ট, শুদ্ধ ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীল গতিতে বাংলা লেখা, গল্প, কবিতা, ছড়া ইত্যাদি পড়তে পারে এবং তা বুঝতে পারে, নতুন শব্দ শিখতে পারে-এসব বিষয়ে সহায়তা করা।

পড়া দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য যেসব কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে তা হলো

- শিক্ষক নির্বাচিত পাঠ বা পাঠ্যাংশ শিক্ষার্থীদের পড়তে দিবেন। শিক্ষক পূর্বেই পাঠ-সংশ্লিষ্ট কিছু প্রশ্ন নির্বাচন করবেন। প্রশ্নগুলো শিক্ষার্থীদের কাছে পড়ার আগে সরবরাহ করতে পারেন। অথবা পড়ার সময় বা পরে প্রশ্নগুলো শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন। জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর শিক্ষার্থীদের বলতে বা লিখতে দিয়ে পড়ার দক্ষতা মূল্যায়ন করবেন।
- শিক্ষক পাঠ্যাংশ ছাড়াও সমমানের কোনো পোস্টার, লেবেল ইত্যাদি পড়তে দিতে পারেন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে তাদের ডিকোডিং করার সামর্থ্য যাচাই করতে পারেন।

শিক্ষক পড়া দক্ষতা মূল্যায়নের মানদণ্ড নির্ধারণ করে নিবেন। যেমন (ক) পড়ার সময় উচ্চারণ, সাবলীলতা, পাঠের গতি মূল্যায়ন বা পরিমাপ করতে পারেন; (খ) শুদ্ধতা, শ্রবণযোগ্যতা যাচাই করতে পারেন; (গ) নির্দেশনামূলক বিষয়বস্তু পড়ে সংশ্লিষ্ট কর্ম সম্পাদন করার মান যাচাই করতে পারেন

উদাহরণ ৩ : শিখনফল অনুযায়ী পড়া দক্ষতা মূল্যায়ন

৩.১. পঠন সাবলীলতা মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

প্রান্তিক যোগ্যতা ২ : ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদি পড়ে মূলভাব বুঝতে পারা।

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ২.৪. গল্প ও উপকথা পড়ে বুঝতে পারবে।

শিখনফল : ২.৪.৩. শিক্ষার্থী রূপকথা পড়তে পারবে এবং পড়ে বুঝতে পারবে।

নির্দেশনা : গল্পটি মন দিয়ে পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

অনেক দিন আগের কথা। কয়েক জন নাবিক জাহাজে চড়ে সমুদ্রযাত্রা শুরু করল। গভীর সমুদ্রে তাদের জাহাজ ঝড়ে ডুবে গেল। ভাসতে ভাসতে তাদের কয়েকজন একটি প্রাণহীন দ্বীপে এসে ঠেকল। তাদের কাছে ছিল বিভিন্ন ধরনের গাছের বীজ। তারা বীজ বপন করল, গাছ হলো, গাছ বড় হলো, ফুল হলো। ভোমর এলো, পাখি এলো। গাছে ফল হলো। সবুজে সবুজে ছেয়ে গেল দ্বীপ। নাবিকেরা নোঙর ফেলতে শুরু করল। তারা দ্বীপের রাজা হলো। সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে লাগল।

১. জাহাজ কীভাবে ডুবে গিয়েছিল?
- ক. ইঞ্জিন বিকল হয়ে
- খ. ঝড়ে পড়ে
- গ. ধাক্কা খেয়ে
- ঘ. নাবিকের ভুলে

২. প্রাণহীন দ্বীপে প্রাণীর আগমনে কার অবদান সবচেয়ে বেশি?
- ক. মানুষের
- খ. নাবিকের
- গ. গাছপালার
- ঘ. জাহাজের

৩. তাদের কাছে বীজ না থাকলে কী হতো?
- ক. অন্যত্র চলে যেত
- খ. মারা যেত
- গ. মাছ মেরে খেত
- ঘ. দ্বীপের রাজা হতে পারত না

৪.৪ লেখা দক্ষতা মূল্যায়ন

লেখা দক্ষতা মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হলো স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন ও শুদ্ধভাবে লিখতে সহায়তা করা; নিজ ভাষায় সাজিয়ে লিখতে সহায়তা করা এবং বোধগম্য এবং অর্থপূর্ণভাবে লেখার দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করা। লিখিত মূল্যায়ন পদ্ধতিতে লেখার দক্ষতা মূল্যায়ন করা হয়।

শিক্ষক নির্ধারিত পাঠ বা পাঠ্যাংশ শিক্ষার্থীদের পড়তে দিবেন। পড়ার সময় বা পরে পঠিত অংশের উপর ভিত্তি করে পূর্বনির্ধারিত কিছু প্রশ্নের উত্তর শিক্ষার্থীদের লিখতে দিয়ে লেখার দক্ষতা মূল্যায়ন করবেন। এছাড়া কোনো বিষয়বস্তু পড়তে দিয়ে তার উপর কথোপকথন, অভিনয়ের জন্য একটি স্ক্রিপ্ট লিখতে দিতে পারেন।

লেখা দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য কিছু কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন :

- কোনো শব্দ বা বাক্য লিখতে দিয়ে তা অনুশীলন করানো।
- কতগুলো নির্দিষ্ট শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করতে দেওয়া।
- সুনির্দিষ্ট তথ্য জানতে প্রশ্নোত্তর লিখতে দেওয়া।
- এলোমেলো শব্দ/বাক্য সাজিয়ে লিখতে দেওয়া।
- সুন্দর লেখার অনুকরণে হাতের লেখা লিখতে দেওয়া।

উদাহরণ ৪ : শিখনফল অনুযায়ী লেখা দক্ষতা মূল্যায়ন

প্রান্তিক যোগ্যতা ৩ : পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও মনোভাব ইত্যাদি শুদ্ধ ও স্পষ্ট ভাষায় লিখে প্রকাশ করতে পারা।

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ৩.১ : ছবি দেখে দৃষ্ট বিষয়ে লিখতে পারবে।

শিখনফল ৩.১.১ : শিক্ষার্থী ছবি দেখে দৃশ্যমান বিষয়ে নির্দেশনা অনুযায়ী লিখতে পারবে।



চিত্র ১

নির্দেশনা : ওপরের ছবিটি ভালো করে দেখ। তারপর ছবিটি সম্পর্কে ৫টি বাক্য লেখ।

১. .....
২. .....
৩. .....
৪. .....
৫. .....

পরিশিষ্ট ৩ (ক) : সামষ্টিক মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্নপত্র (১ম শ্রেণি)

------ বিদ্যালয়

১ম/২য়/৩য় প্রান্তিক মূল্যায়ন ২০১...

শ্রেণি : ১ম, বিষয় : বাংলা

মোট নম্বর : ৭০, সময় : ..... ঘণ্টা

শোনা (নম্বর-১০)

১। শিক্ষক নিম্নে প্রদত্ত বর্ণ/শব্দ/বাক্য শুনিয়ে তা বলতে দিবেন। প্রয়োজনে এগুলো লেখারও নির্দেশনা দিতে পারেন।

ক) বর্ণ– ক, ধ, শ, জ ১

খ) শব্দ– অলি, ইট, ঈগল, শসা ২

গ) বাক্য– (শিক্ষক পছন্দমত শ্রেণি উপযোগী একটি বাক্য নির্বাচন করবেন) ২

২। শিক্ষক পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত ছড়া/কবিতার একটি লাইন বাদ দিয়ে পড়ে শোনাবেন। শিক্ষার্থী বাদ দিয়ে বলা লাইনটি বলতে পারে কি না তা যাচাই করবেন।

যেমন–

আতা গাছে তোতা পাখি ৫

.....

এতো ডাকি তবু কথা

কও না কেন বউ।

বলা (নম্বর-১০)

১। পরিচিত ছড়া/কবিতা বলতে বলা ৫

২। ছবিতে তুমি কী দেখছো সে সম্পর্কে বলো। ৫

ছবি

পড়া (নম্বর- ২৫)

১। শূন্যস্থান/খালিঘর পূরণ কর : ১ × ১০ = ১০

ক _____ স, অ _____ , ই _____ শ, ঔ _____ ধ, এক _____ রা, _____ ট,
ঋ, _____ ছ, বা, _____ ই, _____ ই

২। দাগ টেনে মিল কর (১টি করে দেখানো হলো) : ১ × ৫ = ৫

আম	বানাই
উট	আসে
ঋতু	খাই
ঘর	বাজাই
ছবি	চলে
ঢাক	দেখি

৩। খালি ঘরে কার চিহ্ন লেখ (১টি করে দেখানো হলো) : ১ × ৫ = ৫

আ = া	ই =	ঈ =	উ =	ঊ =	ঋ =

৪। নিচের বর্ণ দিয়ে ১টি করে শব্দ তৈরি কর (১টি করে দেখানো হলো) : ১ × ৫ = ৫

ফ	ঔ	খ
ফল		
ল	ন	ম

লেখা (নম্বর - ১৫)

৫। নিচের শব্দ দিয়ে ১টি করে বাক্য তৈরি কর : ১ × ৫ = ৫

ডাব = ডাব খাই	ফল =	যব =
ইলিশ =	একতারা =	দই =

৬। ছড়াকারের নামসহ 'ইতল বিতল' ছড়াটির প্রথম চার লাইন মুখস্থ লেখ। (২য় ও ৩য় প্রান্তিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) $^১/_২ + ^১/_২ + ৪ = ৫$

৭। প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ (২য় ও ৩য় প্রান্তিকের ক্ষেত্রে প্রযোগ্য) ১ × ৫ = ৫

ক) শুভর দাদি কী করবেন?	উত্তর :
খ) কে ঘরের কোণে যায়?	উত্তর :
গ) মাঠের ওপারে কী আছে?	উত্তর :
ঘ) আমরা কখন ঘুম থেকে উঠি?	উত্তর :
ঙ) নদীর জলে কী চলে?	উত্তর :

[বিঃ দ্রঃ দক্ষতাভিত্তিক নম্বর বণ্টনের কারণে কোনো প্রশ্নের নম্বর কম মনে হতে পারে। সেক্ষেত্রে সময় বিবেচনা করে শিক্ষকবৃন্দ উত্তরের অবয়ব ঠিক করবেন।]

পরিশিষ্ট ৩ (খ) : সামষ্টিক মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্নপত্র (২য় শ্রেণি)

------ বিদ্যালয়

১ম/২য়/৩য় প্রান্তিক মূল্যায়ন ২০১...

শ্রেণি : ২য়, বিষয় : বাংলা

মোট নম্বর : ৬০, সময় : ..... ঘণ্টা

শোনা (নম্বর-১০)

শিক্ষক নিম্নে প্রদত্ত অনুচ্ছেদ শিক্ষার্থীদের শুনিয়ে প্রশ্ন করবেন। শিক্ষার্থীদের তার উত্তর বলতে দেবেন।

ঘোষণা (নোটিশ)

সেদিন শুক্রবার। সজল আর সুমি ছবি আঁকছে। তাদের পাশেই বসে আছেন মা। সুমি আঁকছে শহিদ মিনারের ছবি। সজল আঁকছে জাতীয় স্মৃতিসৌধের ছবি। ২ × ৫ = ১০

১। কোন বারের কথা বলা হয়েছে?
২। কে কে ছবি আঁকছে?
৩। তাদের পাশে কে বসে আছেন?
৪। সুমি কিসের ছবি আঁকছে?
৫। জাতীয় স্মৃতি সৌধের ছবি কে আঁকছে?

বলা (নম্বর-১০)

১। শিক্ষক শিক্ষার্থীকে তার (শিক্ষার্থীর) পরিচয় দিতে বলবেন। ৫

বা

একটি ছবি দেখিয়ে সে সম্পর্কে বলতে বলবেন।

২। শিক্ষার্থীকে পরিচিত ঘটনা বলতে বলবেন।

প্রত্যেক ক্ষেত্রে স্পস্টতা, শুদ্ধতা, প্রমিত উচ্চারণ, শ্রবণযোগ্যতা ও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনা করে মূল্যায়ন করবেন। ৫

পড়া (নম্বর- ২৫)

১। নিচের শব্দগুলোর অর্থ লেখ : ১ × ৫ = ৫

উৎসব, উনুন, দানা, কাঠুরে, ধরণী।

২। বাম পাশের শব্দগুলোর সাথে ডানপাশের শব্দগুলোর মিল করে খাতায় লেখ। ১ × ৫ = ৫

সোনার ফসল ফলে	আলসে মেয়ে।
শরিফা খুশি হয়ে	ডুব দিল।
বলব আমি	খেত ভরা ধান।
জলপরি নদীতে	নানাকে জড়িয়ে ধরলো।
লাল রং নিয়ে ফোটে	কলাবতী ফুল।
	কৃষ্ণচূড়া।

৩। বিপরীত শব্দ দিয়ে খালিঘর পূরণ কর : ১ × ৫ = ৫

দুঃখে	সুখে	ঘুমিয়ে	জেগে	সকাল
বিকেল	আগে	পরে	কাঁদতে	হাসতে

ক) কাঠুরে উপহার পেয়ে ------ দিন কাটাতে লাগল।
খ) রাত পোহালে আমি ------ উঠি।
গ) আমি প্রতিদিন ------ নয়টায় স্কুলে যাই।
ঘ) আমি ঘুম থেকে উঠে ------ দাঁত পরিষ্কার করি।
ঙ) লোভী কাঠুরে মিছেমিছি ------ লাগল।

৪। যুক্তবর্ণ ভেঙ্গে লেখ : ১ × ৫ = ৫

ন্ত, ষ্ণ, ক্ষ, ন্ড, ন্ন।

৫। সঠিক শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর :

সুন্দর	আলসে	নাশতা	বেলা	স্রোত বাগে

ক) অতিথি এলে ---- দেব।
খ) সারা ---- খেলা কর না।
গ) তার ছবি আঁকা অনেক ---- হয়েছে।
ঘ) আমার বোনটি ---- নয়।
ঙ) নদীতে খুব ----- ছিল।

লেখা (নম্বর- ১৫)

৬। কবির নামসহ "আমার দেশ" কবিতার প্রথম ৬ লাইন মুখস্থ লেখ। ১+১+৩ = ৫

৭। 'নিজ সম্পর্কে' অথবা 'সুন্দরবন' সম্পর্কে ৫টি বাক্য লেখ। ১ × ৫ = ৫

৮। নিচের যে কোন ৫টি প্রশ্নের উত্তর দাও : ১ × ৫ = ৫

ক) কে সকাল বেলার পাখি হতে চায় ?
খ) সপ্তাহের কী বার স্কুল ছুটি থাকে ?
গ) সকলের মুখে হাসি কেন ?
ঘ) লোভী কাঠুরের উপর জলপরির খুব রাগ হলো কেন ?
ঙ) খোকা মাকে আলসে মেয়ে বলছে কেন ?

[বিঃ দ্রঃ দক্ষতাভিত্তিক নম্বর বণ্টনের কারণে কোনো প্রশ্নের নম্বর কম মনে হতে পারে। সেক্ষেত্রে সময় বিবেচনা করে শিক্ষকবৃন্দ উত্তরের অবয়ব ঠিক করবেন।]

পরিশিষ্ট ৩ (গ) : সামষ্টিক মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্নপত্র (৩য় শ্রেণি)

------ বিদ্যালয়

১ম/২য়/৩য় প্রান্তিক মূল্যায়ন ২০১...

শ্রেণি : ৩য়, বিষয় : বাংলা

মোট নম্বর : ৭০, সময় : ..... ঘণ্টা

শোনা (নম্বর-১০)

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন যে, তিনি একটি ঘটনা বলবেন। এই ঘটনায় কয়টি এবং কী কী ক্রমবাচক শব্দ আছে তা শুনে বলতে বা লিখতে বলবেন।

ঘটনা

নিশা তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে। সে খুব মনোযোগী। শ্রেণিতে প্রথম সারিতে বসে। সে যখন দ্বিতীয় শ্রেণিতে ছিল, তখন শ্রেণিতে তার রোল ছিল পঞ্চম। নিশার স্কুলে এবারই অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শ্রেণি কার্যক্রম চালু হয়েছে।

বলা (নম্বর-১০)

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সহকারে শুনতে বলে পাঁচটি বাক্য শোনাবেন। বাক্যের গঠন অনুসারে কোনটি নির্দেশনা, কোনটি প্রশ্ন, কোনটি অনুরোধ, কোনটি ঘোষণা তা বলতে বলবেন। ৫×২ = ১০

১। আগামীকাল বিদ্যালয় বন্ধ থাকবে।
২। তোমার নাম কি?
৩। আমাকে একটা বই দেবে।
৪। দলে বসে কাজটি কর।
৫। তুমি কোথায় যাচ্ছ?

পড়া (নম্বর- ২৫)

১। সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ : ১ × ৫ = ৫

(১) শিমের ফুল কী রঙের ?
(ক) লাল ও নীল (খ) সবুজ ও হলুদ
(গ) সাদা ও বেগুনি (ঘ) কালো ও সাদা।

(২) রাজার ছোট মেয়েকে বনের মধ্যে কারা বাড়ি বানিয়ে দিল?
(ক) রাজার লোকেরা (খ) বনের পাখিরা
(গ) বনের পশুরা (ঘ) বনের গাছ পালা

(৩) বাংলাদেশ কত নদীর দেশ ?
(ক) এগোরোশত (খ) বারোশত
(গ) তেরোশত (ঘ) চৌদ্দশত।

(৪) হাটে যাব ছড়াটি কে লিখেছেন?
(ক) জসীম উদদীন (খ) আহসান হাবীব
(গ) কাজী নজরুল ইসলাম (ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(৫) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন–
(ক) রফিক (খ) সালাম
(গ) বরকত (ঘ) জব্বার।

২। বাম পাশের শব্দগুলোর সাথে ডান পাশের শব্দগুলোর মিল কর : ১ × ৫ = ৫

বাম পাশ	ডান পাশ
হাসিটুকু নিও আর	ভাষা শহীদ।
রফিক, সালাম, বরকত	ভুতো।
রঙ্গা, বঙ্গা, আর	খুশিটুকু নিও।
ঢাকা	জেলা ও শহর।
ফেনী	রাজধানী ও বড় শহর।

৩। প্রদত্ত শব্দের বিপরীত শব্দ লেখ : ১ × ৫ = ৫
জীবন, নবীন, মাটি, আকাশ, পুরস্কার।

৪। যুক্তবর্ণ ভেঙ্গে দেখাও এবং ১টি করে শব্দ গঠন কর (যে কোন ৫টি) : ১ × ৫ = ৫
ন্ধ, ষ্ট, ক্ষ, ক্ত, ল্প, ম্ম, স্প।

৫। (ক) কবিতার চরণগুলো সাজিয়ে লেখ। ৩+২ = ৫
ঘুড়িরা উড়িছে হালকা বায়
লাল সাদা আর নীল কালোয়
গোধুলির ঝিকিমিকি আলোয়
হলদে সবুজে মন মাতায়
ঘুড়িরা উড়িছে হালকা বায়
ঘুড়িরা উড়িছে বন মাতায়।
(খ) কবি কত রঙের ঘুড়ির কথা বলেছেন ? কি কি?

লেখা (নম্বর-২৫)

৬। ১০০ শব্দের মধ্যে নিচের যেকোন ১টি বিষয় অবলম্বনে রচনা লেখ : ১০
ক) আমাদের দেশ খ) ভাষা শহীদদের কথা গ) বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল।

৭। টাকা চেয়ে পিতার কাছে পত্র লেখ। ৫

৮। উপরের ৫ নং প্রশ্নে প্রদত্ত কবিতাংশটির মূলভাব লেখ। ৫

৯। নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও : ১ × ৫ = ৫
ক) কে মাতৃভাষা শেখাবেন ?
খ) কী না দেওয়ায় খাবার বিস্বাদ হয়েছিল ?
ঘ) বুড়ি কোথায় যাচ্ছিল ?
ঙ) পলাশ ও সীমার খালাতো বোনের নাম কী ?
চ) আব্দুল জব্বারের বাড়ি কোথায় ?

বিঃ দ্রঃ ৮ নং প্রশ্নটি ৫ নং প্রশ্নের সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে।

পরিশিষ্ট ৩ (ঘ) : সামষ্টিক মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্নপত্র (৪র্থ শ্রেণি)

------ বিদ্যালয়

১ম/২য়/৩য় প্রান্তিক মূল্যায়ন ২০১...

শ্রেণি : ৪র্থ, বিষয় : বাংলা

মোট নম্বর : ৭০, সময় : ..... ঘণ্টা

শোনা (নম্বর-১০)

শিক্ষক নিম্নে প্রদত্ত ঘোষণাটি পাঠ করে শোনাবেন। শিক্ষার্থীদের পঠিতব্য ঘোষণাটি মনোযোগ সহকারে শোনার নির্দেশনা দিবেন। শিক্ষক আরো জানাবেন যে এই ঘোষণা শোনার পর শিক্ষার্থীদের কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রশ্নের উত্তরসমূহ শিক্ষার্থীরা বলতে বা লিখতে পারে।

ঘোষণা (নোটিশ)

আগামীকাল ছাব্বিশে মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বিদ্যালয়ের শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। তবে বিদ্যালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করা হবে। এই উপলক্ষে ১ম ও ২য় শ্রেণির শিশুদের চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি ও ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের চিত্রাঙ্কন ও উপস্থিত বক্তৃতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতা শুরু হবে সকাল নয়টায়। তাই সকল শিক্ষার্থীকে সকাল ৮ : ৩০ মিনিটের মধ্যে বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে বলা হলো।

১। কত তারিখে স্বাধীনতা দিবস? ৫ × ২ = ১০

২। ১ম ও ২য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য কী কী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে?

৩। ২য় ও ৪র্থ শ্রেণির প্রতিযোগিতা কখন শুরু হবে?

৪। ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য কী কী প্রতিযোগিতা রয়েছে?

৫। কোন প্রতিযোগিতাটি সকল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে?

বলা (নম্বর-১০)

শিক্ষক শিক্ষার্থীকে বলবেন, তোমাকে যদি শ্রেণির ক্যাপ্টেন (ক্লাস মনিটর) নির্বাচন করি, তাহলে তুমি কী কী দায়িত্ব পালন করবে? অথবা স্টুডেন্ট কাউন্সিল নির্বাচনে তুমি বিজয়ী হলে বিদ্যালয়ের জন্য কী কী দায়িত্ব পালন করবে? অথবা ফুটবল/ক্রিকেট দলের দলনেতা হিসেবে তুমি কী করতে পার?

শিক্ষক শিক্ষার্থীর বলা দক্ষতার যে দিকগুলো মূল্যায়ন করবেন। ৫ × ২ = ১০

১। স্পষ্টতা– ২

২। শুদ্ধতা – ২

৩। প্রমিত উচ্চারণ – ২

৪। শ্রবণ যোগ্যতা – ২

৫। প্রাসঙ্গিকতা – ২

পড়া (নম্বর- ২৫)

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১, ২ ও ৩ নং ক্রমিকের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ :

ইন্টারনেট হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে আশ্চর্য আবিষ্কার। ইন্টারনেটের আবিষ্কার সারা পৃথিবীকে বৈশ্বিক গ্রামে পরিণত করেছে। ইন্টারনেটের সাহায্যে আমরা মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারি। ইন্টারনেট বর্তমান যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন ঘটিয়েছে। এর মাধ্যমে আমরা তথ্য আদান-প্রদান ছাড়াও উভয়কে দেখতে পাই। আজকাল ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘরে বসেই দেশ-বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করা যায়। চাকরি করে অর্থ উপার্জন করা যায়। ইন্টারনেট এখন কেবল কম্পিউটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মোবাইল ব্যবহার করে ইন্টারনেটের নানাবিধ কাজ সম্পাদন করা যায়। বিনোদনও লাভ করা যায়। ইন্টারনেট ব্যবহার করে আমরা পৃথিবীর বিখ্যাত সব লেখকের বই পড়তে পারি, যেকোনো লাইব্রেরির বই পড়তে পারি। আমাদের প্রয়োজনীয় সকল তথ্যের আধার হচ্ছে ইন্টারনেট। পৃথিবীর সকল দেশই এখন তাদের তথ্যপ্রযুক্তি পরিধি বাড়িয়ে চলছে। বাংলাদেশও এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। বর্তমান যুগকে তথ্যপ্রযুক্তির যুগ বলা হয়।

১। সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ : ৫ × ১ = ৫

(১) প্রকাশনা ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন যন্ত্রটি ?

(ক) মুদ্রণযন্ত্র (খ) ছাপার কালি

(গ) কম্পিউটার (ঘ) মোবাইল ফোন

(২) বর্তমান যুগকে কী বলা হয়?

(ক) কম্পিউটারের যুগ (খ) তথ্যপ্রযুক্তির যুগ

(গ) জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগ (ঘ) মোবাইল ফোনের যুগ

(৩) কোন আবিষ্কারের ফলে পৃথিবী বৈশ্বিক গ্রামে পরিণত হয়েছে ?

(ক) মোবাইল ফোন (খ) কম্পিউটার

(গ) ইন্টারনেট (ঘ) টেলিফোন

(৪) ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘরে বসে বিদেশে চাকরি করে আমরা কী উপার্জন করতে পারি ?

(ক) বৈদেশিক মুদ্রা (খ) বৈদেশিক ডিগ্রি

(গ) বৈদেশিক ভিসা (ঘ) বৈদেশিক নাগরিকত্ব

(৫) মানুষের ঘরই এখন বিশ্ববিদ্যালয়- কোন প্রযুক্তির অবদান ?

(ক) ইন্টারনেট (খ) রেডিও

(গ) টেলিভিশন (ঘ) টেলিফোন

২। বাম পাশে দেওয়া বাক্যের সাথে ডান পাশের বাক্য বা শব্দ মিল কর : ৫ × ১ = ৫

বাম পাশ	ডান পাশ
১) বর্তমান যুগ হচ্ছে	ক) অপরিহার্য।
২) বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে যোগাযোগ করতে পারি	খ) ঘরে বসে পড়ালেখা করা যায়।
	গ) তথ্যপ্রযুক্তির যুগ।
৩) আজকাল ঘরে বসেই	ঘ) ইন্টারনেটের মাধ্যমে।
৪) চিকিৎসাক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহার	ঙ) অর্থ উপার্জন করা যায়।
৫) ইন্টারনেটের মাধ্যমে	

৩। নিচের শব্দগুলোর একটি করে সমার্থক শব্দ লেখ : ৫ × ১ = ৫

উপার্জন, অর্থ, সীমাবদ্ধ, যুগ, বিখ্যাত।

৪। বিরাম চিহ্ন বসিয়ে পুনরায় অনুচ্ছেদটি লেখ : ৫

কোথায় রাজা কোথায় রাজত্ব সে ফিরে এসে বড় রাজাকে খবর দিল চক্ষুর অগোচরে সে রাজত্ব সেখানে প্রবেশ করা ভারি কঠিন।

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ :

(ক) আমি তো মরেছি যতবার যায় মরা
সবুজ সোনালী ফিরোজা রূপালি
তোমার বাংলা আমার বাংলা
সোনার বাংলাদেশ
নবীন যাত্রী তোমাকে শোনাই ছড়া
রূপের নেইকো শেষ।
কবিতার চরণগুলো সাজিয়ে লেখ। ৩

(খ) নবীন যাত্রী কারা? ২

লেখা (নম্বর - ২৫)

৬। নিম্নলিখিত যেকোনো একটি বিষয়ের উপর (অনধিক ১৫০ শব্দ) একটি রচনা লেখ : ১০
(ক) মুক্তিযুদ্ধ, (খ) ঋতুবৈচিত্র্য, (গ) আমার মা

৭। একদিনের অনুপস্থিতির জন্য ছুটি চেয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট দরখাস্ত লেখ। ৫

৮। ৫ নং প্রশ্নে প্রদত্ত কবিতাটির মূলভাব লেখ। ৫

৯। ১ নং প্রশ্নের অনুচ্ছেদ হতে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
(ক) পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্য আবিস্কার কি? ১
(খ) ইন্টারনেটের সুবিধাগুলো কী- তা ৪টি বাক্যে লেখ। ২
(গ) বর্তমান যুগকে তথ্য প্রযুক্তির যুগ বলা হয় কেন? ২

বিঃ দ্রঃ ৮ ও ৯ নং প্রশ্নদ্বয় যথাক্রমে ৫ ও ১ নং এর সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে।

পরিশিষ্ট ৩ (ঙ) : সামষ্টিক মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্নপত্র (৫ম শ্রেণি)

------ বিদ্যালয়

১ম/২য় প্রান্তিক মূল্যায়ন ২০১...

শ্রেণি : ৫ম, বিষয় : বাংলা

মোট নম্বর : ৮০ সময় : ..... ঘণ্টা

শোনা (নম্বর-১০)

১। বাক্য শুনিয়ে কোনটি যুক্তবর্ণ বিশিষ্ট শব্দ তা বল : ৫

ক) তুমি পঞ্চম শ্রেণিতে পড়। ১

খ) পদ্মা একটি নদীর নাম। ১

গ) মুক্তিযোদ্ধাদের আমরা স্মরণ করি। ৩

২। কবিতা শুনিয়ে মূল বিষয় বলতে বা লিখতে বলা। ৫

শিক্ষক একটি কবিতা শোনাবেন। শিক্ষার্থী কবিতা শুনে মূল বিষয় বলবে।

বলা (নম্বর-১০)

১। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, 'আমাকে নির্দেশনা প্রদানের ক্ষেত্রে, অনুরোধের ক্ষেত্রে, প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে, ঘোষণা দেওয়ার ক্ষেত্রে কী কী বাক্য ব্যবহার করবে তা বল : ৪

ক) নির্দেশনা প্রদানের ক্ষেত্রে

খ) অনুরোধের ক্ষেত্রে

গ) প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে

ঘ) ঘোষণা প্রদানের ক্ষেত্রে

২। কোনো বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে বলতে বলবেন। ৬

(বলার ক্ষেত্রে, শুদ্ধতা, স্পষ্টতা, প্রমিতরীতি, শ্রবণ যোগ্যতা, প্রাসঙ্গিকতা ও বাক্য বিন্যাস বিবেচনা করে মূল্যায়ন করবেন।)

পড়া (নম্বর- ৩০)

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১, ২ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও এবং সঠিক উত্তরটি উত্তর পত্রে লেখ : ১ × ৫ = ৫

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। আর এ কৃষিকে গড়ে তুলতে এদেশের কৃষক শ্রেণি নিবেদিত প্রাণ। তাঁরা রোদ, বৃষ্টি, ঝড় উপেক্ষা করে, দিনরাত পরিশ্রম করে কঠিন মাটির বুকে লাঙল চালিয়ে ফসল উৎপাদন করেন। তাঁদের শ্রমে উৎপাদিত ফসলে ধনী গরিব সকলের অন্নের সংস্থান হয়, দেশের খাদ্যাভাব দূর হয়। নিজের দুঃখ-কষ্টকে বড় করে না দেখে কৃষক তাঁর জীবনকে অন্যের কল্যাণে উৎসর্গ করেন। এজন্য তার কোন অহংকার নেই। তাদের জীবন যাপন একদম সহজ-সরল, সাদামাটা। তাদের চাওয়া খুব সামান্য। তাই তাদের প্রতি আমাদের যথাযথ শ্রদ্ধা দেখাতে হবে। তাদের কাছ থেকে আমাদের পরিশ্রমী, নিরহংকারী ও সেবাব্রতী হবার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

১। (১) বাংলাদেশ কেমন দেশ ?

(ক) গ্রাম প্রধান (খ) কৃষি প্রধান

(গ) নদীমাতৃক (ঘ) শিল্প প্রধান

(২) কৃষক কার জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেন ?

(ক) অর্থ উপার্জনের জন্য (খ) নতুন ধান কাটায়

(গ) অন্যের কল্যাণে (ঘ) নিজের জন্য

(৩) নিচের কোনটি কৃষক ফসল চাষ করতে ব্যবহার করেন ?

(ক) লাঙল (খ) কোদাল

(গ) কাস্তে (ঘ) ট্রাক্টর

(৪) মানুষের খাদ্য উৎপাদন করেন কে?

(ক) কামার (খ) কুমার

(গ) তাঁতি (ঘ) কৃষক

(৫) 'কল্যাণের' বিপরীত শব্দ কী?

(ক) অহংকার (খ) হিত

(গ) অকল্যাণ (ঘ) গৌরব

২। নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেয়া আছে। উপযুক্ত শব্দ দিয়ে নিচের শূন্যস্থান পূরণ কর : ৫ × ১ = ৫

শব্দ	শব্দার্থ
নিবেদিত	বিসর্জন
পরিশ্রমে	খাটুনিতে
উৎপাদন	সৃষ্টি
কল্যাণে	ভালো করতে
উৎসর্গ	দান

ক) বাংলাদেশে ভালো মানের পাট..... হয়।

খ) গ্রীষ্মকালে অল্প..... মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

গ) দেশের ..... ছাত্রদের এগিয়ে আসতে হবে।

ঘ) মুক্তিযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ, শিশু, ছাত্র, শ্রমিক তাদের জীবন..... করেছেন।

ঙ) মসলিন বস্ত্রকে জনপ্রিয় করতে তাঁতিরা ছিলেন.....প্রাণ।

৩। নিচের যুক্তবর্ণগুলি ভেঙ্গে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ ব্যবহার করে একটি করে বাক্য তৈরি কর : ৫×১= ৫

হ্ন, স্ত, ষ্ণ, ল্ল, দ্র

৪। এক কথায় প্রকাশ কর : ৫ × ১ = ৫

শরীরের কাটা স্থান, অনেক লোককে বিনা অপরাধে মেরে ফেলা, যারা ইতিহাস লেখেন, যে কাহিনী কল্পনা করে লেখা হয়, যে কোনো উক্তির বিরুদ্ধে যারা আপত্তি জানায়।

৫। উপযুক্ত স্থানে বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদটি পুনরায় লেখ : ৫

আচ্ছা বাবা গাছ ভেঙ্গে গেলে ওদেরকে কাটলে ব্যথা পায় না ছেলের কথা শুনে মা হাসেন বাবা কিন্তু হাঁসলেও ছেলের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেন।

৬। কবিতাটি পড়ে নিচে প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তর লেখ : ২+৩ = ৫

আমি ভালবাসি....

.....

.....

হাঁসের বসবাস।

ক) নদীর বালুচরে কী ঘটে?

খ) কবি কেন নদীর বালুচরকে ভালবাসেন।

লেখা (নম্বর - ৩০)

৭। নিচের যে কোন একটি বিষয় অবলম্বনে রচনা লেখ : (২০০ শব্দ) ১০

(ক) তোমার প্রিয় খেলা : [সংকেত : ভূমিকা, প্রিয় খেলা, কেন প্রিয়? খেলার নিয়মাবলী, শিক্ষণীয় বিষয়, উপসংহার।]

(খ) নায়াগ্রা জলপ্রপাত : [সংকেত : ভূমিকা, অবস্থান, জলপ্রপাত ও ঝর্ণার পার্থক্য, নায়াগ্রার বিশেষত্ব, বৈশিষ্ট্য, উপসংহার]

(গ) একুশে ফেব্রুয়ারি : [সংকেত : ভূমিকা, ঐতিহাসিক পটভূমি, ঘটনার বিবরণ, স্বীকৃতি, জাতীয় জীবনে একুশ, উপসংহার]

(ঘ) প্রিয় বিজ্ঞানী : [সংকেত : ভূমিকা, জন্ম, শিক্ষা, গবেষণা, আবিষ্কার, রচনাবলী, উপসংহার]

৮। উপরে ৬নং প্রশ্নের প্রদত্ত কবিতাটির মূল ভাব লেখ। ৫

৯। উপরে ১নং প্রশ্নের প্রদত্ত অনুচ্ছেদ পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : ১+২+২ = ৫

(ক) কৃষকের মহান উদ্দেশ্য কী ?

(খ) কীভাবে কৃষক ফসল ফলান, বুঝিয়ে লেখ।

(গ) কৃষক কীভাবে মানুষের উপকার করে?

১০। মনে কর, তোমার নাম তুয়ান। তোমার বন্ধু তৌসি খুলনায় থাকে। তাকে নিয়ে তুমি মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরে বেড়াতে যেতে চাও। সেজন্য ঢাকা আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে বন্ধুর কাছে একটি চিঠি লেখ। ৫

১১। মনে কর, তোমার নাম তাসমিয়া। ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছো। এখন বিদ্যালয় থেকে শিক্ষাবৃত্তির টাকা উত্তোলনের জন্য নিচের ফরমটি পূরণ কর : ৫

শিক্ষাবৃত্তির জন্য ফরম

নং-৩১২/১৮

১। শিক্ষার্থীর নাম :

২। পিতার নাম :

৩। মাতার নাম :

৪। শ্রেণি : রোল : শাখা :

৫। বৃত্তির ধরন : ট্যালেন্টপুল/সাধারণ

আমার উপর্যুক্ত তথ্যগুলি সম্পূর্ণ সঠিক।

_____ _____

প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্বাক্ষর ছাত্রের স্বাক্ষর

পরিশিষ্ট ৪ : উত্তরপত্রে নম্বর প্রদানের নীতিমালা/রুব্রিক

প্রতি বিষয়ের প্রতিটি প্রশ্ন ও তার সম্ভাব্য উত্তর এবং উত্তর মূল্যায়ন নির্দেশিকা অর্থাৎ শিক্ষার্থী কর্তৃক লিখিত প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে/কত নম্বর পাবে, তার সুস্পষ্ট নির্দেশনা-সংবলিত ডকুমেন্ট হলো মার্কিং স্কিম। এর মাধ্যমে মূল্যায়ন যথার্থ হয়। উত্তরপত্র মূল্যায়নকারীগণ ইচ্ছে মাফিক মূল্যায়ন করতে পারেন না বলে মূল্যায়ন নিরপেক্ষ হয়। অর্থাৎ পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্রের অতি বা অবমূল্যায়ন হয় না।

বাংলা ভাষাদক্ষতা লেখার ২য় প্রশ্নটি নিম্নরূপ :

একদিনের অনুপস্থিতির জন্য ছুটি চেয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট দরখাস্ত লেখ। চতুর্থ শ্রেণির জন্য এ প্রশ্নে বরাদ্দকৃত নম্বর : ৫। লিখিত উত্তরের উপর নম্বর প্রদানের জন্য নিম্নরূপ একটি রুব্রিক/নম্বর প্রদানের নির্দেশনা প্রণয়ন করলে মূল্যায়ন নিরপেক্ষ হবে বলে আশা করা যায়।

ক্রমিক নং	উত্তরপত্রে নম্বর প্রদানের জন্য যে মানদন্ড বিবেচনা করতে হবে	প্রাপ্ত নম্বর
১	**বিষয় সংশ্লিষ্টতা/ প্রাসঙ্গিকতা** ● উত্তর বিষয় সংশ্লিষ্ট/প্রাসঙ্গিক হবে।	১
২	**বানান** (যেখানে প্রযোজ্য) ● ন্যূনতম ৫টি বানান ভুল লেখার কারণেও যদি উত্তরের অর্থ বিকৃতি না ঘটে।	১
৩	**বিষয় নির্বাচন এবং ধারণা সুসংগঠিতকরণ** ● অধিকাংশ ধারণা বিষয় সংশ্লিষ্ট হবে। ● ধারণাসমূহ ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ হতে হবে।	 ১ ১
৪	**ব্যাকরণ** ● ৫টি বাক্যেই ব্যাকরণের প্রারম্ভিক নিয়মের পরিমিত ব্যবহার (বিরাম চিহ্নের ব্যবহার, ক্রিয়ার কাল, বাক্যের গঠন ইত্যাদি) থাকতে হবে।	 ১
	মোট	৫

(তথ্যসূত্র: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য যোগ্যতাভিত্তিক অভীক্ষাপদ প্রণয়ন, প্রয়োগ ও মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল।)

উপর্যুক্ত রুব্রিকটি একটি উদাহরণ মাত্র। সকল প্রশ্নের উত্তর যাচাইয়ের জন্য এরূপ রুব্রিক অনুসরণ করা হলে শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়ন অনেকটা নিরপেক্ষ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। তবে মনে রাখা প্রয়োজন, নম্বর প্রদান করাকে এক্ষেত্র মূল বিষয় হিসাবে গ্রহণ না করে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করার ক্ষেত্র চিহ্নিত করা ও সে অনুযায়ী নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করাই এ মূল্যায়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

গণিত বিষয়ের মূল্যায়ন নির্দেশিকা

শ্রেণি : ১ম থেকে ৫ম

গণিত বিষয়ের মূল্যায়ন পদ্ধতি ও টুলস

১. ভূমিকা

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের গণিত শিখনের জন্য শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নির্ধারণ করে এর আলোকে শিখনফল চিহ্নিত করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট শিখনফল অনুযায়ী গণিত পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু রচনা করা হয়েছে। শিক্ষকগণ পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে শিখনফলকেন্দ্রিক শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

শিখন-শেখানো কার্যক্রমের একটি প্রধান অংশ হলো শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়ন। মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষাক্রমসহ শিক্ষার্থীদের শিখনের সার্বিক চিত্র পাওয়া যায় এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। বস্তুত কার্যকর মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সবলতা ও দুর্বলতা চিহ্নিত করা যায় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দুর্বল শিক্ষার্থীকে তার দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করা যায়। প্রচলিত প্রান্তিক মূল্যায়ন-ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ অর্জন উপযোগী যোগ্যতা এবং শিখনফলের অর্জন মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় না। এছাড়া এই ব্যবস্থায় অপারগ শিক্ষার্থীকে সহায়তা করার সুযোগও সংকীর্ণ। এই সীমাবদ্ধতা অনুধাবন করে এনসিটিবি ১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রান্তিক/সামষ্টিক মূল্যায়নের পাশাপাশি ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। ধারাবাহিক এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য এনসিটিবি প্রয়োজনীয় সহায়ক সামগ্রী প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করেছে, যা যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য অত্যন্ত কার্যকর একটি পদক্ষেপ। গণিত বিষয়ের মূল্যায়ন নির্দেশিকার উদ্দেশ্য হলো পরিকল্পিতভাবে ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের চর্চাকে উৎসাহিত করা।

২. সাধারণ নির্দেশনা

- গণিত শিক্ষাক্রমে (curriculum) উল্লেখিত যোগ্যতা এবং পাঠ্যপুস্তকের সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
- শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়নের জন্য শ্রেণি ও গণিতের ক্ষেত্র অনুযায়ী ধারবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের নম্বর বণ্টন সম্পর্কে ভালোভাবে জানুন।
- ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো সম্পর্কিত সারণিটি ভালোভাবে লক্ষ করুন এবং এর বিভিন্ন কলামে সংযোজিত ধারণাসমূহ মনোযোগসহ পড়ুন।
- এ সম্পর্কে আপনার ধারণা সুস্পষ্ট করার জন্য 'সহায়ক তথ্য' অংশে প্রদত্ত ব্যাখ্যাসমূহ পড়ুন, প্রয়োজনে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক সংস্করণ পড়ুন।
- শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের কৌশল হিসেবে বিবেচনা করে ধারাবাহিক মূল্যায়ন চলাকালীন শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক/ফলাবর্তন প্রদান করবেন। মনে রাখতে হবে, ধারাবাহিক মূল্যায়ন করা হবে যোগ্যতা অর্জন নিশ্চিত করার জন্য।
- একইভাবে আপনার ধারণা সুস্পষ্ট করার লক্ষ্যে সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামোটি পড়ুন।
- সহায়ক তথ্যে সংযোজিত নমুনা প্রশ্ন (শিখনফলের আলোকে) ও চেকলিস্ট ভালোভাবে পড়ুন।
- ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশিকায় শিক্ষার্থীদের গণিত শিখন কী কী উপায়ে মূল্যায়ন করতে হবে তা লক্ষ করুন।
- মূল্যায়ন কাঠামোতে উল্লেখিত গাণিতিক ক্ষেত্র ও নম্বর বণ্টন অনুযায়ী শিখনফল ও বিষয়বস্তুর আলোকে টুলস বা মূল্যায়ন-উপকরণ (যেমন, মৌখিক বা লিখিত প্রশ্নপত্র, চেকলিষ্ট ইত্যাদি) তৈরি করুন।
- টুলস (বা মূল্যায়ন-উপকরণ) প্রস্তুত করার সময় গণিতের মূল্যায়নের ক্ষেত্রসমূহ (যেমন, গাণিতিক ধারণা, প্রক্রিয়াগত জ্ঞান ইত্যাদি) বিবেচনা করুন। শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তি বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করুন।
- সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য সাময়িক পরীক্ষার রুটিন অনুযায়ী পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন।
- যেহেতু প্রতি প্রান্তিকে ধারাবাহিক মূল্যায়নের নম্বর চূড়ান্ত মূল্যায়নের সাথে বিবেচনা করা হবে, তাই প্রতিটি মূল্যায়ন যাতে পরিকল্পনা অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, সেদিকে লক্ষ রাখবেন।
- মূল্যায়নের ফলাফল সংরক্ষণ ছকসমূহ ভালো করে লক্ষ করুন এবং নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতি মাসের (ধারাবাহিক) ও প্রান্তিকের ফলাফল সাথে সাথে লিখে রাখুন।

- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য প্রধান শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

গণিত বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন

গণিত বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি মূল্যায়ন করার জন্য দুই ধরনের মূল্যায়ন ব্যবহার করা হবে। এর একটি হলো ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং অপরটি সামষ্টিক মূল্যায়ন। প্রাথমিক গণিত বিষয়ে **১ম - ৫ম** শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য গণিত শিখনের তিনটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে, যথা, (ক) গাণিতিক ধারণা (Mathematical Conceptual knowledge) (খ) প্রক্রিয়াগত ধারণা (Procedural knowledge) এবং (গ) সমস্যা সমাধান (Problem Solving)। গণিতের এই তিনটি ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করেই ধারাবাহিক এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করতে হবে। মূল্যায়নের ক্ষেত্রসমূহ 'সহায়ক তথ্য' অংশে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৩. গণিত বিষয়ে ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের নম্বর বণ্টন

১ম থেকে ৫ম শেণি পর্যন্ত গণিতের তিনটি ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের শিখন ধারাবাহিকভাবে এবং সামষ্টিকভাবে মূল্যায়ন করা হবে। উভয় মূল্যায়নের নম্বর বণ্টন সারণি **১** এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ১ : শ্রেণি এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্র অনুযায়ী ১ম-২য়-৩য় প্রান্তিকে গণিত বিষয়ের ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের নম্বর বণ্টন

শ্রেণি	*ধারাবাহিক মূল্যায়ন*				*সামষ্টিক মূল্যায়ন*				**সর্বমোট** (ক)+(খ)
	গাণিতিক ধারণা (Mathematical Conceptual knowledge)	প্রক্রিয়াগত ধারণা (Procedural knowledge)	সমস্যা সমাধান (Problem Solving)	মোট (ক)	গাণিতিক ধারণা (Mathematical Conceptual knowledge)	প্রক্রিয়াগত ধারণা (Procedural knowledge)	সমস্যা সমাধান (Problem Solving)	মোট (খ)	
১ম	১০	১০	২০	৪০	১০	২০	৩০	৬০	১০০
২য়	১০	১০	২০	৪০	১০	২০	৩০	৬০	১০০
৩য়	১০	১০	১০	৩০	১৫	২৫	৩০	৭০	১০০
৪র্থ	১০	১০	১০	৩০	১৫	২৫	৩০	৭০	১০০
৫ম	৫	৫	১০	২০	১৫	২৫	৪০	৮০	১০০

সারণি ১.১ : প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়ন (২০+৮০ = ১০০)

অংশ এক : ৫ম শ্রেণির ১ম ও ২য় প্রান্তিক মূল্যায়ন (২০ নম্বর)					**অংশ দুই: সমাপনী পরীক্ষা (৮০ নম্বর)**				**সর্বমোট** (ক)+(খ)
ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর	সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর	মোট প্রাপ্ত নম্বর	**প্রাপ্ত গড় নম্বর**	**২০% নম্বর (ক)**	গাণিতিক ধারণা	প্রক্রিয়াগত ধারণা	সমস্যা সমাধান	মোট (খ)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৪০ (২০+২০) - এর মধ্যে	১৬০ (৮০+৮০) - এর মধ্যে	২০০ (৪০+১৬০) - এর মধ্যে	মোট $\frac{\text{প্রাপ্ত নম্বর}}{২}$	প্রাপ্ত $\frac{\text{গড় নম্বর}}{১০০} \times ২০$	**১৫**	**২৫**	৪০	**৮০**	২০+৮০ = ১০০

পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী মূল্যায়নে বিবেচনার জন্য :

- সংখ্যা ও গণনা (Number and Calculation) - ৪০%
- পরিমাপ (Measurement) - ৩০%
- জ্যামিতি (Geometry) - ২০%
- উপাত্ত (Data) - ১০%

১ম - ৪র্থ শ্রেণির নম্বর বণ্টন : সারণি **১** থেকে দেখা যায় যে **১ম** ও ২য় শ্রেণিতে ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য ৪০ নম্বর করে এবং সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য ৬০ করে বরাদ্দ করা হয়েছে। ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণিতে ধারাবাহিক এবং সামষ্টিক

মূল্যায়নে যথাক্রমে মোট ৩০ এবং ৭০ নম্বর করে বরাদ্দ করা হয়েছে। এই নম্বর বন্টন ৩টি প্রান্তিকের জন্যই প্রযোজ্য।

৫ম শ্রেণির নম্বর বন্টন: ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য ২০ নম্বর এবং সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য ৮০ নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে। ৫ম শ্রেণির এই নম্বর বণ্টন পদ্ধতি শুধু ১ম ও ২য় প্রান্তিকের জন্য প্রযোজ্য।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়ন

৫ম শ্রেণির ৩য় প্রান্তিকে কোনো প্রান্তিক মূল্যায়ন সংঘটিত হবে না। এর পরিবর্তে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। এই মূল্যায়ন দু'টি অংশ নিয়ে গঠিত। সারণি ১.১ -এ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে 'অংশ এক' ও 'অংশ দুই' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

অংশ এক : এই অংশে প্রাপ্ত নম্বর ৫ম শ্রেণির ১ম ও ২য় প্রান্তিক মূল্যায়ন থেকে সংগ্রহ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রথমে দু'টি প্রান্তিকে অনুষ্ঠিত ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত মোট নম্বরের গড় (সারণি ১.১ এর ৪ নং কলাম দেখুন) নির্ণয় করতে হবে। পরে প্রাপ্ত গড় নম্বরের শতকরা ২০ ভাগ (সারণি ১.১ -এর ৫ নং কলাম দেখুন) নম্বর সংগ্রহ করতে হবে।

অংশ দুই : এই অংশটি সমাপনী পরীক্ষা নামে অনুষ্ঠিত হবে। এটি একটি সামষ্টিক মূল্যায়ন এবং মোট বরাদ্দকৃত নম্বর ৮০। এক্ষেত্রে গণিত বিষয়ের ৩টি ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়ন করা হবে। বিস্তারিত নম্বর বন্টনের জন্য সারণি ১.১ -এর 'অংশ দুই' দেখুন। মোট ৮০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বরের সাথে 'অংশ এক'-এ বর্ণিত ২০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়নে প্রাপ্ত চূড়ান্ত নম্বর নির্ণয় করা হবে। সারণি ১.১-এর কলাম নং ১০ দেখুন।

৪. গণিত বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো

শ্রেণি শিক্ষককে সুচারুরূপে ধারাবাহিক মূল্যায়নভিত্তিক পাঠ পরিচালনায় সহায়তা করার জন্য একটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো গঠন করা হয়েছে। শ্রেণি ও গণিতের ক্ষেত্র অনুযায়ী ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামোর জন্য সারণি ২ দেখুন। ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামোটিতে ৫টি কলাম আছে। কলামগুলো হলো মূল্যায়নের ক্ষেত্র, মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয়, মূল্যায়ন পদ্ধতি, মূল্যায়ন টুলস এবং উদাহরণ।

মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও বিবেচ্য বিষয় : প্রাথমিক স্তরের গণিত শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের গণিত শিখন মূল্যায়নের জন্য তিনটি সাধারণ ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। ক্ষেত্রগুলো হলো (ক) গাণিতিক ধারণা, (খ) প্রক্রিয়াগত ধারণা এবং (গ) সমস্যা সমাধান। এই ক্ষেত্রসমূহ অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং সাধারণ। প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে কী মূল্যায়ন করতে হবে তা আরো সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে 'মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয়' কলামে।

মূল্যায়ন পদ্ধতি : বিবেচ্য বিষয় কলামে যে সুনির্দিষ্ট শিখনফল ও বিষয়বস্তু বিবেচনা করা হয়েছে তা মূল্যায়নের কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে। গণিতে শিখন মূল্যায়নের জন্য তিন ধরনের পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে; (ক) মৌখিক, (খ) লিখিত এবং (গ) পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি। গণিতের সব বিষয়বস্তু একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে মূল্যায়ন করা যায় না। তাই বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদ্ধতি ও উপকরণ ব্যবহার করা হয়। আবার, শিক্ষার্থীরা যাতে তাদের শিখনের প্রমাণ দেওয়ার জন্য একাধিক সুযোগ পায়, সেজন্যও বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

মূল্যায়ন টুলস : মূল্যায়ন টুলস হলো যা ব্যবহার করে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করবেন। পদ্ধতি অনুসারে মূল্যায়ন উপকরণ/টুলস নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন : মৌখিক মূল্যায়নের জন্য মৌখিক চেকলিস্ট, মৌখিক প্রশ্ন বা নির্দেশনা ইত্যাদি টুলস ব্যবহার করা হবে। আবার লিখিত পদ্ধতিতে লিখিত বা মৌখিক প্রশ্ন/প্রশ্নপত্র উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হবে। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে মূল্যায়নের জন্য পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট বা রুব্রিক ব্যবহার করা হবে।

সারণি ২-এর শেষ কলামে ১ম - ৫ম শ্রেণির গণিতের ৩টি ক্ষেত্রের জন্য বেশ কিছু উদাহরণ সংযোজন করা হয়েছে। এই উদাহরণ অনুসরণ করে গণিত শিক্ষকগণ মূল্যায়ন পদ্ধতি ও টুলস তৈরি করবেন।

সারণি ২ : ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো (মূল্যায়ন ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ)

শ্রেণি: প্রথম থেকে পঞ্চম				
মূল্যায়ন ক্ষেত্র	**বিবেচ্য বিষয়**	**মূল্যায়ন পদ্ধতি**	**মূল্যায়ন টুলস**	**উদাহরণ**
গাণিতিক ধারণা	▪ সংখ্যার ধারণা। ▪ গাণিতিক সমস্যা সমাধানে কোনো ধরনের গাণিতিক প্রক্রিয়া ব্যবহার করতে হবে তা বুঝতে পারা। যেমন বেশি হওয়া-কম হওয়া, ছোট হওয়া-বড় হওয়া, দূরে-কাছে, অপরিবর্তিত থাকা, বস্তুর আলোকে পরিমাপের একক, জ্যামিতিক আকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা। ▪ গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে কোন কোন গাণিতিক প্রক্রিয়া (যেমন যোগ, বিয়োগ, গুণ বা ভাগ) ব্যবহার করতে হয় এবং কেন তা বুঝতে পারা।	মৌখিক	মৌখিক চেকলিস্ট	শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানোর কৌশল হিসেবে মূল্যায়ন উপকরণ/টুলস (যেমন, প্রশ্নপত্র, চেকলিস্ট) প্রস্তুত করবেন এবং পাঠ চলাকালীন ব্যবহার করবেন। মনে রাখতে হবে, ধারাবাহিক মূল্যায়ন হতে হবে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা অর্জন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে। শিক্ষক লিখিত বা মৌখিকভাবে শিক্ষার্থীর সামনে প্রশ্ন উত্থাপন করবেন এবং শিক্ষার্থীকে মৌখিকভাবে প্রশ্নের উত্তর বলতে বলবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীর উত্তর রেকর্ড করবেন। **উদাহরণ ১।** শিক্ষক বোর্ডে ১১ থেকে ২০ পর্যন্ত সংখ্যা এলোমেলোভাবে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন। (১ম শ্রেণির উপযোগী) **উদাহরণ ২।** খেলার মাঠে ৫ জন শিশু খেলছিল। একটু পরে ২ জন শিশু আসল। তার কিছুক্ষণ পর আরও ৩ জন শিশু আসল। (১ম শ্রেণির উপযোগী)। শিক্ষক মৌখিকভাবে শিক্ষার্থীর নিকট জানতে চাইবেন- নতুন করে শিশু আসাতে শিশুর সংখ্যা বেড়েছে নাকি কমেছে? শিক্ষার্থী মৌখিকভাবে উত্তর দিবে।
		লিখিত	প্রশ্ন/প্রশ্নপত্র (Question /questioning)	শিক্ষক লিখিত বা মৌখিকভাবে শিক্ষার্থীর সামনে প্রশ্ন উত্থাপন করবেন এবং শিক্ষার্থীকে প্রশ্নের উত্তর লিখতে বলবেন। শিক্ষার্থী কর্তৃক লিখিত উত্তর পরীক্ষা করে শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ/ফলাবর্তন দিবেন। **উদাহরণ ১।** শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একটি কাগজ সমান ৪ ভাগ করে এক ভাগ রং করতে বলবেন এবং রং করা অংশটি ভগ্নাংশে লিখতে বলবেন। (২য় শ্রেণির উপযোগী)
		পর্যবেক্ষণ	পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট	শিক্ষক শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত গাণিতিক সমস্যা সমাধান করার নির্দেশনা দিবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। আবার শিক্ষক শিক্ষার্থীর সমস্যা-সমাধান প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট বা রুব্রিক ব্যবহার করে নম্বর প্রদান করবেন। যেমন, **উদাহরণ ১।** শিক্ষক দুই দল বস্তুর (যেমন, পেন্সিল, বই) আঁকা ছবি দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের কম-বেশি, বেশি-কম তুলনা করতে দেবেন। (১ম শ্রেণির উপযোগী) [এখানে শিক্ষার্থী নিজে পর্যবেক্ষণ করছে এবং পরে তুলনা করছে] **উদাহরণ ২।** শিক্ষক মুখে একটি সংখ্যা (যেমন, ৫১-৬০ এর মধ্যে) বলবেন এবং শিক্ষার্থীদের সেই সংখ্যার কার্ড দেখাতে বলবেন। (২য় শ্রেণির উপযোগী) [এখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ে পর্যবেক্ষণ করছে] **উদাহরণ ৩।** শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাগজ সরবরাহ করবেন এবং কাগজ কেটে বিভিন্ন আকৃতির চতুর্ভুজ তৈরি করতে বলবেন। (৪র্থ শ্রেণির উপযোগী) [শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন]

সারণি ২ : ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো (মূল্যায়ন ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ)

শ্রেণি: প্রথম থেকে পঞ্চম				
মূল্যায়ন ক্ষেত্র	**বিবেচ্য বিষয়**	**মূল্যায়ন পদ্ধতি**	**মূল্যায়ন টুলস**	**উদাহরণ**
প্রক্রিয়াগত ধারণা	▪ গাণিতিক সমস্যা সমাধানের ধাপ সম্পর্কে জানা ▪ ভিন্ন ভিন্ন গাণিতিক প্রক্রিয়াা ব্যবহার কৌশল জানা। যেমন- হাতে রেখে ও না রেখে যোগ-বিয়োগ, গুণ, ভাগ ভগ্নাংশের গুণ, ভাগ ইত্যাদি ▪ গাণিতিক কৌশল সম্পর্কে যৌক্তিক ব্যাখ্যা বুঝতে পারা। অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে গাণিতিক সমস্যার সমাধানের কৌশল (কোনটি, কীভাবে করতে হবে তা) সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা।	মৌখিক	মৌখিক চেকলিস্ট	**উদাহরণ ১**। শিক্ষক বোর্ডে ১১ থেকে ২০ পর্যন্ত সংখ্যা এলোমেলোভাবে লিখবেন। শিক্ষাথীদের ক্রম অনুযায়ী সাজাতে হলে কীভাবে তা করবে, সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের নিকট জানতে চাইবেন। (১ম শ্রেণি) **উদাহরণ ২**। খেলার মাঠে ৫ জন শিশু খেলছিল। একটু পরে ২ জন শিশু আসল। তার কিছুক্ষণ পর আরও ৩ জন শিশু আসল। (১ম শ্রেণির উপযোগী)। শিক্ষক মৌখিকভাবে শিক্ষার্থীর নিকট জানতে চাইবেন- মাঠে নতুন করে শিশু আসায় শিশুর সংখ্যা বেড়ে কয়জন হলো? তা কী করে নির্ণয় করবে?
		লিখিত	প্রশ্ন/প্রশ্নপত্র (Question/ questionning)	**উদাহরণ ১**। শিক্ষক বোর্ডে সমস্যাটি লিখে শিক্ষার্থীদের যোগফল লিখতে দেবেন। ১১ + ৫ =? (১ম শ্রেণির উপযোগী) **উদাহরণ ২**। এমন একটি সংখ্যা নির্ণয় কর, যা দ্বারা ৭২, ১৮০ ও ২৫২-কে ভাগ করলে কোনো ভাগশেষ, থাকবে না।(৫ম শ্রেণির উপযোগী) উদাহরণ ৩। ছয়টি সংখ্যার গড় ৪২। সংখ্যাগুলোর যোগফল কত? (৫ম শ্রেণির উপযোগী)
		পর্যবেক্ষণ	পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট	**উদাহরণ ১**। শিক্ষক বোর্ডে 'বড়' এবং 'ছোট' শব্দ দুইটি লিখবেন। একজন করে শিক্ষার্থী বোর্ডের কাছে ডেকে নিয়ে তার হাতে দুইটি কার্ড দেবেন যার একটিতে 'বড় সংখ্যা' এবং অন্যটিতে 'ছোট সংখ্যা' লেখা থাকবে। শিক্ষার্থীকে 'বড়' শব্দের নিচে 'বড় সংখ্যা' এবং 'ছোট' শব্দের নিচে 'ছোট সংখ্যা' লেখা কার্ড বসাতে বা ধরতে বলবেন। (৩য় শ্রেণির উপযোগী)
সমস্যা সমাধান	● গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারা। ● বাস্তব জীবনের সাথে গাণিতিক সমস্যার সংযোগ সাধন করতে পারা।	মৌখিক	মৌখিক চেকলিস্ট	**উদাহরণ ১**। খেলার মাঠে ৫ জন শিশু খেলছিল। একটু পরে ২ জন শিশু আসল। তার কিছুক্ষণ পর আরও ৩ জন শিশু আসল। এখন মাঠে কতজন শিশু খেলছে? (১ম শ্রেণির উপযোগী) শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে প্রশ্নটির উত্তর মৌখিকভাবে বলতে বলবেন। **উদাহরণ ২**। একটি ৫০০ টাকার নোটের সাথে কয়টি ১০০ টাকা ও ৫০ টাকার নোট দিলে ১০০০ টাকা হবে? (৩য় শ্রেণির উপযোগী) **উদাহরণ ৩**। শিক্ষক একটি সম্পূর্ণ ফিতা থেকে $\frac{১}{৫}$ বা $\frac{২}{৫}$ অংশ বাদ দিলে কত অংশ থাকবে তা শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন। (৩য় শ্রেণির উপযোগী)

সারণি ২ : ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো (মূল্যায়ন ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ)

শ্রেণি: প্রথম থেকে পঞ্চম				
মূল্যায়ন ক্ষেত্র	**বিবেচ্য বিষয়**	**মূল্যায়ন পদ্ধতি**	**মূল্যায়ন টুলস**	**উদাহরণ**
		লিখিত	প্রশ্ন/প্রশ্নপত্র (Question /questioning)	**উদাহরণ ১।** একটি খেলার মাঠে ৫ জন শিশু খেলছিল। একটু পরে ২ জন শিশু এলো। তার কিছুক্ষণ পর আরও ৩ জন শিশু এলো। এখন মাঠে কতজন শিশু খেলছে? (১ম শ্রেণির উপযোগী) শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উপরের সমস্যাটির সমাধান লিখিতভাবে করে দেখাতে বলবেন। **উদাহরণ ২।** কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৫৭৫। বছরের শুরুতে ২১৬ জন ভর্তি হলো এবং ৩৫ জন বিদ্যালয় ছেড়ে চলে গেল। বর্তমানে ঐ বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কত? (৪র্থ শ্রেণির উপযোগী) **উদাহরণ ৩।** শিক্ষক চিত্র ১- এর মতো বোর্ডে ছবি এঁকে ভগ্নাংশের যোগ অঙ্ক শিক্ষার্থীদের খাতায় করতে বলবেন। (৩য় শ্রেণির উপযোগী) চিত্র ১ 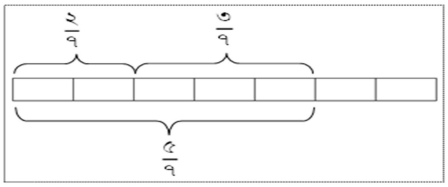
		পর্যবেক্ষণ	পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট	**উদাহরণ ১।** শিক্ষক বোর্ডে ১২, ২৪ এবং ৫০-এর গুণনীয়কগুলো লিখবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংখ্যা তিনটির গ.সা.গু নির্ণয় করতে বলবেন। (৫ম শ্রেণির উপযোগী) **উদাহরণ ২। চিত্র ২ ভালো করে পর্যবেক্ষণ কর। এই** ছবিতে কী কী আকৃতি আছে তা শনাক্ত করে লেখ। (৪র্থ শ্রেণির উপযোগী) **চিত্র ২** 

৫. গণিত বিষয়ের সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো

গণিত বিষয়ে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিখনের সামষ্টিক মূল্যায়ন প্রান্তিকের শেষভাগে অনুষ্ঠিত হবে এবং লিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত ৩টি মূল্যায়নের ক্ষেত্র বিবেচনা করা হবে। সামষ্টিক মূল্যায়নের একটি কাঠামো সারণি ৩ - এ উপস্থাপন করা হয়েছে। কাঠামোটিতে ৫টি কলাম আছে। কলামগুলো হলো মূল্যায়নের ক্ষেত্র, মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয়, মূল্যায়ন পদ্ধতি, মূল্যায়ন টুলস এবং উদাহরণ। সুবিধার জন্য সংশ্লিষ্ট উদাহরণ সারণি ৪ - এ গণিতের ৩টি ক্ষেত্র এবং প্রশ্নের ধরন অনুযায়ী সন্নিবেশিত হয়েছে।

সারণি ৩ : সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

শ্রেণি: ১ম - ৫ম				
মূল্যায়ন ক্ষেত্র	**বিবেচ্য বিষয়**	**মূল্যায়ন পদ্ধতি**	**মূল্যায়ন টুলস**	**উদাহরণ**
গাণিতিক ধারণা	● সংখ্যার ধারণা। ● গাণিতিক সমস্যা সমাধানে কোন ধরনের গাণিতিক প্রক্রিয়া ব্যবহার করতে হবে তা বুঝতে পারা। যেমন বেশি হওয়া-কম হওয়া, ছোট হওয়া-বড় হওয়া, দূরে-কাছে, অপরিবর্তিত থাকা, বস্তুর আলোকে পরিমাপের একক, জ্যামিতিক আকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা। ● গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে কোন কোন গাণিতিক প্রক্রিয়া (যেমন : যোগ, বিয়োগ, গুণ বা ভাগ) ব্যবহার করতে হয় এবং কেন তা বুঝতে পারা।	লিখিত	প্রশ্ন/প্রশ্নপত্র	★ উদাহরণের জন্য সারণি ৪ দেখুন। ● প্রশ্ন নির্দিষ্টকরণ ছক অনুযায়ী প্রশ্নপত্র রচনা করতে হবে। ● ১ম-৫ম শ্রেণির প্রশ্ন নির্দিষ্টকরণ ছকের জন্য সারণি ৫, ৬ ও ৭ দেখুন। ★ পরিশিষ্টে সামষ্টিক মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্নপত্র সংযোজন করা হয়েছে।
প্রক্রিয়াগত ধারণা	● গাণিতিক সমস্যা সমাধানের ধাপ সম্পর্কে জানা ● ভিন্ন ভিন্ন গাণিতিক প্রক্রিয়া ব্যবহার কৌশল জানা। যেমন- হাতে রেখে ও না রেখে যোগ-বিয়োগ, গুণ, ভাগ ভগ্নাংশের গুণ, ভাগ ইত্যাদি ● গাণিতিক কৌশল সম্পর্কে যৌক্তিক ব্যাখ্যা বুঝতে পারা। অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে গাণিতিক সমস্যার সমাধানের কৌশল (কোনটি, কীভাবে করতে হবে তা) সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা।	লিখিত	প্রশ্ন/প্রশ্নপত্র	
সমস্যা সমাধান	● গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারা। ● বাস্তব জীবনের সাথে গাণিতিক সমস্যার সংযোগ সাধন করতে পারা।	লিখিত	প্রশ্ন/প্রশ্নপত্র	

সারণি ৪ : সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো - গণিতের ক্ষেত্র ও টুলস অনুযায়ী উদাহরণ

ক্রমিক	প্রশ্নের ধরন	গাণিতিক ধারণা (জানা)	প্রক্রিয়াগত ধারণা (অনুধাবন)	সমস্যা সমাধান	
				(প্রয়োগ)	উচ্চতর দক্ষতা
১	নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন (১ম শ্রেণি)	১। ৫টি বল থেকে ২টি বল সরিয়ে নিলে বলের সংখ্যা থাকে ..... সঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও। ২/ ৩/ ৫/ ৭ (১ম শ্রেণি, পৃষ্ঠা-৪০)	১। তপুর ৯টি বেলুন ছিল। সে খিসাকে ৫টি বেলুন দিল। খিসা ও তপুর বেলুনের সংখ্যার পার্থক্য কত? সঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও। ৯টি/ ৫টি/ ৪টি/ ১৪টি (১ম শ্রেণি, পৃষ্ঠা-৪৫)	সঠিক উত্তরটিতে টিক চিহ্ন (✓) ১। ৩ + □ = ১০। ৩/ ৭/ ১০/ ১৩ (১ম শ্রেণি, পৃষ্ঠা-৩৪) বিকল্প - নিচের নাম্বার ব্রিকের ফাঁকা ঘরটিতে কোন সংখ্যাটি বসবে? সঠিক উত্তরটিতে টিক চিহ্ন (✓) দাও। 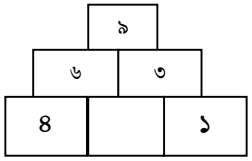 ৪/ ৩/ ২/ ১	
		২। ফাঁকা ঘরে কোন সংখ্যাটি বসবে? 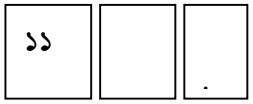	২। ফাঁকা ঘরে কোন সংখ্যাটি বসবে? 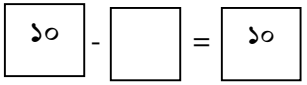	২। ৬ + □ = ৯ বিকল্প : ফাঁকা ঘরটিতে কোন কোন সংখ্যা বসবে? 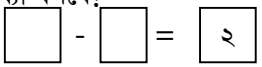 (১ম শ্রেণি, পৃষ্ঠা-৫৩)	
	সংক্ষিপ্ত উত্তর	১।  এই জ্যামিতিক আকৃতির নাম কী?	১। ৭×০ = কত?	১। ৮৯ - ৯ = কত?	

সারণি ৪ : সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো - গণিতের ক্ষেত্র ও টুলস অনুযায়ী উদাহরণ

ক্রমিক	প্রশ্নের ধরন	গাণিতিক ধারণা (জানা)	প্রক্রিয়াগত ধারণা (অনুধাবন)	সমস্যা সমাধান	
				(প্রয়োগ)	উচ্চতর দক্ষতা
	(২য় শ্রেণি) বহুনির্বাচনি	২। নিচের রং করা বলটি ডান দিক থেকে কত তম? (২য় শ্রেণি)  ৪র্থ/ ৫ম/ ৬ষ্ঠ/ ৭ম	২। রেজার ৯টি মার্বেল আছে। রেজার ঈশানের চেয়ে ৫টি মার্বেল বেশি আছে। ঈশানের মার্বেলের সংখ্যা বের করার জন্য নিচের কোনটি সঠিক? যোগ/বিয়োগ/গুণ/ভাগ	২। রেজার ৯টি মার্বেল আছে। রেজার ঈশানের চেয়ে ৫টি মার্বেল বেশি আছে। ঈশানের কয়টি মার্বেল আছে? ১৪টি/৯টি/৫টি/৪টি	
			দাগ টেনে মিল কর: 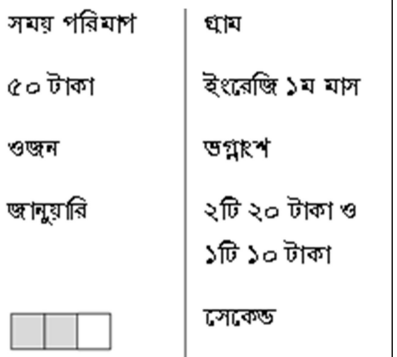 		
	(৩য় শ্রেণি) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন বহুনির্বাচনি	১। নিচের রং করা বলটি বাম দিক থেকে কত তম? (৩য় শ্রেণি)  ১৫তম/ ১৬তম/ ১৭তম/ ১৮তম **বিকল্প :** ১। সাত হাজার সাত শত সাত কে অঙ্কে প্রকাশ করলে হবে .....। (৩য় শ্রেণি, পৃষ্ঠা-৮ এর অনুরূপ) ৭০৭০৭/ ৭৭০৭/ ৭০৭৭/ ৭৭৭	১। তোমার কাছে ৫০টি পেন্সিল ছিল। তুমি প্রত্যেক শিশুকে ৬টি করে পেন্সিল ৮ জনকে দেওয়ার পর ২টি অবশিষ্ট থাকল। এখানে ভাজক কোনটি? ২/ ৬/ ৮/ ৫০ ।	১। ৩৬টি আপেল ৯ জনের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিলে প্রত্যেকে কয়টি করে পাবে? ১২টি/ ৯টি/ ৬টি/ ৪টি	

সারণি ৪ : সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো - গণিতের ক্ষেত্র ও টুলস অনুযায়ী উদাহরণ

ক্রমিক	প্রশ্নের ধরন	গাণিতিক ধারণা (জানা)	প্রক্রিয়াগত ধারণা (অনুধাবন)	সমস্যা সমাধান	
				(প্রয়োগ)	উচ্চতর দক্ষতা
			২। দাগ টেনে মিল কর। (৩য় শ্রেণি, পৃষ্ঠা-১০৪ এর ২নং-এর অনুরূপ)		
	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন	১। হর ৯, লব ৫ হলে ভগ্নাংশটি লেখ। (৩য় শ্রেণি, পৃষ্ঠা ৮৮)	১। ১ ডজন চকলেট কিনে ৬ জনের মধ্যে সমানভাবে বিতরণ করলে প্রত্যেকে কয়টি করে পাবে তা বের করার জন্য গাণিতিক বাক্যটি কী হবে?	১। ১২টি চকলেট ৬ জনের মধ্যে ভাগ করে দিলে প্রত্যেকে কয়টি করে পাবে?	
২	নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন (৪র্থ শ্রেণি) বহুনির্বাচনি	১। ১ গ্রাম সমান কত মিলিগ্রাম? ১০/ ১০০/ ১০০০/ ১০০০০ মিলিগ্রাম	১। কোনটি বড়? ০.০৭/০.০৭/০.০০৭/০.০০০৭	১। ০.৪-এর সাধারণ ভগ্নাংশের লঘিষ্ঠ আকার কোনটি? (৪র্থ শ্রেণি) $\frac{৪}{১০}/\frac{২}{৫}/\frac{১}{৪}/\frac{১}{২}$	
	শূন্যস্থান পূরণ সংক্ষিপ্ত উত্তর	১। ১মি. ১০ সেমি. = ... সেমি. ১। ১ যুগ সমান কত বছর?	১। ২ বাদে অন্যান্য মৌলিক সংখ্যা ..... সংখ্যা ১। একটি বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য ১ মিটার হলে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত? (৪র্থ শ্রেণি, পৃষ্ঠা-১০৩)	০.২৫ = ... ১। ১৩ সংখ্যাটির গুণনীয়ক কয়টি? (৪র্থ শ্রেণি)	
		২। ১ থেকে ২০-এর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা কয়টি তা সংখ্যায় লেখ। (৪র্থ শ্রেণি, পৃষ্ঠা-৪৫)	২। ১৩ এবং ১৫ সংখ্যা দুইটির মধ্যে কোনটি মৌলিক এবং কেন? (৪র্থ শ্রেণি)	২। ৮, ১২, ও ১৬-এর ল. সা. গু. কত?	
৩	বহুনির্বাচনি (পঞ্চম শ্রেণি)	১। ১২-এর মৌলিক গুণনীয়ক কয়টি? ২/৩/৪/৬ ১. মেট্রিক টন = ... কিলোগ্রাম	১। ৭, ৪, ০, ৬, ৩ সংখ্যাগুলোর গড় কত? ৭/ ৬/ ৫/ ৪ ১.৪৬৮০ ×..... = ৪৬৮০০০	১। ৪টি ফিতার গড় মূল্য ২.২৫ টাকা হলে মোট মূল্য কত? ৪টাকা/ ৮ টাকা/৯ টাকা/১০ টাকা ১. একটি বর্গাকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ৪ মিটার হলে ক্ষেত্রফল হবে ..... বর্গমিটার	১। ৪টি ফিতার গড় মূল্য ২.২৫ টাকা হলে ১টি ফিতার মূল্য কত? ৪টাকা/ ২.২৫ টাকা/৮.২৫ টাকা/১০ টাকা

সারণি ৪ : সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো - গণিতের ক্ষেত্র ও টুলস অনুযায়ী উদাহরণ

ক্রমিক	প্রশ্নের ধরন	গাণিতিক ধারণা (জানা)	প্রক্রিয়াগত ধারণা (অনুধাবন)	সমস্যা সমাধান	
				(প্রয়োগ)	উচ্চতর দক্ষতা
	সমস্যামূলক প্রশ্ন			১. ৪ সে.মি. ব্যাসার্ধের একটি বৃত্ত আঁক। (৫ম শ্রেণি, ১৩৩ পৃষ্ঠার অনুরূপ)	১. একটি চতুর্ভুজাকার ক্ষেত্রের একটি কর্ণের দৈর্ঘ্য ৯ সে.মি.। কর্ণ থেকে বিপরীত শীর্ষের লম্ব দূরত্ব ৬ সে.মি. ও ৮ সে.মি.। চতুর্ভুজাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত? (৫ম শ্রেণি, পৃষ্ঠা-১০৫)

৫.১ : ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির প্রশ্ন নির্দিষ্টকরণ ছক

গণিত বিষয়ে ১ম ও ২য় শ্রেণির সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রশ্ন নির্দিষ্টকরণ ছক সারণি ৫, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির প্রশ্ন নির্দিষ্টকরণ ছক সারণি ৬ এবং ৫ম শ্রেণির প্রশ্ন নির্দিষ্টকরণ ছক সারণি ৭-এ উপস্থাপন করা হয়েছে। এই ছকসমূহ প্রশ্নের ধরন এবং মূল্যায়নের ৩টি ক্ষেত্র অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে।

সারণি ৫ : ১ম ও ২য় শ্রেণির সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রশ্ন নির্দিষ্টকরণ ছক

১ম ও ২য় শ্রেণি										**সময় : ২ঘণ্টা**	**পূর্ণমান : ৬০**
প্রশ্নের ক্রমিক নং	প্রশ্নের ধরন	গাণিতিক ধারণা (MCK) (জ্ঞান)			প্রক্রিয়াগত ধারণা (PK) (অনুধাবন)			সমস্যা সমাধান (PS) (প্রয়োগ)			মোট নম্বর
১।	নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন (বহু নির্বাচনী, শূন্যস্থান পূরণ, মিলকরণ) - মোট ২০টি (প্রতিটি ১ নম্বর করে)	বহুনির্বাচনি	শূন্যস্থান পূরণ	মিলকরণ	বহুনির্বাচনি	শূন্যস্থান পূরণ	মিলকরণ	বহুনির্বাচনি	শূন্যস্থান পূরণ	মিলকরণ	
		৪	৩	৩	২	১	২	২	২	১	২০
২।	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন - মোট ১০টি (প্রতিটি ১ নম্বর করে)	৪			৩			৩			১০
৩ - ৮।	সমস্যামূলক প্রশ্ন - প্রতি প্রশ্নের ২টি থেকে ১টি করে মোট ৬টি (প্রতিটি ৫ নম্বর করে)	-			-			৬			৩০

সর্বমোট = ৬০

সারণি ৬ : ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রশ্ন নির্দিষ্টকরণ ছক

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি				**সময় : ২ঘণ্টা**	**পূর্ণমান : ৭০**
প্রশ্নের ক্রমিক নং	প্রশ্নের ধরন	গাণিতিক ধারণা (জ্ঞান)	প্রক্রিয়াগত ধারণা (অনুধাবন)	সমস্যা সমাধান (প্রয়োগ)	মোট নম্বর
১।	বহুনির্বাচনী প্রশ্ন - মোট ২৪টি (প্রতিটি ১ নম্বর করে)	৮	৮	৮	২৪
২।	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন - মোট ১৬টি (প্রতিটি ১ নম্বর করে)	৫	৫	৬	১৬
৩ - ৯।	সমস্যামূলক প্রশ্ন - ৭টির মধ্যে ৬টি (প্রতিটি ৫ নম্বর করে)			৫ × ৬	৩০

সর্বমোট = ৭০

সারণি ৭ : ৫ম শ্রেণির সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রশ্ন নির্দিষ্টকরণ ছক

পঞ্চম শ্রেণি					**সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট**	**পূর্ণমান : ৮০**
প্রশ্নের ক্রমিক নং	প্রশ্নের ধরন	গাণিতিক ধারণা	প্রক্রিয়াগত ধারণা	সমস্যা সমাধান		মোট নম্বর
		জানা	অনুধাবন	প্রয়োগ	উচ্চতর দক্ষতা	
১।	বহুনির্বাচনি প্রশ্ন - মোট ২৪টি (প্রতিটি ১ নম্বর করে)	৮	৮	৬	২	২৪
২।	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন - মোট ১৬টি (প্রতিটি ১ নম্বর করে)	৫	৫	৫	১	১৬
৩ - ১০।	সমস্যামূলক প্রশ্ন - প্রতি প্রশ্নের ২টি থেকে ১টি করে মোট ৮টি (প্রতিটি ৫ নম্বর করে)			৬	২	৪০

সর্বমোট = ৮০

৬. সামষ্টিক মূল্যায়নের উত্তরপত্র মূল্যায়ন

মূল্যায়নকারীগণের জন্য রুব্রিকের মাধ্যমে উত্তরপত্র মূল্যায়নের নির্দেশনা

সাধারণ নির্দেশনা

১. উত্তরপত্র মূল্যায়নকারী উত্তরপত্র মূল্যায়নের পূর্বে প্রদত্ত রুব্রিকের মাধ্যমে মূল্যায়ন কৌশল ভালোভাবে পড়বেন। অতঃপর নিজস্ব মেধা, প্রজ্ঞা, বুদ্ধি ও বিবেক খাটিয়ে প্রশ্নের চাহিদা ও নম্বরের আলোকে নিজেই রুব্রিক মূল্যায়ন টুলস তৈরি করবেন।

২. নিজের তৈরিকৃত মূল্যায়ন টুলস নিয়ে সহকর্মী ও পরে প্রধান শিক্ষকের সাথে মতবিনিময় করবেন।

৩. রুব্রিক মূল্যায়ন ছক প্রস্তুত করার সময় প্রদত্ত প্রশ্নের আলোকে শিক্ষার্থীদের প্রতিটি বিকল্প উত্তর বিবেচনা করবেন।

৪. রুব্রিক মূল্যায়ন ছকে হাতের লেখা ভালো-মন্দের জন্য কোনো নম্বর প্রদানের সুযোগ রাখা যাবে না।

৫. রুব্রিকের মাধ্যমে গণিতের মূল্যায়নে বানান ভুলের বিষয়টি বিবেচনা করা যাবে না, তবে বানান ভুলের কারণে ভিন্নরূপ অর্থ প্রকাশ পেলে তা বিবেচনা করতে হবে।

৬. গাণিতিক সমস্যা সমাধানে পাঠ্যপুস্তকের উদাহরণ এবং পাঠ্যপুস্তকের বাইরের যুক্তিসংগত ও গ্রহণযোগ্য উপায়ে সঠিক সমস্যা সমাধান বিবেচনা করে মূল্যায়ন করতে হবে।

৭. পরীক্ষার্থীর কোনো প্রশ্নের মূল্যায়নে রুব্রিকের মাধ্যমে সর্বনিম্ন নম্বর প্রদান করার পূর্বে ভালোভাবে চিন্তা করতে হবে।

৮. মূল্যায়নের সময় কোনোরূপ কাটাকাটি কিংবা ঘষা-মাজা কিংবা ওভার রাইটিং করা যাবে না। প্রদত্ত মূল্যায়ন কোনো কারণে সংশোধন করার প্রয়োজন হলে একটানে কেটে দিয়ে পরিবর্তিত মূল্যায়ন করতে হবে এবং পাশে অনুস্বাক্ষর করতে হবে।

৯. উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য লাল কালির কলম ব্যবহার করতে হবে।

১০. কোনো অস্পষ্টতা বা মূল্যায়ন সম্পর্কিত যেকোনো জটিলতার জন্য প্রধান শিক্ষক অথবা অভিজ্ঞ শিক্ষকের সাথে আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

কোনো নির্দিষ্ট গাণিতিক সমস্যা রুব্রিক ব্যবহার করে কীভাবে মূল্যায়ন করা যাবে?

রুব্রিক ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের গণিত শিখন মূল্যায়ন করার জন্য যা করা যেতে পারে-

- রুব্রিকের প্রতিটি ক্যাটাগরি অনুযায়ী প্রতিটি স্কোরের নিচে প্রদত্ত ব্যাখ্যা মনোযোগ সহকারে পড়তে হবে।
- শিক্ষার্থীদের সমাধানের প্রতিটি ধাপ সতর্কতার সাথে যাচাই করতে হবে। এক্ষেত্রে রুব্রিকের বর্ণনার সাথে মিল রেখে নম্বর প্রদান করতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের সমাধান এবং রুব্রিক একসঙ্গে ব্যবহার করতে হবে এবং নম্বর প্রদান করতে হবে।
- প্রয়োজনে রুব্রিকটির স্কোরকে আরো ক্ষুদ্র অংশে বিভাজন করে নেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে মূল্যায়ন আরও বেশি পরিমাণে নিখুঁত হবে।

গণিতের কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের (সংক্ষিপ্ত) মূল্যায়নের জন্য নমুনা রুব্রিক

	ক্যাটাগরি	স্কোর	
		নিম্নের ১ থেকে ২-এর বর্ণনা থেকে যেকোনো একটি বাছাই করুন	
		১	২
১.	একটি আলমিরার তাকের দৈর্ঘ্য ৯৪.৬ সেমি। ২৩.৩ সেমি দৈর্ঘ্যের একটি বাক্স ঐ তাকে রাখা হলো। তাকের অবশিষ্ট স্থানে কত সেমি দৈর্ঘ্যের বাক্স রাখা যাবে? সমস্যাটি সমাধান করে দেখাও।	৯৪.৬ - ২৩.৩ তাকের অবশিষ্ট দৈর্ঘ্য বের করার জন্য বিয়োগ করতে হবে বোঝা	৯৪.৬ - ২৩.৩ = ৭১.৩ সেমি, তাকের অবশিষ্ট দৈর্ঘ্য বের করার জন্য বিয়োগ করতে হবে বোঝা এবং সঠিকভাবে বিয়োগফল বের করতে পারা।

প্রশ্নের মূল্যায়নের জন্য নমুনা রুব্রিক

	ক্যাটাগরি	স্কোর				
		নিচের ১ থেকে ৫ এর বর্ণনা থেকে যেকোনো একটি বাছাই করুন				
		১	২	৩	৪	৫
১.	রুমি তার বাবার কাছ থেকে ৫০ টাকা এবং মায়ের কাছ থেকে ৪০ টাকা পেল। সে বাজারে গিয়ে ৭.৫০ টাকার একটি পেন্সিল ও ১২.৫০ টাকার একটি খাতা কিনল। এখন তার নিকট কত টাকা আছে? সমস্যাটি সমাধান কর	বাবার কাছ থেকে পায় ৫০ টাকা মায়ের কাছ থেকে পায় ৪০ টাকা (+)	বাবার কাছ থেকে পায় ৫০ টাকা মায়ের কাছ থেকে পায় ৪০ টাকা (+) ৯০ টাকা	বাবার কাছ থেকে পায় ৫০ টাকা মায়ের কাছ থেকে পায় ৪০ টাকা (+) ৯০ টাকা সে খাতা কিনল ১২.৫০ টাকা সে পেন্সিল কিনল ৭.৫০ টাকা (+)	বাবার কাছ থেকে পায় ৫০ টাকা মায়ের কাছ থেকে পায় ৪০ টাকা (+) ৯০ টাকা সে খাতা কিনল ১২.৫০ টাকা সে পেন্সিল কিনল ৭.৫০ টাকা (+) ২০.০০ টাকা	বাবার কাছ থেকে পায় ৫০ টাকা মায়ের কাছ থেকে পায় ৪০ টাকা (+) ৯০ টাকা সে খাতা কিনল ১২.৫০ টাকা সে পেন্সিল কিনল ৭.৫০ টাকা (+) ২০.০০ টাকা টাকা ছিল ৯০.০০ টাকা খরচ করল ২০.০০ টাকা তার নিকট আছে ৭০.০০ টাকা

৭. মূল্যায়নের ফলাফল সংরক্ষণ

ধারাবাহিক এবং সামষ্টিক মূল্যায়নের ফলাফল পরবর্তীতে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করে রাখা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বর রেকর্ড করার জন্য একটি 'ফলাফল সংরক্ষণ ছক' ব্যবহার করা হবে। গণিত বিষয়ে মূল্যায়ন ফলাফল সংরক্ষণ করার জন্য একটি নমুনা ছক সারণি ৮-এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৮ : গণিত বিষয়ের মূল্যায়ন ফলাফল সংরক্ষণ ছক - ধারাবাহিক ও সামষ্টিক (সমন্বিত)

শ্রেণি:		প্রথম/দ্বিতীয়/তৃতীয় প্রান্তিক মূল্যায়ন, ২০১.....												বিষয়: গণিত			
রোল নম্বর	শিক্ষার্থীর নাম	ধারাবাহিক মূল্যায়ন														সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর	সর্বমোট নম্বর**
		১ম মাস:				২য় মাস:				৩য় মাস:				তিন মাসে মোট প্রাপ্ত নম্বর	প্রাপ্ত গড় নম্বর*		
		গাণিতিক ধারণা	প্রক্রিয়াগত ধারণা	সমস্যা সমাধান	মোট	গাণিতিক ধারণা	প্রক্রিয়াগত ধারণা	সমস্যা সমাধান	মোট	গাণিতিক ধারণা	প্রক্রিয়াগত ধারণা	সমস্যা সমাধান	মোট				
		....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	...	...	....	....
০১	-																
০২	-																
০৩	-																
০৪																	
০৫																	

নির্দেশনা:

- সারণির ১ম সারিতে প্রযোজ্য শ্রেণি এবং প্রান্তিকের ওপর টিক চিহ্ন (✓) দিন, যথাস্থানে সাল ও মাসের নাম লিখুন।
- একটি প্রান্তিকে ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরের তিন মাসের মোট নির্ণয় করে তাকে ৩ দিয়ে ভাগ করে গড় নির্ণয় করুন। এই গড় নম্বরটি নির্দিষ্ট প্রান্তিকে ধারাবাহিকে প্রাপ্ত নম্বর।
- ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত এই নম্বরটি সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করে প্রান্তিকে প্রাপ্ত মোট নম্বর নির্ণয় করুন।

* ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত গড় নম্বর $= \frac{\text{১ম মাসে প্রাপ্ত নম্বর + ২য় মাসে প্রাপ্ত নম্বর + ৩য় মাসে প্রাপ্ত নম্বর}}{৩} = \frac{\text{তিন মাসে প্রাপ্ত মোট নম্বর}}{৩}$

** সর্বমোট নম্বর = ধারাবাহিকে মূল্যায়নে প্রাপ্ত গড় নম্বর (৪০/৩০/২০ এর মধ্যে) + সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর (৬০/৭০/৮০-এর মধ্যে)

৭.১ ফলাফল সংরক্ষণ নির্দেশনা

- শিক্ষক প্রতিটি পাঠের জন্য নির্ধারিত শিখনফলের ওপর ভিত্তি করে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করবেন।
- প্রতিটি শিখনফলের ভিত্তিতে ধারাবাহিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রসমূহ (গাণিতিক ধারণা, প্রক্রিয়াগত ধারণা, সমস্যা সমাধান) মূল্যায়ন করবেন।
- ধারাবহিক মূল্যায়নের টুলস (মৌখিক চেকলিস্ট, প্রশ্নমালা, পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট) নির্বাচনে মূল্যায়ন কাঠামো অনুসরণ করে উল্লিখিত ডোমেইন (জানা, অনুধাবন, প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতা) অনুযায়ী তা করবেন।
- মৌখিক বা পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট প্রণয়ন করার সময় ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামোতে উল্লিখিত উদাহরণসমূহ বিবেচনায় রাখবেন।
- ধারাবাহিক মূল্যায়নের সময় বর্ণিত পদ্ধতিসমূহ (মৌখিক, পর্যবেক্ষণ ও লিখিত) অনুসরণ করবেন।
- শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি যাচাইয়ের জন্য নমুনা ছকে পেনসিল ব্যবহার করে টিক ও ডট চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করবেন।
- গাণিতিক ক্ষেত্রসমূহের সার্বিক অগ্রগতি যাচাই করে প্রত্যেক মাসে শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে নম্বর প্রদান করবেন।
- শিক্ষার্থীর কোনো প্রকার দুর্বলতা পরিলক্ষিত হলে তা নিরাময়মূলক ব্যবস্থা এবং পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন নিশ্চিত করবেন।

- মাসিক মূল্যায়নসমূহ গড় করে ত্রৈমাসিক নম্বর ছকে লিপিবদ্ধ করবেন।
- প্রান্তিক মূল্যায়নের সময় ত্রৈমাসিক ধারাবাহিক মূল্যায়নের নম্বরের সাথে সামষ্টিক মূল্যায়নের নম্বর যোগ করে একটি প্রান্তিকের / সাময়িকীর মোট নম্বর দেবেন।
- ফলাফল সংরক্ষণের নির্ধারিত স্থানে শিক্ষক স্বাক্ষর করবেন।
- প্রতি প্রান্তিকে তিনবার ধারাবাহিক মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

৮. সহায়ক তথ্য

৮.১ মূল্যায়নের ক্ষেত্রের ব্যাখ্যা

গাণিতিক ধারণা (Mathematical conceptual knowledge)

শিক্ষার্থীদের পূর্বে শেখা সুনির্দিষ্ট/ সর্বজনীন কোনো কিছু (সংজ্ঞা, ঘটনা, প্রক্রিয়া, তত্ত্ব ইত্যাদি) স্মরণ করার মানসিক প্রক্রিয়াই হলো গাণিতিক ধারণাগত জ্ঞান (MCK)। দৈনন্দিন গাণিতিক প্রয়োজনে বা কোনো গাণিতিক সমস্যা সমাধানে কী করতে হবে তা বুঝতে পারা।

উদাহরণ স্বরূপ; শনাক্ত করা, স্মরণ করা, পুনরায় করা, গণনা করা, তুলনা করা, পার্থক্য করা, সংখ্যার ছোট-বড় চিনতে পারা, পুনঃ উপস্থাপন করা, প্রতিলিপি করা ইত্যাদি।

প্রক্রিয়াগত ধারণা (Procedural knowledge)

শিক্ষার্থীরা গণিতের বিষয়বস্তু/ তথ্যসমূহ উপলব্ধি করে দৈনন্দিন গাণিতিক প্রয়োজনে বা গাণিতিক সমস্যা সমাধানে যে প্রক্রিয়া/কৌশল ব্যবহার করতে হবে, তা নির্ধারণ করতে পারাই হচ্ছে গণিতের প্রক্রিয়াগত ধারণা। অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে গাণিতিক সমস্যার সমাধানের কৌশল (কোনটি, কীভাবে করতে হবে তা) সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা।

উদাহরণ স্বরূপ; বর্ণনা করা, ব্যাখ্য করা, পার্থক্য নির্ণয় করা, উদাহরণ দেওয়া, শ্রেণীকরণ করা, উপযুক্তটি বেছে নেওয়া ইত্যাদি।

সমস্যা সমাধান (Problem solving)

শিক্ষার্থীদের গাণিতিক ধারণা ও প্রক্রিয়াগত ধারণা প্রয়োগের মাধ্যমে গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারা, বাস্তব জীবনের সাথে মিল করে গাণিতিক সমস্যা তৈরি করতে পারা এ স্তরের কাজ। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের গণিতের কোনো ধারণা, পদ্ধতি, সূত্র বা কোনো অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তব ক্ষেত্রে বা নতুন পরিস্থিতিতে কাজে লাগানোর ক্ষমতাই হলো সমস্যা সমাধান বা প্রয়োগ দক্ষতা।

উদাহরণ স্বরূপ; গণিতের ক্ষেত্রে হিসাব-নিকাশ করা, উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করা, সম্পর্ক দেখানো, চিত্র অঙ্কন করা, সমস্যা সমাধান করা ইত্যাদি।

নোট : শিক্ষার্থীর সামগ্রিক গাণিতিক ধারণা অর্জন তার সক্রিয় ও স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। এজন্য শিখন শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষক একক কাজ, জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ, পরিকল্পিত কাজ (শ্রেণিকক্ষ বা শ্রেণিকক্ষের বাইরে) ইত্যাদির সুযোগ সৃষ্টি করবেন। শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করা, যৌক্তিক চিন্তা করা, সমস্যা সমাধান করার পর্যাপ্ত সুযোগ প্রদান করলে তার মধ্যে গণিতমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুসন্ধিৎসু মানসিকতার উন্মেষ ঘটবে।

৮.২ গাণিতিক ক্ষেত্রের ব্যাখ্যা

সংখ্যা ও গণনা (Number and Calculation)	ঃ	সংখ্যা, গণনা, তুলনা, জোড়-বিজোড়, ক্রমবাচক সংখ্যা, যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, গুণনীয়ক, গুণিতক, গড়, ভগ্নাংশ ইত্যাদিকে বোঝায়।
পরিমাপ (Measurement)	ঃ	দৈর্ঘ্য, ওজন, আয়তন, ভূমি ও আয়তন পরিমাপের বিভিন্ন একক জানা ও ব্যবহার করতে পারা। সময় পরিমাপের একক জানা ও ব্যবহার করতে পারা।
জ্যামিতি (Geometry)	ঃ	পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর জ্যামিতিক আকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। তল, রেখা ও বিন্দু সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা। সমতলীয় জ্যামিতিক আকৃতির শ্রেণিবিন্যাস ও নামকরণ করতে পারা (ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ ও বৃত্ত) এবং চিত্র আঁকতে পারা।
ডাটা (Data area)	ঃ	পরিবেশের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও বিন্যাস করতে পারা এবং জনসংখ্যাভিত্তিক বিভিন্ন তথ্য লেখচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারা।

৯. পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১ : সামষ্টিক মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্নপত্র

তৃতীয় সাময়িক পরীক্ষা
বিষয় : গণিত
শ্রেণি : চতুর্থ

সময় : ২ ঘণ্টা
পূর্ণমান : ৭০

ক। ১ নং থেকে ২৪ নং প্রশ্নের সঠিক উত্তরের বাম পাশের বর্ণটি উত্তরপত্রে লেখ।

১×২৪ = ২৪

১) কোনটি বড়? (ক) ০.০৭ (খ) ০.৭০ (গ) ০.০৭০ (ঘ) ০.০০৭

২) ১ - ০.১ = কত? (ক) .০৯ (খ) ০.৯ (গ) ০.০ (ঘ) ৯.০

৩) ১ কিলোমিটার সমান কত মিটার? (ক) ১০ মিটার (খ) ১০০ মিটার (গ) ১০০০ মিটার (ঘ) ১০০০০ মিটার

৪) ৫.০৫ - ০.৫১ = ? (ক) ৫.৫৫ (খ) ৪.৫৪ (গ) ৫.৫৪ (ঘ) ৫.৫৬

৫) এক দিনে কত মিনিট? (ক) ১৪৪ মিনিট (খ) ১৪০০ মিনিট (গ) ১৪৪০ মিনিট (ঘ) ১৪৪০০ মিনিট

৬) একটি বর্গাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ১৬ বর্গমিটার হলে বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য কত?
(ক) ১ মিটার (খ) ৪ মিটার (গ) ৮ মিটার (ঘ) ১৬ মিটার

৭) $\frac{৩}{৪}$ এর সমতুল ভগ্নাংশ কোনটি? (ক) $\frac{৩}{১২}$ (খ) $\frac{৬}{৮}$ (গ) $\frac{৯}{১০}$ (ঘ) $\frac{১}{২}$

৮) ▭ ▭ -এর সংখ্যা মান কত? (ক) ৫ (খ) ২ (গ) ৮ (ঘ) ১০

৯) ১ গ্রাম সমান কত মিলিগ্রাম? (ক) ১০ মিলিগ্রাম (খ) ১০০ মিলিগ্রাম (গ) ১০০০ মিলিগ্রাম (ঘ) ১০০০০ মিলিগ্রাম

১০) চিত্রের কাঁচিগুলোর কোনটির ব্লেডজোড়া সর্বোচ্চ কোণে খোলা আছে?
(ক)  (খ)  (গ)  (ঘ) 

১১) পাশের চিত্রের কোনটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ? (ক)  (খ)  (গ)  (ঘ) 

১২) পাশের চিত্রের কোনটি সূক্ষ্মকোণ? (ক) (খ)  (গ)  (ঘ)

১৩) ওজন পরিমাপের মূল এককের নাম কী? (ক) লিটার (খ) গ্রাম (গ) মিটার (ঘ) কিলোগ্রাম

১৪) কোনটি বড়? (ক) ০.৭৭১ (খ) ০.৭০৯ (গ) ০.৭৫৯ (ঘ) ০.৭৬৫

১৫) ১ মিটার সমান কত সেন্টিমিটার (সে.মি.)? (ক) ১০০০ সেন্টিমিটার (খ) ১০০ সেন্টিমিটার (গ) ১০ সেন্টিমিটার (ঘ) ১ সেন্টিমিটার

১৬) আয়তক্ষেত্রের শর্ত কোনটি? (ক) বিপরীত বাহু সমান (খ) বিপরীত কোণগুলো সমান
(গ) প্রত্যেকটি বাহু সমান (ঘ) বিপরীত বাহু সমান এবং কোণগুলো সমকোণ

১৭) আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র কোনটি? (ক) দৈর্ঘ্য × প্রস্থ (খ) ২ (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ)
(গ) $\frac{১}{২}$ (দৈর্ঘ্য × (ঘ) ২ (দৈর্ঘ্য + প্রস্থ)

১৮) ২০০ বছরকে কী বলে? (ক) এক যুগ (খ) পাঁচ যুগ (গ) দুই শতাব্দী (ঘ) পাঁচ শতাব্দী

১৯) একটি কোণের থাকে – (ক) দুইটি বাহু ও দুইটি শীর্ষ বিন্দু (খ) তিনটি বাহু ও দুইটি শীর্ষ বিন্দ
(গ) দুইটি বাহু ও একটি শীর্ষ বিন্দু (ঘ) তিনটি বাহু ও তিনটি শীর্ষ বিন্দু

২০) দুই সরল কোণ সমান কত ডিগ্রি? (ক) ৯০° (খ) ১৮০° (গ) ২৭০° (ঘ) ৩৬০°

২১) কোণভেদে ত্রিভুজ কত প্রকার? (ক) ২ প্রকার (খ) ৩ প্রকার (গ) ৪ প্রকার (ঘ) ৬ প্রকার

২২) $\frac{১}{১০০}$ কে দশমিকে প্রকাশ করলে কী হবে? (ক) ০.১ (খ) ০.০১ (গ) ০.০০১ (ঘ) ০.০০০১

২৩) এক বস্তা চালের ওজনের একক কোনটি? (ক) কিলোগ্রাম (খ) গ্রাম (গ) সেন্টিগ্রাম (ঘ) মিলিগ্রাম

২৪) মিটার দ্বারা কী পরিমাপ করা হয়? (ক) দৈর্ঘ্য (খ) সময় (গ) ওজন (ঘ) তরল পদার্থ

২. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর সংক্ষেপে লেখ। **১৬ × ১ = ১৬**

ক) দৈর্ঘ্য পরিমাপের মূল একক কী?
খ) একটি বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য ১ মিটার। বর্গক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল কত?
গ) যে ত্রিভুজের একটি কোণ ৯০ ডিগ্রি তাকে কী বলে?
ঘ) একটি ইটের কয়টি তল আছে?
ঙ) একটি ফুটবলের উপরিভাগকে কী তল বলে?
চ) ৯ সংখ্যাটিকে, টালি দ্বারা প্রকাশ কর।
ছ) রেখাংশ চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ কর।
জ) ০.৭৫-কে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করলে কী হবে?
ঝ) ১৮২৫.০৭২-কে কীভাবে পড়তে হয় তা কথায় লিখ?
ঞ) ০.০৫ সংখ্যাটির প্রত্যেকটি অঙ্কের স্থানীয়মান নির্ণয় কর।
ট) একটি ইরেজার পরিমাপ করে কী এককে প্রকাশ করবে?
ঠ) ৩ কেজি ৩ গ্রামকে গ্রামে প্রকাশ করলে কী হবে?
ড) ১ যুগ সমান কত বছর হবে?
ঢ) ৯০ ডিগ্রি কোণের পূরক কোণ কত ডিগ্রি?
ণ) যে ত্রিভুজের একটি কোণ ৯০ ডিগ্রী অপেক্ষা বড় তাকে কী বলে?
ত) চিত্র 'ক' - এ ১০০টি বর্গাকার ঘর রয়েছে। ঘরগুলোর অনেকগুলোতে ছোট ছোট বৃত্ত বসানো, আবার বেশ কিছু ঘর খালি। বৃত্ত বসানো ঘরগুলো 'ক'-এর কত অংশ? ভগ্নাংশের মাধ্যমে প্রকাশ কর।

চিত্র 'ক'

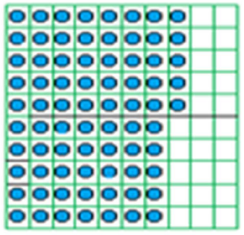

৩. যেকোনো ৬টি প্রশ্নের উত্তর লেখ। **৫ x ৬ = ৩০**

ক) স্যামসন ৫.৫২ কিলোমিটার বাসে এবং ২.৬৫ কিলোমিটার নৌকায় ভ্রমণ করল। সে মোট কত কিলোমিটার ভ্রমণ করল?

খ) আলীরচর ডুমুরিয়ার দূরত্ব ৩ কিলোমিটার ১৭৫ মিটার। মাঝপথে চৌরাস্তা। আলীরচর থেকে চৌরাস্তার দূরত্ব ১ কি.মি. ১৫০ মি. হলে, চৌরাস্তা থেকে ডুমুরিয়ার দূরত্ব কত?

গ) মাসুদা বেগমের অসুস্থতাজনিত ছুটির পরিমাণ ৩ মাস ৩ সপ্তাহ ১২ দিন। তিনি ২ মাস ৪ সপ্তাহ ৩ দিনের ছুটি নিলেন। তার আর কত ছুটি অবশিষ্ট রইল?

ঘ) একটি আয়তকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ২৮২০ বর্গমিটার। এর দৈর্ঘ্য ৬০ মিটার।

(i) আয়তকার ক্ষেত্রের প্রস্থ কত?

(ii) আয়তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ৬০ বর্গমিটার বাড়লে এবং দৈর্ঘ্য অপরিবর্তিত থাকলে প্রস্থ কত হবে?

ঙ) ৩০ জন শিক্ষার্থীর গণিত বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর নিম্নরূপ। উপাত্তগুলোর সাহায্যে একটি সারণি তৈরি কর।

৯০	৯৫	৮০	৯০	৮৫	৮০	৭৫	৭০	৯৫	৯৮
৯০	৭৫	৯৫	৮০	৮৫	৯৫	৭৫	৮৫	৭০	৯০
৯৮	৮৫	৭০	৭৫	৯০	৮০	৮৫	৯৫	৮৫	৭০

চ) রুমি তার বাবার কাছ থেকে ৫০ টাকা এবং মায়ের কাছ থেকে ৪০ টাকা পেল। সে বাজারে গিয়ে ৭.৫০ টাকার একটি পেন্সিল ও ১২.৫০ টাকার একটি খাতা কিনল। এখন তার নিকট কত টাকা আছে?

ছ) i) বাহুভেদে ত্রিভুজ কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকার ত্রিভুজের একটি করে চিত্র আঁক।

ii) চিত্রসহ সংজ্ঞা লিখ : (যেকোনো ২টি)

সন্নিহিত কোণ, বিপ্রতীপ কোণ, স্থূলকোণী ত্রিভুজ

উপরিউক্ত প্রশ্নপত্রে মূল্যায়নের তিনটি ক্ষেত্রে (MCK, PK, PS) প্রশ্নের সংখ্যা

ক্রমিক	প্রশ্নের ধরন	গাণিতিক ধারণা (MCK)	প্রক্রিয়াগত ধারণা (PK)	সমস্যা সমাধান (PS)
১ - ২৪।	বহু নির্বাচনী প্রশ্ন (১ নম্বর করে)	৩, ৯, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭, ২১, ২৪	১, ৭, ৮, ১০, ১১, ১২, ১৪, ১৮, ২২, ২৩,	২, ৪, ৫, ৬,১৯, ২০
২৫।	সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন (১ নম্বর করে)	ক, গ, ঘ, ছ, ড	ঝ, ট, ঢ, ণ, ত	খ, ঙ, চ, জ, ঞ, ঠ
২৬।	সমস্যামূলক প্রশ্ন (৭টির মধ্যে ৬টি, প্রতি প্রশ্নের মান ৫ নম্বর করে)	ছ (i) (ii)	ছ (i) (ii)	ক - চ

প্রাথমিক শিক্ষার মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয় : ইংরেজি
শ্রেণি : ১ম থেকে ৫ম

ইংরেজি বিষয়ের মূল্যায়ন পদ্ধতি ও টুলস

১. ভূমিকা

আমরা জানি, প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের বেড়ে ওঠার জন্য মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা যথাযথভাবে শেখা ও এর সঠিক চর্চা করা অত্যন্ত জরুরি। শিশুদের ভবিষ্যৎ শিক্ষার জন্য এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিশু যাতে নিজেকে মানিয়ে চলতে পারে, সেজন্য বর্তমান সময়ে বিদেশি ভাষা হিসেবে ইংরেজি ভাষা শেখার গুরুত্ব অপরিসীম। এজন্য শিশু তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবনের শুরু থেকেই যাতে ইংরেজি ভাষার সাথে পরিচিত হতে পারে এবং ধীরে ধীরে ভাষাদক্ষতা আয়ত্ত করতে পারে সেজন্য প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে ১ম শ্রেণি থেকেই ইংরেজি বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ইংরেজি ভাষার চরটি দক্ষতা রয়েছে, যথা, শোনা, বলা, পড়া ও লেখা। পরিমার্জিত প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ২০১১- এ চারটি ভাষাদক্ষতার জন্য পৃথকভাবে অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। বিদেশি ভাষা ইংরেজি শেখার ক্ষেত্রে চারটি দক্ষতার প্রত্যেকটিকেই গুরুত্বসহকারে শিক্ষাক্রমে বর্ণনা করা হয়েছে। বাস্তবে শিক্ষার্থীরা তুলনামূলকভাবে ইংরেজি শোনা ও বলাতে দুর্বল, তাই পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে এ দুইটি দক্ষতা শিখনের ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। চারটি ভাষাদক্ষতার নির্ধারিত শিখন উদ্দেশ্য/ফল অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার জন্য সামষ্টিক মূল্যায়নের পাশাপাশি ধারাবাহিক মূল্যায়নকে এর গাঠনিক বৈশিষ্ট্যের জন্য একটি উপযুক্ত পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া চলাকালীন ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শোনা ও বলা ভাষাদক্ষতা কার্যকরভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব। বিষয়টির গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য ধারাবাহিক এবং সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য আলাদাভাবে নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে। শ্রেণি শিক্ষকগণ যাতে ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়ন যথাযথভাবে চর্চা করতে পারেন, সেজন্য ১ম-৫ম শ্রেণির ইংরেজি ভাষাদক্ষতা যাচাই করার একটি ধারাবাহিক ও একটি সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষকগণ সহজেই এই কাঠামো অনুসরণ করে নিজ নিজ মূল্যায়ন পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়ন করতে পারবেন।

২. সাধারণ নির্দেশনা

- শিক্ষক সংস্করণে উল্লিখিত শিখন-শেখানো কার্যাবলি এবং নির্ধারিত শিখনফলের আলোকে ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো অনুসরণ করবেন।
- ধারাবাহিক মূল্যায়নে Seen এবং Unseen (পাঠ্যপুস্তকের সমমান) টেক্সট-এর আলোকে মূল্যায়ন করবেন।
- শোনা ও বলার দক্ষতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষককে শ্রেণি ব্যবস্থাপনার বিষয়টি গুরুত্ব দিতে হবে। যেমন : ক্লাস সাইজ বড় হলে শিক্ষকের স্বর বাড়াতে হবে এবং সবাই যাতে পরিষ্কারভাবে শুনতে পায় এমন স্থানে দাঁড়িয়ে বলতে হবে। অর্থাৎ সুস্পষ্টভাবে শ্রবণযোগ্য হতে হবে।
- আবার বোর্ডে লেখার সময় বড় করে বা সকলের নিকট দৃশ্যমান হয় এমনভাবে লিখতে হবে।
- শিক্ষককে সুবিধামতো সিটিং ব্যবস্থা করতে হবে।
- মূল্যায়নে সকল শিক্ষার্থীকে সমান সুযোগ ও গুরুত্ব দিতে হবে, বিশেষ করে সময় দেওয়া ও সমমানের বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে।
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক মূল্যায়ন করবেন।
- যদি কোনো শিক্ষকের শোনা বা বলায় সমস্যা থাকে সেক্ষেত্রে মূল্যায়নের সময় বিকল্প শিক্ষকের সহায়তা নিতে হবে।
- শিক্ষক স্বাভাবিক এবং সাবলীলভাবে শিখন-শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।
- একই সাথে একজন শিক্ষার্থীর বলা এবং অন্য শিক্ষার্থীর শোনা মূল্যায়ন করলে সময় সাশ্রয় হবে।
- সামষ্টিক মূল্যায়নে কোনো, বলা ও সরব পড়া মূল্যায়নের জন্য লিখিত পরীক্ষা চলাকালীন বা পরীক্ষা শুরুর আগে বা পরীক্ষা শেষে ২ থেকে ৪ মিনিট ধরে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক/শিক্ষকগণ মূল্যায়ন কাঠামো অনুসরণ করে মূল্যায়ন করবেন।
- সামষ্টিক মূল্যায়নের (Silent Reading & Writing) ক্ষেত্রে Unseen (পাঠ্যপুস্তকের সমমান) টেক্সট-এর আলোকে মূল্যায়ন করবেন।

৩. ইংরেজি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন

ইংরেজি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন করার জন্য দুই ধরনের মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। একটি হলো, ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং অপরটি সামষ্টিক মূল্যায়ন। এই দুই ধরনের মূল্যায়ন ব্যবহার করেই শিক্ষার্থীদের শোনা, বলা, পড়া এবং লেখা এই চারটি দক্ষতার অর্জন যাচাই করা হবে। এই দুইটি মূল্যায়ন বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট নম্বর বণ্টন, মূল্যায়নের ক্ষেত্র, পদ্ধতি, টুলস ও প্রয়োজনীয় উদাহরণ পর্যায়ক্রমে আলোচনা ও উপস্থাপন করা হলো।

৪. ইংরেজি ভাষাদক্ষতা মূল্যায়নের নম্বর বণ্টন (ধারাবাহিক ও সামষ্টিক)

১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত শোনা, বলা, পড়া ও লেখা এই চারটি দক্ষতার প্রতিটি পৃথকভাবে মূল্যায়ন করা হবে। যদিও ধারাবাহিক মূল্যায়নের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর শিখন সংগঠনে সহায়তা করা, তথাপি এই মূল্যায়নে শিক্ষার্থীদের সাফল্য নম্বর দ্বারা প্রকাশের বিধান রাখা হয়েছে। শ্রেণি ও দক্ষতা অনুযায়ী ধারাবাহিক এবং সামষ্টিক মূল্যায়নের একটি নম্বর বণ্টন তালিকা সারণি ১-এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ১ : শ্রেণি এবং চারটি ভাষাদক্ষতা অনুযায়ী ১ম, ২য় এবং ৩য় প্রান্তিকে ইংরেজি বিষয়ের ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের নম্বর বণ্টন

শ্রেণি	*ধারাবাহিক মূল্যায়ন*					*সামষ্টিক মূল্যায়ন*					সর্বমোট (ক)+(খ)
	শোনা	বলা	পড়া	লেখা	মোট (ক)	শোনা	বলা	পড়া	লেখা	মোট (খ)	
১ম	১৫	১৫	১০	১০	৫০	১০	১০	১৫	১৫	৫০	১০০
২য়	১০	১০	১০	১০	৪০	১০	১০	২০	২০	৬০	১০০
৩য়	৮	৭	৮	৭	৩০	১০	১০	৩০	২০	৭০	১০০
৪র্থ	৮	৭	৮	৭	৩০	১০	১০	৩০	২০	৭০	১০০
৫ম (প্রান্তিক)	৫	৫	৫	৫	২০	১০	১০	৪০	২০	৮০	১০০

সারণি ১.১ : প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়ন (২০+৮০ = ১০০)

অংশ এক : ৫ম শ্রেণির ১ম ও ২য় প্রান্তিক মূল্যায়ন (২০ নম্বর)					**অংশ দুই: সমাপনী পরীক্ষা (৮০ নম্বর)**			**সর্বমোট**
ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর	সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর	মোট প্রাপ্ত নম্বর	**প্রাপ্ত গড় নম্বর**	**২০% নম্বর (ক)**	পড়া	লেখা	মোট (খ)	(ক)+(খ)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৪০ (২০+২০) - এর মধ্যে	১৬০ (৮০+৮০) - এর মধ্যে	২০০ (৪০+১৬০) - এর মধ্যে	$\frac{\text{মোট প্রাপ্ত নম্বর}}{২}$	$\frac{\text{প্রাপ্ত গড় নম্বর}}{১০০} \times ২০$	**৫০**	**৩০**	**৮০**	২০+৮০ = ১০০

১ম থেকে ৪র্থ শ্রেণির নম্বর বণ্টন : ১ম শ্রেণিতে ধারাবাহিক এবং সামষ্টিক উভয় মূল্যায়নের জন্য ৫০ নম্বর করে, ২য় শ্রেণিতে ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য যথাক্রমে মোট ৪০ ও ৬০ নম্বর এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণিতে যথাক্রমে মোট ৩০ ও ৭০ নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে। সারণি- ১ এ মোট বরাদ্দকৃত নম্বর বণ্টনের পাশাপাশি চারটি দক্ষতায় বরাদ্দকৃত নম্বর বিস্তারিতভাবে প্রদর্শন করা হয়েছে। ১ম থেকে ৪র্থ শ্রেণির ক্ষেত্রে ৩টি প্রান্তিকে একই নম্বর বন্টন পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে।

৫ম শ্রেণির নম্বর বন্টন : ৫ম শ্রেণির ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য যথাক্রমে মোট ২০ ও ৮০ নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে। বিস্তারিত নম্বর বন্টন সারণি ১ - এ দেওয়া হয়েছে। এই পদ্ধতি শুধু ১ম দু'টি প্রান্তিকের জন্য প্রযোজ্য।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়ন

৫ম শ্রেণির শিক্ষা বর্ষের শেষে কোনো প্রান্তিক মূল্যায়ন সংঘটিত হবে না। এর পরিবর্তে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে যা দু'টি অংশ নিয়ে গঠিত। সারণি ১.১ -এ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে 'অংশ এক' ও 'অংশ দুই' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

অংশ এক : এই অংশে প্রাপ্ত নম্বর ৫ম শ্রেণির ১ম ও ২য় প্রান্তিক মূল্যায়ন থেকে সংগ্রহ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রথমে দু'টি প্রান্তিকে অনুষ্ঠিত ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত মোট নম্বরের গড় (সারণি ১.১ এর ৪ নং কলাম দেখুন) নির্ণয় করতে হবে। পরে প্রাপ্ত গড় নম্বরের শতকরা ২০ ভাগ (সারণি ১.১ -এর ৫ নং কলাম দেখুন) নম্বর সংগ্রহ করতে হবে।

অংশ দুই : এই অংশটি সমাপনী পরীক্ষা নামে অনুষ্ঠিত হবে। এটি একটি সামষ্টিক মূল্যায়ন এবং মোট বরাদ্দকৃত নম্বর ৮০। সমাপনী পরীক্ষায় ইংরেজি বিষয়ের শুধু পড়া ও লেখা দক্ষতা মূল্যায়ন করা হবে। মোট ৮০ নম্বরের মধ্যে পড়া দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য ৫০ নম্বর এবং লেখা দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে। এই ৮০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বরের সাথে 'অংশ এক'-এ বর্ণিত ২০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়নে প্রাপ্ত চূড়ান্ত নম্বর নির্ণয় করা হবে। সারণি ১.১-এর কলাম ৯ দেখুন।

৫. ইংরেজি ভাষাদক্ষতার ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো

ধারাবাহিক মূল্যায়নভিত্তিক পাঠ পরিচালনায় শিক্ষককে সহায়তা করার জন্য একটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। শ্রেণি ও দক্ষতা অনুযায়ী ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামোর জন্য সারণি ২ দেখুন। সারণি ২-এ প্রদত্ত ইংরেজি ভাষাদক্ষতার ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামোতে পাঁচটি কলাম আছে। কলামগুলো হলো মূল্যায়নের ক্ষেত্র, মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয়, মূল্যায়ন পদ্ধতি, মূল্যায়ন টুলস এবং উদাহরণ।

মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও বিবেচ্য বিষয় : শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে ইংরেজি ভাষাদক্ষতার Listening (শোনা), Speaking (বলা), Reading (পড়া) ও Writing (লেখা)- এর প্রতিটির জন্য পৃথক মূল্যায়নের ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রসমূহ অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং সাধারণ। এই ক্ষেত্রসমূহ থেকে কী মূল্যায়ন করতে হবে তা আরো সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে 'মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয়' কলামে। যেমন : শোনা দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য sounds, sound differences, Stress (syllables, words), synonym-antonym, Commands, Instructions, Questions-Answers ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়েছে। পরিভাষা অংশে (glossary) এসব শব্দগুচ্ছের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে।

মূল্যায়ন পদ্ধতি : মূল্যায়নের কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদ্ধতি ও উপকরণ ব্যবহার করা হয়। ইংরেজি বিষয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য প্রধানত: মৌখিক, লিখিত এবং পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। তবে শিক্ষক প্রয়োজনে অন্য কোনো পদ্ধতিও ব্যবহার করতে পারেন।

মূল্যায়ন টুলস : মূল্যায়ন টুলস ব্যবহার করে শিক্ষক বিভিন্ন দক্ষতায় শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও মূল্যায়ন করবেন। নমুনা টুলসগুলো হলো মৌখিক চেকলিস্ট (বর্ণ-শব্দ-বাক্য তালিকা ইত্যাদি), মৌখিক প্রশ্ন বা নির্দেশনা, লিখিত প্রশ্ন/প্রশ্নপত্র এবং পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট বা রুব্রিক। এখানে কিছু নমুনা টুলস দেওয়া হয়েছে কিন্তু শিক্ষক পাঠ-সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় টুলস নির্বাচন ও তা প্রস্তুত করে শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার সময় ব্যবহার করবেন।

সারণি ২- এর শেষ কলামে প্রতিটি ভাষাদক্ষতার জন্য বেশ কিছু নমুনা উদাহরণ সংযোজন করা হয়েছে। এই উদাহরণসমূহ অনুসরণ করে শ্রেণি/বিষয় শিক্ষক নিজ নিজ মূল্যায়ন পদ্ধতি ও উপকরণ নির্বাচন করে ব্যবহার করবেন।

সারণি ২ : ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

শ্রেণি : ১ম - ৫ম **ভাষাদক্ষতা : Listening**

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
Listening • Recognizing sound, sound differences, stress & intonation	**Sounds:** (১ম থেকে ৫ম শ্রেণির জন্য) letters words/objects/ pictures Numbers Sentences	**মৌখিক :** • শিক্ষক সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু সরবে পড়বেন অথবা Mobile/Audio/ CD বাজিয়ে শোনাবেন। শিক্ষার্থীরা তা শুনে যথাযথ sound-সহ বলবে। **লিখিত :** • শিক্ষক সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু সরবে পড়বেন অথবা Mobile/Audio/ CD বাজিয়ে শোনাবেন। শিক্ষার্থীরা তা শুনে লিখবে।	**মৌখিক চেকলিস্ট :** • objects/ pictures-এর চার্ট • প্রশ্ন / নির্দেশনা তালিকা • বর্ণ/শব্দ তালিকা • sounds তালিকা **লিখিত প্রশ্নমালা :**	**মৌখিক** • একজন শিক্ষার্থী অন্য শিক্ষার্থীকে আপেলের ছবি দেখিয়ে Apple বলতে বলবে। এতে প্রথম জনের বলা এবং পরের জনের শোনা ও বলা দক্ষতা মূল্যায়ন করা যাবে। • এই কাজটি শিক্ষক আরেকজন শিক্ষার্থীর সাথে করতে পারে।  **লিখিত** শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিজে B বলে বা Mobile/ CD/ Audio ব্যবহার করে B লিখতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা তা শুনে কেউ লিখল B আবার কেউ লিখল D। তাহলে বুঝতে হবে যারা B লিখেছে তারা সঠিকভাবে B letter এর sound বুঝতে পেরেছে, আবার যারা D লিখেছে, তারা সঠিকভাবে B letter-এর sound বুঝতে পারেনি।
	Sound differences: (২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির জন্য)	**মৌখিক :** শিক্ষক নিজে কোনো শব্দ বা minimal pairs-এর যেকোনো একটি শব্দ বলবেন। শিক্ষার্থী তা শুনে সঠিক objects/pictures-এর সাহায্যে শব্দটি বলবে। **লিখিত :** শিক্ষক নিজে কোনো শব্দ বা minimal pairs-এর যেকোনো একটি শব্দ বলবেন। শিক্ষার্থী তা শুনে সঠিক objects/pictures-এর সাহায্যে শব্দটি লিখবে।	**মৌখিক চেকলিস্ট :** • objects/ pictures-এর চার্ট • প্রশ্ন / নির্দেশনা তালিকা • বর্ণ/শব্দ তালিকা • sounds তালিকা ইত্যাদি **লিখিত প্রশ্নমালা :**	**মৌখিক :** • একজন শিক্ষার্থী অন্য শিক্ষার্থীকে আপেল ও পিঁপড়ার ছবি পাশাপাশি দেখিয়ে Apple ও Ant বলতে বলল। এতে প্রথম জনের বলা এবং পরের জনের শোনা ও বলা দক্ষতা (**Sound differences**) মূল্যায়ন করা যাবে।  • এই কাজটি শিক্ষক আরেকজন শিক্ষার্থীর সাথে করতে পারেন। **লিখিত :** • শিক্ষক Ball বা Doll যেকোনো একটি শব্দ লিখতে বলবেন। যেমন: Write Ball. শিক্ষার্থীরা তা শুনে লিখবে। কেউ লিখল Ball আবার কেউ লিখল Doll। তাহলে বুঝতে হবে যারা Ball লিখেছে তারা সঠিকভাবে Ball এর sound বুঝতে পেরেছে, আবার যারা Doll লিখেছে, তারা সঠিকভাবে Ball-এর sound বুঝতে পারেনি। উল্লেখ্য, শিক্ষক এখানে সংশ্লিষ্ট লেখা শিখনফলও মূল্যায়ন করতে পারবেন।

সারণি ২ : ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

শ্রেণি : ১ম - ৫ম **ভাষাদক্ষতা : Listening**

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
		পর্যবেক্ষণ : শিক্ষক নিজে কোনো শব্দ বলবেন বা minimal pairs-এর যেকোনো একটি শব্দ বলবেন। শিক্ষার্থী তা শুনে সঠিক objects/pictures দেখিয়ে দিবে।	**পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট :** • objects/ pictures-এর চার্ট • প্রশ্ন /নির্দেশনা তালিকা • বর্ণ/শব্দ তালিকা sounds তালিকা ইত্যাদি	**পর্যবেক্ষণ** • শিক্ষক এক জোড়া words/objects/pictures দেখিয়ে যেকোনো একটি বলবেন। যেমন : Touch the apple/ant অথবা Touch the ball/doll. শিক্ষার্থীরা শুনে Touch করবে। কারণ শিক্ষার্থীরা ball ও doll এর sound সঠিকভাবে না শুনলে Touch করতে পারবে না।
	Stress (Syllables, words): (৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির জন্য) **Word Stress**	**মৌখিক :** • শিক্ষক নিজে বা শিক্ষার্থীকে দিয়ে সরবে বা Mobile/Audio/CD বাজিয়ে শব্দ বা শব্দাংশের কোনো অংশে stress বা বাড়তি জোর দিয়ে বলবেন। শিক্ষার্থী তা শুনে সঠিকভাবে বলবে।	**মৌখিক চেকলিস্ট :** • Word/ objects/pictures-এর চার্ট • তালিকা ইত্যাদি	**মৌখিক :** • শিক্ষক নিজে বা Mobile/CD/Audio ব্যবহার করে Farmer শব্দের সংশ্লিষ্ট অংশে বাড়তি জোর বা গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার্থীদের শোনাবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অনুরূপভাবে বলতে দিয়ে Stress মূল্যায়ন করতে পারেন। কারণ, যথাযথভাবে না শুনলে/শনাক্ত করতে না পারলে শিক্ষার্থী সঠিকভাবে বলতে পারবে না।
	Intonation: (৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির জন্য)	**মৌখিক :** • শিক্ষক নিজে বা শিক্ষার্থীকে দিয়ে সরবে বা Mobile/Audio/CD বাজিয়ে পাঠ-সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু বা এর সমমানের বিষয়বস্তু (Wh- and Yes/No questions, greetings and statements) যথাযথভাবে স্বরের উঠা-নামা (Rising and Falling intonation) করে বলবে/শোনাবে ও শিক্ষার্থীরা তা শুনে বলবে। • শিক্ষক পাঠ-সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু বা এর সমমানের বিষয়বস্তু (Wh- and Yes/No questions, greetings and statements) পড়বেন বা শোনাবেন। শিক্ষার্থীরা বাক্যগুলো শুনে Rising ও Falling intonation বলবে।	**মৌখিক চেকলিস্ট :** • Objects/pictures-এর চার্ট • প্রশ্ন/নির্দেশনা তালিকা • লিখিত শিরোনাম/ রুব্রিকস ইত্যাদি	**মৌখিক :** • শিক্ষক নিজে বা Mobile/CD/Audio ব্যবহার করে একটি বাক্য বলবেন এবং শিক্ষার্থী তা শুনে অনুকরণ করে বলবে। যেমন: Can you fly? • শিক্ষক যেকোনো একটি Dialogue শুনিয়ে শিক্ষার্থীদের বাক্যগুলো সম্পর্কে Rising intonation এবং Falling intonation জানতে চাইবেন। যেমন: A : Can you fly? B : No, I can not.

সারণি ২ : ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

শ্রেণি : ১ম - ৫ম **ভাষাদক্ষতা : Listening**

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
• Vocabulary (১ম থেকে ৫ম শ্রেণির জন্য)	পাঠ-সংশ্লিষ্ট/ সমমানের শব্দের synonym ও antonym	**মৌখিক :** • শিক্ষক নিজে বা শিক্ষার্থীকে দিয়ে বা Mobile/CD/Audio ব্যবহার করে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু/ পাঠ-সংশ্লিষ্ট Word /objects/ pictures বা এর সমমানের বিষয়বস্তুর ইংরেজি শব্দ বলবেন এবং শিক্ষার্থীরা তা শুনে বলবে। **লিখিত :** • শিক্ষক নিজে বা শিক্ষার্থীকে দিয়ে বা Mobile/CD/Audio ব্যবহার করে পাঠ্যপুস্তকের বা সমমানের পাঠাংশ পড়বেন। সেই পাঠাংশের শূন্যস্থান সংবলিত একটি কপি শিক্ষার্থীদের কাছে থাকবে এবং শিক্ষার্থীরা শুনে শূন্যস্থান পূরণ করবে। (১ম শ্রেণি ব্যতীত)।	**মৌখিক চেকলিস্ট** • Objects/pictures-এর চার্ট • Dictation • Words তালিকা • প্রশ্ন / নির্দেশনা ইত্যাদি **লিখিত প্রশ্নমালা**	**মৌখিক :**  • শিক্ষক উপরের চার্টের অনুরূপ pictures-এর চার্ট দেখিয়ে একটি করে শব্দ বলবেন এবং শিক্ষার্থী শব্দ শুনে তা বলবে। **লিখিত :** • শিক্ষক Mobile/CD/ Audio ব্যবহার করে পাঠ নিচের Text বাজাবেন বা নিজে বলবেন This is Mahbub Alam. He's 30 years old. He is an English Teacher. এরপর শিক্ষার্থীরা তা শুনে শুনে নিচের শূন্যস্থান পূরণ করবে। যেমন: This is Mahbub Alam. He's ___ years old. He is an ____ Teacher.
• Listening with Understanding (২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির জন্য)	পাঠ্যপুস্তক বা এর সমমানের বিষয়বস্তু (কবিতা, গল্প ইতাদি)	**মৌখিক :** • শিক্ষক নিজে বা শিক্ষার্থীকে দিয়ে বা Mobile/CD/ Audio ব্যবহার করে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু বা এর সমমানের বিষয়বস্তু বলবেন এবং পাশাপাশি সংক্ষিপ্ত কিছু প্রশ্ন করবেন (সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, নৈব্যক্তিক, শূন্যস্থান, শুদ্ধ/অশুদ্ধ, মিলকরণ ইত্যাদি)। শিক্ষার্থী তা শুনে প্রশ্নের উত্তর দিবে।	**মৌখিক চেকলিস্ট :** • Objects/pictures এর চার্ট • প্রশ্ন / নির্দেশনা তালিকা • Listenig Text ইত্যাদি	**মৌখিক :** • শিক্ষক Mobile/CD/Audio ব্যবহার করে নিচের Text বাজাবেন বা নিজে বলবেন। এরপর কিছু প্রশ্ন করবেন। যেমন: This is Mahbub Alam. He's 30 years old. He is an English Teacher. Q 1: How old is Mr Mahbub?

সারণি ২ : ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

শ্রেণি : ১ম - ৫ম **ভাষাদক্ষতা : Listening**

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
		লিখিত : • শিক্ষক নিজে বা শিক্ষার্থীকে দিয়ে বা Mobile/CD/Audio ব্যবহার করে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু বা এর সমমানের বিষয়বস্তু বলবেন এবং পাশাপাশি সংক্ষিপ্ত কিছু প্রশ্ন করবেন (সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, নৈব্যক্তিক, শূন্যস্থান, শুদ্ধ/অশুদ্ধ, মিলকরণ ইত্যাদি)। শিক্ষার্থী তা শুনে প্রশ্নের উত্তর লিখবে।	**লিখিত প্রশ্নমালা :**	**লিখিত :** • শিক্ষক Mobile/CD/Audio ব্যবহার করে ৩য় শ্রেণির ৭০ পৃষ্ঠার A অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তুটি শিক্ষার্থীকে শোনানোর পর শূন্যস্থান পূরণ করতে দিলেন। যেমন, Rafid is ..... years old.
		পর্যবেক্ষণ : • শিক্ষক নিজে বা শিক্ষার্থীকে দিয়ে বা Mobile/CD/ Audio ব্যবহার করে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু বা এর সমমানের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীকে শুনিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া (আনন্দ পাচ্ছে কি না) পর্যবেক্ষণ করে।	**পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট**	**পর্যবেক্ষণ :** • শিক্ষক ২য় শ্রেণির The Golden Goose গল্পটি বললেন বা Mobile/ CD/Audio ব্যবহার করে শোনালেন। বলবার বা শোনাবার সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করবেন এবং বুঝলেন তারা গল্পটি শোনার পর অনন্দ পেয়েছে।
	Commands, Instructions, Questions-Answers (১ম থেকে ৫ম শ্রেণির জন্য)	**মৌখিক :** • শিক্ষক বা শিক্ষার্থী কিছু Commands, Instructions, Question করবেন। শিক্ষার্থী তা অনুসরণ করবে বা উত্তর দিবে।	**মৌখিক চেকলিস্ট :** • প্রশ্ন / নির্দেশনা তালিকা ইত্যাদি	**মৌখিক :** শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ২য় শ্রেণির পৃষ্ঠা ৬, অ্যাক্টিভিটি A এর Command গুলো করবেন এবং শিক্ষার্থীরা তা অনুসরণ করবে।
		পর্যবেক্ষণ : • শিক্ষক শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন Commands and instructions (শিক্ষক নিজে বা শিক্ষার্থীকে দিয়ে) করবেন এবং শিক্ষার্থী সাবলীলভাবে অনুসরণ করবে।	**পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট**	**পর্যবেক্ষণ :** • শিক্ষক শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন Commands and instructions (শিক্ষক নিজে বা শিক্ষার্থীকে দিয়ে) করবেন এবং শিক্ষার্থী সাবলীলভাবে অনুসরণ করবে।

সারণি ২ : ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

শ্রেণি : ১ম - ৫ম **ভাষাদক্ষতা : Speaking**

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
Speaking • Recognizing sound, sound differences, stress & intonation	**Sounds:** (১ম থেকে ৫ম শ্রেণির জন্য) letters words/objects/ pictures Numbers Sentences	**মৌখিক :** • শিক্ষক কোনো বর্ণ বা শব্দ বা ছবি দেখিয়ে সেই বর্ণ বা শব্দ বা ছবির শব্দ বলতে বলবেন এবং শিক্ষার্থী উত্তর দিবে। • শিক্ষক কোনো বিশেষ sound (Initial, middle and final) সহ শব্দ বলতে বলবেন এবং শিক্ষার্থী উত্তর দিবে।	**মৌখিক চেকলিস্ট :** • objects/ pictures-এর চার্ট • বর্ণ/শব্দ তালিকা	**মৌখিক** • শিক্ষক বোর্ডে Ball-এর একটি ছবি এঁকে বা শব্দটি লিখে শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞেস করবেন What is this? শিক্ষার্থী উত্তরে সঠিক sound সহ Ball শব্দটি বলবে। • শিক্ষক Initial sound যুক্ত একটি শব্দ **A**pple বলবেন এবং শিক্ষার্থী সেই sound যুক্ত আরেকটি শব্দ **A**nt বলবে। এভাবে middle এবং final sound সংবলিত শব্দও ব্যবহার করবেন।
	Sound differences: (২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির জন্য)	**মৌখিক :** শিক্ষক minimal pairs-এর শব্দ বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের শব্দগুলো বলতে বলবেন।	**মৌখিক চেকলিস্ট :** • objects/ pictures-এর চার্ট • minimal pairs-এর শব্দ তালিকা	**মৌখিক** • শিক্ষক pen, pan শব্দ দুটো বোর্ডে লিখে বা ছবি এঁকে বা চিত্র দেখিয়ে শিক্ষার্থীকে বলতে বলবেন এবং শিক্ষার্থী শব্দ গুলো বলবে।
	Stress (Syllables, words): (৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির জন্য)	**মৌখিক :** • Word Stress যাচাই করতে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে কয়েকটি শব্দ বলতে বলবেন।	**মৌখিক চেকলিস্ট :** • পাঠ-সংশ্লিষ্ট objects/ pictures-এর চার্ট • পাঠ-সংশ্লিষ্ট শব্দ তালিকা	**মৌখিক** • শিক্ষক Farmer, afternoon ইত্যাদি দুটো বোর্ডে লিখে বা ছবি এঁকে বা দেখিয়ে শিক্ষার্থীকে বলতে বলবেন এবং শিক্ষার্থী শব্দটি Stress সহ বলবে।
	Intonation : (৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির জন্য)	**মৌখিক :** • শিক্ষক প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সঠিক Intonation যাচাই করবেন। • শিক্ষার্থীদের রোল প্লে-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর Intonation যাচাই করবেন।	**মৌখিক চেকলিস্ট :** • পাঠ-সংশ্লিষ্ট/সমমানের Dialogue • পাঠ-সংশ্লিষ্ট/সমমানের প্রশ্ন-উত্তর বা বিভিন্ন বাক্যের তালিকা	**মৌখিক** • শিক্ষক শিক্ষার্থীর সাথে নিচের প্রশ্ন উত্তর গুলো ব্যবহার করবেন T : What's your name? S : My name is Babul. T : Are you in class five? S : No, I'm not.

সারণি ২ : ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

শ্রেণি : ১ম - ৫ম **ভাষাদক্ষতা : Speaking**

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
• Vocabulary (১ম থেকে ৫ম শ্রেণির জন্য)	পাঠ-সংশ্লিষ্ট / সমমানের শব্দের synonym antonym	**মৌখিক :** শিক্ষক বোর্ডে শব্দটি লিখে, ছবি বা পোস্টার প্রদর্শন করে, বাস্তব উপকরণ দেখিয়ে বা অভিনয়ের মাধ্যমে পাঠ-সংশ্লিষ্ট বা সমমানের শব্দ শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন এবং শিক্ষার্থীরা শব্দগুলো বলবে। শিক্ষক একটি শব্দ বলবেন এবং শিক্ষার্থী এর synonym/সমার্থক বা antonym/বিপরীত আরেকটি শব্দ বলবে।	**মৌখিক চেকলিস্ট :** • পাঠ-সংশ্লিষ্ট বা সমমানের objects/ pictures-এর চার্ট, শব্দ তালিকা	**মৌখিক** • শিক্ষক বিভিন্ন objects/pictures দেখিয়ে What's this? প্রশ্নটি করবেন এবং শিক্ষার্থী শব্দটি বলবে। • (synonym-এর ক্ষেত্রে) শিক্ষক বলবেন tall এবং শিক্ষার্থী long বলবে। • (antonym-এর ক্ষেত্রে) শিক্ষক বলবেন tall এবং শিক্ষার্থী short বলবে।
• Coherence (৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির জন্য)	বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলার প্রাসঙ্গিকতা ও ধারাবাহিকতা	**মৌখিক** কোনো বিষয় (যেমন : বস্তু, ব্যক্তি, ছবি, ঘটনা ইত্যাদি) সম্পর্কে ইংরেজিতে বলতে বলা।	**মৌখিক চেকলিস্ট :** • পাঠ-সংশ্লিষ্ট বা সমমানের বস্তু, ব্যক্তি, ছবি, ঘটনা ইত্যাদি • পাঠ-সংশ্লিষ্ট বা সমমানের শব্দের তালিকা	**মৌখিক** • শিক্ষক শিক্ষার্থীর নিজ নিজ পরিবার সম্পর্কে কিছু বলতে বললেন। এখানে শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন শিক্ষার্থীরা নিজ পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কে প্রাসঙ্গিকভাবে ও ধারাবাহিকভাবে বলছে কি না। যেমন- প্রথমেই বলল পিতার পেশা, বয়স ও নাম। কিন্তু বলা উচিত পিতার নাম, বয়স ও পেশা।  • শিক্ষক ওপরের চিত্রগুলোর মতো কিছু চিত্র সংগ্রহ করবেন। শ্রেণির ৫-৬ জন শিক্ষার্থীকে আমন্ত্রণ জানাবেন ছবিগুলো সবার সামনে তুলে ধরতে। শিক্ষক যেসকল শিক্ষার্থী বসে আছে তাদেরকে চিত্রগুলো ভালোভাবে লক্ষ করতে বলবেন এবং চিত্রগুলো সম্পর্কে প্রাসঙ্গিকভাবে এবং ধারাবাহিকভাবে বলতে বলবেন। যেমন, শিক্ষার্থীরা প্রাসঙ্গিক ও ধারাবাহিকভাবে বললে এভাবে বলতে পারে- "I fill the tub with soil. Then I sow the seed in the tub/pot. I water the newly sown seed everyday. Finally, I see a small plant." শিক্ষার্থীরা যত ভালোভাবে চিত্রগুলো পর্যবেক্ষণ করতে পারবে, তত সুন্দরভাবে (ধারাবাহিকভাবে) বলতে পারবে।

সারণি ২ : ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

শ্রেণি : ১ম - ৫ম **ভাষাদক্ষতা : Speaking**

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
• Commands, Instructions, Questions-Answers (১ম থেকে ৫ম শ্রেণির জন্য)	Giving and following simple commands and instructions Asking and answering questions	**মৌখিক :** • শিক্ষার্থী Greetings & Introductions এ অংশ নিবে • শিক্ষার্থী কথপোকথনের সময় প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে • শিক্ষার্থী সহজ commands ও instructions দিতে ও অনুসরণ করতে পারবে	**মৌখিক চেকলিস্ট :** Greetings & Introductions • Dialogue • commands ও instructions	**মৌখিক** • শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জোড়ায়/দলে পরস্পরের মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে বলবেন। যেমন একজন বলবে, hello, how are you? এবং অপরজন বলবে, I am fine, thank you. How are you? • শিক্ষকের নির্দেশনা অনুয়ায়ী একজন শিক্ষার্থী অন্য শিক্ষার্থীর কাছে নিজেকে Introduce করবে। যেমন, (a) My name is …… (b) I'm 8 years old. (c) Nice to meet you. ইত্যাদি। • শিক্ষক শিক্ষার্থীকে নিজেকে বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে Introduce করতে বলবেন। • এছাড়া শিক্ষক একটি পরিবারের ছবি দেখিয়ে অথবা ডায়াগ্রামের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উক্ত পরিবারের সদস্যদের পরিচয় করাতে বলতে পারেন। যেমন, - Mrs Jonh is Mr. John's wife. - Chris is their son. - Nancy is their daughter. - Chris is Nancy's brother. - Chris is youngest. ইত্যাদি। 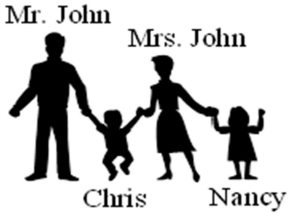

সারণি ২ : ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

শ্রেণি : ১ম - ৫ম **ভাষাদক্ষতা : Reading**

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
Reading **Reading aloud** (with proper pronunciation, stress, intonation and punctuation marks)	**Letter Sound Association** (১ম,২য় ও ৩য় শ্রেণির জন্য) Letter, word, pharases, simple sentences, and numbers	**মৌখিক :** • শিক্ষক শিক্ষার্থীকে পাঠ্যাংশ/ সমমানের text/ objects/pictures দিয়ে যথাযথ sound সহ সরবে পড়তে দিবেন।	**মৌখিক চেকলিস্ট :** • objects/ pictures-এর চার্ট • বর্ণ/শব্দ তালিকা • sounds তালিকা	**মৌখিক**  • objects/pictures-এর চার্ট থেকে শিক্ষক একটি ফুলের চিত্র শিক্ষার্থীদের দেখিয়ে শব্দ বলতে দিবেন।
	Sound difference (Same initial, middle & final sound) (৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির জন্য)	**মৌখিক :** • শিক্ষক শিক্ষার্থীকে পাঠ্যাংশ/সমমানের text/ objects/pictures দিয়ে সরবে পড়তে বলবে।	**মৌখিক চেকলিস্ট :** • objects/pictures - এর চার্ট • sounds তালিকা • শব্দ তালিকা	**উদাহরণ**  bat cat bag cap objects/pictures-এর চার্ট থেকে শিক্ষক bat, cat, bag, cap লেখা ৪টি শব্দ/ চিত্র শিক্ষার্থীদের দেখিয়ে পড়তে দিবেন। শিক্ষক sounds এর তালিকা থেকে সংশ্লিষ্ট Same initial /b/ অথবা /c / sound শিক্ষার্থীকে শনাক্ত করে বলতে বলবেন।
	Stress and Intonation (৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির জন্য)	**মৌখিক :** • শিক্ষক পাঠ-সংশ্লিষ্ট বিষয় বা এর সমমানের text সরবে পড়তে দিবেন। শিক্ষার্থীরা stress এবং intonation-সহ পড়বে।	**মৌখিক চেকলিস্ট :** • পাঠ-সংশ্লিষ্ট বিষয় বা এর সমমানের text	• শিক্ষক সংশ্লিষ্ট পাঠ্যপুস্তক বা এর সমমানের text (বিভিন্ন ধরনের sentence) stress ও rising এবং falling intonation-সহ সরবে পড়তে দিবেন। যেমন: প্রশ্ন তালিকা থেকে শিক্ষক পাঠ্যপুস্তক বা এর সমমানের প্রশ্ন (যেমন- Where do you live?, Do you live here?).
• **Grammar**	Punctuation marks • Full stop, comma, question mark (৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির জন্য) • Exclamation mark (৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির জন্য) • Quotation marks (৫ম শ্রেণির জন্য)	মৌখিক : শিক্ষক পাঠ-সংশ্লিষ্ট বিষয় বা এর সমমানের text সরবে পড়তে দিবেন। শিক্ষার্থীরা Punctuation marks-সহ পড়বে।	মৌখিক চেকলিস্ট : • Punctuation marks তালিকা • পাঠ-সংশ্লিষ্ট বিষয় বা এর সমমানের text	**মৌখিক**  • objects/pictures-এর চাট থেকে শিক্ষক উপরের চিত্রটি শিক্ষার্থীদের দেখিয়ে সরবে পড়তে বলবেন। শিক্ষার্থীরা Punctuation marks অনুসরণ করে পড়বে।

সারণি ২ : ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

শ্রেণি : ১ম - ৫ম **ভাষাদক্ষতা : Reading**

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
Silent Reading • **Vocabulary** (৩য় থেকে **৫ম শ্রেণির জন্য)**	পাঠ-সংশ্লিষ্ট / সমমানের শব্দের synonym antonym word meaning	**মৌখিক :** • শিক্ষক সংশ্লিষ্ট পাঠ্যাংশ বা সমমানের text/ pictures থেকে সংক্ষিপ্ত ও নৈর্ব্যক্তিক, শুদ্ধ/অশুদ্ধ, হাঁ/না, শূন্যস্থান, মিলকরণ ইত্যাদি প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর Vocabulary মূল্যায়ন মৌখিকভাবে করবে। **লিখিত** • শিক্ষক সংশ্লিষ্ট পাঠ্যাংশ বা সমমানের text/ pictures থেকে সংক্ষিপ্ত ও নৈর্ব্যক্তিক, শুদ্ধ/অশুদ্ধ, হাঁ/না, শূন্যস্থান, ইত্যাদি প্রশ্নের মাধ্যমে লিখিতভাবে শিক্ষার্থীর Vocabulary মূল্যায়ন করবে।	**মৌখিক চেকলিস্ট :** • Words তালিকা • সমমানের বিষয়বস্তুর তালিকা • প্রশ্ন / নির্দেশনা তালিকা **লিখিত প্রশ্নমালা**	**মৌখিক** • শিক্ষক objects/pictures-এর চার্ট থেকে শিক্ষার্থীদের চিত্র দেখাবেন। শিক্ষার্থীরা চিত্র দেখে সঠিক word বলবে অথবা লিখবে। যেমন, পাশের চিত্রগুলো দেখে শিক্ষার্থীরা এর ইংরেজি শব্দ বলবে।  **লিখিত** শিক্ষক আবার একই শব্দ শিক্ষার্থীকে লিখতেও বলবেন।
• **Grammar**	**Punctuation marks** • Full stop, comma, question mark (৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির জন্য) • Exclamation mark (৪র্থও ৫ম শ্রেণির জন্য) • Quotation marks (৫ম শ্রেণির জন্য)	**লিখিত** শিক্ষক পাঠ-সংশ্লিষ্ট বিষয় বা এর সমমানের text Punctuation marks ছাড়া নীরবে পড়তে দিবেন। শিক্ষার্থীরা সঠিক Punctuation marks সহ লিখবে।	**লিখিত প্রশ্নমালা**	**উদাহরণ** **শিক্ষক নীচের** text **টি দিবেন।** Manik is nine years old his father works in the fields he is a farmer he has two sisters he often plays with them শিক্ষার্থীরা Punctuation marks-সহ লিখবে।

সারণি ২ : ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

শ্রেণি : ১ম - ৫ম **ভাষাদক্ষতা : Reading**

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
	• **Articles, tenses, sentences and word classes** (৩য় থেকে ৫ম শ্রেণির জন্য)	**লিখিত :** শিক্ষক পাঠ-সংশ্লিষ্ট বিষয় বা এর সমমানের text নীরবে পড়তে দিবেন এবং সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, নৈর্ব্যক্তিক, শুদ্ধ/অশুদ্ধ, হাঁ/না, শূন্যস্থান, মিলকরণ, ইত্যাদি প্রশ্ন করবেন। শিক্ষার্থীরা উত্তর লিখবে।	**লিখিত প্রশ্নমালা**	**উদাহরণ**  **লিখিত :** • শিক্ষক উপরের চিত্রটি শিক্ষার্থীদের দেখিয়ে Words-এর তালিকা অনুসরণ করে noun সাথে noun এবং verb সাথে verb মিলিয়ে একটি করে শব্দ লিখতে বলল। যেমন- Mother, boy and sleep, Speak এবং প্রতিটি শব্দ দিয়ে একটি নতুন বাক্য তৈরি করবে।
• Reading with understanding (৩য় থেকে **৫ম শ্রেণির জন্য)**	পাঠ্যপুস্তক বা এর সমমানের বিষয়বস্তু (চিত্র, কবিতা, গল্প ইতাদি)	**মৌখিক :** শিক্ষক পাঠ-সংশ্লিষ্ট বিষয় বা এর সমমানের text নীরবে পড়তে দিবেন এবং সংক্ষিপ্ত, নৈব্যক্তিক, শুদ্ধ/অশুদ্ধ, হাঁ/না, শূন্যস্থান, মিলকরণ, ইত্যাদি প্রশ্ন করবেন। শিক্ষার্থীরা উত্তর বলবে। **লিখিত :** শিক্ষক পাঠ-সংশ্লিষ্ট বিষয় বা এর সমমানের text নীরবে পড়তে দিবেন এবং সংক্ষিপ্ত, নৈব্যক্তিক, শুদ্ধ/অশুদ্ধ, হাঁ/না, শূন্যস্থান ইত্যাদি প্রশ্ন করবেন। শিক্ষার্থীরা উত্তর লিখবে।	**মৌখিক চেকলিস্ট :** • pictures-এর চার্ট • Words তালিকা • সমমানের বিষয়বস্তুর তালিকা • প্রশ্ন /নির্দেশনা তালিকা **লিখিত প্রশ্নমালা**	 **মৌখিক** শিক্ষক পাশের চিত্রটি ঝুলিয়ে দিবেন এবং এটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন। **লিখিত :** শিক্ষক পাশের চিত্রটি ঝুলিয়ে দিলেন এবং এটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের লিখতে বলবেন। শিক্ষক পরে শিক্ষার্থী rainy day-তে নিজে কী করে সে সম্পর্কে ৩/৪টি সহজ বাক্য লিখতে বলবেন।

সারণি ২ : ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

শ্রেণি : ১ম - ৫ম **ভাষাদক্ষতা : Writing**

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
Writing • Letters • Numbers	• **Letter shape** (১ম থেকে ৪র্থ শ্রেণির জন্য) • **Number shape** (১ম থেকে ৫ম শ্রেণির জন্য)	**লিখিত :** শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, শূন্যস্থান, rearrange, ইত্যাদি প্রশ্ন করবেন এবং শিক্ষার্থী উত্তর লিখবে।	লিখিত প্রশ্নমালা	**লিখিত** • শিক্ষক objects/pictures-এর চার্ট থেকে উপরের চিত্রটি ঝুলিয়ে দিলেন এবং নিচের শব্দগুলোর প্রথম বর্ণটি শিক্ষার্থীদের লিখতে বলল। **……og, …… nt, ……pple.** 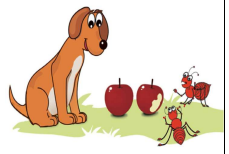
• Vocabulary	পাঠ-সংশ্লিষ্ট সমমানের শব্দের synonym antonym word meaning **(৩য়থেকে ৫ম শ্রেণির জন্য)**	**লিখিত** শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, শুদ্ধ/অশুদ্ধ, হাঁ/না, শূন্যস্থান, rearrange/ rewrite, মিলকরণ ইত্যাদি প্রশ্ন করবেন এবং শিক্ষার্থী উত্তর লিখবে।	লিখিত প্রশ্নমালা	**লিখিত**  শিক্ষক objects/pictures-এর চার্ট থেকে উপরের চিত্রগুলো ঝুলিয়ে দিবেন এবং শব্দ তালিকা থেকে কিছু শব্দের প্রথম বর্ণ (যেমন- d, c, a, l, s, g, etc) লিখে দিয়ে বললেন বর্ণগুলো ব্যবহার করে শব্দ লিখতে বললেন। অথবা বর্ণ না লিখে দিয়ে ছবি দেখিয়ে শব্দ লিখতে বলবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একটি করে শব্দ লিখতে দিতে পারেন। অথবা শিক্ষক শব্দগুলোর বর্ণ এলোমেলো করে দিয়ে rearrange করতে দিতে পারেন।
• **Grammar**	• **Spelling** (২য় থেকে ৫ম শ্রেণির জন্য) • **Capital Letter & punctuation marks** (৩য় থেকে ৫ম শ্রেণির জন্য)	**লিখিত :** • শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, শুদ্ধ/অশুদ্ধ, শূন্যস্থান, rearrange/ rewrite, মিলকরণ, বাক্যগঠন ইত্যাদি প্রশ্ন করবেন এবং শিক্ষার্থী উত্তর লিখবে।	লিখিত প্রশ্নমালা	**লিখিত** Father, busket, Food, live, Grow, name শিক্ষক objects/pictures-এর চার্ট থেকে উপরের চিত্রটি ব্যবহার করবেন এবং উল্লিখিত শব্দ তালিকা থেকে কিছু শব্দ clue হিসাবে বোর্ডে লিখবেন। এবার শব্দগুলো ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের চিত্রটি সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখতে বলবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক প্রত্যেককে একটি করে বাক্য লিখতে দিতে পারেন। 

সারণি ২ : ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

শ্রেণি : ১ম - ৫ম **ভাষাদক্ষতা : Writing**

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
	Punctuation marks • **Full stop, comma, question marks** (৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির জন্য) • **Exclamation mark** (৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির জন্য) • **Quotation marks** (৫ম শ্রেণির জন্য	**লিখিত :** • শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, শুদ্ধ/অশুদ্ধ, true/false, বাক্যগঠন, অনুচ্ছেদ ব্যবহার করে ইত্যাদি প্রশ্ন করবেন এবং শিক্ষার্থী উত্তর লিখবে।	**লিখিত প্রশ্নমালা**	**লিখিত** শিক্ষক punctuation marks ও capital letter ছাড়া নিচের বাক্যগুলো বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের punctuation marks ও capital letter ব্যবহার করে বাক্যগুলো লিখতে বলবেন। last year I went to cox's bazar what a beautiful place it is have you ever been there
	• **Articles, tenses, sentences and word classes** (৩য় থেকে ৫ম শ্রেণির জন্য)	**লিখিত :** • শিক্ষক পাঠ-সংশ্লিষ্ট বিষয় বা এর সমমানের text-এর উপর সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, নৈর্ব্যক্তিক, শুদ্ধ/অশুদ্ধ, true/false, write form of verb শূন্যস্থান, মিলকরণ, ইত্যাদি প্রশ্ন করবেন। শিক্ষার্থীরা উত্তর লিখবে।	**লিখিত প্রশ্নমালা**	**লিখিত** শিক্ষক নিচের মতো করে বাক্যগুলো বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের বাক্যগুলো লিখতে বলবেন। I have (lose) some of our land in the river. Last month the cyclone (destroy) so many houses and buildings and trees! I don't (know) what will come next.
• **Coherence**	পাঠ-সংশ্লিষ্ট বা এর সমমানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রাসঙ্গিকতা ও ধারাবাহিকতা **(৩য় থেকে ৫ম শ্রেণির জন্য)**	**লিখিত :** • শিক্ষক পাঠ-সংশ্লিষ্ট বিষয় বা এর সমমানের text-এর উপর rewrtie, rearrange করতে দিবেন বা কোনো অনুচ্ছেদ লিখতে দিবেন।	**লিখিত প্রশ্নমালা**	**লিখিত**  • শিক্ষক objects/pictures-এর চার্ট থেকে উপরের চিত্রগুলো সামনে ঝুলিয়ে দিয়ে এর সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক ও ধারাবাহিকভাবে লিখতে বলল। অর্থাৎ এভাবে লিখবে I put soil into the tub. Then I put the seed into the soil. I water the seed everyday. Finally I see a small plant. শিক্ষার্থীরা যত ভালোভাবে চিত্রগুলো পর্যবেক্ষণ করতে পারবে, তত সুন্দরভাবে (প্রাসঙ্গিক ও ধারাবাহিকভাবে) লিখতে পারবে। • শিক্ষক একটি অনুচ্ছেদের বাক্যগুলো বোর্ডে এলোমেলোভাবে লিখবেন। শিক্ষার্থীরা বাক্যগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে লিখবে। যেমন: I am Radif. We go to Rajbari primary school. He is 8 years old too. I am 8 years old. Anik is my friend.

৬. ইংরেজি ভাষাদক্ষতার সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো

একটি সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো সারণি ৩ - এ উপস্থাপন করা হয়েছে। যথারীতি এই মূল্যায়ন কাঠামোটি ৫টি কলামে সজ্জিত। যেখানে মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও বিবেচ্য বিষয়, মূল্যায়ন পদ্ধতি ও টুলস সম্পর্কে উদাহরণসহ দিকনির্দেশনা রয়েছে।

মূল্যায়নের ক্ষেত্র এবং বিবেচ্য বিষয়সমূহ শিক্ষাক্রমের অর্জন উপযোগী শ্রেণিভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার আলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে। শিক্ষকগণ এই দুটি দিকের আলোকে শিখন উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে শিখনফল মূল্যায়নের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করবেন। প্রত্যেক শিখনফল মূল্যায়নের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি, কৌশল এবং উপকরণ বা টুলস নির্বাচন করবেন। সারণি ৩ এ প্রদত্ত সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো থেকে শিক্ষকগণ নিজ নিজ সামষ্টিক মূল্যায়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা লাভ করবেন।

সারণি ৩ : ইংরেজি বিষয়ের সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	মন্তব্য
Listening • Recognizing sound, sound differences, stress & intonation	• **Sound :** letters words Numbers Sentences (১ম থেকে ৫ম শ্রেণির জন্য) • **Sound differences:** (২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির জন্য) • Listening with Understanding (২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির জন্য)	**১ম ও ২য় শ্রেণি : মৌখিক** Listening and Speaking একই সাথে মূল্যায়ন করবেন। শিক্ষক একজন একজন করে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ২ থেকে ৪ মিনিটের মধ্যে মূল্যায়ন করবেন। **৩য়, ৪র্থ, ৫ম শ্রেণি : মৌখিক / লিখিত** শিক্ষক নিজে বা অডিও/ সিডি বাজিয়ে Listening text-টি সকল শিক্ষার্থীর উদ্দেশে শোনাবেন। শিক্ষার্থীরা শুনে মৌখিক অথবা লিখিতভাবে সরবরাহকৃত উত্তরপত্রে উত্তর লিখবে।	মৌখিক চেকলিস্ট লিখিত **text**	**১ম ও ২য় শ্রেণিতে** Listening and Speaking, Reading aloud একই সাথে মূল্যায়ন করবেন। **৩য়, ৪র্থ, ৫ম শ্রেণি :** Listening text এর উদাহরণ পরিশিষ্টে দেওয়া হলো।
Speaking • Recognizing sound, sound differences, stress & intonation	• **Sounds** (১ম থেকে ৫ম শ্রেণির জন্য) • vocabulary, (১ম থেকে ৫ম শ্রেণির জন্য) • coherence (৩য় থেকে ৫ম শ্রেণির জন্য)	**১ম ও ২য় শ্রেণি : মৌখিক** Listening and Speaking একই সাথে মূল্যায়ন করবেন। শিক্ষক একজন একজন করে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ২ থেকে ৪ মিনিটের মধ্যে মূল্যায়ন করবেন।	মৌখিক চেকলিস্ট মৌখিক চেকলিস্ট	**১ম ও ২য় শ্রেণিতে** Listening and Speaking, Reading aloud একই সাথে মূল্যায়ন করবেন। **৩য়, ৪র্থ, ৫ম শ্রেণিতে** Speaking and Reading aloud একই সাথে মূল্যায়ন করবেন।

সারণি ৩ : ইংরেজি বিষয়ের সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	মন্তব্য
		৩য়, ৪র্থ, ৫ম শ্রেণি : মৌখিক শিক্ষক একজন একজন করে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ২ থেকে ৪ মিনিটের মধ্যে মূল্যায়ন করবেন।		**৩য়, ৪র্থ, ৫ম শ্রেণি :** Speaking text-এর উদাহরণ পরিশিষ্টে দেওয়া হলো।
Reading **Reading aloud** (with proper pronunciation, stress, intonation and punctuation marks)	• Letter, word, pharases, simple sentences, and number (**১ম থেকে ২য়** শ্রেণির জন্য) • **Punctuation marks** Full stop, comma, question mark (৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির জন্য) • Exclamation mark (৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির জন্য) • Quotation marks (৫ম শ্রেণির জন্য)	**১ম থেকে ৫ম শ্রেণি : মৌখিক** শিক্ষক একজন একজন করে নির্ধারিত text-টি ১ মিনিট পড়তে দিয়ে মূল্যায়ন করবেন।	লিখিত text	**১ম ও ২য় শ্রেণিতে** Listening and Speaking, Reading aloud একই সাথে মূল্যায়ন করবেন। **৩য়, ৪র্থ, ৫ম শ্রেণিতে** Speaking and Reading aloud একই সাথে মূল্যায়ন করবেন।
Silent Reading • **Vocabulary** • **Grammer** • **Reading with understanding**	পাঠ-সংশ্লিষ্ট/সমমানের শব্দের synonym, antonym and word meaning (৩য় থেকে ৫ম শ্রেণির জন্য) **Punctuation marks** • Full stop, comma, question mark (৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির জন্য) • Exclamation mark (৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির জন্য) • Quotation marks (৫ম শ্রেণির জন্য) • **Articles, tenses, sentences and word classes** (৩য় থেকে ৫ম শ্রেণির জন্য) পাঠ্যপুস্তক বা এর সমমানের বিষয়বস্তু (চিত্র, কবিতা, গল্প ইতাদি) (৩য় থেকে ৫ম শ্রেণির জন্য)	**৩য়, ৪র্থ, ৫ম শ্রেণি :** **লিখিত** শিক্ষক Reading text-টি সকল শিক্ষার্থীকে সরবরাহ করবেন এবং শিক্ষার্থীরা টেক্সটি নীরবে পড়ে নির্ধারিত প্রশ্নের উত্তর সরবরাহকৃত উত্তরপত্রে লিখবে।	প্রশ্নপ্রত্রে সংযোজিত Reading text	**৩য়, ৪র্থ, ৫ম শ্রেণি :** Reading text এর উদাহরণ পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে।

সারণি ৩ : ইংরেজি বিষয়ের সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	মন্তব্য
Writing • **Letter** • **Number** • **Vocabulary** • **Grammar** • **Coherence**	• **Letter shape** (১ম থেকে ৪র্থ শ্রেণির জন্য) • **Number shape** (১ম থেকে ৫ম শ্রেণির জন্য) • **Vocabulary** পাঠ-সংশ্লিষ্ট/সমমানের শব্দের synonym and antonym (৩য় থেকে ৫ম শ্রেণির জন্য) **Grammar: Spelling (২য় থেকে ৫ম শ্রেণির জন্য)** **Capital Letter (৩য় থেকে ৫ম শ্রেণির জন্য)** **Full stop, comma, question mark (৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির জন্য)** **Exclamation mark (৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির জন্য)** **Quotation marks (৫ম শ্রেণির জন্য)** **Articles, tenses, sentences and word classes** (৩য় থেকে ৫ম শ্রেণির জন্য) • **Coherence** পাঠ-সংশ্লিষ্ট বা এর সমমানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রাসঙ্গিকতা ও ধারাবাহিকতা **(৩য় থেকে ৫ম শ্রেণির জন্য)**	**১ম থেকে ৫ম শ্রেণি : লিখিত** শিক্ষক লিখিত প্রশ্নপত্রটি সকল শিক্ষার্থীকে সরবরাহ করবেন এবং শিক্ষার্থীরা সরবরাহকৃত উত্তরপত্রে উত্তর লিখবে।	লিখিত প্রশ্নপত্র	**১ম থেকে ৫ম শ্রেণি :** লিখিত প্রশ্নপত্র এর উদাহরণ পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে।

★ **সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রশ্ন সুনির্দিষ্টকরণ ছক পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে।**

৭. মূল্যায়নের ফলাফল সংরক্ষণ

মূল্যায়ন-ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো মূল্যায়নের ফলে শিক্ষার্থীর শিখন বা অর্জনের যে প্রমাণাদি পাওয়া যায় তা সংরক্ষণ করা। মূল্যায়নের ফলাফল রেকর্ড করার জন্য শিক্ষকগণ একটি 'মূল্যায়ন ফলাফল সংরক্ষণ ছক' ব্যবহার করবেন। সারণি ৪- এ একটি নমুনা মূল্যায়ন ফলাফল সংরক্ষণ ছক প্রদান করা হলো।

সারণি ৪ : ইংরেজি বিষয়ের মূল্যায়ন ফলাফল সংরক্ষণ ছক - ধারাবাহিক ও সামষ্টিক (সমন্বিত)

শ্রেণিঃ ..... **প্রথম/দ্বিতীয়/তৃতীয় প্রান্তিক মূল্যায়ন, ২০১.....** **বিষয় : ইংরেজি**

রোল নম্বর	শিক্ষার্থীর নাম	ধারাবাহিক মূল্যায়ন																	সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর	সর্বমোট নম্বর**
		১ম মাস:.....					২য় মাস:					৩য় মাস:.....					তিন মাসে মোট প্রাপ্ত নম্বর	প্রাপ্ত গড় নম্বর*		
		শোনা	বলা	পড়া	লেখা	মোট	শোনা	বলা	পড়া	লেখা	মোট	শোনা	বলা	পড়া	লেখা	মোট				
০১	-																			
০২	-																			
০৩	-																			
০৪																				
০৫																				
০৬																				
০৭																				
০৮																				
০৯																				
১০																				

নির্দেশনা :

- সারণির ১ম সারিতে প্রযোজ্য স্থানে শ্রেণি লিখুন, প্রান্তিকের ওপর টিক চিহ্ন (✓) দিন এবং যথাস্থানে সাল ও মাসের নাম লিখুন।
- একটি প্রান্তিকে ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরের তিন মাসের মোট নির্ণয় করে তাকে ৩ দিয়ে ভাগ করে গড় নির্ণয় করুন। এই গড় নম্বরটি নির্দিষ্ট প্রান্তিকে ধারাবাহিকে প্রাপ্ত নম্বর।
- ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত এই নম্বরটি সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করে প্রান্তিকে প্রাপ্ত মোট নম্বর নির্ণয় করুন।

* ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত গড় নম্বর $= \frac{\text{১ম মাসে প্রাপ্ত নম্বর + ২য় মাসে প্রাপ্ত নম্বর + ৩য় মাসে প্রাপ্ত নম্বর}}{৩} = \frac{\text{তিন মাসে প্রাপ্ত মোট নম্বর}}{৩}$

** সর্বমোট নম্বর = ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত গড় নম্বর (১ম : ৫০, ২য় : ৪০, ৩য় ও ৪র্থ : ৩০ ও ৫ম : ২০ এর মধ্যে) + সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর (১ম : ৫০, ২য় : ৬০, ৩য় ও ৪র্থ ৭০ ও ৫ম : ৮০ এর মধ্যে)

৮. সহায়ক তথ্য

যেসব শব্দ বা শব্দগুচ্ছ মূল্যায়নের ক্ষেত্র এবং বিবেচ্য বিষয় অংশে ব্যবহার করা হয়েছে তার ব্যাখ্যা বা বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

Word Stress

একটি শব্দে একাধিক syllable থাকতে পারে। তবে শব্দটি বলার /সরবে পড়ার সময় এর একটি syllable-এর উপর বেশি জোর দেওয়া হয়। এভাবে কোনো শব্দের কোনো একটি syllable-এ জোর দেওয়াকে **stress** বলে। যেমন: tea-cher এই শব্দে দুটো syllable আছে। শব্দটি বলার বা সরবে পড়ার সময় এর প্রথম syllable tea - এর উপর জোর দেওয়া হয়ে থাকে।

Intonation (৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির জন্য)

যোগাযোগের ক্ষেত্রে intonation খুব গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তি কথা বলার সময় তার স্বর (voice) কীভাবে ব্যবহার করে- এর সাথে intonation জড়িত; আমরা কী বলি তার সাথে নয়। ব্যক্তি যখন কথা বলে তখন শব্দ / বাক্যের বিভিন্ন স্থানে স্বরের যে ওঠা-নামা, তাই intonation। যেখানে স্বর ওঠাতে হয় সেখানে rising intonation এবং যেখানে স্বর নামাতে হয়, সেখানে falling intonation-এর ব্যবহার হয়ে থাকে। Intonation ছাড়া কোনো চিন্তার বহিঃপ্রকাশ বা অর্থ বোঝা অসম্ভব। তাই শিক্ষক যত্নসহকারে এই বিষয়ে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বিকাশে সহযোগিতা করবেন।

শিক্ষার্থী-শিক্ষক পাঠ-সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু বা এর সমমানের বিষয়বস্তু intonation সহকারে বলবেন বা সরবে পড়বেন। নিচের বাক্য দুটি লক্ষ করুন।

(1) Are you coming today?

ওপরের (1) নং বাক্যটি বলা বা সরবে পড়ার সময় স্বর শুরুর দিকে নিচু থাকে, শেষের দিকে উপরে উঠে যায়। আবার, নিচের (2) নং বাক্যটি বলা বা সরবে পড়ার সময় স্বর শুরুর দিকে উঁচু থাকে, শেষের দিকে নিচে নেমে যায়।

(2) I bought a nice shirt.

কথা বলার সময় স্বরের এরূপ ওঠা-নামাকে intonation বলা হয়। এক্ষেত্রে প্রথম বাক্যটিতে rising intonation এবং দ্বিতীয় বাক্যটিতে falling intonation ব্যবহার করা হয়েছে। সাধারণত Yes/No questions ও greetings - এর জন্য rising intonation এবং Wh-questions ও statements- এর জন্য falling intonation ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

Vocabulary

Vocabulary হলো কোনো একটি ভাষার শব্দসমষ্টি। Vocabulary কোনো ব্যক্তির শব্দভাণ্ডারও (অর্থাৎ তার যত শব্দ জানা আছে) বোঝায়। যেমন, Reading The Daily Star has improved my vocabulary.

Minimal pairs

কোনো এক জোড়া শব্দে যদি একটিমাত্র ধ্বনি একে অপর থেকে আলাদা হয়, তবে সেই শব্দজোড়াকে minimal pair বলে। যেমন, pen ও pan এই দুটি শব্দের শুধু vowel sound দুটি আলাদা। তাই এই শব্দজোড়া minimal pair. তেমনি pat আর mat শব্দজোড়া (pair) -র মধ্যে শুধু consonant sound /p/ ও /m/ আলাদা। Individual sound ও sound difference (২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির জন্য) শনাক্ত ও অনুশীলন করতে minimal pair খুব সহায়তা করে।

Coherence

কোনো বিষয় (যেমন: বস্তু, ব্যক্তি, ছবি, ইত্যাদি) সম্পর্কে ভাব ও ঘটনাকে পারম্পরিকভাবে (অর্থাৎ কোনোটার পর কোনোটা হবে তা যৌক্তিকভাবে) সাজিয়ে ইংরেজিতে বলতে ও লিখতে পারলে সেই বলা বা লেখার মধ্যে coherence থাকবে।

Interaction

শিক্ষার্থী-শিক্ষক অথবা সহাপাঠীদের মধ্যে প্রশ্ন-উত্তর বা কথোপকথন activity -তে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারাই হলো Interaction.

Word classes

Word classes বা parts of speech হলো noun, pronoun, verb, adjective, adverb ইত্যাদি।

৯. পরিশিষ্ট : সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রশ্ন কাঠামো, মার্কিং গাইড, প্রশ্ন নির্দিষ্টকরণ ছক এবং নমুনা প্রশ্ন

পরিশিষ্ট ১ : প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির বিস্তারিত প্রশ্ন কাঠামো

School &Upazilla/Thana's name…….
1st /2nd/3rd Terminal Assessment 20----
Grade I
Subject: English

Time : 2 hours Full Marks: 50

Reading: 15 Marks

1. Matching letters (small and capital)	1 × 5 = 5
2. Matching numbers	1 × 5 = 5
3. Fill in the blanks (with clue)	1 × 5 = 5

Writing: 15 Marks

4. Writing letters (small and capital)	1 × 5 = 5
5. Writing numbers	1 × 5 = 5
6. Write the missing letters/ numbers	1 × 5 = 5
7. Listening	10
8. Speaking	10

Marking guide/Rubrics for grade 1

Question no 1:
If the student can match the letters correctly, s/he will get full marks. All the logical ways of matching will be rewarded. For each wrong matching, allocated marks will be deducted.

Question no 2:
If the student can match the numbers correctly he will get full marks. All the logical ways of matching will be rewarded. For each wrong matching, allocated marks will be deducted.

Question no 3:
If the student can fill in the blanks with given clues correctly he will get full marks. All the logical ways of writing answer will be rewarded. For each wrong matching, allocated marks will be deducted.

Question no 4:
If the writing shapes are understandable s/he will get full marks. But for each wrong shapes of writing, s/he will get no marks.

Question no 5:
If the number writing shapes are understandable s/he will get full marks. But for each wrong shapes of number writing, s/he will get no marks.

Question no 6:
If the student can write the missing letters/numbers correctly, s/he will get full marks. All the logical ways of writing will be rewarded. For each wrong matching, allocated marks will be deducted.

School & Upazilla/Thana's name……..
1st /2nd/3rd Terminal Assessment 201----
Grade II
Subject: English

Time : 2 hours **Full Marks : 60**

Reading: 20 Marks

1.	Matching letters (small and capital)	1 × 5 = 5
2.	Matching numbers	1 × 5 = 5
3.	Re-arrange the days of the week	1 × 5 = 5
4.	Fill in the blanks (with clue)	1 × 5 = 5

Writing: 20 Marks

5.	Writing letters (small and capital)	1 × 5 = 5
6.	Writing numbers	1 × 5 = 5
7.	Write words and Phrases	1 × 5 = 5
8.	Fill in the blanks (without clue)	1 × 5 = 5
9.	**Listening**	10
10.	**Speaking**	10

Marking guide/ Rubrics for grade 2

Question no 1:
If the student can match lellers correctly s/he will get full marks. All the logical ways of matching will be rewarded. For each wrong matching, allocated marks will be deducted.

Question no 2:
If the student can match numbers correctly s/he will get full marks. All the logical ways of matching will be rewarded. For each wrong matching, allocated marks will be deducted.

Question no 3:
If the student can arrange the days of the week according to the direction s/he will get full marks. All the logical ways of arrangement will be rewarded. Mistakes like spelling/capital letter would not be considered here. For each wrong matching, allocated marks will be deducted.

Question no 4:
If the student can fill in the blanks with given clues correctly s/he will get full marks. All the logical ways of answer will be rewarded. Spelling mistakes would not be considered here. For each wrong matching, allocated marks will be deducted.

Question no 5:
If the writing shapes are understandable, s/he will get full marks. But for the wrong shapes of writing, s/he will get no marks.

Question no 6:
If the number writing shapes are understandable s/he will get full marks. But for the wrong shapes of number writing, s/he will get no marks.

Question no 7:
If the words / phrases are written correctly according to direction, the students will get full marks. All the logical ways of answer will be rewarded. For each wrong matching, allocated marks will be deducted.

Question no 8:
If the student can fill in the blanks with correct letters /words / phrases / number, s/he will get full marks. All the logical ways of answer will be rewarded. For each wrong matching, allocated marks will be deducted.

পরিশিষ্ট ২ : সামষ্টিক মূল্যায়নে (পড়া ও লেখা) জ্ঞানমূলক ডোমেইনের নম্বর বিভাজন (৩য় থেকে ৫ম শ্রেণি)

শ্রেণি	পড়া (Reading)					লেখা (Writing)				
	জ্ঞান (Know)	অনুধাবন (Com)	প্রয়োগ (Appl)	উচ্চতর দক্ষতা (HO)	মোট	জ্ঞান (Know)	অনুধাবন (Com)	প্রয়োগ (Appl)	উচ্চতর দক্ষতা (HO)	মোট
৩য়	১৩	৮	৬	৩	৩০	৩	৪	১১	২	২০
৪র্থ	১৩	৯	৫	৩	৩০	৩	৩	১২	২	২০
৫ম (প্রান্তিক)	১৬	১২	৮	৪	৪০	১	১	১৫	৩	২০
৫ম (সমাপনী)	২০	১৫	১০	৫	৫০	১	১	২৩	৫	৩০

পরিশিষ্ট ৩ : তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রশ্ন কাঠামো ও মার্কিং গাইড

School & Upazilla/Thana's name……..
1st /2nd/3rd Terminal Assessment 201----
Grade III
Subject: English
Time : 2 & half hours
Full Marks: 70

Ques. no	Question Item	Marks	Marks distribution (Cognitive Domain)			
			Know.	Com.	Appl.	H.O.
Reading						
1	Multiple Choice Questions (MCQ)	1 × 5 = 5	3	1	1	-
2	Match the given words with their meaning	1 × 5 = 5	-	5	-	-
3	Fill in the blanks (Clues or without clues)	1 × 5 = 5	4	-	-	1
4	True/False (If false, give the correct answer)	1 × 5 = 5	4	1	-	-
5	Answer short questions (5 short constructed response questions will be given and students have to answer all of items)	1 × 5 = 5	2	1	-	2
6	Re-arrange (arrange words/ Re-arrange sentences)	1 × 5 = 5	-	-	5	-
Total marks (Reading)		30	13	8	6	3
Writing						
7	Correct the sentences (using capital letters and punctuation marks)	0.5 × 8 = 4	-	-	4	-
8	Write short and simple paragraph (by answering a set of questions (capital letters, punctuation marks, spelling and sentence structure, coherence will be marked)	6	-	-	5	1
9	Fill in the blanks (about days, cardinal and ordinal numbers, and cursive small and capital letters)	1 × 5 = 5	2	2		1
10	Short questions (by understanding instructions/ suggestions/activities)	05	1	2	2	-
Total marks (Writing)		20	3	4	11	2
11	**Listening**	10	-	-	-	-
12	**Speaking**	10	-	-	-	-

Marking guide/Rubrics for Grade III

Question no 1: (Marks 5)
If the student can choose the answer correctly, s/he will get full marks. All the logical ways of answer will be rewarded. For each wrong matching, allocated marks will be deducted.

Question no 2: (Marks 5)
If the student can match words correctly, s/he will get full marks. All the logical ways of matching will be rewarded. For each wrong matching, allocated marks will be deducted. Mistakes like spelling/capital letter/sentence structure would not be considered here.

Questions 3 - 6 (Total marks 20)
If students express their correct ideas, they will get full marks. But any mistake like as Articles/ Capital Letters/ punctuation Marks/ Spellings / Sentence structure, coherence, etc will not be considered here.

Question 7 (Total marks 4)
Grammar
1. For every correction, will get 0.5 marks. Ensure total 8 corrections (capital letters and punctuation marks) in question.

Question 8 (Total marks 6)
1. Paragraph's content including vocabulary : Marks 2 (application)
If students express their correct ideas, they will get full marks. But any mistake like as Articles/Capital Letters/ punctuation Marks/Spellings/Sentence structure, etc will not be considered here.

Grammar
2. **Articles, Capital letters and punctuation Marks : Mark 1 (application)**
   (Correct 50% & and above, get full mark and below it, get 50% marks.)
3. **Spellings and Sentence structure: Marks 2 (application)**
   (Correct 50% & and above get, full marks and below it, get 50% marks)

Coherence
4. **Coherence : Mark 1(higher order)**
   (Correct 50% & and above, get full mark and below it, get 50% marks.)

Question 9 (Total marks 5)
1. For every correct answer, will get 1 mark. Ensure total 5 gaps (about days, cardinal and ordinal numbers, and cursive small and capital letters) in question.

Question 10 (Total marks 5)
1. Question 1: Marks 2
***** If students express their correct ideas in answer, will get **1 mark (knowledge)**. But any mistake like as Articles/Capital Letters/ punctuation Marks/ Spellings / Sentence structure, etc will not be considered here.
*** Grammar :** Articles, Capital letters and punctuation Marks, Spellings and Sentence structure : **Mark 1 (application)** (Correct 50% & and above, get full mark and below it, get 50% marks.)

2. Question 2: Marks 3
* If students express their correct ideas in answer, will get **2 marks (comprehension)**. But any mistake like as Articles/Capital Letters/ punctuation Marks/ Spellings / Sentence structure, etc will not be considered here.
*** Grammar :** Articles, Capital letters and punctuation Marks, Spellings and Sentence structure : **Mark 1 (application)** (Correct 50% & and above, get full mark and below it, get 50% marks.)

School & Upazilla/Thana's name……..
1st /2nd/3rd Terminal Assessment 201----
Grade IV
Subject : English
Time : 2 & half hours
Full Marks : 70

Ques. no	Question Item	Marks	Marks distribution (Cognitive Domain)			
			Know.	Com.	Appl.	H.O.
Reading						
1	Multiple Choice Questions (MCQ)	1 × 5 = 5	4	-	-	1
2	Match the given words with their meaning	1 × 5 = 5	-	5	-	-
3	Fill in the blanks (Clues or without clues)	1 × 5 = 5	4	1	-	-
4	True/False (If false, give the correct answer)	1 × 5 = 5	3	2	-	-
5	Answer short questions (5 short constructed response questions will be given and students have to answer all of items)	1 × 5 = 5	2	1	-	2
6	Re-arrange (arrange words/ Re-arrange sentences)	1 × 5 = 5	-	-	5	-
Total marks (Reading)		**30**	**13**	**9**	**5**	**3**
Writing						
7	Write short and simple paragraph (by answering a set of questions (capital letters, punctuation marks, spelling and sentence structure, coherence will be marked)	05	-	-	4	1
8	Fill in the blanks (about days/week/months, time, cardinal and ordinal numbers and write words/ phrases/sentences using cursive capital and small letters.)	1 × 4 = 4	2	2	-	-
9	Short questions (by understanding instructions/ suggestions/activities)	04	1	1	2	-
10	Simple personal letter (Clues or without clues)	07			6	1
Total marks (Writing)		20	3	3	12	2
11	**Listening**	10	-	-	-	-
12	**Speaking**	10	-	-	-	-

Marking guide/Rubrics for Grade IV

Question no 1: (Marks 5)
If the student can choose the answer correctly, s/he will get full marks. All the logical ways of answer will be rewarded. For each wrong matching, allocated marks will be deducted.

Question no 2: (Marks 5)
If the student can match words correctly, s/he will get full marks. All the logical ways of matching will be rewarded. For each wrong matching, allocated marks will be deducted.Mistakes like spelling/capital letter/sentence structure would not be considered here.

Questions 3-6 (Total marks 20)
If students express their correct ideas, will get full marks. But any mistake like as Articles/Capital Letters/ punctuation Marks/ Spellings / Sentence structure, etc will not be considered here.

Question 7 (Total marks 5)

1. Paragraph's content including vocabulary: **Marks 2 (application)**

If students express their correct ideas, will get full marks. But any mistake like as Articles/Capital Letters/ punctuation Marks/ Spellings / Sentence structure, coherence, etc will not be considered here.

Grammar

2. Articles, Capital letters and punctuation Marks: **Mark 1 (application)**
   (Correct 50% & and above, get full mark and below it, get 50% marks.)
3. Spellings and Sentence structure: **Mark 1 (application)**
   (Correct 50% & and above get, full marks and below it, get 50% marks)

Coherence

4. Coherence: **Mark 1(higher order)**
   (Correct 50% & and above, get full mark and below it, get 50% marks.)

Question 8 (Total marks 4)

1. For every correct answer, will get 1 mark. Ensure total 4 gaps (about days/week/months, time, cardinal and ordinal numbers and write words/ phrases/sentences using cursive capital and small letters.) in question.

Question 9 (Total marks 4)

1. Question 1: **Marks 2**

* If students express their correct ideas in answer, will get **1 mark (knowledge)**. But any mistake like as Articles/Capital Letters/ punctuation Marks/ Spellings / Sentence structure, etc will not be considered here.

* **Grammar :** Articles, Capital letters and punctuation Marks, Spellings and Sentence structure : **Mark 1 (application)** (Correct 50% & and above, get full mark and below it, get 50% marks.)

2. Question 2 : **Marks 2**

* If students express their correct ideas in answer, will get **1 mark (comprehension)**. But any mistake like as Articles/Capital Letters/ punctuation Marks/ Spellings / Sentence structure, etc will not be considered here.

* **Grammar :** Articles, Capital letters and punctuation Marks, Spellings and Sentence structure : **Mark 1 (application)** (Correct 50% & and above, get full mark and below it, get 50% marks.)

Question 10 (Total marks 7)

1. Letter's content including vocabulary: **Marks 2 (application)**
2. Address and greeting, body, closing & name: : **Marks 2 (application)** [if correct 50% & above will get full marks; and below it will get 50% marks.]

Grammar

3. Articles, Capital letters and punctuation Marks : **Mark 1**(**application**) [if correct 50% & above will get full marks; and below it will get 50% marks.]
4. Spellings and Sentence structure : **Mark 1** (**application**) [if correct 50% & above will get full marks; and below it will get 50% marks.]

Coherence

5. Coherence : **Mark 1 (higher order)** [if correct 50% & above will get full marks; and below it will get 50% marks.]

School & Upazilla/Thana's name……..
1st/2nd Terminal Assessment 201----

Grade V

Subject : English

Time : 2 & half hours

Full Marks : 80

Ques. no	Question Item	Marks	Marks distribution (Cognitive Domain)			
			Know.	Com.	Appl.	H.O.
Reading						
1	Multiple Choice Questions (MCQ)	1 × 10 = 10	5	2	1	2
2	Match the given words with their meaning	1 × 5 = 5	-	5	-	-
3	Fill in the blanks (Clues or without clues)	1 × 5 = 5	4	1	-	-
4	True/False (If false, give the correct answer)	1 × 5 = 5	3	2	-	-
5	Answer short questions (5 short constructed response questions will be given and students have to answer all of items)	2 × 5 = 10	4	2	2	2
6	Re-arrange (arrange words/ Re-arrange sentences)	1 × 5 = 5	-	-	5	-
Total marks (Reading)		**40**	**16**	**12**	**8**	**4**
Writing						
7	Write short and simple paragraph (by answering a set of questions (capital letters, punctuation marks, spelling and sentence structure, coherence will be marked)	05	-	-	3	2
8	Fill in the blanks (about days/week/months, time, cardinal and ordinal numbers and write words/ phrases/sentences using cursive capital and small letters and making Wh and Yes/No questions) **or**	1 × 6 = 6 **or**	1	1	4	-
	Short questions (by understanding instructions/ suggestions/activities)	6				
9	Simple personal letter (Clues or without clues)	05	-	-	4	1
10	Form fill in	04	-	-	4	
Total marks (Writing)		20	1	1	15	3
11	**Listening**	10	-	-	-	-
12	**Speaking**	10	**-**	**-**	**-**	-

Marking guide/Rubrics for Grade V (Terminal Assessment)

Question no 1: (Marks 10)

If the student can choose the answer correctly, s/he will get full marks. All the logical ways of answer will be rewarded. For each wrong matching, allocated marks will be deducted.

Question no 2: (Marks 5)

If the student can match words correctly, s/he will get full marks. All the logical ways of matching will be rewarded. For each wrong matching, allocated marks will be deducted.Mistakes like spelling/capital letter/sentence structure would not be considered here.

Questions 3-6 (Total marks 25)

If students express their correct ideas, will get full marks. But any mistake like as Articles/ Capital Letters/ punctuation Marks/ Spellings / Sentence structure, etc will not be considered here.

Question 7 (Total marks 5)

1. Paragraph's content including vocabulary: **Mark 1 (application)**

If students express their correct ideas, will get full marks. But any mistake like as Articles/Capital Letters/ punctuation Marks/ Spellings/Sentence structure, coherence, etc will not be considered here.

Grammar

2. Articles, Capital letters and punctuation Marks: **Mark 1 (application)**
   (Correct 50% & and above, get full mark and below it, get 50% marks.)
3. Spellings and Sentence structure: **Mark 1 (application)** [if correct 50% & above will get full marks; and below it will get 50% marks.]

Coherence

4. Coherence: **Marks 2 (higher order)** [if correct 50% & above will get full marks; and below it will get 50% marks.]

Question 8 (Total marks 6)

1. For every correct answer, will get 1 mark. Ensure total 6 gaps (about days/week/months, time, cardinal and ordinal numbers and write words/ phrases/sentences using cursive capital and small letters and making Wh and Yes/No questions) in question.

Or

Short questions (ensure 3 questions on understanding instructions/ suggestions/activities)

1. Question 1: Marks 2

* If students express their correct ideas in answer, they will get **1 mark (knowledge)**. But any mistake like as Articles/Capital Letters/ punctuation Marks/ Spellings/Sentence structure, etc will not be considered here.

*** Grammar :** Articles, Capital letters and punctuation Marks, Spellings and Sentence structure : **Mark 1 (application)** (Correct 50% & and above, get full mark and below it, get 50% marks.)

2. Question 2: (Marks 2)

* If students express their correct ideas in answer, will get **1mark (comprehension)**. But any mistake like as Articles/Capital Letters/ punctuation Marks/ Spellings / Sentence structure, etc will not be considered here.

*** Grammar :** Articles, Capital letters and punctuation Marks, Spellings and Sentence structure : **Mark 1 (application)** (Correct 50% & and above, get full mark and below it, get 50% marks.)

3. Question 3 : (Marks 2)

* If students express their correct ideas in answer, will get **1mark (application)**. But any mistake like as Articles/Capital Letters/ punctuation Marks/ Spellings / Sentence structure, etc will not be considered here.

*** Grammar :** Articles, Capital letters and punctuation Marks, Spellings and Sentence structure : **Mark 1 (application)** (Correct 50% & and above, get full mark and below it, get 50% marks.)

Question 9 (Total marks 5)

1. Letter's content including vocabulary: **Mark 1 (application)**
2. Address and greeting, body, closing & name: : **Mark 1(application)** [if correct 50% & above will get full marks; and below it will get 50% marks.]

Grammar

3. Articles, Capital letters and punctuation Marks: **Mark 1**(**application**)
   (Correct 50% & and above get full mark and below it get 50% marks.)
4. Spellings and Sentence structure : **Mark 1** (**application**)
   (Correct 50% & and above get full mark and below it, get 50% marks)

Coherence

4. Coherence: **Mark 1 (higher order)** [if correct 50% & above will get full marks; and below it will get 50% marks.]

Question 10 (Total marks 4)
1. Form's content : **Marks 3 (application)**
If students express their correct ideas in answer, will get full marks. But any mistake in terms of Capital Letters/Spellings will not be considered here.

Grammar
2. Capital letters and Spellings: **Mark 1 (application)** [if correct 50% & above will get full marks; and below it will get 50% marks.]

Primary Education Completion Assessment 20----
Grade V

Subject: English
Time : 2 & half hours
Full Marks: 80

Ques. no	Question Item	Marks	Marks distribution (Cognitive Domain)			
			Know.	Com.	Appl.	H.O.
Reading						
1	Multiple Choice Questions (MCQ)	1 × 10= 10	5	4	-	1
2	Match the given words with their meaning	1 × 05= 05	-	5	-	-
3	Fill in the blanks (Clues or without clues)	2 × 05= 10	6	2	-	2
4	True/False (If false, give the correct answer)	1 × 05= 05	3	2	-	-
5	Answer short questions (5 short constructed response questions will be given and students have to answer all of items)	2 × 05= 10	6	2	-	2
6	Re-arrange (arrange words/ Re-arrange sentences)	2 × 05= 10	-	-	10	-
Total marks (Reading)		**50**	**20**	**15**	**10**	**5**
Writing						
7	Write short and simple paragraph (by answering a set of questions (capital letters, punctuation marks, spelling and sentence structure, coherence will be marked)	10	-	-	7	3
8	Fill in the blanks (about days/week/months, time, cardinal and ordinal numbers and write words/ phrases/sentences using cursive capital and small letters and making Wh and Yes/No questions) **or**	1 × 07= 07 **or**	1	1	5	-
	Short questions (by understanding instructions/ suggestions/activities)	07				
9	Simple personal letter (Clues or without clues)	07	-	-	5	2
10	Form fill in	06	-	-	6	-
Total marks (Writing)		30	1	1	23	5

Marking guide/Rubrics for Primary Education Completion Assessment

Question no 1: (Marks 10)
If the student can choose the answer correctly, s/he will get full marks. All the logical ways of answer will be rewarded. For each wrong matching, allocated marks will be deducted.

Question no 2: (Marks 5)
If the student can match words correctly, s/he will get full marks. All the logical ways of matching will be rewarded. For each wrong matching, allocated marks will be deducted.Mistakes like spelling/capital letter/sentence structure would not be considered here.

Questions 3-6 (Total marks 35)
If students express their correct ideas, will get full marks. But any mistake like as Articles/ Capital Letters/ punctuation Marks/ Spellings / Sentence structure, etc will not be considered here.

Question 7 (Total marks 10)
1. Paragraph's content including vocabulary: **Marks 3 (application)**
If students express their correct ideas, will get full marks. But any mistake like as Articles / Capital Letters/ punctuation Marks/ Spellings / Sentence structure, coherence, etc will not be considered here.

Grammar
2. Articles, Capital letters and punctuation Marks: **Marks 2 (application)** [if correct 50% & above will get full marks; and below it will get 50% marks.]
3. Spellings and Sentence structure: **Marks 2 (application)** [if correct 50% & above will get full marks; and below it will get 50% marks.]

Coherence
4. Coherence: **Marks 3 (higher order)** [if correct 50% & above will get full marks; and below it will get 50% marks.]

Question 8 (Total marks 7)
1. For every correct answer, will get 1 mark. Ensure total 7 gaps (about days/week/months, time, cardinal and ordinal numbers and write words/ phrases/sentences using cursive capital and small letters and making Wh and Yes/No questions) in question.

Or
Short questions (ensure 3 questions on understanding instructions/ suggestions/activities)
1. Question 1: Marks 2
* If students express their correct ideas in answer, they will get **1 mark (knowledge)**. But any mistake like as Articles/Capital Letters/ punctuation Marks/ Spellings / Sentence structure, etc will not be considered here.
*** Grammar :** Articles, Capital letters and punctuation Marks, Spellings and Sentence structure : **Mark 1 (application)** (Correct 50% & and above, get full mark and below it, get 50% marks.)

2. Question 2: (Marks 2)
* If students express their correct ideas in answer, will get **1mark (comprehension)**. But any mistake like as Articles/Capital Letters/ punctuation Marks/ Spellings / Sentence structure, etc will not be considered here.
*** Grammar :** Articles, Capital letters and punctuation Marks, Spellings and Sentence structure : **Mark 1 (application)** (Correct 50% & and above, get full mark and below it, get 50% marks.)

3. Question 3 : (Marks 3)
* If students express their correct ideas in answer, will get **2 marks (application)**. But any mistake like as Articles/Capital Letters/ punctuation Marks/ Spellings / Sentence structure, etc will not be considered here.
*** Grammar :** Articles, Capital letters and punctuation Marks, Spellings and Sentence structure : **Mark 1 (application)** (Correct 50% & and above, get full mark and below it, get 50% marks.)

Question 9 (Total marks 5)
1. Letter's content including vocabulary: **Marks 2 (application)**
2. Address and greeting, body, closing & name: : **Mark 1(application)** [if correct 50% & above will get full marks; and below it will get 50% marks.]

Grammar

3. Articles, Capital letters and punctuation Marks: **Mark 1(application)** [if correct 50% & above will get full marks; and below it will get 50% marks.]
4. Spellings and Sentence structure : **Mark 1 (application)** [if correct 50% & above will get full marks; and below it will get 50% marks.]

Coherence

5. Coherence: **Marks 2 (higher order)** [if correct 50% & above will get full marks; and below it will get 50% marks.]

Question 10 (Total marks 6)

1. Form's content : **Marks 5 (application)**

If students express their correct ideas in answer, will get full marks. But any mistake like as Capital Letters/Spellings will not be considered here.

Grammar

2. Capital letters and Spellings: **Mark 1 (application)** [if correct 50% & above will get full marks; and below it will get 50% marks.]

৪র্থ শ্রেণির নমুনা প্রশ্ন সুনির্দিষ্টকরণ ছক

প্রশ্ন প্রণয়নের আগে একজন প্রশ্নপ্রণেতা একটি প্রশ্ন নিদিষ্টকরণ ছক প্রস্তুত করবেন। এছকটি একটি শিখনফলভিত্তিক/যোগ্যতাভিত্তিক ও মূল্যায়ন ক্ষেত্রভিত্তিক প্রশ্ন প্রণয়ন নিশ্চিত করবে। কারণ এর মাধ্যমে প্রশ্ন প্রণয়নের আগেই শিখনফল, মূল্যায়ন ক্ষেত্র, জ্ঞানমূলক ডোমেইন ও নম্বর বিভাজন সুনির্দিষ্ট করে প্রশ্ন প্রণয়ন করা সম্ভব। যেমন ৯৬ পৃষ্ঠার প্রশ্ন কাঠামো অনুসারে ১০৪ পৃষ্ঠায় সংযোজিত প্রশ্নপত্র প্রণয়নের আগে নিচের প্রশ্ন সুনির্দিষ্টকরণ ছক প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রশ্ন নং	শিখনফল নং	মূল্যায়ন ক্ষেত্র	জ্ঞানমূলক ক্ষেত্র ও নম্বর বিভাজন				
			জ্ঞান	অনুধাবন	প্রয়োগ	উচ্চতর দক্ষতা	মোট নম্বর
1.i	Reading 5.1.1	Reading with understanding	**1**				**1**
1.ii	Reading 3.1.1, 5.1.1	Reading with understanding	**1**				**1**
1.iii	Reading 5.1.1	Reading with understanding				**1**	**1**
1.iv	Reading 7.1.1	Grammar	**1**				**1**
1.v	Reading 7.1.1	Reading with understanding, Grammar	**1**				**1**
2(a-e)	Reading 5.1.1	Reading with understanding, vocabulary		**5**			**5**
3.a	Reading 5.1.1	Reading with understanding	**1**				**1**
3.b	Reading 5.1.1	Reading with understanding	**1**				**1**
3.c	Reading 5.1.1	Reading with understanding	**1**				**1**
3.d	Reading 5.1.1	Reading with understanding		**1**			**1**
3.e	Reading 5.1.1	Reading with understanding	**1**				**1**
4.a	Reading 5.1.1	Reading with understanding	**1**				**1**

প্রশ্ন নং	শিখনফল নং	মূল্যায়ন ক্ষেত্র	জ্ঞানমূলক ক্ষেত্র ও নম্বর বিভাজন				
			জ্ঞান	অনুধাবন	প্রয়োগ	উচ্চতর দক্ষতা	মোট নম্বর
4.b	Reading 5.1.1	Reading with understanding	**1**				**1**
4.c	Reading 5.1.1	Reading with understanding		**1**			**1**
4.d	Reading 5.1.1	Reading with understanding	**1**				**1**
4.e	Reading 5.1.1	Reading with understanding		**1**			**1**
5.a	Reading 5.1.1	Reading with understanding	**1**				**1**
5.b	Reading 5.1.1	Reading with understanding				**1**	**1**
5.c	Reading 5.1.1	Reading with understanding	**1**				**1**
5.d	Reading 5.1.1	Reading with understanding		**1**			**1**
5.e	Reading 5.1.1	Reading with understanding				**1**	**1**
6(a-e)	Reading 5.1.1	Reading with understanding, Grammar,			**5**		**5**
Total (Reading)	**03**	**03**	**13**	**9**	**5**	**3**	**30**
7	Writing 3.1.1, 5.1.1, 6.1.1, 8.1.1, 10.1.1	Vocabulary, grammar, coherence.			**4**	**1**	**5**
8.a	Writing 2.1.1, 2.2.1, 4.2.1, 7.2.1	Number shape,	**1**				**1**
8.b				**1**			**1**
8.c			**1**				**1**
8.d				**1**			**1**
9.	Writing 3.1.1	Vocabulary	**1**	**1**	**2**		**4**
10.	Writing 5.1.1,6.1.1, 6.1.2, 8.1.1,11.1.1	Vocabulary, grammar, coherence.			**6**	**1**	**7**
Total (writing)	**10**	**04**	**3**	**3**	**12**	**2**	**20**
11	**Listening** 3.3.1, 3.4.1. 4.2.1	Listening with Understanding	---	---	---	---	10
12	**Speaking** 2.1.1, 3.1.1, 3.1.2	Questions-Answers	---	---	---	---	10

School & Upazilla/Thana's name……..
1st /2nd/3rd Terminal Assessment 20----
Grade IV
Subject : English

Time : 2 & half hours **Full Marks : 70**

Reading Text

Read the following paragraph and answer the questions no 1-5

Bulbul is 10 years old. His sister Badhan is 4 years younger than Bulbul. On weekdays Bulbul gets up at 7: 15 a.m. But his sister gets up 30 minutes before him. Then he goes to his grandfather and studies English with him. One day grandfather says, "Today we will study the calendar." Before that grandfather says, "Go to my study room and bring the calendar-2016, please!" At last grandfather says to Bulbul, "Open the 12th month of the year."

December-2016

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
31					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

1. Write the correct answer on your answer sheet. **Marks- 1 × 5 = 5**

i. When does Bulbul get up?
   a. fifteen minutes past seven
   b. fifteen minutes to seven
   c. seven minutes to fifteen
   d. seven minutes past fifteen

ii. Which date is the last Saturday of the month?
   a) 6
   b) 13
   c) 20
   d) 31

iii. How old is Badhan?
   a) 4 years
   b) 6 years
   c) 10 years
   d) 14 years

iv. Which one of the following is exclamation mark?
   a) ,
   b) .
   c) ?
   d) !

v. Which one is the correct sentence?
   a) Bulbul said, "grandfather tells me a story."
   b) Bulbul said, Grandfather tells me a story.
   c) Bulbul says, "Grandfather tells me a story."
   d) Bulbul says "Grandfather tells me a story."

2. Match the given words with their similar meaning. **Marks- 1x 5=5**

Word	Meaning
Old	Last day of the week
Younger	Age
Say	Holiday
Weekend	Tell
Get up	Junior
	Story
	Woke up

3. Fill in the blanks using the following words. **Marks- 1 × 5 = 5**

Elder	English	Gets up	Calendar	June	Younger	August

a. Badhon ……. at morning.
b. Grandfather asked bulbul to bring …… .
c. The eighth month of the year is ……..... .
d. Bulbul is badhon's …… brother.
e. Bulbul studies …….. with his grandfather.

4. Write the statements true or false. If false give the correct answer. **Marks- 1 × 5 = 5**
a. Badhon gets earliar than Bulbul.
b. Grandfather helps Bulbul in his study.
c. Bulbul is a student.
d. Badhon is going to study the calendar.
e. Badhon is 6 years old.

5. Answer the following questions in a sentence or sentences. **Marks- 1× 5 = 5**
a. How many years does Badhon is younger than Bulbul?
b. Write a benefit of using calendar?
c. Which month of the year does Bulbul open?
d. What time does Badhon get up?
e. How many grandchild does Bulbul's grandfather have?

6. Arrange and write the following words to make sense. **Marks- 1× 5 = 5**
a. rose, of, The, is, red, color.
b. cricket, play, I ,to, like.
c. in, read, class, I, four.
d. a, my, teacher, is, father.
e. Hobby, is, my, gardening.

7. Write a short paragraph on "Foods" by answering the following questions: Marks-05
Which foods are not good for heath?
What's foods do we eat?
Which foods should we eat regularly?
Which foods do we get from plats?
Why do we eat foods?

8. Complete the sentences so that its make a sense. **Marks- 1× 4=04**

Oyshi was born in July, 2007. So her birthday is the a) …… month of the year. On her birthday she bought a toy between taka 349 and 351. So the prices of toy was taka b) ……. . On that day the cake was cut at c) …… . Two hours later, the dinner was served at d) …… . We enjoyed the birthday.

9. Read the following instructions about traffic rules. Then answer the questions.
Marks 2 × 2=04

a) Drive carefully.
b) No horn near the hospital.
c) Drive slowly near the school**.**
d) Stop driving during the red traffic signal.

Question 1. Where should we drive slowly?
Question 2. Why should we drive carefully?

10. Read the following letter and reply the letter. **Marks-7**

Dear Fahim 18.02.2016

How are you? I am fine. Hope you are also well. Tapan, Mithu,Titu and I are going to visit National Museum on next Friday. My teacher will be with us. Do you want to join?
Take care!
Bablu

Text for Assessing Listening Skill (Summative)- Class 4 **Marks- 2 × 05 = 10**

11. Students, listen carefully & tick the correct answer on your listening checklist.

Bangladesh is a land of rivers. There are many big and small rivers. The Padma, the Meghna, The Jamuna are the big rivers. The Buriganga, the Teesta, the Madhumati, the Gumati and the Karnafuli are small rivers. The rivers are the source of our wealth. Our agriculture depends on the river. These rivers have made the soil fertile. Our rivers are important for communication. Boats, launches and steamers move on these rivers in all seasons. Men and goods are carried from one town to another town, from one port to another port. Most of the cities, towns, industries, hats, bazars are on the bank of rivers. The rivers have are great influence on the people of our country.

Checklist for students

1. Why is Bangladesh famous? a) Cities b) Towns c) Rivers d) Industries **2. What is the specialty of Bangladeshi soil?** a) Soil is Red b) Soil is Black c) Soil is White d) Soil is Fertile **3. What is the name of the big rivers?** a) Padma, Megna, Jamuna b) Padma,Megna,Teesta c) Jamuna, Megna, Teesta d) Megna, Teesta, Jamuna	**4. Why is river more important?** a) Communication b) Hats c) Bazars d) Goods **5. Boats, launches and steamers move on these rivers in** a) all seasons b) only rainy season c) only winter season d) only summer season

Text for Assessing Speaking Skill (Summative)- Class 4 **Marks- 1 × 10 = 10**

12. Student listen carefully & join with me on questions & answers.

a. How are you?
b. What is your name?
c. How many members are there in your family?
d. Which color do you like most?
e. What is your favourite subject?
f. What is your favourite sport?
g. How can you enjoy your vacation?
h. What is your favourite hobby?
i. Why do you like?
J. Have you visited any historical place in Bangladesh?

পরিবেশ পরিচিতি (বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এবং প্রাথমিক বিজ্ঞান সমন্বিত) বিষয়ের মূল্যায়ন নির্দেশিকা

শ্রেণি : ১ম ও ২য়

পরিবেশ পরিচিতি বিষয়ের মূল্যায়ন পদ্ধতি ও টুলস

১. ভূমিকা

শিশুর শিক্ষা শুরু হয় তার চারপাশের পরিবেশ থেকে। এই পরিবেশের মধ্যে রয়েছে তার পারিবারিক, সামাজিক এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ। সমাজ ও প্রকৃতিকে পৃথক করে উপলব্ধি করার সামর্থ্য শিশু বয়সে গড়ে ওঠে না। তাই শ্রেণিকক্ষে পরিবেশ ও এর উপাদান সম্পর্কে শিশুকে শেখানো হয়। এজন্য ১ম ও ২য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য পরিবেশ পরিচিতি সমাজ ও বিজ্ঞান বিষয়ে সমন্বিত শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ বিষয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থী সমাজ, পরিবেশ, দেশ ও প্রকৃতির ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারবে, উপলব্ধি করবে এবং ক্ষেত্রবিশেষে তার জ্ঞান ও দক্ষতা প্রকাশ ও প্রয়োগ করতে সমর্থ হবে।

একজন শিশু তার চারপাশের সব বিষয়ের প্রতি অনুসন্ধিৎসু। পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনা শিশুমনকে আলোড়িত করে। ফলে সে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানতে চায়। জানার জন্য তার মনজগতে নানা ধরনের প্রশ্নের উদ্রেক হয়। এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়ার মাধ্যমে তার মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। এর সাথে সাথে ধীরে ধীরে শিশু বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতা অর্জনে সমর্থ হয়।

প্রাকৃতিক পরিবেশকে জানার পাশাপাশি সে তার সামাজিক পরিবেশের সঙ্গেও পরিচিত হয়। সামাজিকীকরণের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন ঘটনা তার অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে। তার অনুসন্ধিৎসু মন পরিচিত জগতের বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়। কোমলমতি শিশুর মনে যে আগ্রহ বা কৌতুহলের সৃষ্টি হয়, তার মাধ্যমে সে জাতীয় এবং সামাজিক পরিমণ্ডলের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার মতো যোগ্যতা অর্জন করে।

শিখনকে কার্যকর করার জন্য শিখন-শেখানো কার্যাবলিতে শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যক। আর শিখন অগ্রগতি নিশ্চিত করার জন্য পাঠ চলাকালীন বা পাঠ সমাপনান্তে শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্য শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যাবলির সাথে সমন্বিত করে নিয়মিত/ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীরা কী শিখছে, কীভাবে শিখছে, তাদের শিখন ফলপ্রসূ হচ্ছে কিনা তা যাচাইয়ের মাধ্যমে শিখন অগ্রগতি সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে ধারাবাহিক মূল্যায়নের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধারাবাহিক মুল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে ফলাবর্তন (feedback) প্রদান ও পুনর্মূল্যায়ন করা সম্ভব। সামষ্টিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন সংঘটিত হয়েছে কিনা শুধু তা যাচাই করা হয়। শিক্ষকগণ যাতে ১ম ও ২য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের কার্যকরভাবে মূল্যায়ন করতে পারেন, সে উদ্দেশ্যে এই মূল্যায়ন গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া এই গাইডলাইন শিক্ষকগণকে সামঞ্জস্যপূর্ণ মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রয়োগেও সহায়তা করবে।

বি. দ্র. লেখার সুবিধার জন্য 'পরিবেশ পরিচিতি (বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এবং প্রাথমিক বিজ্ঞান সমন্বিত)'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ হিসাবে এই মূল্যায়ন নির্দেশিকায় বিষয়ের নাম হিসেবে পরিবেশ পরিচিতি ব্যবহার করা হবে।

২. সাধারণ নির্দেশনা

- শিক্ষার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষার মাধ্যমে একজন যোগ্য নাগরিক গড়ে তোলা। যথাযথ জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে ১ম ও ২য় শ্রেণির শিক্ষার্থী যেন সমাজ ও পরিবেশকে বুঝতে পারে শিক্ষক তা জোরালোভাবে লক্ষ রাখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন নিশ্চিত করার জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়নের ওপর গুরুত্ব দেবেন। প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষক, শিক্ষার্থীকে ফিডব্যাক প্রদান করবেন এবং পুনর্মূল্যায়ন দ্বারা শিখন অগ্রগতি যাচাই করবেন।
- ধারাবাহিক মূল্যায়ন কোনো আনুষ্ঠানিক মূল্যায়ন নয়। শিক্ষার্থীর কাঙ্খিত শিখন নিশ্চিত করাই এই মূল্যায়নের লক্ষ্য।
- শিক্ষক পাঠকে অংশগ্রহণমূলক ও আনন্দময় করে তুলবেন এবং তাকে এমনভাবে পাঠে সম্পৃক্ত করবেন, যাতে তার শিখন স্থায়ী হয়।
- বিষয়জ্ঞান, সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া সম্পর্কিত দক্ষতা, সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়নের জন্য শিক্ষকগণ মূল্যায়ন গাইড অনুসরণ করবেন।
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের নমনীয়ভাবে মূল্যায়ন করতে হবে।

- ধারাবাহিক মূল্যায়নে শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বর 'নির্ধারিত ফলাফল সংরক্ষণ ছকে' রেকর্ড করে রাখতে হবে। 'মূল্যায়ন ফলাফল সংরক্ষণ ছক' শিক্ষকগণ তৈরি করবেন অথবা তা সরবরাহ করা হবে।

পরিবেশ পরিচিতি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন

পরিবেশ পরিচিতি বিষয়ে ১ম ও ২য় শ্রেণির শিশুদের মূল্যায়ন দুইভাবে সম্পাদিত হবে। যথা, (১) ধারাবাহিক মূল্যায়ন (Continuous Assessment) এবং (২) সামষ্টিক মূল্যায়ন (Summative Assessment)। মূল্যায়নের জন্য সম্পূর্ণ একাডেমিক বছরকে তিনটি প্রান্তিকে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন, ১ম প্রান্তিক, ২য় প্রান্তিক এবং ৩য় প্রান্তিক। প্রত্যেক প্রান্তিকের মেয়াদ গড়ে ৪ মাসের মতো। প্রত্যেক প্রান্তিকে নির্দিষ্ট পাঠক্রমের ভিত্তিতে শিখনফল নির্ধারণ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হবে।

৩. পরিবেশ পরিচিতি বিষয় মূল্যায়নের নম্বর বণ্টন (ধারাবাহিক ও সামষ্টিক)

পরিবেশ পরিচিতি বিষয়ে ১ম ও ২য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য প্রত্যেক প্রান্তিকে মোট ৫০ নম্বর করে বরাদ্দ রয়েছে। তন্মধ্যে ৩০ নম্বর ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য এবং ২০ নম্বর সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য। উল্লেখ্য যে উভয় শ্রেণিতেই তিনটি প্রান্তিকের জন্য একই নম্বর বণ্টন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। সারণি ১ - এ শিখন ক্ষেত্র অনুয়ায়ী বিস্তারিত নম্বর বিভাজন দেখানো হয়েছে।

সারণি ১ : ১ম ও ২য় শ্রেণির পরিবেশ পরিচিতি বিষয়ে বিভিন্ন প্রান্তিকে ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের নম্বর বণ্টন

শ্রেণি	ধারাবাহিক মূল্যায়ন				সামষ্টিক মূল্যায়ন (মৌখিক)				সর্বমোট (ক) + (খ)
	বিষয়জ্ঞান	সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা	সামাজিক এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ	মোট (ক)	বিষয়জ্ঞান			মোট (খ)	
					জানা	অনুধাবন	প্রয়োগ		
১ম	১৫	১০	৫	৩০	১০	৫	৫	২০	৫০
২য়	১৫	১০	৫	৩০	১০	৫	৫	২০	৫০

৪. পরিবেশ পরিচিতি (১ম ও ২য় শ্রেণি) বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো

পরিবেশ পরিচিতি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শিখন-এর ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রতিদিনের পাঠ পরিচালনার সময় শিখন-শেখানো কার্যাবলির সাথে সমন্বিত করে অনুশীলিত হবে। শ্রেণিকক্ষে ধারাবাহিক মূল্যায়ন বাস্তবায়নের জন্য একটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। শ্রেণি বা বিষয় শিক্ষক এই মূল্যায়ন কাঠামো অনুসরণ করে ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্য পরিচালনা করবেন। ১ম ও ২য় শ্রেণির পরিবেশ পরিচিতি বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো সারণি ২- এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামোতে শিক্ষক অনুশীলনের সময় কী মূল্যায়ন করবেন, কী পদ্ধতি অনুসরণ করবেন, কী টুলস বা উপকরণ বব্যবহার করবেন এই সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এই কাঠামোতে পাঁচটি কলাম আছে। কলামগুলো হলো মূল্যায়নের ক্ষেত্র, মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয়, মূল্যায়ন পদ্ধতি, মূল্যায়ন টুলস এবং মন্তব্য/উদাহরণ।

মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও বিবেচ্য বিষয় : পরিবেশ পরিচিতি বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য তিনটি বৃহৎ ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে বিষয়জ্ঞান, সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা এবং সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ। এই ক্ষেত্রসমূহ শিক্ষাক্রমের আলোকে নির্ধারণ করা হয়েছে। এই তিনটি ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের শিখন কী ধরনের হতে পারে বা কী ধরনের সুনির্দিষ্ট আচরণ শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষক প্রত্যাশা করতে পারেন, তা 'বিবেচ্য বিষয়' কলামে সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়া পরিশিষ্ট ১ - এ সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু বিস্তারিত উপস্থাপন করা হয়েছে।

মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং টুলস : পরিবেশ পরিচিতি বিষয়ে ১ম-২য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়নের জন্য দুই ধরনের মূল্যায়ন পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। এর একটি হলো মৌখিক এবং অপরটি পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি। শিক্ষার্থীদের

বিষয়জ্ঞান যাচাইয়ের জন্য মৌখিক পদ্ধতি এবং সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ যাচাইয়ের জন্য পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে।

সারণি ২ : ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল ও টুলস/উপকরণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	মন্তব্য
বিষয়জ্ঞান : শিক্ষক সংশ্লিষ্ট পাঠ বা পাঠগুলোর শিখনফল অর্জন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিষয়জ্ঞান যাচাই করবেন। বিষয়জ্ঞান যাচাইকালে নিচের সবগুলো স্তরের প্রশ্ন ব্যবহার করবেন। ● জানা ● অনুধাবন ● প্রয়োগ ● উচ্চতর শিখন	যে ধরনের শিখনের জন্য শিক্ষার্থীর বিষয়জ্ঞান মূল্যায়ন করা হবে তা হলো - **জানা/স্মরণ করা :** বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত পূর্বে শেখা তথ্য বা ধারণা স্মরণ বা মনে করে বলতে বা প্রকাশ করতে পারা। **অনুধাবন :** কোনো বিষয়বস্তুর অর্থ সঠিকভাবে উপলব্ধি করে বা বুঝে বলতে বা প্রকাশ করতে পারা। **প্রয়োগ :** শিক্ষার্থী যে জ্ঞান, ধারণা, নীতি, পদ্ধতি ইত্যাদি পূর্বে/ইতোমধ্যে জেনেছে বা বুঝেছে তা বাস্তবে বা নতুন-অজানা ক্ষেত্রে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করে দেখাতে পারা। **উচ্চতর শিখন :** বিচ্ছিন্ন ধারণা বা তথ্য সংগঠিত করা, অর্থপূর্ণভাবে একত্রিত করা এবং একটি সামগ্রিক রূপ দেওয়ার সামর্থ্য, নির্ধারিত মানদণ্ডের আলোকে কোনো কিছু মূল্যায়ন করার সামর্থ্য। এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।	মৌখিক: শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে ও পাঠ সমাপনান্তে শিক্ষক মৌখিক মূল্যায়ন চেকলিস্ট ব্যবহার করে বিষয়জ্ঞান যাচাই করবেন।	মৌখিক চেকলিস্ট	ধারাবাহিক মূল্যায়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। দৈনন্দিন শিখন-শেখানো কার্য চলাকালীন পাঠের জন্য নির্ধারিত শিখনফলের সাথে সম্পর্কিত করে শিক্ষক উপকরণ/টুলস হিসাবে মৌখিক চেকলিস্ট ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন এবং শিক্ষার্থীকে মৌখিকভাবে উত্তর দেওয়ার জন্য নির্দেশনা দেবেন। এই মূল্যায়ন পাঠের যেকোনো পর্যায়ে (শুরুতে, শেষে বা মাঝে) সংঘটিত হতে পারে। শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি যাচাই করার পর শিক্ষক প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন এবং পুনর্মূল্যায়ন করে শিখন নিশ্চিত করবেন। ★ বিষয়জ্ঞান মূল্যায়নের নমুনা চেকলিস্ট পরিশিষ্ট ২ - এ সংযোজিত হয়েছে।
সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা : সামাজিক দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী যথাযথ সামাজিক আচরণে সক্ষম হবে। তার সামাজিক গুণাবলি চর্চার ক্ষেত্রসমূহ প্রসারিত হবে। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা শিক্ষার্থীকে তথ্য অনুসন্ধান, সংগঠন ও বিশ্লেষণের (গবেষণা) সামর্থ্য বিকাশে সাহায্য করবে। এই দক্ষতার মধ্যে থাকবে - ● পরিবেশবান্ধব আচরণ ● মিলেমিশে থাকা ● দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন ● পর্যবেক্ষণ ● শ্রেণিকরণ ● সিদ্ধান্ত গ্রহণ	● পরিবেশবান্ধব : পরিবেশের প্রতি শিক্ষার্থীর আচরণ ইতিবাচক হবে। শিক্ষার্থী; পরিবেশের যত্ন ও রক্ষা করার দক্ষতা অর্জন করবে। ● দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার : শ্রেণিতে শিক্ষার্থী নিজের ও সহপাঠীদের অধিকার, বাস্তবে অধিকারের যথাযথ প্রয়োগ এবং সহপাঠী, পরিবার ও রাষ্ট্রের প্রতি নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের দক্ষতা অর্জন করবে। ● মিলেমিশে থাকা : পরস্পর মিলেমিশে থাকা, একে অন্যকে সাহায্য করার চর্চা; ভালো-মন্দের পার্থক্য করার সামর্থ্য; সহনশীলতা ও সৌহার্দ্য প্রকাশ। ● বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ, মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, দেশের সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষণ করার দক্ষতা। ● সঠিকভাবে চারপাশের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করা।	**পর্যবেক্ষণ:** শিখন-শেখানো কার্যাবলি চলাকালীন শিক্ষক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সামাজিক দক্ষতা যাচাই করবেন।	পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট	● পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট ব্যবহার করে শিক্ষক শিখন-শেখানো কার্যাবলি চলাকালীন (শুরুতে, মাঝে বা শেষে যেকোনো সময়ে) পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সামাজিক ও **বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার** দক্ষতা যাচাই করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে ফলাবর্তন দেবেন এবং পুনর্মূল্যায়ন করে শিখন নিশ্চিত করবেন। ★ নমুনা পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট পরিশিষ্ট ৩ - এ সংযোজিত হয়েছে।

সারণি ২ : ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল ও টুলস/উপকরণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	মন্তব্য
	● পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ করা বা পার্থক্য করা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার সামর্থ্য।			
সামাজিক এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ : শিক্ষার্থীর মূল্যবোধ, বিশ্বাস, আদর্শ এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হবে। সে মানুষকে মূল্য দিতে শিখবে এবং তার নিজের ও অন্যের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হবে। ● পরিবেশবান্ধব আচরণ ● মিলেমিশে থাকা - সহনশীলতা ● সততা, বিশ্বাস ● দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার ● ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ● কৌতূহল ● যাচাই প্রবণতা	● পরিবেশের উপাদানের গুরুত্ব উপলব্ধি, পরিবেশের প্রতি ভালোবাসা ও পরিবেশের যত্ন ও রক্ষা করার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। ● নিজের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা। ● শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন। ● পরিবার ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন। ● সকল পেশার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন। ● মিলেমিশে থাকা এবং একে অন্যকে সাহায্য করার মনোভাব। একে অন্যের প্রতি সহনশীলতা, সৌহার্দ্য ও হৃদ্যতা প্রকাশ করা। ● ভালো-মন্দের পার্থক্য বুঝে ভালোকে গ্রহণ করা এবং মন্দকে এড়িয়ে চলা। ● বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার আগ্রহ এবং ভালোবাসা। বাস্তবে তা চর্চা করার মানসিকতা। ● মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। ● দেশের সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষণ করার মানসিকতা। ● জাতীয় দিবস বা ঘটনাসমূহের অনুষ্ঠানে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। ● প্রশ্ন করার মাধ্যমে কৌতূহল প্রদর্শন করা। ● কোনো বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করার প্রবণতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা।	**পর্যবেক্ষণ** শিখন-শেখানো কার্যাবলি চলাকালীন শিক্ষক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সামাজিক এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ যাচাই করবেন।	পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট	● শিক্ষকের নির্দেশনায় শিক্ষার্থী পর্যবেক্ষণ করবে, পারদর্শিতা দেখাবে। শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করবেন। ধারাবাহিক মূল্যায়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট ব্যবহার করে শিক্ষক শিখন- শেখানো কার্যাবলি চলাকালীন (শুরুতে, মাঝে বা শেষে যেকোনো সময়ে) পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সামাজিক ও **বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকরণ** দক্ষতা যাচাই করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে ফলাবর্তন দেবেন এবং পুনর্মূল্যায়ন করে শিখন নিশ্চিত করবেন। ★ নমুনা পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট পরিশিষ্ট ৩ - এ সংযোজিত হয়েছে।

ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো ব্যবহারের নির্দেশনা:

শ্রেণিকক্ষে একক কাজ, জোড়ায় কাজ ও দলীয় কাজসহ পরিকল্পিত কাজ এবং শিক্ষক কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য অনুশীলনে (নিকট পরিবেশ পর্যবেক্ষণ, শিক্ষা সফর ইত্যাদি) শিক্ষার্থীর সক্রিয় ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষার্থীর আগ্রহ, প্রশ্ন করা, প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, দলগত কাজে সহযোগিতা, পরিচ্ছন্নতা, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি শ্রেণিকক্ষে পাঠ চলাকালীন মৌখিক এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

৫. পরিবেশ পরিচিতি (১ম ও ২য় শ্রেণি) বিষয়ের সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো

প্রত্যেক প্রান্তিকের শেষে সামষ্টিক মূল্যায়ন একবার সংঘটিত হবে। শিক্ষকগণ সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো অনুসরণ করে সামষ্টিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করবেন। সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো সারণি ৩ - এ উপস্থাপন করা হয়েছে। যথারীতি এই কাঠামোতে ৫টি কলাম রয়েছে। যথা, মূল্যায়ন ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, মূল্যায়ন পদ্ধতি, টুলস এবং মন্তব্য।

১ম ও ২য় শ্রেণির পরিবেশ পরিচিতি বিষয়ের সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়ন ক্ষেত্র হিসাবে বিষয়জ্ঞান বিবেচনা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বিষয়জ্ঞান মূল্যায়ন করা হবে চার ধরনের শিখনফল বা শিখন ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে। শিখন ক্ষেত্রগুলো হলো - স্মরণ করা/জানা, অনুধাবন করা/বুঝতে পারা, প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতা।

শিখনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ১ম ও ২য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন হবে মৌখিকভাবে।

সারণি ৩ : সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল ও টুলস/উপকরণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	মন্তব্য
বিষয়জ্ঞান : এ বিষয়ের মাধ্যমে ১ম ও ২য় শ্রেণির শিক্ষার্থীরা সমাজ ও পরিবেশের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে নির্ধারিত তথ্য, ধারণা, নিয়ম, পদ্ধতি, নীতি ইত্যাদি সম্পর্কে জানবে (জানা), বুঝবে (অনুধাবন) এবং এসব ধারণা বা তথ্য প্রয়োগ করার জ্ঞান ও সামর্থ্য অর্জন (প্রয়োগ) এবং তথ্যসমূহ সংগঠিতভাবে উপস্থাপন করতে পারবে (উ. দক্ষতা)। বিষয়জ্ঞান -এর মাধ্যমে যে শিখনফল অর্জন করবে তা হলো : (ক) জানা, (খ) অনুধাবন, (গ) প্রয়োগ, (ঘ) উচ্চতর দক্ষতা।	**স্মরণ করা/জানা:** পূর্বের শেখা কোনো তথ্য বা অভিজ্ঞতা স্মরণের মানসিক ক্ষমতা। যেমন- বলা, পুনরাবৃত্তি। **অনুধাবন করা :** কোনো বিষয়ের অর্থ সঠিকভাবে অনুধাবন করা বা বুঝতে পারা। **প্রয়োগ করা:** পূর্বে শেখা কোনো ধারণা, নীতি, পদ্ধতি বাস্তবে নতুন ক্ষেত্রে ব্যবহার। **উচ্চতর শিখন :** কোনো কিছু সংগঠিত করা এবং সামগ্রিক রূপ দেওয়া। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী সৃজনশীল হবে।	মৌখিক : শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন এবং পাঠ সমাপনান্তে শিক্ষক মৌখিক মূল্যায়ন চেকলিস্ট ব্যবহার করে বিষয়জ্ঞান যাচাই করবেন।	মৌখিক চেকলিস্ট ★ নমুনা মৌখিক চেকলিস্ট পরিশিষ্ট ৪-এ সংযুক্ত করা হয়েছে।	বিষয়জ্ঞানের সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত শিখন ক্ষেত্রের (স্মরণ/জানা, অনুধাবন, প্রয়োগ, উচ্চতর শিখন) কোনোটি থেকে কয়টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হবে তা প্রশ্ন সুনির্দিষ্টকরণ সারণি (সারণি ৪) অনুসরণ করে শিক্ষকগণ মৌখিক প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করবেন।

৫.১ প্রশ্ন সুনির্দিষ্টকরণ ছক

১ম ও ২য় শ্রেণির পরিবেশ পরিচিতি বিষয়ের সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ৫টি মৌখিক প্রশ্নের উত্তর মৌখিকভাবে দিতে হবে এবং প্রত্যেকটি প্রশ্নের মান ৪। সামষ্টিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শুধু স্মরণ, অনুধাবন ও প্রয়োগ এই ৩টি শিখন ক্ষেত্র অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের বিষয়জ্ঞান যাচাই করা হবে।

মোট ৫টি প্রশ্নের মধ্যে ৩টির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের স্মরণ করার প্রক্রিয়া, ১টির মাধ্যমে অনুধাবন বা বুঝতে পারার প্রক্রিয়া এবং আরও ১টি প্রশ্নের মাধ্যমে শেখা জ্ঞান নতুন ক্ষেত্রে প্রয়োগের সামর্থ্য যাচাই করা হবে। সুতরাং, শিক্ষার্থীদের স্মরণ করা থেকে মোট ১২ নম্বর (৩×৪), অনুধাবন থেকে ৪ নম্বর (১×৪) এবং প্রয়োগ থেকে ৪ নম্বরসহ (১×৪) মোট ২০ নম্বরের প্রশ্নোত্তর করতে হবে। সারণি ৪ দেখুন।

সারণি ৪ : ১ম-২য় শ্রেণির পরিবেশ পরিচিতি বিষয়ে সামষ্টিক মূল্যায়নের মৌখিক প্রশ্ন সুনির্দিষ্টকরণ ছক

প্রশ্ন সংখ্যা ও নম্বর	শিখনফল/ক্ষেত্র অনুযায়ী বিষয়জ্ঞান সম্পর্কিত প্রশ্ন বণ্টন			মোট
	স্মরণ/জানা	অনুধাবন	প্রয়োগ	
মোট প্রশ্নের সংখ্যা	৩	১	১	৫
প্রতি প্রশ্নে বরাদ্দকৃত নম্বর	৪	৪	৪	-
মোট নম্বর	৩ × ৪ = ১২	১ × ৪ = ৪	১ × ৪ = ৪	৫ × ৪ = ২০

৬. মূল্যায়নের ফলাফল সংরক্ষণ

মূল্যায়ন-ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর সংরক্ষণ করা। একটি যথাযথ ফলাফল সংরক্ষণ ছকে শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের ফলাফল সংরক্ষণ বা রেকর্ড করতে হবে। ধারাবাহিক এবং সামষ্টিক মূল্যায়নের ফলাফল সংরক্ষণ করা মূল্যায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

পরিবেশ পরিচিতি বিষয়ে মূল্যায়নের ফলাফল রেকর্ড করার জন্য সারণি ৫-এর মতো একটি ছক ব্যবহার করতে হবে। সারণি ৫-এর পৃথক কলামে প্রতিটি প্রান্তিকে ধারাবাহিকের ফলাফল ৩০ নম্বরের মধ্যে এবং সামষ্টিকের ফলাফল ২০ নম্বরের মধ্যে লিপিবদ্ধ করতে হবে। অতঃপর ধারবাহিক ও সামষ্টিকের নম্বর যোগ করে মোট ৫০ নম্বরের প্রাপ্ত নম্বর 'সর্বমোট' কলামে লিখতে হবে।

সারণি ৫ : পরিবেশ পরিচিতি (১ম - ২য় শ্রেণি) বিষয়ের মূল্যায়ন ফলাফল সংরক্ষণ ছক - ধারাবাহিক ও সামষ্টিক (সমন্বিত)

শ্রেণিঃ ..... **প্রথম/দ্বিতীয়/তৃতীয় প্রান্তিক মূল্যায়ন, ২০১.....** **বিষয়ঃ** পরিবেশ পরিচিতি

রোল নম্বর	শিক্ষার্থীর নাম	ধারাবাহিক মূল্যায়ন														সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর	সর্বমোট নম্বর**
		১ম মাসঃ				২য় মাসঃ				৩য় মাসঃ				তিন মাসে মোট প্রাপ্ত নম্বর	প্রাপ্ত গড় নম্বর*		
		বিষয়জ্ঞান	সা. ও বৈ. প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা	সা. ও বৈ. দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ	মোট	বিষয়জ্ঞান	সা. ও বৈ. প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা	সা. ও বৈ. দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ	মোট	বিষয়জ্ঞান	সা. ও বৈ. প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা	সা. ও বৈ. দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ	মোট				
		...	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	...	...	....	....
০১	-																
০২	-																
০৩	-																
০৪																	
০৫																	

নোট : সা. = সামাজিক ; বৈ. = বৈজ্ঞানিক

নির্দেশনা :

- সারণির ১ম সারিতে প্রযোজ্য শ্রেণি এবং প্রান্তিকের ওপর টিক (✓) চিহ্ন দিন, যথাস্থানে সাল ও মাসের নাম লিখুন।
- একটি প্রান্তিকে ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরের তিন মাসের মোট নির্ণয় করে তাকে ৩ দিয়ে ভাগ করে গড় নির্ণয় করুন। এই গড় নম্বরটি শিক্ষার্থীর নির্দিষ্ট প্রান্তিকে প্রাপ্ত ধারাবাহিকের প্রাপ্ত নম্বর।
- ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরের সাথে সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে নির্দিষ্ট প্রান্তিকে সর্বমোট নম্বর নির্ণয় করুন।

* ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত গড় নম্বর $= \frac{\text{১ম মাসে প্রাপ্ত নম্বর + ২য় মাসে প্রাপ্ত নম্বর + ৩য় মাসে প্রাপ্ত নম্বর}}{৩} = \frac{\text{তিন মাসে প্রাপ্ত সর্বমোট নম্বর}}{৩}$

** সর্বমোট নম্বর = ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত গড় নম্বর (৩০ এর মধ্যে) + সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর (২০-এর মধ্যে)।

৮. সহায়ক তথ্য

শ্রেণিকক্ষে ধারাবাহিক মূল্যায়ন অনুশীলন

ধারাবাহিক মূল্যায়ন শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ। যেসব কৌশলের মাধ্যমে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করা হয়, সেগুলো হলো শিক্ষকের পর্যবেক্ষণ, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রশ্নোত্তর, শ্রেণিতে একক বা দলীয় কাজ, স্ব-মূল্যায়ন, জোড় মূল্যায়ন বা সহপাঠী দ্বারা মূল্যায়ন, পাঠে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ ইত্যাদি। পাঠ চলাকালীন বা পাঠ সমাপনান্তে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ফিডব্যাক প্রদান ও পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পাঠের শিখনফল অর্জন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ধারাবাহিক মূল্যায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীর আগ্রহ, মনযোগ, কৌতূহল ও নিজে থেকে প্রশ্ন করা এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ, দলগত কাজে সহযোগিতা,

পরিকল্পনা/অনুসন্ধান/প্রোজেক্ট ওয়ার্ক/পরিকল্পিত কাজে দক্ষতা, উপস্থাপন দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি ধারাবাহিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হবে। ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে নিশ্চিত করা সম্ভব।

সংশ্লিষ্ট পাঠ/পাঠগুলোর শিখনফলের ভিত্তিতে সরবরাহকৃত মূল্যায়ন কাঠামো অনুসরণ করে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করতে হবে। এ মূল্যায়নের জন্য স্বতন্ত্রভাবে আনুষ্ঠানিক কোনো পরীক্ষা নেওয়া যাবে না। শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যাবলি চলাকালীন বা বিদ্যালয়ে পাঠসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অনুশীলনে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, অংশগ্রহণ ও বিভিন্ন কাজে সাফল্যের মাত্রার ভিত্তিতে শিক্ষক মূল্যায়ন করবেন ও এর ফলাফল রেকর্ড করবেন।

৯. পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১

১ম ও ২য় শ্রেণির পরিবেশ পরিচিতি বিষয়ের মূল্যায়ন ও শিখন ক্ষেত্রের নির্দিষ্ট শিখন আচরণের নমুনা তালিকা

বিষয়জ্ঞান				সামাজিক ও বিজ্ঞানের প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা	সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ
জানা	অনুধাবন	প্রয়োগ	উচ্চতর দক্ষতা		
• বলতে পারা • পুনরাবৃত্তি • তালিকা করা • লিপিবদ্ধ করা	• শনাক্ত করা • বর্ণনা করা • চিহ্নিত করা • আলোচনা করা • প্রকাশ করা	• উপস্থাপন করা • শ্রেণিকরণ করা • আবিষ্কার • প্রদর্শন	• পরিকল্পনা করা • কল্পনা করা • পৃথক করা • সংগঠিত করা • সমালোচনা করা • উপসংহার • ভবিষ্যদ্বাণী	• সচেতনতা • অনুশীলন • সিদ্ধান্ত গ্রহণ • যোগাযোগ • পর্যবেক্ষণ • শ্রেণীকরণ	• সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি • মুক্ত মানসিকতা • কৌতূহল যাচাই প্রবণতা

পরিশিষ্ট ২ : ধারাবাহিক মূল্যায়নের নমুনা টুলস

বিষয় : পরিবেশ পরিচিতি (১ম - ২য় শ্রেণি)

মূল্যায়নের ক্ষেত্র : বিষয়জ্ঞান

মৌখিক মূল্যায়ন চেকলিস্ট

অধ্যায়: আমাদের পরিবেশ (১ম শ্রেণি)

- আমাদের চারপাশের সবকিছু নিয়ে কী গঠিত?
- প্রাকৃতিক পরিবেশের দুইটি উপাদানের নাম বল?
- সামাজিক পরিবেশের দুইটি উপাদানের নাম বল?
- পরিবেশ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন কেন?

অধ্যায়: বায়ু, পাঠ ১ : বায়ুর অস্তিত্ব (২য় শ্রেণি)

- বায়ু যে আছে তা আমরা কীভাবে বুঝতে পারি?
- পালতোলা নৌকা কিসের সাহায্যে চলে?
- গাছের পাতা নড়ে কেন?
- ফুঁ দিলে মোমবাতি নিভে কেন?

শিখনফল/ক্ষেত্র অনুযায়ী মৌখিক প্রশ্ন

মূল্যায়নের ক্ষেত্র : বিষয়জ্ঞান

শিখনফল/ ক্ষেত্র	প্রশ্ন
জানা	শ্রেণিকক্ষের বাইরে কী কী দেখা যাচ্ছে? তোমার পরিবারে কতজন সদস্য আছে?
অনুধাবন	তুমি আজ বিদ্যালয়ে কীভাবে এসেছ? বৃষ্টি কোন পরিবেশের উদাহরণ?
প্রয়োগ	সহপাঠীর সাথে কীরূপ আচরণ করবে? শ্রেণিকক্ষের আবর্জনা কোথায় ফেলবে?
উচ্চতর শিখন দক্ষতা	তোমার ভালো কাজ ও মন্দ কাজগুলো আলাদা করে বল? বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ পরিষ্কার রাখতে তুমি বন্ধুদের কী কী করতে বলবে?

পরিশিষ্ট ৩ : ধারাবাহিক মূল্যায়নের নমুনা টুলস বিষয়: পরিবেশ পরিচিতি (১ম - ২য় শ্রেণি) মূল্যায়নের ক্ষেত্র: সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা ও সামাজিক এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট		
শিখনক্ষেত্র/টুলস	**প্রশ্ন**	**মন্তব্য**
পর্যবেক্ষণ	• শ্রেণিকক্ষের বাইরে কী কী দেখা যাচ্ছে? এগুলো থেকে তিনটি জীব উপাদানের নাম বল। (বিজ্ঞানের প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা) • শ্রেণিকক্ষের ভিতরে প্রাকৃতিক পরিবেশের কোনো উপাদান আছে কি?	শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষের বাইরে/ভিতরে তাকিয়ে পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে সঠিক উত্তর দিচ্ছে কিনা তা শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন।
সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা	• বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ পরিষ্কার রাখার জন্য তুমি এবং তোমার বন্ধুরা মিলে কী করবে? (পরিকল্পনা করবে ও বলবে) • শ্রেণিতে বা খেলার সময় শিক্ষার্থী তার সহপাঠীর সাথে কীরূপ আচরণ করছে- শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং শিক্ষার্থীর সামাজিক দক্ষতা মূল্যায়ন করবেন। • অনুরূপভাবে শিক্ষার্থী শিক্ষকের সাথে কিরূপ আচরণ করছে তা পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করবেন।	শিক্ষক শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নিয়ে যাবেন; মাঝে মধ্যে শিক্ষার্থীদের জন্য মাঠে খেলার আয়োজন করবেন।
সামাজিক এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ	• তোমার সহপাঠীর কোনো কিছু হারিয়ে গেলে তুমি কী করবে? • তুমি তোমার সহপাঠীর সাথে কীরূপ আচরণ করবে? • তোমার সাথে তোমার বন্ধু রেগে গেলে তোমার কী করা উচিত? • শ্রেণিতে বন্ধুর সাথে বিবাদ বাধলে কার সাহায্য চাইবে?	মুল্যবোধ হলো বিশ্বাস আর আচরণ হলো তার প্রকাশ বা কাজ। বিষয়টি শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন।

পরিশিষ্ট ৪ : সামষ্টিক মূল্যায়নের নমুনা টুলস

------- বিদ্যালয়

১ম প্রান্তিক মূল্যায়ন (মৌখিক)

১ম শ্রেণি

বিষয় : পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ ও বিজ্ঞান সমন্বিত)

সময় : ২ ঘণ্টা পূর্ণমান : ২০

[অধ্যায় : আমাদের পরিবেশ, পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু, নিজ পরিবেশের জড় ও জীব, আমরা সবাই সমান, আমার পরিবার।]

নির্দেশনা : নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। ৫ × ৪ = ২০

১। গাছ, মাটি, বিদ্যালয়, রাস্তাঘাট কোন পরিবেশের উদাহরণ? (স্মরণ করা/জানা)

২। বই ও খাতা আমাদের কী কাজে লাগে? (স্মরণ করা/জানা)

৩। সূর্য থেকে আমরা কী পাই? (স্মরণ করা/জানা)

৪। তুমি কোথায় খেলতে পছন্দ কর এবং কেন? (অনুধাবন)

৫। বিদ্যালয়ে একটি খেলার মাঠ আছে। যত্ন কীভাবে নেবে? (প্রয়োগ)

সারণি ৬ : পরিবেশ পরিচিতি বিষয়ের বিষয়জ্ঞানের মৌখিক প্রশ্ন সুনির্দিষ্টকরণ ছক

প্রশ্নের সংখ্যা ও নম্বর	শিখন উদ্দেশ্য/ক্ষেত্র			মোট
	জানা	অনুধাবন	প্রয়োগ	
মোট প্রশ্নের সংখ্যা	৩ (১, ২, ৩নং)	১ (৪নং)	১ (৫নং)	৫ টি
প্রতি প্রশ্নে বরাদ্দকৃত নম্বর	৪	৪	৪	-
মোট নম্বর	৩ × ৪ = ১২	১ × ৪ = ৪	১ × ৪ = ৪	২০

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের মূল্যায়ন নির্দেশিকা

শ্রেণি : ৩য় থেকে ৫ম

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের মূল্যায়ন পদ্ধতি ও টুলস

১. ভূমিকা

প্রাথমিক স্তরের পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে (২০১১) শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশকে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের জন্য শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সময় শিক্ষার্থী শুধু বিষয়বস্তুগত জ্ঞান নয়, প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং মূল্যবোধ যেন অর্জন করতে পারে, সে দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রচলিত ব্যবস্থায় শ্রেণিকক্ষের অনুশীলন মূলত বিষয়জ্ঞান চর্চাকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয়; দক্ষতা বা দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কিত শিখন চর্চার সুযোগ নেই বললেই চলে। ফলে এই দুইটি ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর শিখন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। শ্রেণিকক্ষে অনুশীলনের মাধ্যমে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মধ্যে যাতে সামাজিক দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি বিকশিত হয় তা বিবেচনায় রেখে ধারাবাহিক মূল্যায়নকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষক শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া চলাকালীন সংশ্লিষ্ট পাঠের শিখনফল অর্জন নিশ্চিত করবেন। সামষ্টিক মূল্যায়নের মাধ্যম শিক্ষার্থী কী শিখেছে তা যাচাই করবেন। অর্থাৎ দুই ধরনের মূল্যায়নের মাধ্যমে পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শিখনের গুণগত ও পরিমাণগত উভয় দিকই বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

সামাজিকীকরণের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন ঘটনা শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে। তার অনুসন্ধিৎসু মন অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়। কোমলমতি শিক্ষার্থীর মনে যে কৌতূহল এবং আগ্রহের সৃষ্টি হয়, তার মাধ্যমে সে জাতীয় এবং সামাজিক পরিমণ্ডলের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। ফলে উন্নত জীবনযাপন ও সমাজের অগ্রগতি সাধনে শিক্ষার্থীর চিন্তন প্রক্রিয়া সক্রিয় হয়, সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে, আগ্রহের ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়। 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বিষয়ে শিখন ও ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীর মধ্যে সামাজিক দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশের পথ উন্মুক্ত করবে। শিক্ষকগণ যাতে শিক্ষার্থীর জন্য কার্যকর মূল্যায়নভিত্তিক পাঠ পরিচালনা করতে পারেন, সে জন্য এই মূল্যায়ন নির্দেশক বা গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া এই গাইডলাইন সামঞ্জস্যপূর্ণ মূল্যায়ন প্রয়োগেও সহায়তা করবে।

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়নের জন্য ধারাবাহিক এবং সামষ্টিক মূল্যায়নের কাঠামো অনুসরণ করবেন। আশা করছি মূল্যায়ন গাইডটি আপনার আস্থাকে সুদৃঢ় করবে এবং আপনি সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবেন।

২. সাধারণ নির্দেশনা

- ধারাবাহিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক পাঠ চলাকালীন বা পাঠ সমাপনান্তে শিক্ষার্থীর বিষয়জ্ঞান, সামাজিক দক্ষতা এবং সামাজিক মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করবেন। মনে রাখবেন এটি কোনো আনুষ্ঠানিক মূল্যায়ন নয়।
- নম্বর বণ্টন, ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো ব্যবহার করে মূল্যায়ন করবেন।
- ধারাবাহিক এবং সামষ্টিক মূল্যায়নের কিছু নমুনা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষক প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখে নিজে আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করবেন।
- চেকলিস্ট অনুসরণ করে শিক্ষক প্রতি মাসে একবার করে প্রতি শিক্ষাবর্ষে মোট তিনবার ধারাবাহিক মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।
- বছরে তিনটি সাময়িক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি সাময়িকে ধারাবাহিক মূল্যায়নের প্রাপ্ত নম্বরের গড় সামষ্টিক মূল্যায়নের নম্বরের সাথে যোগ করবেন।
- সামষ্টিক মূল্যায়নের নম্বরের সাথে ধারাবাহিক মূল্যায়নের প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করবেন।
- যে সমস্ত বিষয় (নির্দেশক) বিবেচনা করে শিক্ষক শিক্ষার্থীর বিষয়জ্ঞান, সামাজিক দক্ষতা এবং সামাজিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি যাচাই করবেন, তার নমুনা দেওয়া আছে। শিখন-শেখানো কার্যাবলিতে শিক্ষার্থীর আগ্রহ, মনোযোগ, ধৈর্য এবং স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ শিক্ষক বিবেচনা করবেন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।
- পাঠকে আনন্দময় করে তুলবেন এবং শিক্ষার্থীকে এমনভাবে পাঠে সম্পৃক্ত করবেন, যাতে তার শিখন স্থায়ী হয়।
- ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য ৩০% এবং সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য ৭০% এবং ৫ম শ্রেণির ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য ২০% ও সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য ৮০% নম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন দুইভাবে সম্পাদিত হবে। যথা, (১) ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং (২) সামষ্টিক মূল্যায়ন। এই মূল্যায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট নম্বর বণ্টন, মূল্যায়ন কাঠামো, পদ্ধতি, কৌশল ও টুলস পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হয়েছে।

৩. ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের নম্বর বণ্টন

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে মূল্যায়নের ক্ষেত্র অনুয়ায়ী ৩য় - ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের তিনটি প্রান্তিকের ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের বিস্তারিত নম্বর বিভাজন সারণি ১ - এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ১: ৩য়-৫ম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে ১ম-২য়-৩য় প্রান্তিকে ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের নম্বর বণ্টন

শ্রেণি	*ধারাবাহিক মূল্যায়ন*				*সামষ্টিক মূল্যায়ন*					সর্বমোট (ক)+(খ)	প্রান্তিক
	বিষয়জ্ঞান	সামাজিক দক্ষতা	সামাজিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি	মোট (ক)	বিষয়জ্ঞান				মোট (খ)		
					জানা	অনুধাবন	প্রয়োগ	উচ্চতর শিখন			
৩য়	১৫	১০	৫	**৩০**	৩০	২০	১৫	**৫**	**৭০**	১০০	১ম-২য়-৩য়
৪র্থ	১৫	১০	৫	**৩০**	৩০	২০	১৫	**৫**	**৭০**	১০০	১ম-২য়-৩য়
৫ম	১০	৫	৫	**২০**	৩০	২০	২০	**১০**	**৮০**	১০০	১ম-২য়

সারণি ১.১ : প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়ন (২০+৮০ = ১০০)

অংশ এক : ৫ম শ্রেণির ১ম ও ২য় প্রান্তিক মূল্যায়ন (২০ নম্বর)					**অংশ দুই: সমাপনী পরীক্ষা (৮০ নম্বর)**					**সর্বমোট (ক)+(খ)**
					বিষয়জ্ঞান					
ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর	সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর	মোট প্রাপ্ত নম্বর	**প্রাপ্ত গড় নম্বর**	**২০% নম্বর (ক)**	জানা	অনুধাবন	প্রয়োগ	উচ্চতর শিখন	মোট (খ)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৪০ (২০+২০) - এর মধ্যে	১৬০ (৮০+৮০) - এর মধ্যে	২০০ (৪০+১৬০) - এর মধ্যে	মোট প্রাপ্ত নম্বর / ২	প্রাপ্ত গড় নম্বর / ১০০ × ২০	৩০	২০	২০	১০	৮০	২০+৮০ = ১০০

৩য় - ৪র্থ শ্রেণির নম্বর বণ্টন

সারণি ১ অনুযায়ী বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য সর্বমোট ১০০ নম্বর। ৩০ নম্বর বরাদ্দ রয়েছে ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য এবং ৭০ নম্বর সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য। ১ম, ২য় ও ৩য় প্রান্তিকের সবক'টিতে এই দুই শ্রেণির শিক্ষার্থীদের একই নম্বর বণ্টন পদ্ধতি অনুসরণ করে মূল্যায়ন করতে হবে।

৫ম শ্রেণির নম্বর বণ্টন

৫ম শ্রেণির ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য মোট ২০ নম্বর এবং সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য মোট ৮০ নম্বর বরাদ্দ রয়েছে। ৫ম শ্রেণির এই নম্বর বন্টন পদ্ধতি শুধু ১ম ও ২য় প্রান্তিকের জন্য প্রযোজ্য। সারণি ১-এ বিস্তারিত নম্বর বিভাজন দেখানো হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়ন

৫ম শ্রেণির শিক্ষা বর্ষের শেষে কোনো প্রান্তিক মূল্যায়ন সংঘটিত হবে না। এর পরিবর্তে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে যা দু'টি অংশ নিয়ে গঠিত। সারণি ১.১ -এ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে 'অংশ এক' ও 'অংশ দুই' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

অংশ এক: এই অংশে প্রাপ্ত নম্বর ৫ম শ্রেণির ১ম ও ২য় প্রান্তিক মূল্যায়ন থেকে করা হবে। এক্ষেত্রে প্রথমে দু'টি প্রান্তিকে অনুষ্ঠিত ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত মোট নম্বরের গড় (সারণি ১.১ এর ৪ নং কলাম দেখুন) নির্ণয় করতে হবে। পরে প্রাপ্ত গড় নম্বরের শতকরা ২০ ভাগ (সারণি ১.১ -এর ৫ নং কলাম দেখুন) নম্বর সংগ্রহ করতে হবে।

অংশ দুই: এই অংশটি সমাপনী পরীক্ষা নামে অনুষ্ঠিত হবে। এটি একটি সামষ্টিক মূল্যায়ন এবং মোট বরাদ্দকৃত নম্বর ৮০। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শুধু বিষয়জ্ঞান মূল্যায়ন করা হবে। বিস্তারিত সারণি ১.১-এ দেওয়া হয়েছে। এই ৮০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বরের সাথে 'অংশ এক'-এ বর্ণিত ২০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়নে প্রাপ্ত চূড়ান্ত নম্বর নির্ণয় করা হবে। সারণি ১.১-এর কলাম ১১ দেখুন।

৪. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের (৩য় - ৫ম শ্রেণি) ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো

শ্রেণিকক্ষে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো তৈরি করা হয়েছে, যা সারণি ২ এ উপস্থাপন করা হয়েছে। বিষয় শিক্ষক এই মূল্যায়ন কাঠামো অনুসরণ করে ধারাবাহিক মূল্যায়ন পরিচালনা করবেন। ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামোতে শিক্ষক অনুশীলনের সময় কী মূল্যায়ন করবেন, কী পদ্ধতি অনুসরণ করবেন, কী টুলস বা উপকরণ বব্যবহার করবেন, এই সম্পর্কে উদাহরণসহ দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এই কাঠামোতে ৫টি কলাম আছে। কলামগুলো হলো মূল্যায়নের ক্ষেত্র, মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয়, মূল্যায়ন পদ্ধতি, মূল্যায়ন টুলস এবং মন্তব্য/উদাহরণ।

মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও বিবেচ্য বিষয় : প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য তিনটি বৃহৎ ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে, যথা বিষয়জ্ঞান, সামাজিক দক্ষতা এবং সামাজিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি। এই তিনটি বড় ক্ষেত্রের প্রত্যেকটিতে কী বিষয়বস্তু পাঠ করবে, কী শিখবে, তাদের শিখনের ধরন কী হবে তা সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে বিবেচ্য বিষয় কলামে। শিক্ষক শিখনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কী ধরনের সুনির্দিষ্ট আচরণ মূল্যায়ন করতে পারেন, তার একটি নমুনা তালিকা পরিশিষ্ট ১ - এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং উপকরণ বা টুলস : বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়নের জন্য তিন ধরনের মূল্যায়ন পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। পদ্ধতিগুলো হলো, মৌখিক, লিখিত ও পর্যবেক্ষণ। শিক্ষার্থীদের বিষয়জ্ঞান যাচাইয়ের জন্য মৌখিক ও লিখিত পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। সামাজিক দক্ষতা এবং সামাজিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি যাচাইয়ের জন্য ব্যবহার করা হবে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি।

মৌখিক পদ্ধতির মূল্যায়নে শিক্ষার্থীরা মৌখিকভাবে উত্তর দিবে। শিক্ষক মৌখিকভাবে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন বা কাজের নির্দেশনা দেবেন। লিখিত পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা লিখিতভাবে উত্তর করবে। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর নির্ধারিত দক্ষতা ও আচরণ (যা শিক্ষার্থীরা প্রদর্শন করবে) শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন। মৌখিক ও লিখিত মূল্যায়নের জন্য শিক্ষক টুলস হিসাবে মৌখিক মূল্যায়ন চেকলিস্ট ও লিখিত মূল্যায়ন চেকলিস্ট তৈরি করে ব্যবহার করবেন। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির জন্য শিক্ষক পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট ব্যবহার করবেন। মূল্যায়ন কাঠামো থেকে এই সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। অবশেষে মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা 'মূল্যায়ন ফলাফল সংরক্ষণ ছক'-এ লিপিবদ্ধ করবেন।

সারণি ২ : ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল ও টুলস/উপকরণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	মন্তব্য/উদাহরণ
বিষয়জ্ঞান বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়বস্তু, ধারণা, নীতি, পদ্ধতি, তথ্য সম্পর্কে শিক্ষার্থী জানবে, বুঝবে বা অনুধাবন করবে এবং কোনো ধারণাকে নতুন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে সৃজনশীল হবে। এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীকে ক্রমান্বয়ে সরল থেকে জটিল শিখন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত করা হবে। শিক্ষক সংশ্লিষ্ট পাঠ বা পাঠগুলোর শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে বিষয়জ্ঞান যাচাই করবেন। শিক্ষক বিষয়জ্ঞান সম্পর্কিত পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে যে শিখন উদ্দেশ্য/ফল অর্জনে সহায়তা করবেন তা হলো: ● জানা ● অনুধাবন ● প্রয়োগ ● উচ্চতর শিখন/দক্ষতা	বিষয়জ্ঞান মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর যে ধরনের শিখন প্রক্রিয়া যাচাই করবেন তা হলো- ● **জানা/ স্মরণ করা :** বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত পূর্বে শেখা তথ্য বা ধারণা স্মরণ বা মনে করে বলতে, লিখতে বা প্রকাশ করতে পারার সামর্থ্য। ● **অনুধাবন :** কোনো বিষয় বা ধারণার অর্থ সঠিকভাবে উপলব্ধি করে বা বুঝে বলতে, লিখতে বা প্রকাশ করতে পারার দক্ষতা। ● **প্রয়োগ :** শিক্ষার্থী ইতোমধ্যে যে ধারণা, পদ্ধতি, নীতি, তত্ত্ব বা সূত্র জেনেছে বা বুঝেছে তা বাস্তবে নতুন /অজানা ক্ষেত্রে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করার সামর্থ্য। ● **উচ্চতর শিখন/দক্ষতা :** কোনো সমগ্র ধারণাকে পরস্পর সম্পর্কিত পৃথক অংশে ভাগ করা; বিচ্ছিন্ন ধারণা বা তথ্য অর্থপূর্ণভাবে সংগঠিত ও একত্রিত করা এবং একটি সামগ্রিক রূপ দেওয়ার সামর্থ্য, নির্ধারিত মানদণ্ডের আলোকে কোনো কিছু মূল্যায়ন করার সামর্থ্য। এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।	মৌখিক মূল্যায়ন লিখিত মূল্যায়ন	● মৌখিক চেকলিস্ট ● লিখিত প্রশ্নপত্র/ চেকলিস্ট	ধারাবাহিক মূল্যায়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। ● দৈনন্দিন শিখন-শেখানো কার্য চলাকালীন পাঠের জন্য নির্ধারিত শিখন উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত করে শিক্ষক উপযুক্ত উপকরণ/টুলস আগেই তৈরি করবেন। ● বিষয়জ্ঞান যাচাইয়ের জন্য শিক্ষক মৌখিক ও লিখিত চেকলিস্ট ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন এবং শিক্ষার্থীকে মৌখিক ও লিখিতভাবে উত্তর দেওয়ার জন্য নির্দেশনা দেবেন। ● এই মূল্যায়ন পাঠের যেকোনো পর্যায়ে (শুরুতে, শেষে বা মাঝে) সংঘটিত হতে পারে। ● শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি যাচাই করার পর শিক্ষক ফলাবর্তন দেবেন এবং পুনর্মূল্যায়ন করে শিখন নিশ্চিত করবেন। ★ বিষয়জ্ঞান মুল্যায়নের নমুনা মৌখিক ও লিখিত চেকলিস্টের জন্য পরিশিষ্ট ২ ও ৩ দেখুন।
সামাজিক দক্ষতা বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সামাজিক আচরণ পরিবর্তন হবে। তার সামাজিক গুণাবলি চর্চার ক্ষেত্রসমূহ প্রসারিত হবে। শিক্ষার্থী সামাজিক বিষয় সম্পর্কিত তথ্য সংগঠন ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ পরবর্তী অনুসন্ধান ও গবেষণা করার দক্ষতা অর্জন করবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক বোধগম্যতা/শারীরিক শ্রম, পেশির ব্যবহার, ব্যবহারিক কাজ সম্পর্কিত শিখন-শেখানো কার্যাবলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে সামাজিক দক্ষতা বিষয়ক শিখন উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করবেন। যে বিষয়বস্তু বিবেচনা করতে হবে তা হলো - ■ পরিবেশবান্ধব আচরণ	● প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের উপাদান সম্পর্কে জানা, গুরুত্ব উপলব্ধি করা এবং পরিবেশের যত্ন ও রক্ষা করার দক্ষতা অর্জনে সামর্থ্য। ● পরিবেশদূষণ রোধ, দূষণের কারণ অনুধাবন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখার দক্ষতা অর্জন। ● দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং বাস্তব জীবনে চর্চা করার দক্ষতা অর্জন। ● সমাজে বিদ্যমান সব ধরনের পেশার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবঙ বাস্তব জীবনে অনুসরণ করা। ● মিলেমিশে থাকা, সম্প্রীতি, সহাবস্থান, একে অন্যকে সাহায্য সহযোগিতা করার চর্চা করা, সহনশীল হওয়া এবং সৌহাদ্য প্রকাশ করা।	**পর্যবেক্ষণ**	● পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট	ধারাবাহিক মূল্যায়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। ● পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট ব্যবহার করে শিক্ষক পাঠের যেকোনো পর্যায়ে (শুরুতে, শেষে বা মাঝে) শিক্ষার্থীর সামাজিক দক্ষতা মূল্যায়ন করবেন। এছাড়া প্রয়োজনে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের বাইরেও শিক্ষার্থীর সামাজিক দক্ষতা পর্যবেক্ষণ করবেন। ● শিখন উদ্দেশ্য অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার লক্ষ্যে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে ফলাবর্তন দেবেন ও পুনর্মূল্যায়ন করার মাধ্যমে শিখন নিশ্চিত করবেন। ★ নমুনা পর্যবেক্ষণ চেকলিস্টের জন্য পরিশিষ্ট ৪ দেখুন।

সারণি ২ : ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল ও টুলস/উপকরণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	মন্তব্য/উদাহরণ
■ দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন ■ মিলেমিশে থাকা ■ দেশপ্রেম	● সামাজিক ও নৈতিক গুণাবলি অর্জন এবং ভালো-মন্দের পার্থক্য করার সামর্থ্য। ● গণতান্ত্রিক রীতিনীতি মেনে চলা এবং অনুশীলন করার দক্ষতা অর্জন। ● বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা, ভালোবাসা এবং যথাযথ চর্চা ও সংরক্ষণ করার দক্ষতা অর্জন। ● মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রদ্ধা করা ও দেশকে ভালোবাসা এবং দেশের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের সক্ষমতা অর্জন। ● রাষ্ট্রীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহার, সংরক্ষণ ও যত্ন করার ক্ষমতা। ● বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার সামর্থ্য।			
সামাজিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের বিভিন্ন বিষয়বস্তুর কার্যকর পাঠ শিক্ষার্থীর স্বকীয় মূল্যবোধ, বিশ্বাস, আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে সহায়তা করবে। শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত ও সামাজিক অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত হবে; শিক্ষার্থীর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি সংঘটিত ও উন্নত হবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী তার সামাজিক আচার-আচরণ, মর্যাদা ও করণীয় সম্পর্কে সচেতন হবে। আর এ সবই শিক্ষার্থীকে একজন যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। সে মানুষকে মূল্য দিতে শিখবে এবং নিজের ও অন্যের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হবে। ■ পরিবেশবান্ধব ■ দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার ■ মিলেমিশে থাকা ■ দেশপ্রেম	● প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়নে শিক্ষার্থীর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। ● দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকারের বিষয়ে সচেতন এবং বাস্তব জীবনে অনুসরণ ও যথাযথ প্রয়োগ। ● পরিবার ও রাষ্ট্রের প্রতি তার দাায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সচেতনা সৃষ্টি। ● সকল পেশার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। ● মিলেমিশে থাকা, সম্প্রীতি, সহাবস্থান, একে অন্যকে সাহায্য-সহযোগিতা করার মানসিকতা সৃষ্টি হবে। ● ভালো-মন্দের পার্থক্য বুঝতে শিখবে এবং ভালোকে গ্রহণ ও মন্দকে এড়িয়ে চলার মনোভাব সৃষ্টি হবে। ● বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার আগ্রহ ও কৌতুহল সৃষ্টি হবে। ভালোবাসবে এবং তা চর্চা করার মানসিকতা সৃষ্টি হবে। ● দেশের প্রতি ভালোবাসা ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষণ করার মানসিকতা তৈরি হবে।	**পর্যবেক্ষণ**	● পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট	ধারাবাহিক মূল্যায়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। ● পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট ব্যবহার করে শিক্ষক শিখন-শেখানো কার্যাবলি চলাকালীন যেকোনো পর্যায়ে (শুরুতে, শেষে বা মাঝে) শিক্ষার্থীর সামাজিক মুল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি যাচাই করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের বাইরেও শিক্ষার্থীর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পর্যবেক্ষণ করবেন। ● শিখন উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষক প্রয়োজনে শিক্ষার্থীকে ফলাবর্তন দেবেন ও পুনর্মূল্যায়ন করার মাধ্যমে শিখন নিশ্চিত করবেন। ★ নমুনা পর্যবেক্ষণ চেকলিস্টের জন্য পরিশিষ্ট ৪ দেখুন।

৪.২ শ্রেণিকক্ষে ধারাবাহিক মূল্যায়ন অনুশীলন

ধারাবাহিক মূল্যায়ন শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ। যেসব কৌশলের মাধ্যমে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করা হয়, সেগুলো হলো শিক্ষকের পর্যবেক্ষণ, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রশ্নোত্তর, শ্রেণিতে একক বা দলীয় কাজ, স্ব-মূল্যায়ন, জোড় মূল্যায়ন বা সহপাঠী দ্বারা মূল্যায়ন, পাঠে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ ইত্যাদি। পাঠ চলাকালীন বা পাঠ সমাপনান্তে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ফিডব্যাক প্রদান ও পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পাঠের শিখনফল অর্জন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ধারাবাহিক মূল্যায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীর আগ্রহ, মনোযোগ, কৌতূহল ও নিজে থেকে প্রশ্ন করা এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ, দলগত কাজে সহযোগিতা। অনুসন্ধান/প্রোজেক্ট ওয়ার্ক/পরিকল্পিত কাজে দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি ধারাবাহিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হবে। সংশ্লিষ্ট পাঠের শিখনফলের ভিত্তিতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামোর নির্দেশনা অনুসরণ করে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করতে হবে। এ মূল্যায়নের জন্য স্বতন্ত্রভাবে কোনো পরীক্ষা নেওয়া যাবে না। শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যাবলি চলাকালীন বা বিদ্যালয়ে পাঠসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অনুশীলনে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, অংশগ্রহণ ও বিভিন্ন কাজে সাফল্যের মাত্রার ভিত্তিতে শিক্ষক মূল্যায়নের ফলাফল রেকর্ড করবেন।

৫. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের (৩য় - ৫ম শ্রেণি) সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো

প্রত্যেক প্রান্তিকে সামষ্টিক মূল্যায়ন একবার সংঘটিত হয়। শিক্ষকগণ সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো অনুসরণ করে সামষ্টিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করবেন। ৩য় - ৫ম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের একটি সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো সারণি ৩-এ উপস্থাপন করা হয়েছে। যথারীতি এই কাঠামোতে ৫টি কলাম রয়েছে। যথা, মূল্যায়নের ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, মূল্যায়ন পদ্ধতি, টুলস এবং মন্তব্য/উদাহরণ।

৩য় - ৫ম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়ন ক্ষেত্র হিসাবে শুধু বিষয়জ্ঞান বিবেচনা করতে হবে। শিক্ষার্থীদের বিষয়জ্ঞান মূল্যায়ন সংঘটিত হবে চার প্রকার শিখনফল বা শিখন ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে। শিখন ক্ষেত্রগুলো হলো - স্মরণ করা/জানা, অনুধাবন করা/বুঝতে পারা, প্রয়োগ করা এবং উচ্চতর শিখন দক্ষতা।

মূল্যায়ন পদ্ধতি হবে লিখিত এবং টুলস হিসাবে লিখিত প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হবে। প্রশ্নপত্র রচনা করার সময় 'প্রশ্ন সুনির্দিষ্টকরণ ছক' অনুযায়ী বিভিন্ন শিখন ক্ষেত্র বিবেচনা করতে হবে।

সারণি ৩ : সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, মূল্যায়ন পদ্ধতি, কৌশল ও টুলস/উপকরণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	মন্তব্য/উদাহরণ
বিষয়জ্ঞান বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়বস্তু, ধারণা, নীতি, পদ্ধতি, তথ্য সম্পর্কে শিক্ষার্থী জানবে, বুঝবে বা অনুধাবন করবে এবং কোনো ধারণাকে নতুন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে সৃজনশীল হবে। এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীকে ক্রমান্বয়ে সরল থেকে জটিল শিখন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত করতে হবে। শিক্ষক সংশ্লিষ্ট পাঠ বা পাঠগুলোর শিখনফল অর্জনের জন্য বিষয়জ্ঞান যাচাই করবেন। শিক্ষক বিষয়জ্ঞানের মূল্যায়ন করবেন যে শিখন উদ্দেশ্য বা মূল্যায়ন ক্ষেত্রের	শিক্ষক বিষয়জ্ঞানের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর যে ধরনের শিখন মূল্যায়ন/যাচাই করবেন তা হলো- ● **জানা/স্মরণ করা :** বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত পূর্বে শেখা তথ্য বা ধারণা স্মরণ বা মনে করে বলতে, লিখতে বা প্রকাশ করতে পারার সামর্থ্য। ● **অনুধাবন :** কোনো বিষয় বা ধারণার অর্থ সঠিকভাবে উপলব্ধি করে বা বুঝে বলতে, লিখতে বা প্রকাশ করতে পারার দক্ষতা। ● **প্রয়োগ :** শিক্ষার্থী ইতোমধ্যে যে ধারণা, পদ্ধতি, নীতি, তত্ত্ব বা সূত্র জেনেছে বা বুঝেছে তা বাস্তবে নতুন / অজানা ক্ষেত্রে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করার সামর্থ্য। ● **উচ্চতর শিখন/দক্ষতা :** কোনো সমগ্র ধারণাকে পরস্পর সম্পর্কিত পৃথক অংশে ভাগ করা; বিচ্ছিন্ন ধারণা বা তথ্য অর্থপূর্ণভাবে সংগঠিত ও একত্রিত করা এবং একটি সামগ্রিক রূপ দেওয়ার সামর্থ্য,	**লিখিত** প্রশ্নমালা প্রণয়ন করে লিখিত মূল্যায়নের মাধ্যমে	● লিখিত প্রশ্নপত্র	শিক্ষক সামষ্টিক মূল্যায়নে বিষয়জ্ঞান যাচাই করার জন্য লিখিত প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করবেন। প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সময় নির্ধারিত শিখন ক্ষেত্রের (স্মরণ/জানা, অনুধাবন, প্রয়োগ, উচ্চতর শিখন) কোনোটি থেকে কয়টি প্রশ্ন রচনা করতে হবে তা প্রশ্ন সুনির্দিষ্টকরণ ছক (সারণি ৪ ও সারণি ৫) অনুসারে নির্ধারিত হবে। ★ প্রান্তিক বা সাময়িকের নমুনা

সারণি ৩ : সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, মূল্যায়ন পদ্ধতি, কৌশল ও টুলস/উপকরণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	মন্তব্য/উদাহরণ
ভিত্তিতে তা হলো : • জানা • অনুধাবন • প্রয়োগ • উচ্চতর শিখন/দক্ষতা	নির্ধারিত মানদণ্ডের আলোকে কোনো কিছু মূল্যায়ন করার সামর্থ্য।			প্রশ্নপত্রের জন্য পরিশিষ্ট ৫ দেখুন।

৫.২ প্রশ্ন সুনির্দিষ্টকরণ ছক

সামষ্টিক মূল্যায়নের মাধ্যমে ৩য় - ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শুধু বিষয়জ্ঞান যাচাই করা হবে। লিখিত প্রশ্নপত্রে প্রধানত তিন ধরনের প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যথা, (ক) নৈর্ব্যক্তিক, (খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর, এবং (গ) বর্ণনামূলক প্রশ্ন। সারণি ৪, সারণি ৫, এবং সারণি ৬-এ যথাক্রমে ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির প্রশ্নের ধরন ও শিখন ক্ষেত্র অনুযায়ী প্রশ্নের সংখ্যা এবং বরাদ্দকৃত নম্বর বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ৪: ৩য় শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রশ্ন সুনির্দিষ্টকরণ ছক

প্রশ্নের ধরন	বিষয়জ্ঞান (৭০)								মোট প্রশ্ন সংখ্যা	মোট নম্বর
	জানা (৩০%)		অনুধাবন (৩০%)		প্রয়োগ (৩০%)		উচ্চতর দক্ষতা ১০%)			
	প্রশ্ন সংখ্যা	নম্বর	প্রশ্ন সংখ্যা	নম্বর	প্রশ্ন সংখ্যা	নম্বর	প্রশ্ন সংখ্যা	নম্বর		
শূন্যস্থান পূরণ	৫	১							৫	৫
মিলকরণ	৩	১	২	১					৫	৫
বহুনির্বাচনি	১	১	৯	১	৭	১	৩	১	২০	২০
সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন	২	২	৩	২	৩	২			৮	১৬
বর্ণনামূলক প্রশ্ন	২	৪	১	৪	২	৪	১	৪	৬	২৪
সর্বমোট নম্বর		২১		২১		২১		৭		৭০

সারণি ৫: ৪র্থ শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রশ্ন সুনির্দিষ্টকরণ ছক

প্রশ্নের ধরন	বিষয়জ্ঞান (৭০)								মোট প্রশ্ন সংখ্যা	মোট নম্বর
	জানা (২০%)		অনুধাবন (৩০%)		প্রয়োগ (৩০%)		উচ্চতর দক্ষতা (২০%)			
	প্রশ্ন সংখ্যা	নম্বর	প্রশ্ন সংখ্যা	নম্বর	প্রশ্ন সংখ্যা	নম্বর	প্রশ্ন সংখ্যা	নম্বর		
শূন্যস্থান পূরণ	৫	১							৫	৫
মিলকরণ	৩	১	২	১					৫	৫
বহুনির্বাচনি	২	১	১০	১	৯	১	৪	১	২৫	২৫
সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন	২	২	২	২	১	২			৫	১০
বর্ণনামূলক প্রশ্ন			১	৫	২	৫	২	৫	৫	২৫
সর্বমোট নম্বর	-	১৪	-	২১	-	২১	-	১৪	-	৭০

সারণি ৬* : ৫ম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রশ্ন সুনির্দিষ্টকরণ ছক

প্রশ্নের ধরন	বিষয়জ্ঞান (৮০)								মোট প্রশ্ন সংখ্যা	মোট নম্বর
	জানা (২০%)		অনুধাবন (৩০%)		প্রয়োগ (৩০%)		উচ্চতর দক্ষতা (২০%)			
	প্রশ্ন সংখ্যা	নম্বর	প্রশ্ন সংখ্যা	নম্বর	প্রশ্ন সংখ্যা	নম্বর	প্রশ্ন সংখ্যা	নম্বর		
বহুনির্বাচনি	১২	১	১৮	১	৬	১	৪	১	৪০	৪০
সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন	২	২	৩	২	৩	২			৮	১৬
বর্ণনামূলক প্রশ্ন					২	৬	২	৬	৪	২৪
সর্বমোট নম্বর	-	১৬	-	২৪	-	২৪	-	১৬	-	৮০
***নোট: এই প্রশ্ন নির্দিষ্টকরণ ছকটি ৫ম শ্রেণির ১ম ও ২য় প্রান্তিক এবং সমাপনীর প্রশ্ন প্রণয়নের জন্য ব্যবহার করা হবে।**										

৬. মূল্যায়নের ফলাফল সংরক্ষণ

মূল্যায়ন ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়ন করে যে ফলাফল পাওয়া যায় তা সংরক্ষণ করা। একটি নমুনা ফলাফল সংরক্ষণ ছক সারণি ৬-এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৬ : বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (৩য় - ৫ম শ্রেণি) বিষয়ের মূল্যায়ন ফলাফল সংরক্ষণ ছক - ধারাবাহিক ও সামষ্টিক (সমন্বিত)

শ্রেণি: ..... প্রথম/দ্বিতীয়/তৃতীয় প্রান্তিক মূল্যায়ন, ২০১..... বিষয়: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

রোল নম্বর	শিক্ষার্থীর নাম	ধারাবাহিক মূল্যায়ন														সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর	সর্বমোট নম্বর**
		১ম মাস:				২য় মাস:				৩য় মাস:				তিন মাসে মোট প্রাপ্ত নম্বর	প্রাপ্ত গড় নম্বর*		
		বিষয়জ্ঞান	সামাজিক দক্ষতা	সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি	মোট	বিষয়জ্ঞান	সামাজিক দক্ষতা	সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি	মোট	বিষয়জ্ঞান	সামাজিক দক্ষতা	সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি	মোট				
		....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	...	...	....	....
০১	-																
০২	-																
০৩	-																
০৪																	
০৫																	

* ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত গড় নম্বর = $\frac{\text{১ম মাসে প্রাপ্ত নম্বর + ২য় মাসে প্রাপ্ত নম্বর + ৩য় মাসে প্রাপ্ত নম্বর}}{৩} = \frac{\text{তিন মাসে প্রাপ্ত মোট নম্বর}}{৩}$

** সর্বমোট নম্বর = ধারাবাহিকে মূল্যায়নে প্রাপ্ত গড় নম্বর (৩০/২০-এর মধ্যে) + সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর (৭০/৮০-এর মধ্যে)

৭. সহায়ক তথ্য

সামাজিক দক্ষতা

আমরা মৌখিক, ইশারা, ইঙ্গিত, পদক্ষেপ, অঙ্গভঙ্গি বা ব্যক্তিগত অভিব্যক্তিসুলভ যে দক্ষতা ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজে একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ, মিথষ্ক্রিয়া, ও কথপোকথন সম্পন্ন করি তাই সামাজিক দক্ষতা। মানুষ সামাজিক জীব এবং সে তার বার্তা, চিন্তা এবং অনুভুতি অন্যের সাথে বিনিময়ের বহু যোগাযোগ কৌশল আবিষ্কার করেছে। সামজিক দক্ষতা হলো নিজের অনুভুতি প্রকাশের সামর্থ্য অথবা নিজের আগ্রহ ও ইচ্ছা অন্যের সাথে বিনিময়ের সামর্থ্য। সামাজিক দক্ষতার মধ্যে রয়েছে, গ্রহণের দক্ষতা (receiving skill), প্রক্রিয়াকরণের দক্ষতা (processing skill) এবং প্রেরণের দক্ষতা (sending skill)।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে সংযোজিত বিষয়বস্তু (যেমন, নেতৃত্বদান ও গ্রহণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দলীয় আলোচনা ইত্যাদি) এবং এর শিখন-শেখানো ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীর সামাজিক দক্ষতা চর্চার ক্ষেত্রসমূহ প্রসারিত করবে।

সামাজিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি

সামাজিক মূল্যবোধ সামাজিক সংস্কৃতির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সামাজিক মূল্যবোধ সামাজিক রীতি-রেওয়াজ বা আচার-আচরণ কিভাবে সংঘটিত হবে তার একটি সাধারণ নির্দেশনা প্রদান করে। মানুষের মৌলিক অধিকার, দেশপ্রেম, মানব মর্যাদা, যৌক্তিকতা, আত্মত্যাগ, সমতা, গণতন্ত্র ইত্যাদি বিভিন্নভাবে সমাজে বসবাসরত মানুষের আচার-আচরণকে প্রভাবিত করে ও দিকনির্দেশনা প্রদান করে। অর্থাৎ, এসব উপাদানের বহিঃপ্রকাশ সামাজিক মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সামাজিক মূল্যবোধকে মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করে মানুষ তার প্রাত্যহিক জীবন মূল্যায়ন করে, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কর্তব্য-কর্ম নির্ধারণ করে, যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে কর্ম সম্পাদন করে। সামাজিক মূল্যবোধ সামষ্টিকভাবে কোনটি সঠিক এবং গুরুত্বপূর্ণ তার পরিমাপক হিসেবে কাজ করে। সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া, লক্ষ্য, পদ্ধতি-প্রক্রিয়া, ধারণা, অনুভূতি, প্রত্যাশিত আচরণ যাচাই ও মূল্যায়নে সামাজিক মূল্যবোধ অনুসরণ করা হয়। তাই সামাজিক মূল্যবোধ সামাজিক আচার-রীতি ও নিয়ম-কানুনের স্থায়িত্বের সূচক এবং সামাজিক কাঠামো গঠনের একটি অনন্য উপাদান হিসেবে স্বীকৃত।

সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি কোনো সামাজিক রীতি-রেওয়াজ বা আচার-আচরণকে মূল্যায়ন করার প্রবণতা। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারিত হয় কোনো নির্দিষ্ট সত্ত্বার প্রতি বিশ্বাস (ইতিবাচক বা নেতিবাচক), অনুভুতি এবং আচরণের মাধ্যমে। সামাজিক মূল্যবোধ, আচার-আচরণ, ভূমিকা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে অবদান রাখে। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভরশীল।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে সংযোজিত বিষয়বস্তু (যেমন, মিলেমিশে থাকা, অন্যেও মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, ভালো-মন্দের পার্থক্য করা, ভালোকে গ্রহণ এবং মন্দকে পরিহার ইত্যাদি) এবং নির্ধারিত শিখনফলের অর্জন শিক্ষার্থীর মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে সহায়তা করবে। এর ফলে শিক্ষার্থী উন্নততর ও প্রত্যাশিত সামাজিক আচরণে উদ্বুদ্ধ হবে।

৮. পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১ : ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের মূল্যায়নের বিভিন্ন শিখন ক্ষেত্রের অধীনে নির্বাচিত বিষয়বস্তু

বিষয়জ্ঞান				সামাজিক দক্ষতা	সামাজিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি
জানা	অনুধাবন	প্রয়োগ	উচ্চতর দক্ষতা		
• সংজ্ঞা দেওয়া • বলতে পারা • পুনরাবৃত্তি • লিপিবদ্ধ করা • তালিকা করা • তথ্য • ধারণা • প্রক্রিয়া • পদ্ধতি • নীতিমালা	• শনাক্ত করা • চিহ্নিত করা • ব্যাখ্যা করা • প্রকাশ করা • গণনা করা • উদাহরণ দেওয়া	• উপস্থাপন করা • শ্রেণীকরণ • প্রদর্শন • সমাধান • আবিষ্কার	• পরিকল্পনা করা • সুবিন্যস্ত করা • শ্রেণিবদ্ধ করা • কল্পনা করা • সংগঠিত করা • সমালোচনা • উপসংহার • ভবিষ্যদ্বাণী	• সচেতনতা • সিদ্ধান্ত গ্রহণ • যোগাযোগ • নেতৃত্ব • দলীয় চেতনা • সহযোগিতা	• ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি • মুক্ত মানসিকতা • যাচাই প্রবণতা

পরিশিষ্ট ২: ধারাবাহিক মূল্যায়নের নমুনা টুলস

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	টুলস/ উপকরণ	নমুনা প্রশ্ন
বিষয়জ্ঞান অধ্যায় : প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ (৩য় শ্রেণি)	মৌখিক চেকলিস্ট	• সমাজ বলতে কী বোঝ? • পরিবেশ বলতে কী বোঝ? • প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান কী কী? • সামাজিক পরিবেশের উপাদান কী কী? • প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানের ২টি গুরুত্ব বল? • সামাজিক পরিবেশের উপাদানের ২টি গুরুত্ব বল?
বিষয়জ্ঞান অধ্যায় : মিলেমিশে থাকি (৩য় শ্রেণি)	লিখিত মূল্যায়ন চেকলিস্ট	• বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু কাদের বলা হয়? লিখ। • তোমার যে সহপাঠী কম শুনতে পায় তাকে কীভাবে সাহায্য করবে লিখ। • সকলের সাথে মিলেমিশে থাকার গুরুত্ব বর্ণনা কর। • কেন শারীরিক ও মানসিক অসুবিধাগ্রস্ত শিশুদের প্রতি সম-আচরণ করবে? লিখ। • বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের প্রধান প্রধান ধর্মীয় উৎসবের নাম লিখ। • বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কেন অংশগ্রহণ করবে?

পরিশিষ্ট ৩ : বিষয়জ্ঞানের (শিখন ক্ষেত্র অনুযায়ী) ধারাবাহিক মূল্যায়নের টুলসের উদাহরণ

মূল্যায়নের ক্ষেত্র : বিষয়জ্ঞান (৩য় শ্রেণি)
অধ্যায় : (ক) প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ; (খ) মিলেমিশে থাকা; (গ) আমাদের অধিকার ও দায়িত্ব; (ঘ) সমাজের বিভিন্ন পেশা

বিষয়জ্ঞানের শিখন ক্ষেত্র	মৌখিক	লিখিত
জানা	• প্রাকৃতিক পরিবেশের ৩টি উপাদানের নাম বল। • তোমার শ্রেণিতে কোন কোন ধর্মের মানুষ আছে? • শিশু অধিকার কয়টি ও কী কী? • পেশা বলতে কী বোঝ?	• আকাশপথ, জলপথ এবং স্থলপথের যানবাহনের তালিকা তৈরি কর। • ৪টি ধর্মীয় উৎসবের নাম লিখ। • পরিবারে শিশু হিসাবে তুমি কোন কোন অধিকার ভোগ কর লিখ। • একজন জেলে কী কী কাজ করে লিখ।
অনুধাবন	• বৃষ্টি, নদী, মেঘ কোনো পরিবেশের উদাহরণ? • যারা কোনো পাঠ তাড়াতাড়ি শেখে, তাদের কী বলা হয়? • শিক্ষার অধিকার কিসের মাধ্যমে পূরণ করা হয়, ২টি উদাহরণ দাও? • উৎপাদন কাজের সাথে জড়িত ২টি পেশার নাম বল?	• মানুষের সৃষ্টি উপাদানগুলো কোন পরিবেশের লিখ? • বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের কেন যত্ন করা প্রয়োজন? লিখ। • শিক্ষা অর্জন করা কেন প্রয়োজন? এক বাক্যে লিখ। • কী করলে পরিবারে অধিকার ভোগ করা যায়? লিখ।

পরিশিষ্ট ৩ : বিষয়জ্ঞানের (শিখন ক্ষেত্র অনুযায়ী) ধারাবাহিক মূল্যায়নের টুলসের উদাহরণ

মূল্যায়নের ক্ষেত্র : বিষয়জ্ঞান (৩য় শ্রেণি)
অধ্যায় : (ক) প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ; (খ) মিলেমিশে থাকা; (গ) আমাদের অধিকার ও দায়িত্ব; (ঘ) সমাজের বিভিন্ন পেশা

বিষয়জ্ঞানের শিখন ক্ষেত্র	মৌখিক	লিখিত
প্রয়োগ	• গাছ, প্রাণী, বিদ্যালয়, রাস্তা কোন পরিবেশের উপাদান শ্রেণীকরণ করে বল। • বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর সাথে তোমার ১টি বৈসাদৃশ্য বল। • শিশু দিবস কীভাবে পালন করবে বল? • কাদামাটি, কাপড়- এই উপকরণ ব্যবহার করে কী তৈরি করা হয়? এদের মধ্যে ১টি সাদৃশ্য বল।	• গাছ, প্রাণী, বাড়ি, বিদ্যালয় কোনটি কোন পরিবেশের- তুলনামূলক আলোচনা কর। • সমবয়সীদের সাথে কী রকম আচরণ করবে? • পরিবারে শিশুর অধিকার অর্জনে তোমার ভূমিকা কী? ব্যাখ্যা কর। • ডাক্তার এবং নার্সের কার্যক্রমের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লিখ।
উচ্চতর শিখন	• শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন- মতামত দাও। • অন্য ধর্মের কোনো বন্ধু ঈদ বা পূজা উৎসবে অংশগ্রহণ করলে কী কী করবে? • পরিবারে ছোট/বড়দের প্রতি তুমি কীভাবে দায়িত্ব পালন করবে– বিশ্লেষণ কর? • যারা সেবা দেন, তাদের পেশার প্রতি তোমার মনোভাব কী বল?	• শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন মতামত দাও। • মিলেমিশে থাকা- উক্তিটি সম্পর্কে তোমার মনোভাব লিখ। • বিদ্যালয়ে ছোটদের প্রতি তোমার দায়িত্ব বিশ্লেষণ কর। • যারা উৎপাদন করে, তাদের পেশার প্রতি তোমার মনোভাব লিখ।

পরিশিষ্ট ৪ : সামাজিক দক্ষতা এবং সামাজিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির ধারাবাহিক মূল্যায়নের টুলসের উদাহরণ

মূল্যায়নের ক্ষেত্র : সামাজিক দক্ষতা এবং সামাজিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি* **নমুনা টুলস : পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট**	
সামাজিক দক্ষতা (পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট)	**সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি (পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট)**
পরিবেশবান্ধব আচরণ ● পরিবেশ দূষিত হয় এমন কাজ না করা। ● বৃক্ষরোপণ করা ও গাছের যত্ন নেওয়া ও বন সংরক্ষণ করা। ● নির্দিষ্ট জায়গায় ময়লা-আবর্জনা ফেলা। ● জলাশয়, খাল ও নদী নোংরা না করা।	পরিবেশবান্ধব আচরণ ● পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হওয়া। ● সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান সংরক্ষণে মুক্ত মানসিকতা। ● পরিবেশের উন্নয়নে সহযোগিতার মনোভাব। ● জীববৈচিত্র্য রক্ষার মানসিকতা।
দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা ● নিজ অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকা ও দায়িত্ব পালন করা ● ছোটদের স্নেহ ও বড়দের শ্রদ্ধা করা ● অন্যের মতামতকে সম্মান করা ● সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে সম্মান করা ● নিজেকে নিরাপদে রাখা, দুর্যোগ মোকাবেলা করার দক্ষতা অর্জন	দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা ● ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশুকে সমান সুযোগ দেওয়া। ● বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব। ● ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন। ● প্রত্যেক শিশুর মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া। ● দুর্যোগ মোকাবেলায় সহযোগিতার মনোভাব।
মিলেমিশে থাকা ● সবার সাথে মিলেমিশে কাজ করা। ● প্রতিবেশীদের সহযোগিতা করা। ● কেউ বিপদে পড়লে সাহায্য করা। ● নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন করা ও বাস্তবে প্রয়োগ করা।	মিলেমিশে থাকা ● সকলের সাথে সহযোগিতার মনোভাব। ● সকলের মতামতের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব। ● বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে মিলেমিশে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার মনোভাব। ● সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মানসিকতা
দেশপ্রেম ● মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানা এবং শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা। ● জাতীয় পতাকার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা। ● জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা। ● দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা ও ভালোবাসা প্রদর্শন করা।	দেশপ্রেম ● মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হওয়া। ● জাতির পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া। ● দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। ● দেশকে ভালোবাসা ও দেশের উন্নয়নে সহযোগিতার মনোভাব। ● রাষ্ট্রীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষণের মানসিকতা।
***শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা** সামাজিক দক্ষতা এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক উপরের নমুনা চেকলিস্ট অনুসরণ করে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে পাঠের সাথে সংশ্লিষ্টতা বজায় রেখে আরও কিছু নমুনা চেকলিস্ট তৈরি করে মূল্যায়ন করবেন।	

৮.২ চেকলিস্ট ব্যবহারের নির্দেশনা

● শ্রেণিকক্ষে একক কাজ, জোড়ায় কাজ ও দলীয় কাজসহ পরিকল্পিত কাজ এবং শিক্ষক কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য অনুশীলনে (নিকট পরিবেশ পর্যবেক্ষণ, শিক্ষা সফর ইত্যাদি) শিক্ষার্থীর সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, আগ্রহ, প্রশ্ন করা, প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, দলগত কাজে সহযোগিতা, পরিচ্ছন্নতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে শিক্ষার্থীদের পারগতা মূল্যায়ন করতে হবে।

● শ্রেণিকক্ষে পাঠ চলাকালীন মৌখিক প্রশ্নমালা বা খাতায় বা বোর্ডে লিখে কোনো প্রশ্নের লিখিত উত্তর দেওয়া বা সমস্যার সমাধান করা অথবা চিত্র অঙ্কনের মতো অনুশীলন এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন সম্পন্ন করবেন।

পরিশিষ্ট ৫ : সামষ্টিক মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্নপত্র

১ম প্রান্তিক মূল্যায়ন
৩য় শ্রেণি
বিষয় : বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

[**অধ্যায় :** ● প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ; ● মিলেমিশে থাকা; ● আমাদের অধিকার ও দায়িত্ব; ● সমাজের বিভিন্ন পেশা]

সময় : ২ ঘণ্টা **পূর্ণমান : ৭০**

১. শূন্যস্থান পূরণ করঃ (জানা) **৫ × ১ = ৫**

ক. মানুষ এবং অন্যান্য সৃষ্টি নিয়েই আমাদের ..... পরিবেশ।
খ. একটি নাম পাওয়া শিশুর .....।
গ. প্রতিবছর অক্টোবর মাসের প্রথম ..... বিশ্ব শিশু দিবস পালন করা হয়।
ঘ. যারা মাছ ধরেন তাদের ..... বলা হয়।
ঙ. উৎপাদন কাজের সাথে জড়িত একটি পেশার নাম .....।

২. বাম পাশের কথার সাথে ডান পাশের কথার মিল কর : **৫ × ১ = ৫**

বাম পাশ	ডান পাশ
বিদ্যালয়ে আছে	শিক্ষা (অনুধাবন)
শিশুর মৌলিক অধিকার	খেলার মাঠ (জানা)
সমাজে প্রত্যেক পেশা	উপকরণ (অনুধাবন)
কুমার কাদামাটি দিয়ে হাঁড়ি, পাতিল ইত্যাদি তৈরি করেন	দায়িত্ব (জানা)
পরিবারের কাজে সাহায্য করা	গুরুত্বপূর্ণ (জানা)

৩. ১ নম্বর থেকে ২০ নং প্রশ্নের সঠিক উত্তরটির বাম পাশের বর্ণটি খাতায় লেখ। **২০ × ১ = ২০**

ক. কোনোটি প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান? (জানা)
ক. বাড়ি খ. গাছ
গ. রাস্তা ঘ. সেতু

খ. সমাজ জীবনে আমরা কিসের উপর নির্ভরশীল (অনুধাবন)
ক. উৎসব খ. বাতাস
গ. ভবন ঘ. প্রকৃতি

গ. বাড়ি কেন সামাজিক পরিবেশের উপাদান? (অনুধাবন)
ক. দেখতে সুন্দর খ. অধিক মূল্য
গ. মানুষের তৈরি ঘ. অধিক স্থায়ী

ঘ. দেশের উন্নয়নে কাদের অবদান সমান? (অনুধাবন)
ক. পুরুষ খ. নারী
গ. নারী-পুরুষ ঘ. আত্মীয়স্বজন

ঙ. সমাজের উন্নয়নের মূলে কী রয়েছে? (অনুধাবন)
ক. পরিবেশ খ. মানুষ
গ. সরকার ঘ. বিদ্যালয়

চ. আমরা জলপথে কী ধরনের যানবাহন ব্যবহার করি? (অনুধাবন)
ক. বাস খ. ট্রেন
গ. স্টিমার ঘ. উড়োজাহাজ

ছ. সামাজিক বৈচিত্র্যের মাঝে মিলেমিশে বসবাস করতে পরস্পরের প্রতি কী থাকা প্রয়োজন? (অনুধাবন)
ক. সহযোগিতার মনোভাব খ. প্রতিযোগিতা করা
গ. তাকিয়ে দেখা ঘ. একসাথে কাজ না করা

জ. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর একটি বৈশিষ্ট্য কী? (অনুধাবন)
ক. গান করা খ. একই নিয়ম মেনে চলা
গ. কোনো পাঠ তাড়াতাড়ি শেখা ঘ. পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা

ঝ. শিশুর মৌলিক অধিকার পূরণ করা কার দায়িত্ব? (অনুধাবন)
ক. পরিবার ও রাষ্ট্রের খ. পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের
গ. শিশু, পরিবার ও সমাজের ঘ. শিশু ও সমাজের

ঞ. যারা কৃষিকাজ করেন, তাদের আমরা কৃষক বলি। এরা পেশাজীবীরা। এই পেশাজীবী সমাজে কী ধরনের কাজের সাথে জড়িত? (অনুধাবন)
ক. তৈরি খ. উৎপাদন
গ. সেবা ঘ. উপকরণ

ট. পরিবেশ রক্ষার জন্য আমরা কী করব? (প্রয়োগ)
ক. মালামাল পরিবহন করব খ. নদীনালা ভরাট করব
গ. বেশি করে গাছ লাগাব ঘ. রাস্তা খনন করব

ঠ. মিলেমিশে থাকার জন্য কী করব? (প্রয়োগ)
ক. বন্ধুদের বাড়ি থাকব খ. সকলকে সাহায্য করব
গ. লেখাপড়া করব ঘ. নিজের কাজে ব্যস্ত থাকব

ড. যারা চোখে কম দেখে, তাদের কীভাবে সাহায্য করব? (প্রয়োগ)
ক. খেলাধুলা করব খ. চুপচাপ থাকব
গ. সহায়তা করব ঘ. ছবি এঁকে দিব

ঢ. শিশুদের নৈতিক চরিত্র গঠনে পরিবার কীভাবে দায়িত্ব পালন করেন? (প্রয়োগ)
ক. অসুখে সেবা-যত্ন করে খ. স্কুলে ভর্তি করে না
গ. কৃষিকাজ করে ঘ. বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করে

ণ. প্রাকৃতিক পরিবেশের পার্থক্য কীভাবে প্রভাব ফেলে? (প্রয়োগ)
ক. রোগ-ব্যধি কমে যায় খ. মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়
গ. সমাজ-জীবনে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হয় ঘ. রাস্তা-ঘাট, যানবাহন বৃদ্ধি পায়

ত. বিদ্যালয়ে শিশু দিবস কীভাবে পালন করবে? (প্রয়োগ)
ক. গল্প করে খ. শ্রেণিকক্ষ সাজিয়ে
গ. চিকিৎসা করে ঘ. বড়দের শ্রদ্ধা করে

থ. পরিবারের প্রতি তোমরা কীভাবে দায়িত্ব পালন করবে? (প্রয়োগ)
ক. খেলাধুলা করে খ. নিয়ম-কানুন মেনে চলে
গ. পড়ালেখা করে ঘ. জন্মনিবন্ধন করে

দ. নিচের কোনোটি সামাজিক পরিবেশের উদাহরণ? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক. পশু, বিদ্যালয় খ. সেতু, গাছ
গ. রাস্তা, বাড়ি ঘ. পাখি, সূর্য

ধ. সকলে মিলেমিশে থাকার জন্য কী করবে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক. আনন্দে মেতে উঠব খ. একসাথে ঘুরে বেড়াব
গ. সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব ঘ. নাড়ু, মিষ্টি, ফল খাব

ন. খাদ্যের মৌলিক অধিকার কিসের মাধ্যমে পূরণ হয়? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক. ভাত, মাছ খ. জামা, জুতা
গ. বইখাতা, পেনসিল ঘ. বাড়ি, বিছানা

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর মধ্য থেকে যেকোনো ৮টি প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে লেখ। ৮ × ২ = ১৬

ক. ২টি শিশু অধিকারের নাম লিখ। (জানা)
খ. ২টি ধর্মীয় উৎসবের নাম লিখ। (জানা)
গ. নদী, মেঘ, খেলার মাঠ, দোকান কোন পরিবেশের উদাহরণ? (অনুধাবন)
ঘ. উৎপাদন কাজের সাথে জড়িত ২টি পেশার নাম বল। (অনুধাবন)
ঙ. শিক্ষার অধিকার কিসের মাধ্যমে পূরণ করা হয়? (অনুধাবন)
চ. কীভাবে শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে? ২টি উদাহরণ দাও। (প্রয়োগ)
ছ. কীভাবে শিশু দিবস পালন করবে? ২টি উদাহরণ দাও। (প্রয়োগ)
জ. কাদামাটি, সিমেন্ট উপকরণ ব্যবহার করে কী তৈরি করা হয়? ২টি উদাহরণ দাও। (প্রয়োগ)
ঝ. শ্রেণিকক্ষে একে অন্যকে কীভাবে সহায়তা করবে? ২টি উদাহরণ দাও। (প্রয়োগ)
ঞ. কোনো তারিখে বিশ্ব শিশু দিবস পালন করা হয়? (জানা)

৫. **নিচের প্রশ্নগুলোর মধ্য থেকে যেকোনো ৬টি প্রশ্নের উত্তর লেখ।** **৬ × ৪ = ২৪**

ক. পেশা বলতে কী বোঝ? যানবাহনের সাহায্যে আমরা কী করি? (জানা)
খ. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের কেন যত্ন করা প্রয়োজন? (অনুধাবন)
গ. আকাশপথ, জলপথ এবং স্থলপথের যানবাহনের তালিকা তৈরি কর। (জানা)
ঘ. শিক্ষা অর্জন করা কেন প্রয়োজন? (অনুধাবন)
ঙ. পরিবারে শিশু হিসাবে তুমি কোন কোন অধিকার ভোগ কর? (জানা)
চ. সমবয়সীদের সাথে কী রকম আচরণ করবে? (প্রয়োগ)
ছ. ডাক্তার ও নার্সের কার্যক্রমের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লিখ। (প্রয়োগ)
জ. বিদ্যালয়ে ছোটদের প্রতি তোমার দায়িত্ব বিশ্লেষণ কর। (উচ্চতর দক্ষতা)
ঞ. একই শ্রেণিতে সমবয়সী হয়েও কেন একে অপরের থেকে আলাদা? (উচ্চতর দক্ষতা)

পরিশিষ্ট ৬ : সামষ্টিক মূল্যায়নের উত্তরপত্রে নম্বর প্রদানের নির্দেশনা

সামষ্টিক মূল্যায়নে সংক্ষিপ্ত ও বর্ণনামূলক প্রশ্নোত্তরে নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নের মূল্যায়ন নির্দেশনা (Rubics) অনুসরণ করতে হবে।

ক. শিক্ষক প্রশ্নটি কোন স্তরের (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ, উচ্চতর দক্ষতা) তা নিরূপণ করবেন।
খ. শিক্ষার্থী প্রশ্ন অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্তরের লিখেছে কিনা তা নিরীক্ষা করবেন।
গ. সংক্ষিপ্ত ও বর্ণনামূলক প্রশ্নোত্তরের জন্য নিম্নলিখিত নিয়ম অনুসরণ করে নম্বর প্রদান করবেন। বরাদ্দকৃত নম্বরকে দুই ভাগ, চার ভাগ করতে হবে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর : মোট নম্বর ২। নিম্নের দুইটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে প্রদত্ত উত্তর যাচাই করুন এবং উপযুক্ত নম্বর প্রদান করুন।

- চাহিদামতো সঠিক উত্তর প্রদান করলে পূর্ণ নম্বর প্রদান করতে হবে।
- আংশিক উত্তর প্রদান করলে আংশিক নম্বর প্রদান করতে হবে।

বর্ণনামূলক প্রশ্নোত্তর: নিচের ৫টি মানদণ্ডের ভিত্তিতে প্রদত্ত উত্তর যাচাই করুন এবং উপযুক্ত নম্বর প্রদান করুন।

- যথাযথ সুস্পষ্ট ও সম্যক ধারণার প্রকাশ
- ভালো-মন্দ উভয় দিকের বর্ণনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
- উদাহরণ প্রদান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
- যুক্তি ও পাল্টাযুক্তি প্রদান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
- উপসংহার/মতামত প্রদান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

ক) পূর্ণ নম্বর প্রদান করার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ (Excellent) (৮০% - ১০০%)
- উপরের পাঁচটি বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে ৫টি থাকলে বা সামান্য ঘাটতি থাকলে।

খ) উচ্চ নম্বর প্রদান করার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ (Proficient) (৬১% -৭৯%)
- উপরের পাঁচটি বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে ৪টি থাকলে বা কিছু ঘাটতি থাকলে।

গ) মধ্যম মানের নম্বর প্রদান করার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় (Developing) (৪৫%-৬০%)
- উপরের পাঁচটি বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে ২/৩ থাকলে বা বেশ কিছু ঘাটতি থাকলে।

ঘ) নিম্নমানের নম্বর প্রদান করার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় (Need help) (১% - ৪৪%)
- উপরের পাঁচটি বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে ২/১টি থাকলে বা আংশিক উত্তর প্রদান করলে।

প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ের মূল্যায়ন নির্দেশিকা

শ্রেণি : ৩য় - ৫ম

প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ের মূল্যায়ন পদ্ধতি ও টুলস

১. ভূমিকা

বিজ্ঞান শিক্ষার শিখন প্রক্রিয়ায় দু'টি মূলধারা বিবেচনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি হলো তথ্যসমৃদ্ধ জ্ঞান অর্জন আর অন্যটি হলো প্রশ্ন উত্থাপন, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ এবং তথ্য ও তত্ত্বের শুদ্ধতা যাচাইয়ের ভিতর দিয়ে অংশগ্রহণ। এই দু'টি ধারা একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন নয় বরং পরস্পরের পরিপূরক। এই বিষয়গুলোকে সামনে রেখে প্রাথমিক পর্যায়ের বিজ্ঞান শিক্ষার মূল্যায়নের বিষয়টিকে সাজানো হয়েছে। এখানে বিষয়জ্ঞানের পাশাপাশি বিজ্ঞানের প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতাসমূহের অনুশীলন ও মূল্যায়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের বিকাশ নিশ্চিত করা এবং কতটা অর্জিত হয়েছে, তা মূল্যায়নের জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়নে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ের ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের নির্দেশনা নিচে উল্লেখ করা হলো।

২. সাধারণ নির্দেশনা

- ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিভিত্তিক ও বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করতে হবে।
- ধারাবাহিক মূল্যায়ন কোনো আনুষ্ঠানিক মূল্যায়ন নয় এবং তা শিখন-শেখানো কার্যাবলির অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই এর জন্য আলাদা করে কোনো সময় বরাদ্দ করা যাবে না অথবা কোনোরূপ শ্রেণি পরীক্ষার আয়োজন করা যাবে না।
- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যাবলি চলাকালীন বা পাঠ চলাকালীন বা বিদ্যালয়ে পাঠ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অনুশীলনে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, অংশগ্রহণ ও বিভিন্ন কাজে সাফল্যের মাত্রার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করবেন।
- প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ের মূল্যায়নে তিনটি প্রধান ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলো হলো বিষয়জ্ঞান, বিজ্ঞানের প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ।
- প্রতি মাসে একবার করে প্রত্যেক প্রান্তিকে মোট তিনবার ধারাবাহিক মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- প্রতি শিক্ষাবর্ষে মোট তিনবার সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। এগুলো হলো ১ম প্রান্তিক, ২য় প্রান্তিক ও তৃতীয় প্রান্তিক পরীক্ষা।
- ধারাবাহিক মূল্যায়নের নম্বর সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করে প্রতিটি প্রান্তিক পরীক্ষার ফলাফল প্রস্তুত করতে হবে।
- মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট পরিভাষা অংশে মূল্যায়ন কাঠামোতে ব্যবহৃত শব্দ/ ধারণাগুলোর ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।
- পরিশিষ্ট অংশে ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য সহায়ক তথ্য সংযোজন করা হয়েছে।

প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন

প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ে ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়নের জন্য দুই ধরনের মূল্যায়ন ব্যবহার করা হবে। একটি হলো ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং অপরটি সামষ্টিক মূল্যায়ন। এই দুই ধরনের মূল্যায়ন বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট নম্বর বণ্টন, মূল্যায়নের ক্ষেত্র, পদ্ধতি, টুলস ও প্রয়োজনীয় উদাহরণ পর্যায়ক্রমে আলোচনা ও উপস্থাপন করা হলো।

৩. প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয় মূল্যায়নের নম্বর বিভাজন (ধারাবাহিক ও সামষ্টিক)

প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ে ৩য় - ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের বিস্তারিত নম্বর বিভাজন সারণি ১-এ উপস্থাপন করা হয়েছে। এই সারণিতে শিখন বা মূল্যায়নের ক্ষেত্র অনুয়ায়ী প্রত্যেক প্রান্তিকের ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের নম্বর বণ্টন দেখানো হয়েছে।

সারণি ১ : ৩য় - ৫ম শ্রেণির প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ে বিভিন্ন প্রান্তিকে ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের নম্বর বণ্টন

শ্রেণি	*ধারাবাহিক মূল্যায়ন*				*সামষ্টিক মূল্যায়ন*					সর্বমোট (ক) + (খ)	প্রান্তিক
	বিষয়জ্ঞান	বিজ্ঞানের প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা	বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ	মোট (ক)	বিষয়জ্ঞান				মোট (খ)		
					জানা	অনুধাবন	প্রয়োগ	উচ্চতর শিখন			
৩য়	১৫	১০	৫	৩০	২১ (৩০%)	২১ (৩০%)	২১ (৩০%)	৭ (১০%)	৭০	১০০	১ম-২য়-৩য়
৪র্থ	১৫	১০	৫	৩০	১৪ (২০%)	২১ (৩০%)	২১ (৩০%)	১৪ (২০%)	৭০	১০০	১ম-২য়-৩য়
৫ম	১০	৫	৫	২০	১২ (১৫%)	২০ (২৫%)	৩২ (৪০%)	১৪ (২০%)	৮০	১০০	১ম-২য়

সারণি ১.১ : পঞ্চম শ্রেণির প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়ন (২০+৮০ = ১০০)

অংশ এক : ৫ম শ্রেণির ১ম ও ২য় প্রান্তিক মূল্যায়ন (২০ নম্বর)					**অংশ দুই: সমাপনী পরীক্ষা (৮০ নম্বর)**					**সর্বমোট**
					বিষয়জ্ঞান					
ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর	সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর	মোট প্রাপ্ত নম্বর	**প্রাপ্ত গড় নম্বর**	**২০% নম্বর (ক)**	জানা	অনুধাবন	প্রয়োগ	উচ্চতর শিখন	মোট (খ)	(ক)+(খ)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৪০ (২০+২০) - এর মধ্যে	১৬০ (৮০+৮০) - এর মধ্যে	২০০ (৪০+১৬০) - এর মধ্যে	মোট প্রাপ্ত নম্বর / ২	প্রাপ্ত গড় নম্বর / ১০০ × ২০	৩০	২০	২০	১০	৮০	২০+৮০ = ১০০

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির নম্বর বণ্টন : সারণি ১ অনুযায়ী প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ১ম, ২য় ও ৩য় প্রান্তিকে ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য ৩০ নম্বর এবং সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য ৭০ নম্বর করে বরাদ্দ করা হয়েছে। শিখন ক্ষেত্র অনুযায়ী বিস্তারিত নম্বর বন্টনের জন্য সারণি ১ দেখুন।

৫ম শ্রেণির নম্বর বন্টন : ৫ম শ্রেণির ১ম ও ২য় প্রান্তিকে ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য যথাক্রমে মোট ২০ ও ৮০ নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে। এই দু'টি প্রান্তিকের বিস্তারিত নম্বর বন্টন সারণি ১ - এ দেওয়া হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়ন

৫ম শ্রেণির শিক্ষাবর্ষের শেষে কোনো প্রান্তিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে না। এর পরিবর্তে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে যা দু'টি অংশ নিয়ে গঠিত। সারণি ১.১ -এ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে 'অংশ এক' ও 'অংশ দুই' হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

অংশ এক : এই অংশে প্রাপ্ত নম্বর ৫ম শ্রেণির ১ম ও ২য় প্রান্তিক মূল্যায়ন থেকে করা হবে। এক্ষেত্রে প্রথমে দু'টি প্রান্তিকে অনুষ্ঠিত ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত মোট নম্বরের গড় (সারণি ১.১ এর ৪ নং কলাম দেখুন) নির্ণয় করতে হবে। পরে প্রাপ্ত গড় নম্বরের শতকরা ২০ ভাগ (সারণি ১.১ -এর ৫ নং কলাম দেখুন) নম্বর সংগ্রহ করতে হবে।

অংশ দুই : এই অংশে সমাপনী পরীক্ষার নম্বর বণ্টন দেখানো হয়েছে। এটি একটি সামষ্টিক মূল্যায়ন এবং মোট বরাদ্দকৃত নম্বর ৮০। এক্ষেত্রে প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ের শুধু বিষয়জ্ঞান মূল্যায়ন করা হবে। বিস্তারিত সারণি ১.১-এ দেওয়া হয়েছে। এই ৮০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বরের সাথে 'অংশ এক'-এ বর্ণিত ২০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়নের চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। সারণি ১.১-এর কলাম ১১ দেখুন।

৪. ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণির প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো

প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষক যাতে কার্যকরভাবে ধারাবাহিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করতে পারেন, সেজন্য একটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। এই মূল্যায়ন কাঠামোতে শিক্ষক অনুশীলনের সময় কী মূল্যায়ন করবেন, কোন পদ্ধতি অনুসরণ করবেন, কী ধরনের টুলস বা উপকরণ ব্যবহার করবেন- সেই সম্পর্কে উদাহরণসহ দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সারণি ২-এ উপস্থাপিত এই কাঠামোতে ৫টি কলাম আছে। কলামগুলো হলো মূল্যায়নের ক্ষেত্র, মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয়, মূল্যায়ন পদ্ধতি, মূল্যায়ন টুলস এবং মন্তব্য/উদাহরণ। শিক্ষক এই মূল্যায়ন কাঠামো অনুসরণ করে ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্য পরিচালনা করবেন।

মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও বিবেচ্য বিষয় : প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে তিনটি বৃহৎ ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে বিষয়জ্ঞান, বৈজ্ঞানিক দক্ষতা এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ। এই তিনটি বৃহৎ ক্ষেত্রের প্রত্যেকটির অধীনে কোনো শিখনফল মূল্যায়ন করা হবে। শিক্ষার্থী কী শিখবে তা সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে 'বিবেচ্য বিষয়' কলামে।

মূল্যায়ন পদ্ধতি ও টুলস : প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষার্থীদের শিখন ধারাবাহিকভাবে মূল্যায়নের জন্য তিন ধরনের মূল্যায়ন পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। পদ্ধতিগুলো হলো, মৌখিক, লিখিত এবং পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি। শিক্ষার্থীদের বিষয়জ্ঞান যাচাইয়ের জন্য মৌখিক ও লিখিত পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। বৈজ্ঞানিক দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য পর্যবেক্ষণ, মৌখিক ও লিখিত পদ্ধতি এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ যাচাইয়ের জন্য ব্যবহার করা হবে প্রধানত পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি।

মৌখিক পদ্ধতির মূল্যায়নে শিক্ষার্থীরা মৌখিকভাবে উত্তর দিবে এবং শিক্ষক মৌখিকভাবে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন বা কাজের নির্দেশনা দিবেন। লিখিত পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী লিখিতভাবে উত্তর করবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী লিখতে পারে, চিত্র আঁকতে পারে, চার্ট/গ্রাফ তৈরি করতে পারে। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর নির্ধারিত দক্ষতা ও আচরণ (যা শিক্ষার্থী প্রদর্শন করবে) শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন। মৌখিক ও লিখিত মূল্যায়নের জন্য শিক্ষক টুলস হিসেবে মৌখিক মূল্যায়ন চেকলিস্ট ও লিখিত প্রশ্নপত্র বা চেকলিস্ট তৈরি করে ব্যবহার করবেন। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির জন্য শিক্ষক পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট ব্যবহার করবেন। মূল্যায়ন কাঠামোর উদাহরণ/মন্তব্যের কলাম থেকে এই সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। সবশেষে শিক্ষক মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা 'ফলাফল সংরক্ষণ ছক' এ লিপিবদ্ধ করবেন।

সারণি ২: ৩য়-৫ম শ্রেণির প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	নির্দেশক/সূচক ও টুলসের উদাহরণ
বিষয়জ্ঞান ধারাবাহিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পাঠের নির্ধারিত বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট জ্ঞান এর অন্তর্ভুক্ত হবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রম চলাকালীন মৌখিক বা লিখিত প্রশ্নোত্তর, ছবি আঁকা, একক বা দলীয় কাজে শিক্ষার্থীর পারগতার ভিত্তিতে এই মূল্যায়ন সম্পন্ন করবেন। বিষয়জ্ঞান শিখনে/মূল্যায়নে যে ধরনের শিখনেফল বিবেচনা করা হবে- • জানা • অনুধাবন • প্রয়োগ • উচ্চতর শিখন/দক্ষতা	**জানা:** পূর্বে শেখা (সদ্য শেখা) কোনো বিশেষ তথ্য বা অভিজ্ঞতা স্মরণ করার মানসিক ক্ষমতা। যেমন, সংজ্ঞা দেওয়া, পুনরাবৃত্তি, লিপিবদ্ধ করা, তালিকা করা। **অনুধাবন:** কোনো বিষয়ের অর্থ সঠিকভাবে উপলব্ধি করা। যেমন, ব্যাখ্যা করা, শনাক্ত করা, চিহ্নিত করা, আলোচনা করা। **প্রয়োগ:** পূর্বে শেখা কোনো ধারণা, পদ্ধতি, নীতি, তত্ত্ব বা সূত্রকে বাস্তবে নতুন ক্ষেত্রে ব্যবহার। যেমন, ব্যবহার, প্রদর্শন, তৈরি করা, সমাধান করা, চিত্রিত করা ইত্যাদি। **উচ্চতর দক্ষতা:** কোনো সমগ্র অংশ পৃথক করা, পৃথককৃত অংশ একত্রিত করে সামগ্রিক রূপ দেওয়া, কোনো কিছু সংগঠিত করা এবং কোনো কিছুর মূল্যমান বিচার করতে পারা। যেমন, পরিকল্পনা করা, পৃথক করা, গণনা করা, শ্রেণিবদ্ধ করা, পরিমাপ করা, গঠন করা, মূল্য নিরূপণ করা, নির্বাচন করা, বোঝাতে পারা, প্রকাশ করা ইত্যাদি।	• মৌখিক • লিখিত (কাগজ কলমে অনুশীলন যথা: লেখা/ চিত্র আঁকা/চার্ট তৈরি ইত্যাদি)	মৌখিক মূল্যায়ন চেকলিস্ট ★ নমুনা মৌখিক চেকলিস্ট পরিশিষ্ট ১ - এ সংযোজিত হয়েছে প্রশ্ন/প্রশ্নাবলি ★ নমুনা লিখিত প্রশ্নাবলি পরিশিষ্ট ১ - এ সংযোজিত হয়েছে	শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালে মৌখিক মূল্যায়ন চেকলিস্ট অনুসরণ করে মূল্যায়ন করবেন এবং শিক্ষার্থীর শিখন দুর্বলতা চিহ্নিত করে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিয়ে পরবর্তিতে পুনর্মূল্যায়ন করবেন। মৌখিক এবং লিখিত মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্ন নিচে উল্লেখ করা হলো। জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের সবকটি পর্যায়ের প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যেমন: **জানা** • বায়ুর চারটি উপাদানের নাম বল। • পানির তিনটি প্রাকৃতিক উৎসের নাম লেখ। • পানিদূষণের তিনটি কারণ উল্লেখ কর। • শক্তির তিনটি রূপের নাম লিখ। • পরিবেশের উপাদানগুলোর তালিকা কর। **অনুধাবন** • কীভাবে পানির অপচয় রোধ করা যায়- ব্যাখ্যা কর। • আমাদের সুষম খাদ্য খাওয়া প্রয়োজন কেন? • আকার ও কাণ্ড অনুযায়ী উদ্ভিদকে কীভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়? ব্যাখ্যা কর। • নলকূপের পানিতে অর্সেনিক আছে কি না তা কীভাবে বুঝবে? **প্রয়োগ** **পরিস্থিতির বর্ণনার পর প্রয়োগমূলক প্রশ্নগুলো নিম্নরূপ হতে পারে -** • সুস্থ্য থাকার জন্য তুমি কী করবে। • বায়ুদূষণ রোধে তুমি কী করবে। • শিক্ষা প্রযুক্তি তুমি কীভাবে কাজে লাগাও - ব্যাখ্যা কর। • প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা কীভাবে অন্যের সাথে যোগাযোগ করতে পারি। • কৃষি প্রযুক্তির উন্নতির ফলে আমরা কী কী সুবিধা পাচ্ছি। **উচ্চতর দক্ষতা:** • যদি আমরা নিয়মিত দাঁত ব্রাশ না করি তাহলে দাঁতের কী সমস্যা হতে পারে? • মানুষ কীভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল? • উদ্ভিদ কীভাবে প্রাণী থেকে আলাদা? • **পানি, নিরাপদ, আর্সেনিক, সুস্থ থাকা, জীবাণু**- এই শব্দগুলো ব্যবহার করে ২টি বাক্য লিখ।

সারণি ২: ৩য়-৫ম শ্রেণির প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	নির্দেশক/সূচক ও টুলসের উদাহরণ
বিজ্ঞানের প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সাথে সংশ্লিষ্ট দক্ষতাসমূহ দুই ধরনের - বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা ও ব্যবহারিক প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা। বিজ্ঞানের প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতার সূচক: • পর্যবেক্ষণ • পরিমাপকরণ • শ্রেণিকরণ • পূর্বানুমান • সম্ভাব্য ব্যাখ্যাদান • পরীক্ষণ • যোগাযোগ	**পর্যবেক্ষণ :** এক বা একাধিক ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ। **পরিমাপকরণ :** কোনো বস্তুকে উপযুক্ত একক ব্যবহার করে সংখ্যার মাধ্যমে বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করা; পরিমাপকৃত এককের সাপেক্ষে বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে তুলনা করা। **শ্রেণিকরণ :** পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন দলে বা শ্রেণিতে ভাগ করা। **পূর্বানুমান :** জানা তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে কোনো ক্ষেত্রে কী ঘটতে পারে তার পূর্বাভাস। **সম্ভাব্য ব্যাখ্যাদান :** ছক ,গ্রাফ, চিত্র ইত্যাদি পড়ে ব্যাখ্যা প্রদান করা। **পরীক্ষণ:** নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে কোনো কিছু পরীক্ষা করা **যোগাযোগ :** মৌখিক বা লিখিত উপায়ে শব্দ, বাক্য, ছক, গ্রাফ, চিত্র ইত্যাদির সাহায্যে কোনো বস্তু, ঘটনা বা কাজ সম্পর্কে তথ্য উপস্থাপন ও তথ্য আদান-প্রদান করা।	• পর্যবেক্ষণ • মৌখিক • লিখিত	পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট মৌখিক চেকলিস্ট প্রশ্নপত্র	★ **'সহায়ক তথ্য' অংশে বিবেচ্য বিষয়ে উল্লেখিত বিজ্ঞানের প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতার নির্দেশকসমূহের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।**
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রতি একজন ব্যক্তির অনুভূতি বা চিন্তার এক ধরনের বহিঃপ্রকাশ, যা	▪ বিজ্ঞানের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব ▪ বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ ▪ কৌতূহল/ অনুসন্ধিৎসা ▪ সততা ▪ নৈর্ব্যক্তিকতা ▪ সৃজনশীলতা ▪ মুক্ত মানসিকতা ▪ যাচাই প্রবণতা	• পর্যবেক্ষণ	• পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট	**বিজ্ঞানের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব** ▪ বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে আকর্ষণ বোধ করে ▪ বিজ্ঞান সম্পর্কে অন্যদের কাছে ইতিবাচক কথা বলে ▪ কোন ঘটনাকে বিজ্ঞানের জ্ঞানের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। **বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ** ▪ বিজ্ঞান-সংশ্লিষ্ট কোনো কার্যক্রমে

সারণি ২: ৩য়-৫ম শ্রেণির প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	নির্দেশক/সূচক ও টুলসের উদাহরণ
কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। অন্যদিকে মূল্যবোধ হলো একজন ব্যক্তির ভেতরের কিছু আদর্শমান, নীতি বা জীবনাদর্শ, যা তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আচরণ বা কাজকে নির্দেশ (Guide) করে।	▪ পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্যের উপর নির্ভরশীলতা ▪ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োগ ★ **'সহায়ক তথ্য' অংশে প্রতিটি নির্দেশকের ব্যাখ্যা সংযোজন করা হয়েছে।**			শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। ▪ শিশুরা হাতে-কলমে কাজ করতে পছন্দ করে ▪ মনোযোগ ও ধৈর্য সহকারে শ্রেণির কাজে অংশগ্রহণ করে **কৌতূহল/অনুসন্ধিৎসা** ▪ বিজ্ঞানের কোনো বিষয় সম্পর্কে আরও জানতে শিক্ষককে প্রশ্ন করে। ▪ বিজ্ঞানের কোনো বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য বই বা পত্রিকা পড়ে, টেলিভিশনের বিজ্ঞান-বিষয়ক অনুষ্ঠান দেখে **সততা** ◆ কোনো কিছু পরিমাপের সময় যা মাপব, ঠিক তা-ই লেখে, ◆ যা পর্যবেক্ষণ করে তা-ই রিপোর্ট করে/লেখে **নৈর্ব্যক্তিকতা** ◆ কোনো কিছু পরিমাপে ব্যক্তির প্রভাব না পড়া **মুক্ত মানসিকতা** ◆ দলীয় কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে, সহযোগিতা করে, ◆ অন্যের মতামত খোলা মনে শোনে **যাচাই প্রবণতা** ◆ অন্যের মতামত মেনে নেয়ার আগে বিষয়গুলো বিভিন্নভাবে যাচাই করা,/ যুক্তিগুলো খতিয়ে/বিশ্লেষণ করে দেখা যে সেগুলো গ্রহণযোগ্য কি না **পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্যের উপর নির্ভরশীলতা** ◆ কোনো কিছুর ব্যাখ্যার জন্য বিভিন্ন পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যের উপর নির্ভর করা **সিদ্ধান্ত গ্রহণে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োগ** ◆ দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞানভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ

৪.১ ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রয়োগ কৌশল

নিচে প্রাথমিক বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তক থেকে একটি কার্য নির্ধারণ কর হয়েছে (চিত্র ১)। নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু পাঠের পর ঐ বিষয়বস্তুর আলোকে শিক্ষার্থীদেরকে মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত তিনটি ক্ষেত্রেই মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে। যেমন, চিত্র ১ -এ প্রদত্ত কার্যটি দ্বারা শিক্ষক বিষয়জ্ঞানের জানা ও অনুধাবন (ছক 'ক'), বিজ্ঞানের প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতার পর্যবেক্ষণ ও শ্রেণিকরণ (ছক 'খ') এবং বৈজ্ঞানিক দক্ষতার আগ্রহ (ছক 'গ) মূল্যায়ন করতে পারেন।

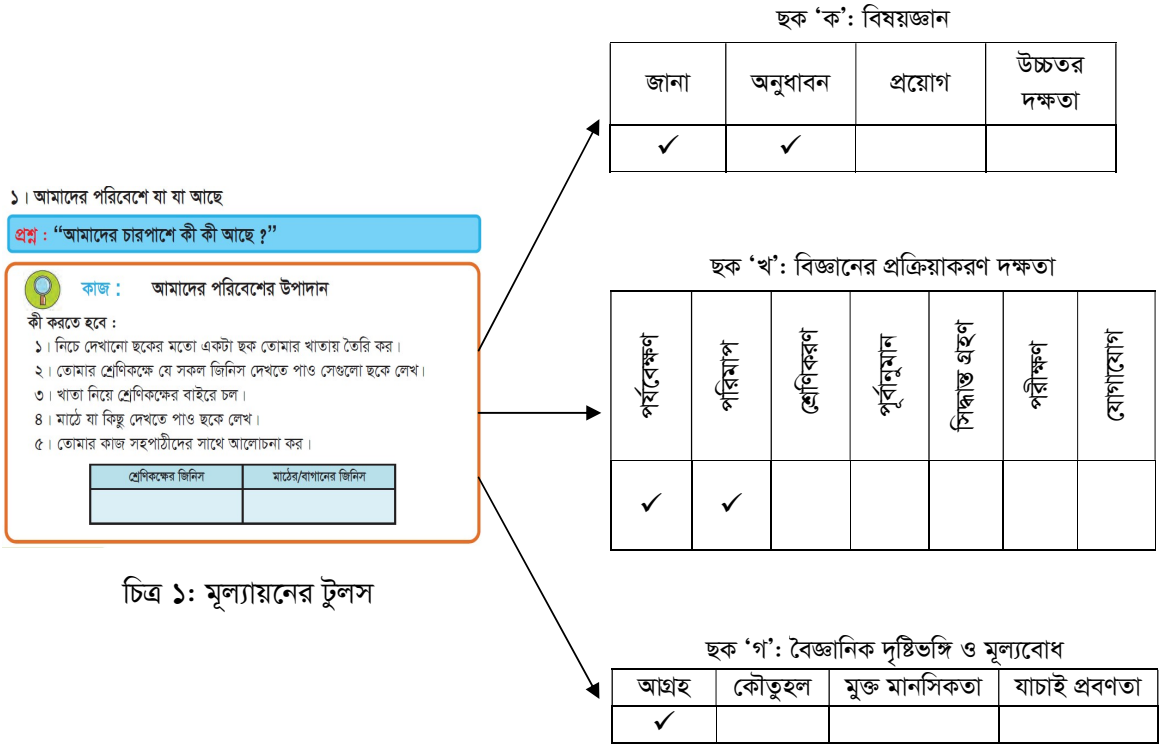

চিত্র ১: মূল্যায়নের টুলস

এভাবে শিক্ষকগণ পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক নির্দেশিকা থেকে মূল্যায়নের জন্য কাজ চিহ্নিত করে শিক্ষার্থীদের এক বা একাধিক শিখনফল মূল্যায়ন করতে পারেন।

১. প্রাথমিক বিজ্ঞান (৩য় - ৫ম শ্রেণি) বিষয়ের সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো

শিক্ষাবর্ষের তিনটি প্রান্তিকের প্রত্যেকটিতে সামষ্টিক মূল্যায়ন একবার সংঘটিত হবে। শিক্ষকগণ সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো অনুসরণ করে সামষ্টিক মূল্যায়ন টুলস তৈরি করবেন। সামষ্টিক মূল্যায়নের একটি কাঠামো সারণি ৩ - এ উপস্থাপন করা হয়েছে। যথারীতি এই কাঠামোতে ৫টি কলাম রয়েছে। যথা : মূল্যায়নের ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, মূল্যায়ন পদ্ধতি, টুলস এবং মন্তব্য/উদাহরণ।

৩য় থেকে ৫ম শ্রেণির প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ে সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়ন ক্ষেত্র হিসেবে শুধু বিষয়জ্ঞান বিবেচনা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বিষয়জ্ঞানের মূল্যায়ন সংঘটিত হবে চার প্রকার শিখনফল বা শিখন ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে। শিখন ক্ষেত্রগুলো হলো - স্মরণ করা/জানা (remembering), অনুধাবন করা/বুঝতে পারা (understanding), প্রয়োগ করা (applying) এবং উচ্চতর শিখন (higher order learning)। সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে জানা, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর শিখন থেকে নির্ধারিত হারে প্রশ্ন সন্নিবেশ করতে হবে। শিক্ষকগণ সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো অনুসরণ করে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করবেন।

মূল্যায়ন পদ্ধতি হবে লিখিত এবং টুলস বা উপকরণ হিসেবে লিখিত প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হবে। প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সময় 'প্রশ্ন/পদ সুনির্দিষ্টকরণ ছক' অনুযায়ী বিভিন্ন শিখন ক্ষেত্র বিবেচনা করতে হবে।

সারণি ৩ : ৩য়-৫ম শ্রেণির প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ের সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
বিষয়জ্ঞান: তৃতীয় থেকে ৫ম শ্রেণির প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ের নির্ধারিত বিষয়বস্তুর ধারণা, ব্যাখ্যা ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করবে। শিক্ষক বিষয়জ্ঞান মূল্যায়ন করার সময় যে ধরনের শিখন ক্ষেত্র বিবেচনা করবেন তা হলো - ● জানা ● অনুধাবন ● প্রয়োগ ● উচ্চতর শিখন/দক্ষতা	প্রাথমিক বিজ্ঞানের বিষয়জ্ঞান মূল্যায়নের সময় যে শিখন ক্ষেত্র বিবেচনা করা হবে তা হলো - ● **জানা/স্মরণ করা :** বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত পূর্বে শেখা তথ্য, ধারণা বা অভিজ্ঞতা স্মরণ বা মনে করে বলতে, লিখতে বা প্রকাশ করতে পারার সামর্থ্য। যেমন-সংজ্ঞা দেওয়া, পুনরাবৃত্তি, লিপিবদ্ধ করা, তালিকা করা। ● **অনুধাবন :** কোনো বিষয় বা ধারণার অর্থ সঠিকভাবে উপলব্ধি করে বা বুঝে বলতে, লিখতে বা প্রকাশ করতে পারার দক্ষতা। যেমন– ব্যাখ্যা করা, শনাক্ত করা, চিহ্নিত করা, আলোচনা করা। ● **প্রয়োগ :** শিক্ষার্থী ইতিমধ্যে যে ধারণা, পদ্ধতি, নীতি, তত্ত্ব বা সূত্র জেনেছে বা বুঝেছে তা বাস্তবে নতুন/অজানা ক্ষেত্রে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করার সামর্থ্য। যেমন– ব্যবহার, প্রদর্শন, তৈরি করা, সমাধান করা, চিত্রিত করা ইত্যাদি। ● **উচ্চতর শিখন/দক্ষতা :** কোনো সমগ্র ধারণাকে পরস্পর সম্পর্কিত পৃথক অংশে ভাগ করা; বিচ্ছিন্ন ধারণা বা তথ্য অর্থপূর্ণভাবে সংগঠিত ও একত্রিত করা এবং একটি সামগ্রিক রূপ দেয়ার সামর্থ্য, নির্ধারিত মানদণ্ডের আলোকে কোনো কিছু মূল্যায়ন করার সামর্থ্য। যেমন– পরিকল্পনা করা, পৃথক করা, গণনা করা, শ্রেণিবদ্ধ করা, পরিমাপ করা, গঠন, মূল্য নিরূপণ করা, নির্বাচন করা, বোঝাতে পারা, প্রকাশ করা ইত্যাদি।	● লিখিত	প্রশ্নপত্র	● পরিশিষ্ট ২ - এ কিছু নমুনা লিখিত প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। ● পরিশিষ্ট ৩ - এ সামষ্টিক মূল্যায়নের (১ম প্রান্তিক) নমুনা প্রশ্নপত্র সংযোজন করা হয়েছে।

৫.১ সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রশ্ন নির্দিষ্টকরণ ছক (Table of Specification)

সারণি ৫, ৬ ও ৭-এ যথাক্রমে ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির সামষ্টিক মূল্যায়নের টুলস তৈরির জন্য প্রশ্ন নির্দিষ্টকরণ ছক প্রদান করা হলো। শিক্ষকগণ এই ছক অনুসরণ করে লিখিত প্রশ্নের প্রশ্নমালা তৈরি করবেন। আর সারণি ৮-এ বিষয়বস্তু অনুযায়ী ৫ম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষার সামষ্টিক মূল্যায়নের নম্বর বণ্টন উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ৪ : ৩য় শ্রেণির প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ের সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রশ্ন নির্দিষ্টকরণ ছক

প্রশ্নের ধরন	জ্ঞানমূলক ক্ষেত্র								মোট প্রশ্নের সংখ্যা	বিভিন্ন প্রশ্নের মোট নম্বর
	জানা (৩০%)		অনুধাবন (৩০%)		প্রয়োগ (৩০%)		উচ্চতর দক্ষতা (১০%)			
	প্রশ্নের সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নে বরাদ্দকৃত নম্বর	প্রশ্নের সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নে বরাদ্দকৃত নম্বর	প্রশ্নের সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নে বরাদ্দকৃত নম্বর	প্রশ্নের সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নে বরাদ্দকৃত নম্বর		
শূন্যস্থান পূরণ	৫	৫×১							৫	৫
মিলকরণ	৩	৩×১	২	২×১					৫	৫
বহুনির্বাচনি	১	১×১	৯	৯×১	৭	৭×১	৩	৩×১	২০	২০
সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন	২	২×২	৩	২×২	৩	৩×২			৮	১৬
বর্ণনামূলক প্রশ্ন	২	২×৪	১	১×৪	২	২×৪	১	১×৪	৬	২৪
মোট		২১		২১		২১		৭		৭০

সারণি ৫ : ৪র্থ শ্রেণির প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ের সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রশ্ন নির্দিষ্টকরণ ছক

প্রশ্নের ধরন	জ্ঞানমূলক ক্ষেত্র								মোট প্রশ্নের সংখ্যা	বিভিন্ন প্রশ্নের মোট নম্বর
	জানা (২০%)		অনুধাবন (৩০%)		প্রয়োগ (৩০%)		উচ্চতর দক্ষতা (২০%)			
	প্রশ্নের সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নে বরাদ্দকৃত নম্বর	প্রশ্নের সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নে বরাদ্দকৃত নম্বর	প্রশ্নের সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নে বরাদ্দকৃত নম্বর	প্রশ্নের সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নে বরাদ্দকৃত নম্বর		
শূন্যস্থান পূরণ	৫	৫×১							৫	৫
মিলকরণ	৩	৩×১	২	২×১					৫	৫
বহুনির্বাচনী	২	২×১	১০	১০×১	৯	৯×১	৪	৪×১	২৫	২৫
সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন	২	২×২	২	২×২	১	১×২			৫	১০
বর্ণনামূলক প্রশ্ন			১	১×৫	২	২×৫	২	২×৫	৫	২৫
মোট		১৪		২১		২১		১৪		৭০

সারণি ৬ : ৫ম শ্রেণির প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ের সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রশ্ন নির্দিষ্টকরণ ছক

প্রশ্নের ধরন	জ্ঞানমূলক ক্ষেত্র								মোট প্রশ্নের সংখ্যা	বিভিন্ন প্রশ্নের মোট নম্বর
	জানা (২০%)		অনুধাবন (৩০%)		প্রয়োগ (৩০%)		উচ্চতর দক্ষতা (২০%)			
	প্রশ্নের সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নে বরাদ্দকৃত নম্বর	প্রশ্নের সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নে বরাদ্দকৃত নম্বর	প্রশ্নের সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নে বরাদ্দকৃত নম্বর	প্রশ্নের সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নে বরাদ্দকৃত নম্বর		
বহুনির্বাচনি	১২	১২×১	১৮	১৮×১	৬	৬×১	৪	৪×১	৪০	৪০
সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন	২	২×২	৩	৩×২	৩	৩×২			৮	১৬
বর্ণনামূলক প্রশ্ন					২	২×৬	২	২×৬	৪	২৪
মোট		১৬		২৪		২৪		১৬		৮০

নোট: সারণি ৬ -এ প্রদত্ত প্রশ্ন নির্দিষ্টকরণ ছকটি ৫ম শ্রেণির ১ম ও ২য় প্রান্তিক এবং সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়নে ব্যবহার করতে হবে।

৫. মূল্যায়নের ফলাফল সংরক্ষণ

মূল্যায়ন-ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো মূল্যায়নের ফলে শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর সংরক্ষণ করা। একটি যথাযথ ফলাফল সংরক্ষণ ছকে শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের ফলাফল সংরক্ষণ বা রেকর্ড করতে হবে। ধারাবাহিক এবং সামষ্টিক মূল্যায়নের ফলাফল সংরক্ষণ করা মূল্যায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ফলাফল সংরক্ষণ করার জন্য একটি নমুনা ফলাফল সংরক্ষণ ছক সারণি ৭-এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ৭ : প্রাথমিক বিজ্ঞান (৩য়-৫ম শ্রেণি) বিষয়ের মূল্যায়ন ফলাফল সংরক্ষণ ছক-ধারাবাহিক ও সামষ্টিক (সমন্বিত)

শ্রেণিঃ ..... **প্রথম/দ্বিতীয়/তৃতীয় প্রান্তিক মূল্যায়ন, ২০১.....** **বিষয়ঃ প্রাথমিক বিজ্ঞান**

রোল নম্বর	শিক্ষার্থীর নাম	ধারাবাহিক মূল্যায়ন														সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর	সর্বমোট নম্বর**
		১ম মাসঃ				২য় মাসঃ				৩য় মাসঃ				তিন মাসে মোট প্রাপ্ত নম্বর	প্রাপ্ত গড় নম্বর*		
		বিষয়জ্ঞান	বি. প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা	বৈ. দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ	মোট	বিষয়জ্ঞান	বি. প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা	বৈ. দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ	মোট	বিষয়জ্ঞান	বি. প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা	বৈ. দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ	মোট				
		....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	...	...	....	....
০১	-																
০২	-																
০৩	-																
০৪																	
০৫																	

নোটঃ বি. = বিজ্ঞানের; বৈ. = বৈজ্ঞানিক

নির্দেশনা:

- সারণির ১ম সারিতে প্রযোজ্য স্থানে শ্রেণি লিখুন, প্রান্তিকের ওপর টিক চিহ্ন (✓) দিন, যথাস্থানে সাল ও মাসের নাম লিখুন।
- একটি প্রান্তিকে ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরের তিন মাসের মোট নির্ণয় করে তাকে ৩ দিয়ে ভাগ করে গড় নির্ণয় করুন। এই গড় নম্বরটি নির্দিষ্ট প্রান্তিকে ধারাবাহিকে প্রাপ্ত নম্বর।
- ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত এই নম্বরটি সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করে প্রান্তিকে প্রাপ্ত মোট নম্বর নির্ণয় করুন।

* ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত গড় নম্বর $= \frac{\text{১ম মাসে প্রাপ্ত নম্বর + ২য় মাসে প্রাপ্ত নম্বর + ৩য় মাসে প্রাপ্ত নম্বর}}{৩} = \frac{\text{তিন মাসে প্রাপ্ত মোট নম্বর}}{৩}$

** সর্বমোট নম্বর = ধারাবাহিকে মূল্যায়নে প্রাপ্ত গড় নম্বর (৩০/২০-এর মধ্যে) + সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর (৭০/৮০-এর মধ্যে)

৭. সহায়ক তথ্য

১. বিজ্ঞানের প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা

বিজ্ঞান-সংশ্লিষ্ট অন্যতম বিষয়গুলো হলো বিজ্ঞানের জ্ঞান, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও বিজ্ঞান কমিউনিটি। বিজ্ঞান কমিউনিটি হলো যারা বিজ্ঞানের জ্ঞানকে আবিষ্কার বা ব্যবহার করে। এই বিজ্ঞান কমিউনিটি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে বিজ্ঞানের জ্ঞানকে আবিষ্কার বা ব্যবহার করে থাকে। শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যাবলির মাধ্যমে সাধারণত: বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জনকেই (সংশ্লিষ্ট তথ্য জানা) প্রাধান্য দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীদের তার চারপাশের পরিবেশের কোনো কিছুকে অনুসন্ধান করার সাথে সংশ্লিষ্ট দক্ষতাগুলো অর্জনে সহায়তা প্রদানের দিকটিতে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সাথে সংশ্লিষ্ট দক্ষতাসমূহ দুইধরনের - বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা ও ব্যবহারিক প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা। বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা হচ্ছে যে প্রক্রিয়াকরণে বুদ্ধিবৃত্তিক কাজের দরকার হয়। যেমন, উপাত্ত বিশ্লেষণ বা গাণিতিক হিসাব করা। আর ব্যবহারিক প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা হলো যেখানে হাতে-কলমে কাজের দরকার হয়। যেমন কোনো কিছুর দৈর্ঘ্য মাপা। নিচে বিজ্ঞানের কয়েকটি প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা এবং শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যাবলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এ দক্ষতাগুলো অর্জনে কীভাবে সহায়তা করা যায় তা আলোচনা করা হলো।

এখানে উল্লেখ্য যে শিক্ষক প্রাথমিক বিজ্ঞানের কোনোগুলো প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা তা সতর্কতার সাথে চিহ্নিত করে শিক্ষার্থীদের পাঠে ও মূল্যায়নে অন্তর্ভুক্ত করবেন। শিক্ষক পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সংস্করণে বর্ণিত শিখন-শেখানো কার্যাবলিতে সংযোজিত বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারগতা মূল্যায়ন করবেন। তবে শিক্ষক শিখনফল অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজে অন্য কোনো অনুসন্ধান বা কাজ দিয়ে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করতে পারেন। বিজ্ঞানের প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতাসমূহের ভিত্তিতে মূল্যায়ন রেকর্ড করতে হবে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনায় রেখে বিজ্ঞানের প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা মূল্যায়ন সম্পন্ন করতে হবে।

ক. পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণ অনুসন্ধানের জন্য একটি আবশ্যকীয় দক্ষতা। পর্যবেক্ষণ শুধু চোখ দিয়ে দেখা নয় বরং সকল ইন্দ্রিয় ব্যবহার করেই পর্যবেক্ষণ করতে হয়। শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানের ধারণা লাভের জন্য উপযোগী ক্ষেত্রে পরিবেশের উপাদানগুলোর বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে থাকে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক সহায়ক ভূমিকা পালন করবেন, যাতে পর্যবেক্ষণ সুশৃঙ্খল হয়। একজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে একটি ফুলের আকৃতি, রং, বা গন্ধ ইত্যাদি বের করতে দিয়ে পর্যবেক্ষণ দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা যায়। উদাহরণ: প্রাথমিক বিজ্ঞান ৩য় শ্রেণি, পৃ. ০২।

১। আমাদের পরিবেশে যা যা আছে

প্রশ্ন : "আমাদের চারপাশে কী কী আছে ?"

কাজ : আমাদের পরিবেশের উপাদান

কী করতে হবে :

১। নিচে দেখানো ছকের মত একটা ছক তোমার খাতায় তৈরি কর।
২। তোমার শ্রেণিকক্ষে যে সকল জিনিস দেখতে পাও সেগুলো ছকে লেখ।
৩। খাতা নিয়ে শ্রেণিকক্ষের বাইরে চল।
৪। মাঠে যা কিছু দেখতে পাও ছকে লেখ।
৫। তোমার কাজ সহপাঠিদের সাথে আলোচনা কর।

শ্রেণিকক্ষের জিনিস	মাঠের/বাগানের জিনিস

খ. পরিমাপ/ মাপকরণ

বস্তুসমূহকে তুলনা করার জন্য পরিমাপ করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা প্রথম দিকে কোনো কোনো পরিমাপ যন্ত্রের সাহায্যে কোনো কিছু মাপতে পারে না, তবে খুব সহজেই দুজন সহপাঠীর মধ্যে কে লম্বা এ-জাতীয় তুলনা করতে পারে। এক্ষেত্রে তারা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একে অপরে সঙ্গে তুলনা করে।
উদাহরণ: প্রাথমিক বিজ্ঞান, ৩য় শ্রেণি, পৃষ্ঠা নং ৩৩।

মাটির পানি ধরে রাখার ক্ষমতা পরীক্ষণ

	এঁটেল মাটি	বেলে মাটি	দোআঁশ মাটি
কত তাড়াতাড়ি পানি পাত্রে পড়ছে			
পাত্রে জমা পানির পরিমাণ			

গ. শ্রেণীকরণ

শ্রেণীকরণ দক্ষতা হলো বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন বস্তুকে একাধিক দল/শ্রেণিতে সাজানো। শিক্ষার্থীরা তাদের পরিবেশ ও আগের শ্রেণির পাঠ থেকে কিছু জ্ঞান বা পর্যবেক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতা নিয়ে আসে। একজন শিক্ষার্থীকে এই জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে কোন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন বস্তুকে একাধিক দল/শ্রেণিতে সাজানোর সুযোগ করে দিয়ে শ্রেণীকরণ দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা যায়।

উদাহরণ: প্রাথমিক বিজ্ঞান ৩য় শ্রেণি, পৃ. ০৩।

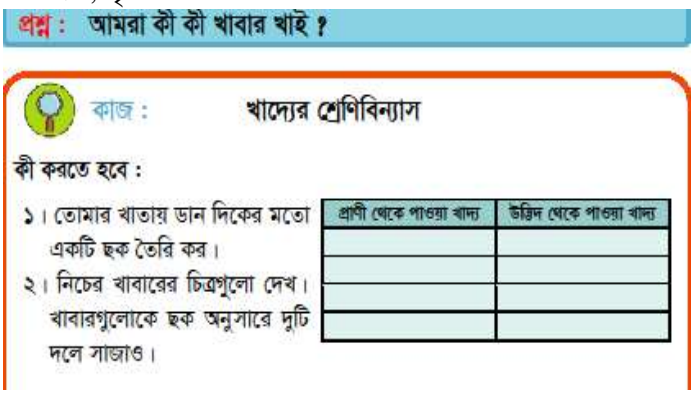

প্রশ্ন : আমরা কী কী খাবার খাই ?

কাজ : খাদ্যের শ্রেণিবিন্যাস

কী করতে হবে :

১। তোমার খাতায় ডান দিকের মতো একটি ছক তৈরি কর।

২। নিচের খাবারের চিত্রগুলো দেখ। খাবারগুলোকে ছক অনুসারে দুটি দলে সাজাও।

প্রাণী থেকে পাওয়া খাদ্য	উদ্ভিদ থেকে পাওয়া খাদ্য

ঘ. পূর্বানুমান

আমরা দৈনন্দিন জীবনে নানা ক্ষেত্রে পূর্বানুমান করি। পূর্বানুমান হলো জানা তথ্যের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে বা অন্য কোনো ক্ষেত্রে কী ঘটতে পারে তা পূর্বাভাস। বৈশাখ মাসে উত্তর পশ্চিম আকাশে কালো মেঘ দেখলে আপনি কী করবেন। নিশ্চয়ই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবেন? আমরা পূর্বানুমান করি যে, কিছুক্ষণ পরেই কালবৈশাখী শুরু হবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটি ঘটে থাকে কারণ পূর্বানুমানটি অনেক বছরের অনেক জানা তথ্যের উপর ভিত্তি করে করা। পূর্বানুমান কখনই শুধু আন্দাজ বা অনুমানের বিষয় নয়, পূর্বানুমান অবশ্যই জানা তথ্যের ভিত্তিতে হবে।

উদাহরণ : প্রাথমিক বিজ্ঞান ৩য় শ্রেণি, পৃঃ ৬০

শিক্ষক ক্লাসে একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন যে মোমবাতির উপরে বা পাশে-কোথায় হাত রাখলে বেশি গরম লাগবে? এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা তাদের দৈনন্দিন জীবনের আগুন সম্পর্কিত জানা তথ্যের উপর ভিত্তি করে শিক্ষকের প্রশ্নের সাপাক্ষে পূর্বানুমান করবে যে কোথায় হাত রাখলে বেশি গরম লাগবে



ঙ. সম্ভাব্য ব্যাখ্যাদান

এটি হলো আমরা পর্যবেক্ষণ করি তার একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা প্রদান। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের কোনো পর্যবেক্ষণের সঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা জানানোর আগে তাদেরকে বলতে ব্যাখ্যা দেয়া। এতে করে তাদের সম্ভাব্য ব্যাখ্যাদানের দক্ষতা তৈরি হবে।

উদাহরণ: শিশুরা পর্যবেক্ষণ করল সকালের চেয়ে দুপুরে বেশি গরম লাগছে। তাদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন কেন গরম বেড়েছে বা শীত কমেছে?

উদাহরণ ১ : প্রাথমিক বিজ্ঞান, ৩য় শ্রেণি, পৃষ্ঠা নং ৩৩। মাটির পানি ধরে রাখার ক্ষমতা পরীক্ষণ।

- কোনো মাটি বেশি পরিমাণ পানি ধরে রাখতে পারে?
- তুমি কেন এমনটি মনে কর?

উদাহরণ ২: প্রাথমিক বিজ্ঞান, ৩য় শ্রেণি, পৃষ্ঠা নং ৪৭

- শিক্ষার্থীরা দুই ধরনের খাদ্যের মধ্যে কোনটি বেশি পুষ্টিমানের তার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা প্রদান করবে।

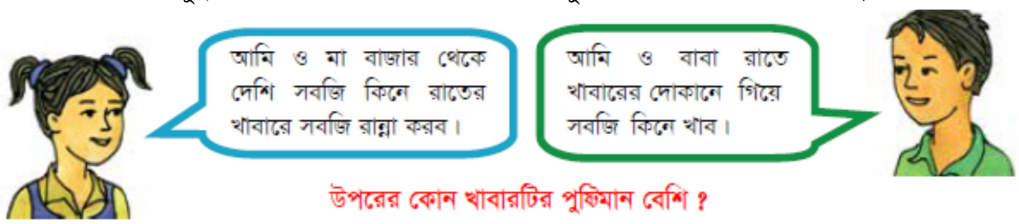

চ. পরীক্ষণ

বিজ্ঞানের যেসব পাঠে পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ আছে, সেখানে পরীক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার বর্ণনা মুখস্থ না করে হাতে-কলমে অনুসন্ধানমূলক কাজের মাধ্যমে শিখন বেশি দীর্ঘস্থায়ী হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে পরিকল্পনামাফিক কর্মকেন্দ্রিক করতে হবে, যাতে ধাপে ধাপে কাজ করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে পরীক্ষণে অন্যান্য প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা প্রয়োগের প্রয়োজন হয়।

উদাহরণ ২ : প্রাথমিক বিজ্ঞান, পৃষ্ঠা নং ১৮।

- **শিক্ষার্থীরা পানির তিনটি অবস্থার পরিবর্তন বোঝার জন্য নিম্নোক্ত পরীক্ষাটি করবে।**

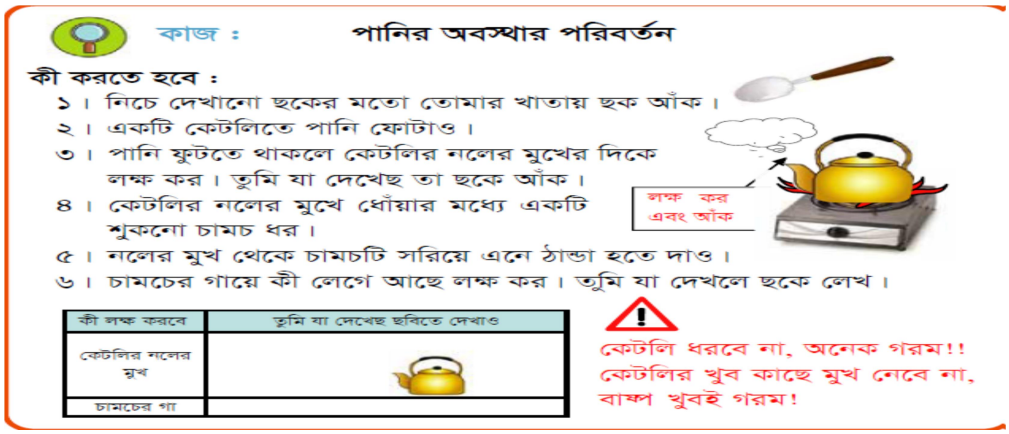

ছ. যোগাযোগ বা ফল প্রকাশ

পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া উপাত্তকে কোনো নির্দিষ্টরূপে লিপিবদ্ধ বা প্রকাশ করতে হয়, যাতে অন্যরা উপাত্তসমূহকে বুঝতে পারে অথবা পর্যবেক্ষণকারী নিজেই পরে কোনো এক সময়ে বুঝতে পারে। শিশুরা বিভিন্নভাবে যোগাযোগ করতে/উপাত্ত উপস্থাপন করতে শেখে। সঠিক ছবি ও চিত্র আঁকা, সঠিক চার্ট ও লেখচিত্র তৈরি, যথাযথ মডেল নির্মাণ এবং পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনার মাধ্যমে শিশু কোনো বস্তু বা ঘটনাকে প্রকাশ করতে পারে।

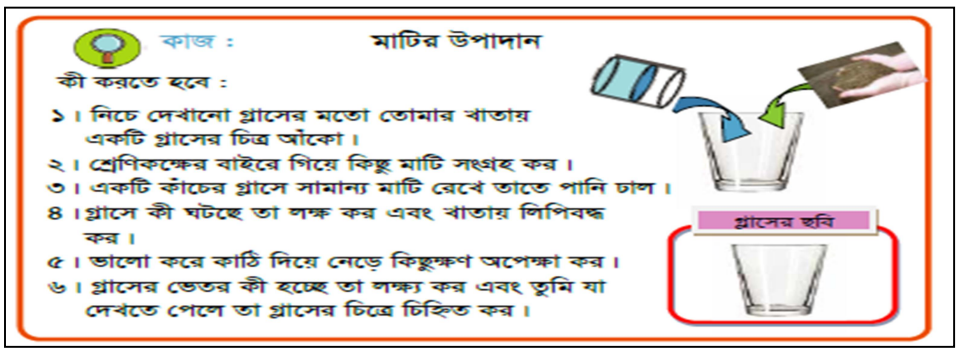

২. বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো একজন ব্যক্তির অনুভূতি বা চিন্তার এক ধরনের বহিঃপ্রকাশ, যা কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। যেমন: একজন শিক্ষার্থীর বিজ্ঞানের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব তার একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, এর মাধ্যমে বিজ্ঞানের প্রতি তার ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। অন্যদিকে মূল্যবোধ হলো একজন ব্যক্তির ভেতরের কিছু আদর্শমান, নীতি বা জীবনাদর্শ, যা তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আচরণ বা কাজকে নির্দেশ (Guide) করে। যেমন: সততা একটি মূল্যবোধ। আপনি যদি সততাকে মূল্য দেন, তা হলে আপনি ব্যক্তিজীবনে সৎ থাকবেন। তেমনি খোলামনস্কতা যদি আপনার একটি মূল্যবোধ হয়, তাহলে আপনি কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে যেকোনো ব্যাখ্যা খোলা মনে শুনবেন অর্থাৎ গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকবেন। নিচে **বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ মূল্যায়নের বিভিন্ন বিষয়সমূহের ব্যাখ্যা দেওয়া হলো।**

- **বিজ্ঞানের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব:** বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে মূল্য দেওয়া/সম্মান দেওয়া, বিজ্ঞানের কোনো কথাকে গুরুত্ব দেওয়া
- **বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ :** বিজ্ঞানের শ্রেণি কার্যক্রমে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, বিজ্ঞান শেখার প্রতি আগ্রহ।
- **অনুসন্ধিৎসা/কৌতুহল :** নতুন কিছু জানার চেষ্টা করা, অনুসন্ধান করার ইচ্ছা ইত্যাদি।
- **সততা (বুদ্ধিবৃত্তিক)** : বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান/ব্যবহারিক কাজের সময় পর্যবেক্ষণকৃত বা পরিমাপকৃত তথ্য সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা, এক্ষেত্রে অসততার আশ্রয় না নেয়া।
- **নৈর্ব্যক্তিকতা :** কোন কিছু পরিমাপে, পর্যবেক্ষণে, তথ্য বিশ্লেষণে বা ইন্টারপ্রিটেশনে ব্যক্তিগত কোনো পছন্দ/অপছন্দ, বিশ্বাস এসবের প্রভাব না পড়া
- **সৃজনশীলতা:** অনুসন্ধানমূলক কোনো কাজের বিকল্প পরিকল্পনা করা; তথ্য বা ইন্টারপ্রিটেশনে বা ধারণা গঠনে নতুনত্ব দেখানো।
- **খোলামনস্কতা/মুক্ত মানসিকতা :** পূর্বধারণায় সীমাবদ্ধ না থেকে নতুন কোনো ধারণাকে বিবেচনা করতে বা গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকা, অন্যের যৌক্তিক মতামত মেনে নেয়ার মানসিকতা।
- **যাচাই-প্রবণতা** : কোনো কিছুই বিনা প্রশ্নে বা যাচাইয়ে গ্রহণ না করা। যেকোনো বক্তব্য বিশ্বাস বা গ্রহণ করার আগে সে সম্পর্কে ভালভাবে যাচাই করে, প্রশ্ন করে নেবে।
- **পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্যের উপর নির্ভরশীলতা :** কোনো কিছু ব্যাখ্যা করা বা কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণলব্ধ উপাত্তের উপর নির্ভর করা
- **সিদ্ধান্ত গ্রহণে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োগ** : দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞানভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ

পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সংস্করণে বর্ণিত শিখন-শেখানো কার্যাবলিতে সংযোজিত বিভিন্ন মূল্যায়ন কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ মূল্যায়ন করতে হবে। তবে শিক্ষক শিখনফল অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজে অন্য কোনো অনুসন্ধান বা কাজ দিয়ে

চেকলিস্ট : বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি **ও মূল্যবোধ** (শিক্ষক/স্ব-মূল্যায়ন/সহপাঠী কর্তৃক পূরণকৃত)

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি/মূল্যবোধ	সাহায্য প্রয়োজন	অগ্রগতি সন্তোষজনক	কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছেছে	মতামতের পক্ষে প্রমাণ
বিজ্ঞানের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব				
বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ		✓		
কৌতূহল				
সততা			✓	
নৈর্ব্যক্তিকতা				
সৃজনশীলতা	✓			
মুক্ত মানসিকতা				
যাচাই-প্রবণতা				
পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্যের উপর নির্ভরশীলতা				
সিদ্ধান্ত গ্রহণে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োগ				

- **সাহায্য প্রয়োজন** বলতে বুঝাবে কাঙ্ক্ষিত শিখন নিশ্চিত করার জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- **অগ্রগতি সন্তোষজনক** বলতে বোঝাবে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে, তবে আরও নিরাময়মূলক ব্যবস্থা প্রয়োজন।

৮. পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১ : ধারাবাহিক মূল্যায়ন - মৌখিক ও লিখিত মূল্যায়ন চেকলিস্ট

বিষয়: প্রাথমিক বিজ্ঞান, শ্রেণি : ৩য়

মূল্যায়নের ক্ষেত্র : বিষয়জ্ঞান

অধ্যায় -১, পাঠ ৩ : বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ

মৌখিক মূল্যায়ন চেকলিস্ট	**লিখিত প্রশ্নমালা** (কাগজ-কলম অনুশীলন: যথা, লেখা, চিত্র আঁকা, চার্ট তৈরি ইত্যাদি)
১. আমাদের শ্রেণিকক্ষে কী কী আছে বল?	১. পরিবেশকে কীভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়?
২. এগুলোর মধ্যে কোনোগুলো মানুষের তৈরি বল?	২. প্রাকৃতিক ও মানুষের তৈরি পরিবেশের মধ্যে ৩টি পার্থক্য লেখ।
৩. আমরা কীভাবে পরিবেশের শ্রেণিবিন্যাস করতে পারি?	৩. নিচের কোনোগুলো প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদন?
৪. প্রাকৃতিক পরিবেশের ৫টি উপাদানের নাম বল।	চেয়ার, নদী, বাড়ি, ডিম, মাটি, আসবাবপত্র, গাছ, নৌকা, পাহাড়,
৫. মানুষের তৈরি পরিবেশ কী?	জামা, বিদ্যালয়, ফুল।

পরিশিষ্ট ২ : সামষ্টিক মূল্যায়ন (লিখিত প্রশ্নের উদাহরণ)

বিষয় : প্রাথমিক বিজ্ঞান, শ্রেণি : ৩য় - ৫ম

শিখন ক্ষেত্র : বিষয়জ্ঞান (নমুনা প্রশ্ন)

ক। শূন্যস্থানের (.....) জন্য সঠিক শব্দটি লেখ।

জীবের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো ----------, ---------- এবং ----------। **(জানা)**

খ। মিলকরণ প্রশ্ন

বাম পাশের বাক্যের সাথে ডান পাশের শব্দের মিল করে লেখ। **(জানা)**

বাম পাশ	**ডান পাশ**
যে পদার্থের নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন থাকে	তরল পদার্থ
যে পদার্থ একটি বদ্ধ পাত্রের পুরো জায়গা দখল করে	কঠিন পদার্থ
যে পদার্থের নির্দিষ্ট আকার আছে কিন্তু আয়তন নেই	বায়বীয় পদার্থ

বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশের মিল করে লেখ। **(অনুধাবন)**

বাম পাশ	**ডান পাশ**
প্রাণী খাদ্যের জন্য	মানুষের কর্মকাণ্ড
উট	নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে
উদ্ভিদ	পানি সঞ্চয় করে
উদ্ভিদ ও প্রাণী বিলুপ্ত হওয়ার কারণ	উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপর নির্ভরশীল

গ। ১ নং থেকে ৪ নং প্রশ্নের সঠিক উত্তরের বাম পাশের বর্ণটি খাতায় লেখ।
(উদাহরণের জন্য প্রাথমিক বিজ্ঞান, ৪র্থ শ্রেণি; পৃ. ২৬-৫৭ দেখুন)

১। কোনোটির অভাবে শিশুদের রাতকানা রোগ হয়? (জানা)

ক. ভিটামিন 'সি' খ. ভিটামিন 'কে'

গ. ভিটামিন 'এ' ঘ. ভিটামিন 'ডি'

২। নিচের কোনোটি তরল পদার্থ? (অনুধাবন)

ক. তেল খ. লবণ

গ. আটা ঘ. চাল

৩। **নিচের কোনোগুলো দিয়ে সুষম খাদ্য তৈরি করা যায়? (প্রয়োগ)**

ক. চাল, ডাল, তেল, লবণ খ. শাক, মাছ , তেল

গ. আলু, ভাত, রুটি, ডিম ঘ. কলা, ঘি, মাখন, পাউরুটি

৪। **শরীর সুস্থ রাখার জন্য কোনোটি ভালো? (উচ্চতর শিখন)**

ক. প্রয়োজনমত বিশ্রাম ও ঘুম খ. কঠোর পরিশ্রম

গ. বেশি করে ওষুধ খাওয়া ঘ. বেশি বেশি খাবার খাওয়া

ঘ। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর সংক্ষেপে লেখ।

১। নক্ষত্র কাকে বলে? (জানা)

২। মাটি সংরক্ষণের উপায় কী? (অনুধাবন)

৩। বায়ুসম্পদকে আমরা কীভাবে কাজে লাগাতে পারি? (প্রয়োগ)

ঙ। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

১। পানিদূষণের তিনটি কারণ লিখ। (জানা)

২। প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে কী বোঝ? (অনুধাবন)

৩। আমরা কীভাবে পানিদূষণ রোধ করতে পারি? (প্রয়োগ)

পরিশিষ্ট ৩ : সামষ্টিক মূল্যায়ন (নমুনা প্রশ্নপত্র)

----- বিদ্যালয়

১ম প্রান্তিক মূল্যায়ন

বিষয় : প্রাথমিক বিজ্ঞান, শ্রেণি : ৩য়

পূর্ণমান : ৭০ সময় : ২.৩০মি

১. শূন্যস্থানের (.....) জন্য সঠিক শব্দটি লেখ। (জানা) **৫ × ১ = ৫**

ক. আমাদের চারপাশের সবকিছু নিয়ে তৈরি হয়েছে আমাদের ----------।

খ. আকার এবং কাণ্ড অনুযায়ী উদ্ভিদকে ----------, ---------- ও --------- শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

গ. স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বাচ্চারা --------- মায়ের দুধ পান করে বড় হয়।

ঘ. তরল পদার্থের নির্দিষ্ট ---------- আছে কিন্তু নির্দিষ্ট ---------- থাকে না।

ঙ. বেঁচে থাকার জন্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর ---------- প্রয়োজন।

২. ডান পাশের অংশের সাথে বাম পাশের অংশের মিল করে লেখ। **৫ × ১ = ৫**

ডান পাশ	বাম পাশ	
পানিতে ক্ষতিকর বর্জ্য মিশলে	স্তন্যপায়ী প্রাণী	(জানা)
বাদুড়	জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়	(অনুধাবন)
বায়বীয় পদার্থ	মানুষের তৈরি পরিবেশ	(জ্ঞান)
পানিকে তাপ দিলে	কোনো বদ্ধ পাত্রের পুরো জায়গা দখল করে	(অনুধাবন)
মানুষের তৈরি উপাদান নিয়ে সৃষ্টি হয়	পানিদূষণ হয়	(জ্ঞান)

৩. ১নং থেকে ২০ নং প্রশ্নের সঠিক উত্তরের বাম পাশের বর্ণটি খাতায় লেখ। **২০ × ১ = ২০**

১. মানুষে তৈরি পরিবেশের উপাদান কোনোটি? (জ্ঞান)

ক. মটি খ. বায়ু

গ. পাহাড় ঘ. রাস্তাঘাট

২. তুমি খেলাধুলা শেষে খেতে বসার পূর্বে কী করবে? (প্রয়োগ)

ক. দ্রুত খেতে বসে পড়বে খ. পোশাক পরিবর্তন করবে

গ. ভালোভাবে মুখ ধোবে ঘ. সাবান দিয়ে হাত ধোবে

৩. কোনোটি কঠিন পদার্থ? (অনুধাবন)

ক. পানি খ. জলীয় বাষ্প

গ. ফলের রস ঘ. বরফ

৪. নিরাপদ পানি কোনোটি? (জ্ঞান)

ক. পুকুরের পানি
খ. ফুটানো পানি
গ. নদীর পানি
ঘ. সাগরের পানি

৫. কোনোটি পানিদূষণের কারণ? (অনুধাবন)

ক. পানিতে ময়লা ফেলা
খ. পানিতে নৌকা চালানো
গ. পানিতে মাছ চাষ
ঘ. পানি ফোটানো

৬. নিচের কোনো দুইটি খাবার তরল পদার্থ? (উচ্চতর দক্ষতা)

ক. ভাত, মুড়ি
খ. দুধ, ফলের রস
গ. আম, দুধ
ঘ. দই, চিড়া

৭. একটি সবজি বাগানে ডাঁটাশাক, পুঁইশাক, লালশাক ও ঢেঁকিশাক আছে, এদের মধ্যে কোনোটি অপুষ্পক উদ্ভিদ? (অনুধাবন)

ক. ঢেঁকিশাক
খ. লালশাক,
গ. পুঁইশাক
ঘ. ডাঁটাশাক

৮. নিচের প্রাণীগুলোর মধ্যে কোনোটির মেরুদণ্ড আছে? (অনুধাবন)

ক. রুই মাছ
খ. চিংড়ি
গ. তেলাপোকা
ঘ. প্রজাপতি

৯. নিকট পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে নিচের কোনোটি করবে? (প্রয়োগ)

ক. রান্নাঘরের আবর্জনা বাড়ির আঙিনায় ফেলব
খ. প্রতিদিন সাবান দিয়ে গোসল করব
গ. গৃহস্থালির আবর্জনা নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলব
ঘ. গাছ লাগাব

১০. নিচের কোনোটি থেকে মানুষ খাবার ও আসবাবপত্র পায়? (অনুধাবন)

ক. কাঁঠাল গাছ
খ. গোলাপ গাছ
গ. ধানগাছ
ঘ. কুমড়া গাছ

১১. হাঁস কোনো দলের প্রাণী? (অনুধাবন)

ক. মাছ
খ. উভচর
গ. সরীসৃপ
ঘ. পাখি

১২. তোমাদের বাড়ির পুকুর থেকে অনেকগুলো মাছ ধরা হয়েছে। বাসায় কোনো ফ্রিজ নেই। এ অবস্থায় মাছ অনেক দিন সংরক্ষণের জন্য তোমার মাকে তুমি কী পরামর্শ দিবে? (প্রয়োগ)

ক. রান্না করে
খ. পলিথিনে প্যাকেট করে
গ. বরফ দিয়ে
ঘ. রোদে শুকিয়ে

১৩. নিচের কোনো প্রাণীটি ডিম পাড়ে? (অনুধাবন)

ক. বিড়াল
খ. গরু
গ. ছাগল
ঘ. দোয়েল

১৪. সফিকদের বাড়ির পুকুরে ময়লা-আবর্জনা ফেলা হয়। এই পুকুরের পানি পান করলে কোনো রোগটি হতে পারে? (প্রয়োগ)

ক. আমাশয়
খ. সর্দিজ্বর
গ. চর্মরোগ
ঘ. হাঁপানি

১৫. তুমি পরীক্ষায় প্রথম হয়েছো এই খবরটি দ্রুত তোমার প্রবাসী খালাকে জানাতে কোনো প্রযুক্তি ব্যবহার করবে? (প্রয়োগ)

ক. কবুতরের সাহায্যে বার্তা পাঠিয়ে
খ. ই-মেইলের মাধ্যমে
গ. চিঠির মাধ্যমে
ঘ. মাইক ব্যবহার করে

১৬. মুরগি একটি পাখি। নিচের কোনো বৈশিষ্ট্যেও কারণে তুমি তা মনে কর? (উচ্চতর দক্ষতা)

ক. মুরগি উড়তে পারে
খ. মুরগি দৌড়াতে পারে
গ. মুরগির দেহ পালকে ঢাকা
ঘ. মুরগির দুটি পা আছে

১৭. পরিবেশের জড় উপাদান কোনোটি? (অনুধাবন)

ক. বিড়াল
খ. পুকুর
গ. পাখি
ঘ. মাছ

১৮. নিচের কোনোটি জীবের বৈশিষ্ট্য? (অনুধাবন)

ক. জীবের মৃত্যু ঘটে না
খ. জীব খাদ্য গ্রহণ করে না
গ. জীব চলাচল করতে পারে না
ঘ. জীব অক্সিজেন ছাড়া বাঁচতে পারে না

১৯. লেবুর শরবত একটি তরল পদার্থ, কারণ এর- (প্রয়োগ)

ক. নিজস্ব আয়তন আছে কিন্তু নির্দিষ্ট আকার নেই
খ. বদ্ধ পাত্রে রাখলে পাত্রের পুরো জায়গা দখল করে
গ. আকার এবং আয়তন নেই
ঘ. আকার ও আয়তনের পরিবর্তন হয় না

২০. নিচের কোনোটির মৃত্যু হয়? (অনুধাবন)

ক. মোটর গাড়ি
খ. কাক
গ. চেয়ার
ঘ. ঘরবাড়ি

৪. **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর সংক্ষেপে লেখ। (নির্দেশনা অনুযায়ী মোট ৮ টি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে।)** ৮ × ২ = ১৬

(**নির্দেশনা:** ক, খ এবং গ থেকে যেকোনো ২টি)

ক. প্রাকৃতিক পরিবেশের পাঁচটি উপাদানের নাম লেখ। (জানা)
খ. বিরুৎ জাতীয় দুইটি উদ্ভিদের নাম লেখ। (জানা)
গ. মেরুদণ্ডী প্রাণীদের কয়টি দলে ভাগ করা যায়? দলগুলোর নাম লিখ। (জানা)
ঘ. পানি একটি তরল পদার্থ- কেন? (অনুধাবন)
ঙ. কঠিন ও তরল পদার্থের মধ্যে ২টি পার্থক্য লিখ। (অনুধাবন
চ. চেয়ার একটি পদার্থ কেন তা ২টি বাক্যে লিখ। (অনুধাবন)

(নির্দেশনা: ছ, জ, ঝ এবং ঞ থেকে যেকোনো ৩টি)

ছ. মানুষ কীভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। (প্রয়োগ)
জ. কী কী উপায়ে পানির অপচয় রোধ করা যায়। (প্রয়োগ)
ঝ. কুনোব্যাঙকে কেন উভচর প্রাণী বলা হয়? (প্রয়োগ)
ঞ. জনসংখ্যা যদি বাড়তেই থাকে তাহলে আমাদের কী অবস্থা হবে? (প্রয়োগ)

৫. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ। (৬টি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে) **৪ × ৬ = ২৪**

ক. তোমার চেনা ২টি জীবের নাম লেখ? জীবের বেঁচে থাকার জন্য কী কী প্রয়োজন? (জানা)
খ. নিরাপদ পানি কী? নিরাপদ পানি পান করা প্রয়োজন কোনো? (জানা)
গ. আমাদের উদ্ভিদ ও প্রাণীর যত্ন নেওয়া প্রয়োজন কেন? (অনুধাবন)

অথবা

আকার ও কাণ্ড অনুযায়ী উদ্ভিদকে কীভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়। (অনুধাবন)

ঘ. বায়ুবীয় পদার্থ কেমন করে চিনবে? বায়বীয় পদার্থের দুইটি উদাহরণ দাও। (প্রয়োগ)
ঙ. পায়রা, দোয়েল ও চড়ুই কোনো দলের মেরুদণ্ডী প্রাণী? এই দলের প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য লিখ। (প্রয়োগ)
চ. পানি কী কী অবস্থায় থাকতে পারে? পানির অবস্থার পরিবর্তন কেন হয়? (উচ্চতর শিখন)

অথবা

জড় ও জীবকে তুমি কীভাবে আলাদা করবে? (উচ্চতর শিখন)

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের মূল্যায়ন নির্দেশিকা

শ্রেণি : ১ম থেকে ৫ম

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের মূল্যায়ন পদ্ধতি ও টুলস

১. ভূমিকা

শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধনই হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিশুদের জন্য ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়টি প্রবর্তন করা হয়েছে।

প্রাথমিক স্তরের জন্য নির্ধারিত ২৯টি প্রান্তিক যোগ্যতার মধ্যে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত ১০টি প্রান্তিক যোগ্যতা রয়েছে। শিখন-শেখানো কার্যাবলির মাধ্যমে এই প্রান্তিক যোগ্যতাগুলোর অর্জন নিশ্চিত করার জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়নের বাস্তবায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধারাবাহিক মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন শিখন-শেখানো কার্যাবলির অবিচ্ছেদ্য অংশ বিধায় এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিখনফল অর্জনে শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া সম্ভব। এই বিবেচনায় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রাথমিক স্তরের শিখন-শেখানো কার্যাবলির সাথে সমন্বিত করে ধারাবাহিক মূল্যায়ন নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ধারাবহিক মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর বিষয়ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল অর্জনে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করবে। নির্ধারিত শিখনফলের আলোকে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের গভীরতা, ধর্মীয় অনুশাসন ও নৈতিক গুণাবলি চর্চার ধারাবহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়ন করা হবে যা পর্যায়ক্রমে প্রান্তিক যোগ্যতাসমূহ অর্জনে সহায়ক হবে। বিষয় শিক্ষককে ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের যথাযথ অনুশীলনে সহায়তা করার জন্য একটি মূল্যায়ন নির্দেশিকা তৈরি করা হয়েছে। ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার বিষয় শিক্ষকগণ মূল্যায়ন নির্দেশিকায় বর্ণিত ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো অনুসরণ করবেন। উক্ত কাঠামো অনুযায়ী শিক্ষক উপযুক্ত মূল্যায়ন পদ্ধতি ও টুলস নির্বাচন করে বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষভিত্তিক মূল্যায়ন পরিচলনা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট শিখনফল অর্জনে সহায়তা করবেন।

২. সাধারণ নির্দেশনা

- মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে হলে বিষয় শিক্ষকের বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা থাকতে হবে।
- ধারাবাহিক মূল্যায়ন দৈনন্দিন শিখন-শেখানো কার্যাবলির সাথে সমন্বিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী একটি পিরিয়ডের যেকোনো সময় (শুরুতে, মাঝে বা শেষে) শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করা যাবে।
- ধারাবাহিক মূল্যায়ন শ্রেণিকক্ষের স্বাভাবিক পরিবেশে অনানুষ্ঠানিকভাবে অনুষ্ঠিত হবে বলে শিক্ষার্থীদের কোনো ভীতি বা উদ্বেগ সৃষ্টি হবে না।
- ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষার্থীর শিখন দুর্বলতা চিহ্নিত করে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখনফল অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।
- ভুল বা অপ্রাসঙ্গিক উত্তরের জন্য শিক্ষার্থীকে কখনো শাস্তি দেওয়া যাবে না বা তিরস্কার করা যাবে না। বরং সঠিক উত্তর প্রদানে সহায়তা করে শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেষণা সৃষ্টির লক্ষ্যে শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন সক্রিয় শিখন-শেখানো কৌশল প্রয়োগে করবেন। যেমন, একক, জোড়ায় ও দলগতভাবে পরিকল্পিত কাজ সম্পন্ন করতে দিবেন।
- শিক্ষক একাধিক মূল্যায়ন পদ্ধতি ও টুলস যেমন, মৌখিক, লিখিত, পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। এ ছাড়াও স্ব-মূল্যায়ন ও সহপাঠী দ্বারা মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে পারেন।
- ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা ও নৈতিক গুণাবলি চর্চা শ্রেণিকক্ষে এবং শ্রেণিকক্ষের বাইরে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করতে পারেন। এ ছাড়া সহপাঠী ও অভিভাবকগণের সহযোগিতায় মূল্যায়ন করা যেতে পারে।
- একটি প্রান্তিকে মাসে একবার করে কমপক্ষে তিনবার প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক মূল্যায়নের ফলাফল সংরক্ষণ করবেন।
- প্রত্যেক প্রান্তিকের শেষে সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। সামষ্টিকে প্রাপ্ত নম্বরের সাথে ধারাবাহিক মূল্যায়নের (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রান্তিক) গড় নম্বর যোগ করে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করবেন।
- শিক্ষক বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর প্রতি মনোযোগী হবেন এবং উপযুক্ত কৌশল ও টুলস প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করবেন।

- ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার বিষয়বস্তুকে দেশপ্রেম, ভ্রাতৃত্ববোধ, দেশের ঐতিহ্য ও এর সংরক্ষণের সাথে সম্পর্কিত করে উপস্থাপন করবেন। এর মূল লক্ষ্য হবে শিশুকে একজন যথার্থ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা।

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন করার জন্য ব্যবহৃত হবে 'ধারাবাহিক মূল্যায়ন' এবং 'সামষ্টিক মূল্যায়ন'। এই দুইটি মূল্যায়ন বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট নম্বর বণ্টন, মূল্যায়ন কাঠামো, পদ্ধতি, কৌশল ও টুলস পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলো।

৩. ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের নম্বর বণ্টন

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়নের জন্য নম্বর বণ্টন করা হয়েছে। সারণি ১-এ শ্রেণি ও মূল্যায়নের ক্ষেত্র অনুযায়ী ধারবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের নম্বর বিভাজন উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ১ : শ্রেণি ও মূল্যায়নের ক্ষেত্র অনুযায়ী বিভিন্ন প্রান্তিকে অনুষ্ঠিতব্য ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের নম্বর বণ্টন

শ্রেণি	*ধারাবাহিক মূল্যায়ন*				*সামষ্টিক মূল্যায়ন*	সর্বমোট	**প্রান্তিক**
	বিষয়জ্ঞান	ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা	নৈতিক গুণাবলি চর্চা	মোট	বিষয়জ্ঞান		
১ম	২০	৫	৫	৩০	২০ (মৌখিক)	৫০	১ম-২য়-৩য়
২য়	২০	৫	৫	৩০	২০ (মৌখিক)	৫০	১ম-২য়-৩য়
৩য়	১০	১০	১০	৩০	৭০	১০০	১ম-২য়-৩য়
৪র্থ	১০	১০	১০	৩০	৭০	১০০	১ম-২য়-৩য়
৫ম	১০	৫	৫	২০	৮০	১০০	১ম-২য়

সারণি ১.১ : প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়ন (২০+৮০ = ১০০)

অংশ এক : ৫ম শ্রেণির ১ম ও ২য় প্রান্তিক মূল্যায়ন (২০ নম্বর)					**অংশ দুই: সমাপনী পরীক্ষা (৮০ নম্বর)**					**সর্বমোট** (ক)+(খ)
					বিষয়জ্ঞান				মোট (খ)	
ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর	সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর	মোট প্রাপ্ত নম্বর	**প্রাপ্ত গড় নম্বর**	**২০% নম্বর (ক)**	জানা	অনুধাবন	প্রয়োগ	উচ্চতর শিখন		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৪০ (২০+২০) - এর মধ্যে	১৬০ (৮০+৮০) - এর মধ্যে	২০০ (৪০+১৬০) - এর মধ্যে	মোট $\frac{\text{প্রাপ্ত নম্বর}}{২}$	প্রাপ্ত $\frac{\text{গড় নম্বর}}{১০০} \times ২০$	৫৪	১০	১০	৬	৮০	২০+৮০ = ১০০

১ম ও ২য় শ্রেণির নম্বর বণ্টন : সারণি ১ থেকে দেখা যায় যে ১ম ও ২য় শ্রেণির তিনটি প্রান্তিকের ধারাবাহিক ও সামষ্টিকের জন্য একই নম্বর বণ্টন পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। প্রত্যেক শ্রেণিতে ধারাবাহিকের ৩টি ক্ষেত্রের জন্য মোট ৩০ এবং সামষ্টিকে মৌখিকের জন্য ২০ নম্বর করে সর্বমোট ৫০ নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে।

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির নম্বর: ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ক্ষেত্রেও তিনটি প্রান্তিকে একই নম্বর বণ্টন পদ্ধতি অনুসরণ করে মূল্যায়ন করা হবে। উভয় শ্রেণিতে ধারাবাহিকের জন্য মোট ৩০ নম্বর এবং সামষ্টিকের জন্য ৭০ নম্বর করে সর্বমোট ১০০ নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে।

৫ম শ্রেণির নম্বর বন্টন : ৫ম শ্রেণির ১ম ও ২য় প্রান্তিকে ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য যথাক্রমে মোট ২০ ও ৮০ নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে। বিস্তারিত নম্বর বন্টন সারণি ৫-এ প্রদত্ত প্রশ্ন নির্দিষ্টকরণ ছকে দেখানো হয়েছে। এই বন্টন শুধু প্রথম দু'টি প্রান্তিকের জন্য প্রযোজ্য।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়ন

৫ম শ্রেণির শিক্ষা বর্ষের শেষে কোনো প্রান্তিক মূল্যায়ন সংঘটিত হবে না। এর পরিবর্তে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে যা দু'টি অংশ নিয়ে গঠিত। সারণি ১.১ -এ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে 'অংশ এক' ও 'অংশ দুই' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

অংশ এক : এই অংশে প্রাপ্ত নম্বর ৫ম শ্রেণির ১ম ও ২য় প্রান্তিক মূল্যায়ন থেকে করা হবে। এক্ষেত্রে প্রথমে দু'টি প্রান্তিকে অনুষ্ঠিত ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত মোট নম্বরের গড় (সারণি ১.১ এর ৪ নং কলাম দেখুন) নির্ণয় করতে হবে। পরে প্রাপ্ত গড় নম্বরের শতকরা ২০ ভাগ (সারণি ১.১ -এর ৫ নং কলাম দেখুন) নম্বর সংগ্রহ করতে হবে।

অংশ দুই : এই অংশটি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা নামে অনুষ্ঠিত হবে। এটি একটি সামষ্টিক মূল্যায়ন এবং মোট বরাদ্দকৃত নম্বর ৮০। এক্ষেত্রে শুধু বিষয়জ্ঞান মূল্যায়ন করা হবে। বিস্তারিত সারণি ১.১-এ দেওয়া হয়েছে। এই ৮০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বরের সাথে 'অংশ এক'-এ বর্ণিত ২০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়নে প্রাপ্ত চূড়ান্ত নম্বর নির্ণয় করা হবে। সারণি ১.১-এর কলাম ১১ দেখুন।

৪. ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো

১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে শিখন মূল্যায়নের মূল উদ্দেশ্য হলো নির্ধারিত শিখনফল অর্জন যাচাই করা এবং শিক্ষার্থীকে শিখনফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া। শিক্ষককে কার্যকরভাবে ধারাবাহিক মূল্যায়নভিত্তিক পাঠ পরিচালনায় সহায়তা করার জন্য একটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। শ্রেণি ও বিষয়বস্তু অনুযায়ী ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামোর জন্য সারণি ৩ দেখুন। প্রদত্ত ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামোতে পাঁচটি কলাম আছে। কলামগুলো হলো মূল্যায়নের ক্ষেত্র, মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয়, মূল্যায়ন পদ্ধতি, মূল্যায়ন টুলস এবং উদাহরণ।

মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও বিবেচ্য বিষয়: শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের জন্য প্রধান তিনটি মূল্যায়নের ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রসমূহ অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। এই ক্ষেত্রসমূহ থেকে কী মূল্যায়ন করতে হবে তা সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে 'মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয়' কলামে। ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম থেকে মূল্যায়নের যে তিনটি প্রধান ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে তা হলো - (ক) বিষয়জ্ঞান, (খ) ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা এবং (৩) নৈতিক গুণাবলি চর্চা। সহায়ক তথ্য অংশে এই ক্ষেত্রসমূহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

মূল্যায়ন পদ্ধতি : শ্রেণি অনুযায়ী বিভিন্ন শিখনফল অর্জনে সহায়তা করার জন্য মূল্যায়নের বিভিন্ন পদ্ধতি, কৌশল ও উপকরণ ব্যবহার করা হয়। ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য তিন ধরনের পদ্ধতি নির্বাচন করা হয়েছে। যেমন, মৌখিক পদ্ধতি, লিখিত পদ্ধতি, পারদর্শিতা ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি।

মূল্যায়ন টুলস : মূল্যায়ন উপকরণ হলো যা ব্যবহার করে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করবেন। পদ্ধতি অনুসারে মূল্যায়ন টুলস নির্ধারণ করা হয়। যেমন, মৌখিক চেকলিস্ট (বা মৌখিক প্রশ্নের তালিকা), লিখিত প্রশ্নাবলি বা প্রশ্নমালা, পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট। মৌখিক ও লিখিত প্রশ্ন সাধারণত: বিষয়জ্ঞান পরিমাপের জন্য এবং পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি সাধারণত: শিক্ষার্থীর ধর্মীয় অনুশাসন ও নৈতিক গুণাবলির চর্চা মূল্যায়নের জন্য ব্যবহার করতে হবে।

সারণি-২ এর শেষ কলামে মূল্যায়নের ক্ষেত্র, বিষয়, পদ্ধতি ও টুলস/উপকরণের বেশ কিছু উদাহরণ সংযোজন করা হয়েছে। শ্রেণি/বিষয় শিক্ষক এই উদাহরণসমূহ অনুসরণ করে নিজ নিজ মূল্যায়ন পদ্ধতি ও উপকরণ নির্বাচন করে ধারাবাহিক মূল্যায়নের কাজে ব্যবহার করবেন।

সারণি ২ : ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো-মূল্যায়ন ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, মূল্যায়ন পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
বিষয়জ্ঞান পাঠ্যপুস্তক অনুযায়ী ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট নির্ধারিত বিষয়াবলি	যে ধরনের শিখনের জন্য শিক্ষার্থীর বিষয়জ্ঞান মূল্যায়ন করা হবে তা হলো- জানা/স্মরণ করা : বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত তথ্য বা ধারণা	মৌখিক (১ম - ৫ম শ্রেণি)	মৌখিক প্রশ্নের চেকলিস্ট	শিখন-শেখানো কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শিক্ষক পাঠ চলাকালীন বিভিন্ন মৌখিক প্রশ্ন ব্যবহার করবেন, যা শিক্ষার্থীরা মৌখিকভাবে উত্তর দিবে। শিক্ষার্থীদের

সারণি ২ : ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো-মূল্যায়ন ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, মূল্যায়ন পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জন করবে, বুঝবে ও আয়ত্ত করে প্রয়োজনে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করতে পারবে। শিক্ষক বিষয়জ্ঞান সম্পর্কিত পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে যা অর্জনে সহায়তা করবেন তা হলো- ▪ জানা/ স্মরণ করা ▪ অনুধাবন ▪ প্রয়োগ ▪ উচ্চতর শিখন দক্ষতা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	শেখা এবং প্রয়োজনে স্মরণ বা মনে করে বলতে বা প্রকাশ করতে পারা। অনুধাবন : কোনো ধারণার অর্থ সঠিকভাবে বুঝে বলতে বা প্রকাশ করতে পারা। প্রয়োগ : পূর্বে শেখা বা জানা জ্ঞান, ধারণা, নীতি, অনুশাসন নতুন ক্ষেত্রে বা দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতায় ব্যবহার করতে পারা। উচ্চতর শিখন দক্ষতা : সামগ্রিক ধারণাকে বিশ্লেষণ করা; পৃথক পৃথক ধারণা বা তথ্য সংগঠিত ও একত্রিত করে একটি সামগ্রিক ধারণা গঠন করা; নির্ধারিত মানদণ্ডের আলোকে কোনো কিছু মূল্যায়ন করার সামর্থ্য। এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।	লিখিত (৩য় - ৫ম শ্রেণি)	প্রশ্নাবলি	প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে তাদেরকে যথাযথ ফলাবর্তন দিবেন বা নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিবেন ও পুনঃর্মূল্যায়ন করে শিখন নিশ্চিত করবেন। ★ পরিশিষ্টে নমুনা মৌখিক প্রশ্নের চেকলিস্ট সংযুক্ত করা হয়েছে। পরিশিষ্ট ১ দেখুন। শ্রেণিকক্ষে পাঠ চলাকালীন উপযুক্ত সময়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে লিখিতভাবে মূল্যায়ন করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক প্রশ্ন বা প্রশ্নপত্র বা প্রশ্নমালা ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের লিখিত উত্তরের ভিত্তিতে তাদেরকে যথাযথ ফলাবর্তন দিবেন ও পুনঃর্মূল্যায়ন করে শিখন নিশ্চিত করবেন। ★ পরিশিষ্টে লিখিত প্রশ্নাবলির নমুনা সংযুক্ত করা হয়েছে। পরিশিষ্ট ২ দেখুন।
ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত ধর্মীয় রীতিনীতি ও আচার-আচরণ অনুশীলন করা। যেমন, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ্ বলা, সালাত আদায় করা, সাওম পালন করা, কুরআন তেলাওয়াত করা, সালাম দেওয়া ও ব্যবহারিক দোয়া পাঠ করা ইত্যাদি।	ধর্মীয় অনুশাসন চর্চার মধ্যে যা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে - ▪ রুকু করতে পারা ▪ অজু করতে পারা ▪ সূরা ফাতিহা বলতে পারা ▪ সালাম শুদ্ধভাবে দিতে পারা ▪ ব্যবহারিক দোয়াসমূহ বলতে পারা	পর্যবেক্ষণ (১ম - ৫ম শ্রেণি)	পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট	বিদ্যালয় বা শ্রেণিকক্ষে থাকাকালীন শিক্ষক নির্দেশিকা ও পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত ধর্মীয় রীতি-নীতি ও আচার-আচরণ শিক্ষার্থীর অনুশীলন করছে কি না তা শিক্ষক পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট ব্যবহার করে মূল্যায়ন করবেন। ★ পরিশিষ্টে পর্যবেক্ষণের জন্য প্রশ্নের নমুনা চেকলিস্ট সংযুক্ত করা হয়েছে। পরিশিষ্ট ৩ দেখুন।
নৈতিক গুণাবলি চর্চা পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত নৈতিক গুণাবলির অনুশীলন।	পাঠ্যপুস্তকে, শিক্ষক নির্দেশিকায় বর্ণিত বিষয়বস্তু। ▪ সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া ▪ শিক্ষক ও বড়দের সম্মান করা এবং ছোটদের আদর-স্নেহ করা	পর্যবেক্ষণ (১ম - ৫ম শ্রেণি)	পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট	বিদ্যালয় বা শ্রেণিকক্ষে থাকাকালীন শিক্ষার্থী পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক নির্দেশিকা/শিক্ষক সংস্করণে বর্ণিত নৈতিক গুণাবলি যথাযথভাবে অনুশীলন করছে কি না তা শিক্ষক পর্যবেক্ষণ

সারণি ২ : ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো-মূল্যায়ন ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, মূল্যায়ন পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
	▪ ওয়াদা পালন করা ▪ পরনিন্দা না করা ▪ দেশকে ভালোবাসা ও সদা সত্য কথা বলা ▪ পরমতসহিষ্ণুতা ▪ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের প্রতি সহযোগিতামূলক আচরণ করা ইত্যাদি।			চেকলিস্ট ব্যবহার করে মূল্যায়ন করবেন। ★ পরিশিষ্টে নৈতিক গুণাবলি চর্চার নমুনা চেকলিস্ট সংযুক্ত করা হয়েছে। পরিশিষ্ট ৩ দেখুন।

৫. ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো

সামষ্টিক মূল্যায়নের মূল উদ্দেশ্য শিক্ষার্থী ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয় থেকে কী শিখতে পেরেছে তা মূল্যায়ন করা। ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার শুধু বিষয়জ্ঞানের ওপর সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। সামষ্টিক মূল্যায়নের দিক নির্দেশনা হিসাবে একটি কাঠামো সারণি ৩ - এ উপস্থাপন করা হয়েছে। এই কাঠামোটি যথারীতি ৫টি কলামে সজ্জিত। কলামগুলো হলো, মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও বিবেচ্য বিষয়, মূল্যায়ন পদ্ধতি, মূল্যায়ন টুলস ও উপকরণ সম্পর্কে উদাহরণসহ দিকনির্দেশনা রয়েছে। প্রত্যেক প্রান্তিকে শিক্ষকগণ এই কাঠামো অনুসরণ করে মূল্যায়নের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি নির্বাচন করবেন ও টুলস তৈরি (প্রশ্নপত্র প্রণয়ন) করবেন।

সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, পদ্ধতি ও টুলস্ বা উপকরণ

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর শুধু 'বিষয়জ্ঞান'কে মূল্যায়নের ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও বিবেচ্য বিষয় শিক্ষাক্রমের শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার আলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১ম ও ২য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিষয়জ্ঞান মূল্যায়ন করার জন্য মৌখিক পদ্ধতিতে মৌখিক প্রশ্নের চেকলিস্ট ব্যবহার করতে হবে। চেকলিস্ট বিভিন্ন প্রান্তিকের নির্ধারিত পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে তৈরি করতে হবে। ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিষয়জ্ঞান মূল্যায়নের পদ্ধতি হবে লিখিত এবং টুলস হবে লিখিত প্রশ্নপত্র। বিভিন্ন প্রান্তিকে সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম বা সিলেবাসের ভিত্তিতে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে হবে।

সারণি ৩ : ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো- মূল্যায়ন ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, মূল্যায়ন পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
বিষয়জ্ঞান: পাঠ্যপুস্তক অনুযায়ী ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট নির্ধারিত বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জন করবে, বুঝবে ও আয়ত্ত করে প্রয়োজনে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করতে	যে ধরনের শিখনের জন্য শিক্ষার্থীর বিষয়জ্ঞান মূল্যায়ন করা হবে তা হলো- জানা/স্মরণ করা : বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত তথ্য বা ধারণা শেখা এবং প্রয়োজনে স্মরণ বা মনে করে বলতে বা প্রকাশ করতে পারা। অনুধাবন : কোনো ধারণার অর্থ সঠিকভাবে বুঝে বলতে বা প্রকাশ করতে পারা।	মৌখিক (১ম - ২য় শ্রেণি) লিখিত	মৌখিক প্রশ্নাবলির চেকলিস্ট লিখিত	শিক্ষক ১ম ও ২য় শ্রেণির ক্ষেত্রে প্রান্তিক মূল্যায়নের পাঠ্যসুচি অনুযায়ী পরিশিষ্টে দেওয়া নমুনা প্রশ্নপত্র অনুযায়ী সামষ্টিক মূল্যায়ন করবেন। ★ নমুনা মৌখিক প্রশ্নের চেকলিস্ট - এর জন্য পরিশিষ্ট ৪ দেখুন। ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত সিলেবাস অনুযায়ী সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য

সারণি ৩ : ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো- মূল্যায়ন ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, মূল্যায়ন পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
পারবে। শিক্ষক বিষয়জ্ঞান সম্পর্কিত পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে যা অর্জনে সহায়তা করবেন তা হলো- ▪ জানা/ স্মরণ করা ▪ অনুধাবন ▪ প্রয়োগ ▪ উচ্চতর শিখন দক্ষতা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	প্রয়োগ : পূর্বে শেখা বা জানা জ্ঞান, ধারণা, নীতি, অনুশাসন নতুন ক্ষেত্রে বা দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতায় ব্যবহার করতে পারা। উচ্চতর শিখন দক্ষতা : সামগ্রিক ধারণাকে বিশ্লেষণ করা; পৃথক পৃথক ধারণা বা তথ্য সংগঠিত ও একত্রিত করে একটি সামগ্রিক ধারণা গঠন করা; নির্ধারিত মানদণ্ডের আলোকে কোনো কিছু মূল্যায়ন করার সামর্থ্য। এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।	(৩য় - ৫ম শ্রেণি)	প্রশ্নাবলি	প্রান্তিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হবে। ★ পরিশিষ্ট ৫ -এ ৫ম শ্রেণির ১ম প্রান্তিকের সামষ্টিক মূল্যায়নের নম্বর বণ্টনসহ একটি নমুনা প্রশ্নপত্র সংযোজন করা হয়েছে। নমুনা প্রশ্ন অনুসরণ করে শিক্ষক বিভিন্ন প্রান্তিকের প্রশ্নপত্র রচনা করবেন।

৫.১ সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রশ্ন সুনির্দিষ্টকরণ ছক (৩য় থেকে ৫ম শ্রেণি)

সামষ্টিক মূল্যায়নে বিষয়জ্ঞান মূল্যায়নের জন্য জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের চারটি উপক্ষেত্র বিবেচনা করতে হবে। যথা- (ক) স্মরণ করা (remembering), (খ) অনুধাবন করা (understanding), (গ) প্রয়োগ করা (applying) এবং (ঘ) উচ্চতর শিখন দক্ষতা (higher order learning)। অর্থাৎ, ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার কিছু বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর সবসময় মনে রাখা প্রয়োজন হবে। যেমন : কালিমা, সূরা, মাখরাজ ইত্যাদি। আবার কিছু বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর অনুধাবন করা দরকার হবে। যেমন : মানবাধিকার, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সততা ইত্যাদি। আবার অনেক বিষয়বস্তু আছে, যা শিক্ষার্থী প্রয়োজনে প্রয়োগ করতে পারবে। যেমন : সততার ধারণা থেকে শিক্ষার্থী বাস্তবে মিথ্যা বলবে না, সহপাঠীদের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখবে ইত্যাদি।

এছাড়া প্রশ্নপত্রে পাঁচ ধরনের প্রশ্ন সংযোজিত হবে। যথা : বহুনির্বাচনী, শূন্যস্থান পূরণ, মিলকরণ, সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন এবং বর্ণনামূলক প্রশ্ন। বিষয়জ্ঞান মূল্যায়নের নির্ধারিত নম্বর (৩য়-৪র্থ শ্রেণির ৭০ এবং ৫ শ্রেণির ৮০ নম্বর) নির্দিষ্ট শিখন ক্ষেত্র ও প্রশ্নের ধরন অনুযায়ী বিভাজন করতে হবে। কোন শিখন ক্ষেত্র থেকে কী ধরনের প্রশ্ন কয়টি প্রণয়ন করতে হবে তা সারণি ৪ ও সারণি ৫-এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ৪ : ৩য় - ৪র্থ শ্রেণির সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নের ধরন ও শিখন ক্ষেত্র অনুযায়ী প্রশ্ন সুনির্দিষ্টকরণ ছক

প্রশ্নের ধরন	বিষয়জ্ঞান								মোট প্রশ্ন সংখ্যা	মোট নম্বর
	জানা		অনুধাবন		প্রয়োগ		উচ্চতর শিখন			
	প্রশ্ন সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নের নম্বর	প্রশ্ন সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নের নম্বর	প্রশ্ন সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নের নম্বর	প্রশ্ন সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নের নম্বর		
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :										
▪ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	১৬	১	২	১	১	১	১	১	২০	২০×১ = ২০
▪ শূন্যস্থান	৩	১	২	১					৫	৫×১ = ৫
▪ মিলকরণ	৩	১	২	১					৫	৫×১ = ৫
সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন	২	৩	২	৩	১	৩			৫	৫×৩ = ১৫
বর্ণনামূলক প্রশ্ন	২	৫	১	৫	১	৫	১	৫	৫	৫×৫ = ২৫
									মোট =	৭০

সারণি ৫* : ৫ম শ্রেণির সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নের ধরন ও শিখন ক্ষেত্র অনুযায়ী প্রশ্ন সুনির্দিষ্টকরণ ছক

প্রশ্নের ধরন	বিষয়জ্ঞান								মোট প্রশ্ন সংখ্যা	মোট নম্বর
	জানা		অনুধাবন		প্রয়োগ		উচ্চতর শিখন			
	প্রশ্ন সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নের নম্বর	প্রশ্ন সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নের নম্বর	প্রশ্ন সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নের নম্বর	প্রশ্ন সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নের নম্বর		
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন										
▪ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	১৬	১	২	১	১	১	১	১	২০	২০×১ = ২০
▪ শূন্যস্থান	৩	১	২	১					৫	৫×১ = ৫
▪ মিলকরণ	৩	১	২	১					৫	৫×১ = ৫
সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন	৬	২	২	২	২	২			১০	১০×২ = ২০
বর্ণনামূলক প্রশ্ন	২	৬	১	৬	১	৬	১	৬	৫	৫×৬ = ৩০
									মোট =	৮০

***নোট:** সারণি ৫ -এ প্রদত্ত প্রশ্ন নির্দিষ্টকরণ ছকটি ৫ম শ্রেণির ১ম ও ২য় প্রান্তিক এবং সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ব্যবহার করা হবে।

৫.২ সামষ্টিক মূল্যায়নে নম্বর প্রদান নির্দেশনা

ক) বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের চারটি বিকল্প থেকে সঠিক উত্তরের বাম পাশের বর্ণটি (যথা-ক, খ, গ, ঘ) শিক্ষার্থী খাতায় লিখলেই পূর্ণ নম্বর পাবে। তবে শিক্ষার্থী যদি শুধু উত্তরটি বা বর্ণসহ উত্তরটি খাতায় লেখে তাহলেও পূর্ণ নম্বর পাবে, এ ক্ষেত্রে বানান ভুলের জন্য নম্বর কাটা যাবে না। শিক্ষার্থী যেন সময় সাশ্রয়ের জন্য শুধু বাম পাশের বর্ণটি লেখে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে এমন পরামর্শ প্রদান করবেন।

খ) শূন্যস্থান পূরণ

শিক্ষার্থী পূর্ণ বাক্যটি না লিখে শুধু শূন্যস্থানের জন্য যথাযথ শব্দটি খাতায় লিখলেই পূর্ণ নম্বর পাবে। এ ক্ষেত্রে বানান শুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন, প্রতি শব্দের বানান ভুলের জন্য .২৫ নম্বর কাটা যাবে। তবে সম্পূর্ণ বাক্যটি লিখলেও পূর্ণ নম্বর পাবে এবং শূন্যস্থানের শব্দ ব্যতীত অন্যান্য শব্দের বানান ভুলের জন্য নম্বর কাটা যাবে না। শিক্ষার্থী যেন সময় সাশ্রয়ের জন্য শুধু প্রশ্নে বাম পাশের বর্ণটি ও শূন্যস্থানের যথাযথ শব্দটি লেখে শিক্ষক সেই পরামর্শ দিবেন।

গ) মিলকরণ

বাম পাশের বাক্যাংশের সঙ্গে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করে, বাক্যের বাম পাশের শব্দ খাতায় লিখলেই পূর্ণ নম্বর পাবে। তবে মিল করে বাক্যটি খাতায় লিখলেও পূর্ণ নম্বর পাবে, এক্ষেত্রে বানান ভুলের জন্য নম্বর কাটা যাবে না। শিক্ষার্থী যেন সময় সাশ্রয়ের জন্য শুধু বাক্যের বাম পাশের শব্দ লিখে, শিক্ষক পরামর্শ দেবেন।

ঘ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

প্রতি প্রশ্নে মান ২। প্রশ্নে একটি তথ্য জানতে চাওয়া হলে এবং শিক্ষার্থী যথাযথ উত্তর লিখলে পূর্ণ নম্বর পাবে। একটি প্রশ্নে দুইটি তথ্য জানতে চাওয়া হলে প্রতিটির জন্য ১ নম্বর বরাদ্দ থাকবে। এ ক্ষেত্রে একটি তথ্য সঠিক হলে ১ নম্বর পাবে, দুইটি তথ্য সঠিক হলে ২ নম্বর পাবে এবং কোনো তথ্য সঠিক না হলে কোনো নম্বর পাবে না। প্রতি বানান ভুলের জন্য .২৫ নম্বর কাটা যাবে। বানান ভুলের জন্য সর্বোচ্চ .৫ পর্যন্ত নম্বর কাটা যাবে। উত্তর প্রাসঙ্গিক ও সংক্ষিপ্ত হতে হবে। বাক্যের গঠন বিবেচ্য বিষয় হবে না।

ঙ) বর্ণনামূলক প্রশ্ন

প্রতি প্রশ্নের মান ৫/৬। প্রশ্নে ৫/৬টি বাক্য/তথ্য/কারণ/বিষয়বস্তু ইত্যাদি লিখতে বলা হবে। শিক্ষার্থী অর্থপূর্ণ, পুনরাবৃত্তিহীন ও সঠিক ৫/৬ টি বা তার অধিক তথ্য প্রদান করলে পূর্ণ নম্বর পাবে। উত্তরের কোনো অংশের পুনরাবৃত্তি ঘটলে, তথ্য অপ্রাসঙ্গিক, অর্থহীন বা ভুল হলে (অর্থাৎ, যথাযথ না হলে) তা বিবেচনায় না নিয়ে যে অংশ সঠিক হয়েছে তার ভিত্তিতে প্রাপ্য নম্বর প্রদান করতে হবে। যে অংশ বা তথ্যের জন্য নম্বর প্রদান করা হবে, শুধু সেই অংশের প্রতি বানান ভুলের জন্য .২৫ নম্বর কাটা যাবে ও বাক্যের গঠন-বিন্যাসের প্রতি ভুলের জন্য .২৫ নম্বর কাটা

যাবে, তবে এ সংক্রান্ত যত ভুলই হোক না কেন, প্রতি প্রশ্নে সর্বোচ্চ ১ নম্বর কাটা যাবে। প্রশ্নের সাথে সম্পর্কহীন, অপ্রাসঙ্গিক ও সম্পূর্ণ ভুল উত্তর লিখলে কোনো নম্বর পাবে না।

৬. মূল্যায়নের ফলাফল সংরক্ষণ

ধারাবাহিক এবং সামষ্টিক মূল্যায়নের ফলাফল সংরক্ষণ করা মূল্যায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। ফলাফল সংরক্ষণ করার জন্য একটি নমুনা ফলাফল সংরক্ষণ ছক সারণি ৬ - এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ৬ : ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের মূল্যায়ন ফলাফল সংরক্ষণ ছক - ধারাবাহিক ও সামষ্টিক (সমন্বিত)

শ্রেণি: ..... **প্রথম/দ্বিতীয়/তৃতীয় প্রান্তিক মূল্যায়ন, ২০১.....** **বিষয়: ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা**

রোল নম্বর	শিক্ষার্থীর নাম	ধারাবাহিক মূল্যায়ন														সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর	সর্বমোট নম্বর**
		১ম মাস:				২য় মাস:				৩য় মাস:				তিন মাসে মোট প্রাপ্ত নম্বর	প্রাপ্ত গড় নম্বর*		
		বিষয়জ্ঞান	ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা	নৈতিক গুণাবলি চর্চা	মোট	বিষয়জ্ঞান	ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা	নৈতিক গুণাবলি চর্চা	মোট	বিষয়জ্ঞান	ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা	নৈতিক গুণাবলি চর্চা	মোট				
		...	...	...	.. .	.. .	.. .	.. .	...	.. .	.. .	.. .	... .	.. .	.. .	.. .	.. .
০১	-																
০২	-																
০৩	-																
০৪																	
০৫																	

নির্দেশনা :

- সারণির ১ম সারিতে প্রযোজ্য স্থানে শ্রেণি লিখুন, প্রান্তিকের ওপর টিক চিহ্ন (✓) দিন এবং যথাস্থানে সাল ও মাসের নাম লিখুন।
- একটি প্রান্তিকে ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত তিন মাসের নম্বরের মোট নির্ণয় করে তাকে ৩ দিয়ে ভাগ করে গড় নির্ণয় করুন। এই গড় নম্বরটি নির্দিষ্ট প্রান্তিকে ধারাবাহিকে প্রাপ্ত নম্বর।
- ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত এই নম্বরটি সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করে প্রান্তিকে প্রাপ্ত মোট নম্বর নির্ণয় করুন।

* ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত গড় নম্বর $= \frac{\text{১ম মাসে প্রাপ্ত নম্বর + ২য় মাসে প্রাপ্ত নম্বর + ৩য় মাসে প্রাপ্ত নম্বর}}{৩} = \frac{\text{তিন মাসে প্রাপ্ত মোট নম্বর}}{৩}$

** সর্বমোট নম্বর = ধারাবাহিকে মূল্যায়নে প্রাপ্ত গড় নম্বর (৩০/২০-এর মধ্যে) + সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর (২০/৭০/৮০-এর মধ্যে)

৭. সহায়ক তথ্য

মূল্যায়ন ক্ষেত্রসমূহ

বিষয়জ্ঞান: শিক্ষার্থী ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের বিভিন্ন বিষয় যেমন- ইমান ও আকাইদ, ইবাদত, আখলাক, পবিত্র কুরআন শিক্ষা, রাসুল (স) ও নবিগণের জীবনাদর্শ ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করবে। প্রয়োজনের সময় শিক্ষার্থী বিষয়বস্তু স্মরণ করতে পারবে, অনুধাবন করবে ও প্রয়োগের সামর্থ্য দেখাবে। শিক্ষার্থীকে সংশ্লিষ্ট শিখনফল অর্জনে সহায়তা করার লক্ষ্যে শিক্ষক প্রত্যেকটি শিখন ক্ষেত্রের (স্মরণ করা/জানা; বিষয়বস্তু অনুধাবন করা; প্রয়োগ করা; উচ্চতর দক্ষতা) বিষয়জ্ঞান যাচাই করবেন।

ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা: পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত ধর্মীয় রীতিনীতি ও আচার-আচরণ অনুশীলন করা। যেমন, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ্ বলা, সালাত আদায় করা, সাওম পালন করা, কুরআন তেলাওয়াত করা, সালাম দেওয়া ও ব্যবহারিক দোয়া পাঠ করা ইত্যাদি।

নৈতিক গুণাবলি চর্চা: যথার্থ মানুষ হওয়ার জন্য কতগুলো গুণ অর্জন করতে হয়। এগুলোকে নৈতিক গুণ বলা হয়। এ গুণগুলো অন্তরের উপলব্ধি ও অনুধাবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। প্রাত্যহিক আচার-আচরণে নিয়মিত অনুশীলনেই কেবল এ গুণগুলো অর্জন করা যায়। সুনাগরিক ও ভালো মানুষ হওয়ার জন্য নৈতিক গুণাবলি অর্জন একান্ত প্রয়োজন।

শিক্ষার্থী ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত নৈতিক গুণাবলি অনুশীলন করবে। যেমন, সকল ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, মাতাপিতা, শিক্ষক ও বড়দের সম্মান করা, ছোটদের আদর-স্নেহ করা, মেহমানদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা, ওয়াদা পালন করা, পরনিন্দা না করা, দেশকে ভালোবাসা ও সদা সত্য কথা বলা, জীবে দয়া করা, পিতামাতার খেদমত করা, শ্রমের মর্যাদা দেওয়া, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের প্রতি ভালো আচরণ করা ইত্যাদি।

৮. পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১ : ধারাবাহিক মূল্যায়ন (নমুনা মৌখিক প্রশ্নাবলি)

বিষয় : ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (১ম থেকে ৫ম শ্রেণি)

মূল্যায়নের ক্ষেত্র : বিষয়জ্ঞান

১ম শ্রেণি

প্রথম অধ্যায় : ইমান ও আকাইদ-কালিমা তায়্যিবা

ক) আমাদের কে সৃষ্টি করেছেন?
খ) আমাদের জীবনদাতা ও খাদ্যদাতা কে?
গ) আল্লাহ তায়ালা শেষ নবি ও রাসুল হিসেবে কাকে প্রেরণ করেছেন?
ঘ) কালিমা তায়্যিবা বল।
ঙ) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ-এর অর্থ কী?

২য় শ্রেণি

দ্বিতীয় অধ্যায় : ইবাদত (ব্যবহারিক দোয়া-আউযুবিল্লাহ)

ক) মানুষের শত্রু কে?
খ) শয়তানের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য কী পড়তে হয়।
গ) আউযুবিল্লাহ বল।
ঘ) 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বোয়ানির রাজীম'-এর অর্থ কী?
ঙ) কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করার শুরুতে কী পড়তে হয়?

৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	৫ম শ্রেণি
দ্বিতীয় অধ্যায় : ইবাদত	**তৃতীয় অধ্যায় : আখলাক**	**পঞ্চম অধ্যায় : নবি ও রাসুলগণের পরিচয় ও জীবনাদর্শ**
ক) ইবাদত অর্থ কী? খ) প্রধান ইবাদত কয়টি ও কী কী? গ) ইসলামের ভিত্তি কয়টি ও কী কী? ঘ) পাক-পবিত্রতা কাকে বলে? ঙ) ওযুতে পরপর কী কী করতে হয়?	ক) আখলাক কাকে বলে? খ) অসৎ চরিত্র কাকে বলে? গ) চরিত্র অসৎ হলে সবাই তাকে কী করে? ঘ) সচ্চরিত্রের তিনটি গুণ বল। ঙ) আব্বা ও আম্মার জন্য কী বলে দোয়া করবে?	ক) প্রথম ও শেষ নবির নাম কী? খ) হযরত মুহাম্মাদ (স) কত খ্রিষ্টাব্দে কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন? গ) কত বছর বয়সে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আম্মা ইন্তেকাল করেন? ঘ) আল আমিন অর্থ কী?

পরিশিষ্ট ২ : ধারাবাহিক মূল্যায়নের নমুনা টুলস
বিষয় : ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (৩য় থেকে ৫ম শ্রেণি)
মূল্যায়নের ক্ষেত্র : বিষয়জ্ঞান
লিখিত প্রশ্নের নমুনা

৩য় শ্রেণি

প্রথম অধ্যায়: আসমানি কিতাব

ক) কুরআন মজিদ কার বাণী লিখ।
খ) আসমানি কিতাব কেন পাঠিয়েছেন?
গ) আসমানি কিতাব কাকে বলে?
ঘ) বড় চারখানা আসমানি কিতাবের নাম লিখ।
ঙ) কুরআন মজিদ কার ওপর নাজেল হয় লিখ।
চ) সহিফা কাকে বলে?

৪র্থ শ্রেণি

তৃতীয় অধ্যায়: আখলাক (আব্বা-আম্মাকে সম্মান করা)

ক) আখলাক কাকে বলে?
খ) মহানবি (স)-এর চরিত্র কেমন ছিল?
গ) সচ্চরিত্রের তালিকা তৈরি কর।
ঘ) আব্বা-আম্মার সাথে আমরা কীরূপ ব্যবহার করব?
ঙ) আব্বা আম্মার জন্য আমরা কী বলে দোয়া করব?

৫ম শ্রেণি

দ্বিতীয় অধ্যায়: ইবাদত (সালাত, সালাতের সময়)

ক) ইসলামের রুকন কয়টি ও কী কী?
খ) জামাআতের সাথে নামাজ পড়লে আল্লাহ তায়া'লা তাকে কয়টি পুরস্কার দিবেন। কী কী?
গ) যোহরের সালাত কখন শুরু ও শেষ হয়?
ঘ) মাগরিবের নামাজের ওয়াক্ত শুরু ও শেষ হওয়ার সময় বর্ণনা কর।

পরিশিষ্ট ৩ : ধারাবাহিক মূল্যায়নের নমুনা টুলস
বিষয় : ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (১ম থেকে ৫ম শ্রেণি)
মূল্যায়নের ক্ষেত্র : ধর্মীয় অনুশাসন ও নৈতিক গুণাবলি চর্চা
নমুনা পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট

ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা

ক) রুকু করতে পারে কি না পর্যবেক্ষণ করুন।
খ) অজু করতে পারে কি না পর্যবেক্ষণ করুন।
গ) সূরা ফাতিহা বলতে পারে কি না পর্যবেক্ষণ করুন।
ঘ) সালাম শুদ্ধভাবে দিতে পারে কি না পর্যবেক্ষণ করুন।
ঙ) ব্যবহারিক দোয়াগুলো পারে কি না পর্যবেক্ষণ করুন।

নৈতিক গুণাবলি চর্চা

ক) সহপাঠী ও বন্ধুবান্ধবদের সাথে মেলামেশা করে কি না।
খ) সকলের প্রতি নম্র ও ভদ্র আচরণ করে কি না।
গ) সবসময় সত্য কথা বলে কি না।
ঘ) অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায় কি না।
ঙ) দেশের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করে কি না।
চ) সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করতে পারে কি না।
ছ) ছোটদের স্নেহ ও আদর করে কি না।
জ) বড়দের সম্মান করে কি না।
ঝ) শিক্ষকদের সম্মান করে কি না।
ঞ) বিদ্যালয়ের নিয়মকানুন মেনে চলে কি না।
ট) জীবে দয়া করে কি না।
ঠ) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের প্রতি সুন্দর ব্যবহার করে কি না।

পরিশিষ্ট ৪ : সামষ্টিক মূল্যায়ন (মৌখিক ও লিখিত নমুনা প্রশ্ন)

.....উত্তর চাকামইয়া..... সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন

বিষয় : ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

প্রথম শ্রেণি (মৌখিক)

পূর্ণমান : ২০ **সময় : ২ ঘণ্টা**

[নির্দেশনা : শিক্ষক শিক্ষার্থীকে প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করবেন। শিক্ষার্থী মৌখিকভাবে উত্তর দিবে।]

১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। **৫ × ২ = ১০**

ক) আল্লাহ তায়ালা শেষ নবি ও রাসুল হিসেবে কাকে প্রেরণ করেছেন?
খ) পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের নাম বল।
গ) পিতামাতা খুশি থাকলে কী হয়?
ঘ) কুরআনের ভাষা কী?
ঙ) মহানবি (স) প্রত্যেক কাজের আগে কী বলতেন?

২। খালি জায়গায় কী হবে বল। **৫ × ২ = ১০**

ক) পৃথিবীর সবকিছু ..... সৃষ্টি করেছেন।
খ) আল্লাহ তায়ালার পরেই ..... স্থান।
গ) আরবি বর্ণমালা ..... টি।
ঘ) রাসুল (স) ছেলে-মেয়েদের ..... করতেন।
ঙ) খাওয়ার শেষে পড়তে হয় .....।

পশ্চিম হাজীপুর ..... সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন

বিষয় : ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

২য় শ্রেণি (মৌখিক)

পূর্ণমান : ২০ **সময় : ২ ঘণ্টা**

[নির্দেশনা : শিক্ষক শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন। শিক্ষার্থী মৌখিকভাবে উত্তর দিবে।]

১। প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। **৫× ২ = ১০**

ক) আকাশ, সূর্য, চাঁদ কে সৃষ্টি করেছেন?
খ) বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম অর্থ কী?
গ) শিক্ষকগণকে সম্মান করা কী?
ঘ) কালেমা তায়্যিবা বল।
ঙ) আমাদের রাসুল কে?

২। খালি জায়গায় কী হবে বল। **৫ × ২ = ১০**

ক) সবচেয়ে বড় বন্যা হয়েছিল যে নবির সময়, তাঁর নাম.....।
খ) কালেমা তায়্যিবা ইমানের ..... বিষয়।
গ) পিতা-মাতাকে সম্মান করা .....।
ঘ) কুরআন মজিদ তেলাওয়াতের শুরুতে অবশ্যই..... পড়তে হয়।
ঙ) আল্লাহ সকলের .....।

পরিশিষ্ট - ৫

সামষ্টিক মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্ন
প্রান্তিক মূল্যায়ন (৫ম শ্রেণি)

বিভিন্ন প্রন্তিকের সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে। ৫ম শ্রেণির ১ম প্রান্তিকের সামষ্টিক মূল্যায়নের নির্ধারিত পাঠ্যসূচি সারণি ৭ - এ নমুনা স্বরূপ দেওয়া হলো। নির্ধারিত মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও শিখনফল এবং প্রশ্নের ধরন অনুযায়ী ৮০ নম্বরের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে হবে। সারণি ৫-এ প্রদত্ত প্রশ্ন সুনির্দিষ্টকরণ ছক দেখুন।

সারণি ৭ : ৫ম শ্রেণির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের প্রথম প্রান্তিকে অনুষ্ঠিত সামষ্টিক মূল্যায়নের পাঠ্যসূচি

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
প্রথম	আকাইদ বিশ্বাস	০১ - ০৯
দ্বিতীয়	ইবাদত	২২ - ৩৫
তৃতীয়	আখলাক	৬৪ - ৭০
চতুর্থ	কুরআন মজিদ শিক্ষা	৯১- ৯৬
পঞ্চম	মহানবি (স)-এর জীবনাদর্শ ও অন্যান্য নবিগণের পরিচয়	১০৫ - ১১০

সারণি ৮: ৫ম শ্রেণির সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রশ্নপত্র প্রণয়নের জন্য প্রশ্নের ধরন অনুযায়ী নম্বর বণ্টন

প্রশ্নের ধরন	পদ সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নের নম্বর	মোট নম্বর
বহুনির্বাচনি	২০	১	২০
শুন্যস্থান পূরণ	৫	১	৫
মিলকরণ	৫	১	৫
সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন	১০	২	২০
বর্ণনামূলক প্রশ্ন	৫	৬	৩০
		মোট নম্বর	৮০

নালী বড়রিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিবালয়, মানিকগঞ্জ
প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন
ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা
৫ম শ্রেণি

পূর্ণমান : ৮০ **সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট**

ক। ১নং থেকে ২০ নং প্রশ্নের সঠিক উত্তরের বাম পাশের বর্ণটি খাতায় লেখ। **২০ × ১ = ২০**

১। আমাদের পালনকর্তা কে?
ক) আব্বা-আম্মা খ) আল্লাহ তায়ালা
গ) ডাক্তার ঘ) পীর - মুর্শিদ

২। আল-আসমাউল হুসনা বলা হয় কাকে?
ক) মানুষের গুণাবলিকে খ) ফেরেশতার গুণাবলিকে
গ) আল্লাহ তায়ালার গুণবাচক নামসমূহকে ঘ) নবিগণের গুণাবলিকে

৩। আল্লাহতালা আমাদের অপরাধের সাথে সাথে শাস্তি দেন না, কারণ তিনি
ক) রক্ষণশীল খ) অতি সহনশীল
গ) যত্নশীল ঘ) দানশীল

৪। ইসলাম কয়টি রুকনের উপর প্রতিষ্ঠিত?
ক) তিনটি খ) চারটি
গ) পাঁচটি ঘ) সাতটি

৫। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের কত রাকাত ফরজ?
ক) পাঁচ রাকাত খ) দশ রাকাত
গ) পনের রাকাত ঘ) সতের রাকাত

৬। সালাতের নিষিদ্ধ সময় কয়টি?
ক) তিনটি খ) চারটি
গ) পাঁচটি ঘ) সাতটি

৭। তোমার মা ভালো রান্না করে তোমাদের খাইয়েছেন, খাওয়ার পরে কী বলতে হয়?
ক) আল্লাহু আকবর খ) আল হামদুল্লিাহ
গ) ইয়ার হামুকুমুল্লাহ ঘ) আসতাগফিরুন্নাহ

৮। মানুষ অন্যায় করার পর অনুতপ্ত হলে আল্লাহ তাকে কী করেন?
ক) স্মরণ করেন খ) ক্ষমা করেন
গ) শাসন করেন ঘ) ত্যাগ করেন

৯। তুমি আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি কোনটি করবে?
ক) হিংসা করবে খ) দয়া দেখাবে
গ) অন্যায় করবে ঘ) ঘৃণা করবে

১০। কেউ বিপদে পড়লে তুমি কী করবে?
ক) না দেখার ভান করব খ) চলে যাব
গ) সাহায্য করব ঘ) অন্যকে বলব

১১। বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে দেখলে একটি পাখি ডানা ভেঙ্গে পড়ে আছে তুমি কী করবে?
ক) বেঁধে আটকে রাখবে খ) পাখিটাকে উড়তে সাহায্য করবে
গ) কিছুই করবে না ঘ) দেখে চলে যাবে

১২। কণ্ঠনালির মাঝখান থেকে উচ্চারিত হয়। {*সঠিক ও বিকল্প উত্তরের স্থানে আরবি হরফ টাইপ করতে হবে*}
ক) হামজা, হা খ) গাইন, খা
গ) আইন, হা ঘ) ক্বফ

১৩। আরবি হরফ ২৯টির মধ্যে গুন্নাহ হরফ ২টি হলো - {*সঠিক ও বিকল্প উত্তরের স্থানে আরবি হরফ টাইপ করতে হবে*}

ক) আলিফ, বা
খ) মিম, নুন
গ) ক্বফ ফা
ঘ) তা, ছা

১৪। মহানবি (স) কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

ক) ৫২২ খ্রিঃ
খ) ৫৭০ খ্রিঃ
গ) ৬১০ খ্রিঃ
ঘ) ৬২২ খ্রিঃ

১৫। সূর্য অস্ত গিয়েছে তুমি কোন নামাজ পড়বে?

ক) যোহর
খ) আসর
গ) মাগরিব
ঘ) ফজর

১৬। মহানবি (স) দাওয়াতে সর্ব প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন-

ক) হযরত আয়শা (রা)
খ) হযরত ফাতিমা (রা)
গ) হযরত খাদিজা (রা)
ঘ) হযরত কুলসুম

১৭। সালাতের নিষিদ্ধ সময় হলো।

ক) সুবেহ সাদিকের সময়
খ) সূর্যাস্তের পূর্বে
গ) সূর্যাস্তের সময়
ঘ) পশ্চিম আকাশ লাল হলে

১৮। ভালো চরিত্র কীসের মাধ্যমে প্রকাশ পায়?

ক) খারাপ আচরণের মাধ্যমে
খ) সুন্দর আচরণের মাধ্যমে
গ) মিথ্যা বলার মাধ্যমে
ঘ) ঝগড়া করার মাধ্যমে

১৯। মক্কাবাসীদের অত্যাচারে দীন প্রচারে হযরত মুহাম্মদ (স) কোথায় গমন করেন?

ক) মদিনায়
খ) তায়েফে
গ) জেদ্দা
ঘ) সিরিয়া

২০। সততা অর্থ কী?

ক) ধৈর্যধারণ
খ) সরলতা
গ) সাধুতা
ঘ) বিরোধিতা

খ। শূন্যস্থানের (.....) জন্য সঠিক শব্দটি লেখ। **৫× ১ = ৫**

১) আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের নামই হচ্ছে.....।
২) ছোটদের ..... করব।
৩) পিতামাতার কথা শোনা.....।
৪) বিরাম চিহ্নকে..... বলে।
৫) ফিকার ..... গোত্র কুরাইশদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল।

গ। বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর। **৫× ১ = ৫**

বাম পাশ	ডান পাশ
ক) সালাত	ক) অতি সহনশীল
খ) কুরআন মজিদ	খ) গ্যাস অপচয় না করা
গ) গাফুরুন অর্থ	গ) শেষ নবি
ঘ) দেশপ্রেম	ঘ) আনুগত্য
ঙ) মহানবি (স)	ঙ) আসমানি কিতাব চ) প্রথম নবি

ঘ। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর সংক্ষেপে লেখ। (২, ৪, ১০ ও ১১ নংসহ যেকোনো ১০টি) **১০ × ২ = ২০**

১) ইবাদত কাকে বলে?

২) আল্লাহর দীন প্রচারের জন্য তুমি কী করবে?

৩) পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নাম লেখ?

৪) 'সৃষ্টির সেবা' কাকে বলে?

৫) রুকু করার সময় কী বলতে হয় লেখ।

৬) আমরা পিতামাতার জন্য কী বলে দোয়া করব?

৭) কুরআন মজিদ পাঠের উদ্দেশ্য কয়টি ও কী কী?

৮) মহানবি (স) মক্কাবাসীদের কিসের আহ্বান জানিয়েছিলেন?

১০) লেখাপড়া করার পূর্বে তুমি কোন দোয়া পড়বে?

১১) তোমার বাসার সাহায্যকারী অসুস্থ হলে তুমি কী করবে?

১২) মহানবি (স)-এর গঠিত সংঘের নাম কী?

ঙ। ২, ৩ এবং ৬ নং প্রশ্নসহ মোট ৫টি প্রশ্নের উত্তর লেখ। **৫ × ৬ = ৩০**

১) একজন মুসলমানের চরিত্র কেমন হওয়া উচিত তা ৬টি বাক্যে লেখ।

২) "পাক-পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ"- এটি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর একটি হাদিস। পাক পবিত্র থাকার জন্য তুমি করবে এমন ৬ টি কাজ উল্লেখ কর।

৩) শিশুকাল থেকেই মহানবি (স)-এর চরিত্রে ইনসাফ ও ত্যাগের এক অনুপম দৃষ্টান্ত ফুটে ওঠে। এ সম্পর্কে ৬টি বাক্য লেখ।

৪) সারা বিশ্বের পালনকর্তা কে? তিনি কীভাবে আমাদের লালন-পালন করেন বর্ণনা দাও।

৫) পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময় বর্ণনা কর।

৬) আমরা কীভাবে দেশের সেবা করতে পারি? তার পরিকল্পনা তৈরি কর।

৭) হাজরে আসওয়াদ কীভাবে সুষ্ঠুভাবে স্থাপন করা হলো তা বর্ণনা কর।

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের মূল্যায়ন নির্দেশিকা

শ্রেণি : ১ম - ৫ম

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের মূল্যায়ন পদ্ধতি ও টুলস

১. ভূমিকা

শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধনই হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিশুদের জন্য হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়টি প্রবর্তন করা হয়েছে। হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর মানসভুবন সম্প্রসারিত হবে, শিক্ষার্থী একজন আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠার সুযোগ পাবে। ধর্ম শিক্ষা শিশুর মধ্যে নৈতিক, মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশে সহায়তা করে।

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা যাতে সঠিক জ্ঞানার্জন এবং চর্চা করতে পারে, সেজন্য শিক্ষাক্রমে অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। আর মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হলো নির্ধারিত শিখনফলের আলোকে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি যাচাই করা এবং শিখনফল অর্জন নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে ধারাবাহিক মূল্যায়নের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখা প্রয়োজন যে ধারাবহিক মূল্যায়ন শিখন-শেখানো কার্যাবলির অবিচ্ছেদ্য অংশ। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রাথমিক স্তরের শিখন-শেখানো কার্যাবলির সঙ্গে সমন্বিত করে ধারাবাহিক মূল্যায়নের ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় এই মূল্যায়ন নির্দেশনা তৈরি করা হয়েছে। হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের শিখন যথাযথভাবে মূল্যায়নের জন্য এখানে ক্রমান্বয়ে ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের বাস্তবায়ন কৌশল আলোচনা করা হয়েছে। বিষয় শিক্ষককে সহায়তা করার জন্য একটি ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো নমুনা হিসাবে সংযোজিত হয়েছে। শিক্ষক মূল্যায়ন কাঠামো অনুসরণ করে ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন পরিচলনা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট শিখনফল অর্জনে সহায়তা করবেন।

২. সাধারণ নির্দেশনা

- মূল্যায়ন-ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে হলে বিষয় শিক্ষকের বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা থাকতে হবে।
- ধারাবাহিক মূল্যায়ন দৈনন্দিন শিখন-শেখানো কার্যাবলির সঙ্গে সমন্বিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী একটি পিরিয়ডের যেকোনো সময় (শুরুতে, মাঝে বা শেষে) শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করা যাবে।
- ধারাবাহিক মূল্যায়ন শ্রেণিকক্ষের স্বাভাবিক পরিবেশে অনানুষ্ঠানিকভাবে অনুষ্ঠিত হবে বলে শিক্ষার্থীদের কোনো ভীতি বা উদ্বেগ সৃষ্টি হবে না।
- ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষার্থীর শিখন দুর্বলতা চিহ্নিত করে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখনফল অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।
- ভুল বা অপ্রাসঙ্গিক উত্তরের জন্য শিক্ষার্থীকে কখনো শাস্তি দেওয়া যাবে না বা তিরস্কার করা যাবে না। বরং সঠিক উত্তর প্রদানে সহায়তা করে উৎসাহিত করতে হবে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেষণা সৃষ্টির লক্ষ্যে শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন সক্রিয় শিখন-শেখানো কৌশল প্রয়োগ করবেন। যেমন : একক, জোড়ায় ও দলগতভাবে পরিকল্পিত কাজ সম্পন্ন করতে দেবেন।
- শিক্ষক একাধিক মূল্যায়ন পদ্ধতি ও টুলস যেমন, মৌখিক, লিখিত ও পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। এছাড়াও স্ব-মূল্যায়ন ও সহপাঠী দ্বারা মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে পারেন।
- ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা ও নৈতিক গুণাবলি চর্চা শ্রেণিকক্ষে ও এর বাইরে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এবং সহপাঠী ও অভিভাবকগণের সহযোগিতায় মূল্যায়ন করতে হবে।
- একটি প্রান্তিকে মাসে একবার করে কমপক্ষে তিনবার প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক মূল্যায়নের ফলাফল সংরক্ষণ করতে হবে।
- প্রত্যেক প্রান্তিকের শেষে সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। সামষ্টিকে প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে ধারাবাহিক মূল্যায়নের (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রান্তিক) গড় নম্বর যোগ করে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করতে হবে।
- শিক্ষক বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর প্রতি মনোযোগী হবেন এবং উপযুক্ত কৌশল ও টুলস প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করবেন।

- হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার বিষয়বস্তুকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত করে উপস্থাপন করতে হবে। এর মূল লক্ষ্য হবে শিশুকে একজন যথার্থ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলা।

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন করার জন্য ব্যবহৃত হবে 'ধারাবাহিক মূল্যায়ন' এবং 'সামষ্টিক মূল্যায়ন'। এই দুইটি মূল্যায়ন বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নম্বর বণ্টন, মূল্যায়ন কাঠামো, পদ্ধতি, কৌশল ও টুলস পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হয়েছে।

৩. ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের নম্বর বণ্টন

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন হারে নম্বর বণ্টন করা হয়েছে। সারণি ১ - এ শ্রেণি ও মূল্যায়নের ক্ষেত্র অনুযায়ী ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের নম্বর বিভাজন উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ১ : শ্রেণি ও মূল্যায়নের ক্ষেত্র অনুযায়ী বিভিন্ন প্রান্তিকে অনুষ্ঠিতব্য ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের নম্বর বণ্টন

শ্রেণি	*ধারাবাহিক মূল্যায়ন*				*সামষ্টিক মূল্যায়ন*	সর্বমোট	**প্রান্তিক**
	বিষয়জ্ঞান	ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা	নৈতিক গুণাবলি চর্চা	মোট	বিষয়জ্ঞান		
১ম	২০	৫	৫	৩০	২০ (মৌখিক)	৫০	১ম-২য়-৩য়
২য়	২০	৫	৫	৩০	২০ (মৌখিক)	৫০	১ম-২য়-৩য়
৩য়	১০	১০	১০	৩০	৭০	১০০	১ম-২য়-৩য়
৪র্থ	১০	১০	১০	৩০	৭০	১০০	১ম-২য়-৩য়
৫ম	১০	৫	৫	২০	৮০	১০০	১ম-২য়

সারণি ১.১ : প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়ন (২০+৮০ = ১০০)

অংশ এক : ৫ম শ্রেণির ১ম ও ২য় প্রান্তিক মূল্যায়ন (২০ নম্বর)					**অংশ দুই: সমাপনী পরীক্ষা (৮০ নম্বর)**					**সর্বমোট** (ক)+(খ)
					বিষয়জ্ঞান				মোট (খ)	
ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর	সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর	মোট প্রাপ্ত নম্বর	**প্রাপ্ত গড় নম্বর**	**২০% নম্বর (ক)**	জানা	অনুধাবন	প্রয়োগ	উচ্চতর শিখন		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৪০ (২০+২০) - এর মধ্যে	১৬০ (৮০+৮০) - এর মধ্যে	২০০ (৪০+১৬০) - এর মধ্যে	মোট প্রাপ্ত নম্বর / ২	প্রাপ্ত গড় নম্বর / ১০০ × ২০	৫৪	১০	১০	৬	৮০	২০+৮০ = ১০০

১ম ও ২য় শ্রেণির নম্বর বণ্টন : সারণি ১ থেকে দেখা যায় যে ১ম ও ২য় শ্রেণির তিনটি প্রান্তিকের ধারাবাহিক ও সামষ্টিকের জন্য একই নম্বর বণ্টন পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। প্রত্যেক শ্রেণিতে ধারাবাহিকের ৩টি ক্ষেত্রের জন্য মোট ৩০ নম্বর এবং সামষ্টিকে মৌখিকের জন্য ২০ নম্বর করে সর্বমোট ৫০ নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে।

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির নম্বর : ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ক্ষেত্রেও তিনটি প্রান্তিকে একই নম্বর বণ্টন পদ্ধতি অনুসরণ করে মূল্যায়ন করা হবে। উভয় শ্রেণিতে ধারাবাহিকের জন্য মোট ৩০ নম্বর এবং সামষ্টিকের জন্য ৭০ নম্বর করে সর্বমোট ১০০ নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে।

৫ম শ্রেণির নম্বর বণ্টন : ৫ম শ্রেণির ১ম ও ২য় প্রান্তিকে ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য যথাক্রমে মোট ২০ ও ৮০ নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে। বিস্তারিত নম্বর বণ্টন সারণি ৫-এ প্রদত্ত প্রশ্ন নির্দিষ্টকরণ ছকে দেখানো হয়েছে। এই বণ্টন শুধু প্রথম দুটি প্রান্তিকের জন্য প্রযোজ্য।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়ন

৫ম শ্রেণির শিক্ষাবর্ষের শেষে কোনো প্রান্তিক মূল্যায়ন সংঘটিত হবে না। এর পরিবর্তে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে যা দুটি অংশ নিয়ে গঠিত। সারণি ১.১ -এ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে 'অংশ এক' ও 'অংশ দুই' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

অংশ এক : এই অংশে প্রাপ্ত নম্বর ৫ম শ্রেণির ১ম ও ২য় প্রান্তিক মূল্যায়ন থেকে করা হবে। এক্ষেত্রে প্রথমে দুটি প্রান্তিকে অনুষ্ঠিত ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত মোট নম্বরের গড় (সারণি ১.১-এর ৪ নম্বর কলাম দেখুন) নির্ণয় করতে হবে। পরে প্রাপ্ত গড় নম্বরের শতকরা ২০ ভাগ (সারণি ১.১ -এর ৫ নম্বর কলাম দেখুন) নম্বর সংগ্রহ করতে হবে।

অংশ দুই : এই অংশটি সমাপনী পরীক্ষা নামে অনুষ্ঠিত হবে। এটি একটি সামষ্টিক মূল্যায়ন এবং মোট বরাদ্দকৃত নম্বর ৮০। এক্ষেত্রে শুধু বিষয়জ্ঞান মূল্যায়ন করা হবে। বিস্তারিত সারণি ১.১-এ দেওয়া হয়েছে। এই ৮০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বরের সাথে 'অংশ এক'-এ বর্ণিত ২০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়নে প্রাপ্ত চূড়ান্ত নম্বর নির্ণয় করা হবে। সারণি ১.১-এর কলাম ১১ দেখুন।

৪. হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো

ধারাবাহিক মূল্যায়নভিত্তিক পাঠ পরিচালনায় শিক্ষককে সহায়তা করার জন্য একটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। শ্রেণি ও বিষয়বস্তু অনুযায়ী ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামোর জন্য সারণি ৩ দেখুন। প্রদত্ত ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামোতে পাঁচটি কলাম আছে। কলামগুলো হলো মূল্যায়নের ক্ষেত্র, মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয়, মূল্যায়ন পদ্ধতি, মূল্যায়ন টুলস এবং উদাহরণ।

মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও বিবেচ্য বিষয় : শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার মূল্যায়নের ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। এই বিষয়টি মূল্যায়নের তিনটি প্রধান ক্ষেত্র হলো– (ক) বিষয়জ্ঞান, (খ) ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা এবং (৩) নৈতিক গুণাবলি চর্চা। এই ক্ষেত্রসমূহ অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং সাধারণ। এই ক্ষেত্রসমূহ থেকে কী মূল্যায়ন করতে হবে তা সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে 'মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয়' কলামে। সহায়ক তথ্য অংশে এই ক্ষেত্রসমূহের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

মূল্যায়ন পদ্ধতি ও টুলস : ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি, কৌশল ও উপকরণ ব্যবহার করা হয়। হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য তিন ধরনের পদ্ধতি নির্বাচন করা হয়েছে। যেমন : মৌখিক পদ্ধতি, লিখিত পদ্ধতি ও পারদর্শিতা পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি। পদ্ধতি অনুসারে মূল্যায়ন টুলস নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন : মৌখিক চেকলিস্ট (প্রশ্নের তালিকা), লিখিত প্রশ্নাবলি, পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট। মৌখিক ও লিখিত প্রশ্ন সাধারণত বিষয়জ্ঞান পরিমাপের জন্য এবং পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষার্থীর ধর্মীয় অনুশাসন ও নৈতিক গুণাবলি চর্চা মূল্যায়নের জন্য ব্যবহার করা হয়।

সারণি ২-এর শেষ কলামে মূল্যায়নের ক্ষেত্র, বিষয়, পদ্ধতি ও টুলস/উপকরণের বেশ কিছু উদাহরণ সংযোজন করা হয়েছে। শ্রেণি/বিষয় শিক্ষক এই উদাহরণসমূহ অনুসরণ করে নিজ নিজ মূল্যায়ন পদ্ধতি ও উপকরণ নির্বাচন করে ধারাবাহিক মূল্যায়নের কাজে ব্যবহার করবেন।

সারণি ২ : হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
বিষয়জ্ঞান :হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট নির্ধারিত বিষয়াবলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জন করবে,	যে ধরনের শিখনের জন্য শিক্ষার্থীর বিষয়জ্ঞান মূল্যায়ন করা হবে তা হলো- **জানা/স্মরণ করা :** বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত তথ্য বা ধারণা শেখা এবং প্রয়োজনে স্মরণ বা মনে	মৌখিক (১ম-৫ম শ্রেণি)	মৌখিক প্রশ্নের চেকলিস্ট	শিখন-শেখানো কার্যক্রমের অংশ হিসাবে শিক্ষক পাঠ চলাকালীন বিভিন্ন মৌখিক প্রশ্ন ব্যবহার করবেন, যা শিক্ষার্থীরা মৌখিকভাবে উত্তর দেবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে তাদেরকে যথাযথ নিরাময়মূলক ব্যবস্থা দেবেন। মৌখিক প্রশ্নের নমুনা চেকলিস্ট,

সারণি ২ : হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
বুঝবে ও আয়ত্ত করে প্রয়োজনে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করতে পারবে। শিক্ষক বিষয়জ্ঞান সম্পর্কিত পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে যা অর্জনে সহায়তা করবেন তা হলো- ▪ জানা/স্মরণ করা ▪ অনুধাবন ▪ প্রয়োগ ▪ উচ্চতর শিখন দক্ষতা	করে বলতে বা প্রকাশ করতে পারা। **অনুধাবন :** কোনো ধারণার অর্থ সঠিকভাবে বুঝে বলতে বা প্রকাশ করতে পারা। **প্রয়োগ :** পূর্বে শেখা বা জানা জ্ঞান, ধারণা, নীতি, অনুশাসন নতুন ক্ষেত্রে বা দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতায় ব্যবহার করতে পারা। **উচ্চতর শিখন দক্ষতা :** সামগ্রিক ধারণাকে বিশ্লেষণ করা; পৃথক পৃথক ধারণা বা তথ্য সংগঠিত ও একত্রিত করে একটি সামগ্রিক ধারণা গঠন করা; নির্ধারিত মানদণ্ডের আলোকে কোনো কিছু মূল্যায়ন করার সামর্থ্য। এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।			যেমন– ক) মহাপুরুষ বলতে কী বোঝায়? খ) মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র কী? গ) কয়েকজন দেব-দেবীর নাম বল। ★ পরিশিষ্টে নমুনা চেকলিস্ট সংযুক্ত করা হয়েছে। পরিশিষ্ট ১ দেখুন।
		লিখিত (৩য় - ৫ম শ্রেণি)	প্রশ্নাবলি	শ্রেণিকক্ষে পাঠ চলাকালীন উপযুক্ত সময়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে লিখিতভাবে মূল্যায়ন করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে শিক্ষক তাদেরকে যথাযথ নিরাময়মূলক ব্যবস্থা দেবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক প্রশ্ন বা প্রশ্নপত্র ব্যবহার করবেন। লিখিত মূল্যায়নের উপযোগী টুলস (প্রশ্ন): ক) সহমর্মিতা কী? বুঝিয়ে লেখ। খ) সকলের প্রতি উদারতা দেখানোর উপকারিতা কী? গ) উপাসনা করার ৩টি পদ্ধতির নাম লেখ। ★ পরিশিষ্টে নমুনা চেকলিস্ট সংযুক্ত করা হয়েছে। পরিশিষ্ট ২ দেখুন।
ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা : অনুশাসন বলতে বোঝায় উপদেশ, আদেশ, নিয়ম ইত্যাদি। পাঠ্যপুস্তকে বিষয়সংশ্লিষ্ট যে সকল ধর্মীয় আদেশ, উপদেশ, রীতি, নিয়ম সম্পর্কে বিধিবিধান দেওয়া হয়েছে তা যথাযথভাবে অনুশীলন করাই ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা। ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চললে পরবর্তী লক্ষ্যে অর্থাৎ প্রত্যাশিত যোগ্যতা অর্জন সহজ হবে। অর্থাৎ, মানবিক ও নৈতিক গুণাবলি অর্জনের পথ সুগম হবে।	● দেব-দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন। ● মহাপুরুষদের ছবির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন। ● সরস্বতী দেবীর প্রণাম মন্ত্র পাঠ। ● দেব-দেবী দর্শনের সময় প্রণাম জানানো ● দেবী দুর্গার প্রণাম মন্ত্র পাঠ করা। ● মন্দিরে গিয়ে দাঁড়ানোর আদব। ● উপাসনা করার সময় বসা। (পদ্মাসন ও সুখাসন করে দেখাবে) ● রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রার্থনামূলক কবিতাটি আবৃত্তি করা।	মৌখিক ও পর্যবেক্ষণ (১ম - ৫ম শ্রেণি)	মৌখিক ও পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট	বিদ্যালয় বা শ্রেণিকক্ষে থাকাকালীন শিক্ষার্থী শিক্ষক নির্দেশিকা ও পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত ধর্মীয় রীতিনীতি ও আচার-আচরণ অনুশীলন করছে কি না তা শিক্ষক পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট ব্যবহার করে মূল্যায়ন করবেন ও পারদর্শিতার ভিত্তিতে তাদেরকে যথাযথ নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ও পুনর্মূল্যায়ন করে শিখন নিশ্চিত করবেন। ক) দেব-দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন অনুশীলন। খ) তীর্থক্ষেত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন অনুশীলন। গ) আমরা কেন জীবসেবা করি? ★ পরিশিষ্টে পর্যবেক্ষণের জন্য প্রশ্নের নমুনা চেকলিস্ট সংযুক্ত করা হয়েছে। পরিশিষ্ট ৩ দেখুন।
নৈতিক গুণাবলি চর্চা : যথার্থ মানুষ	স্ব-ধর্মের অনুশীলন করা, সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসা, পিতামাতা ও	পর্যবেক্ষণ (১ম - ৫ম	পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট	বিদ্যালয় বা শ্রেণিকক্ষে থাকাকালীন শিক্ষার্থী শিক্ষক নির্দেশিকা ও পাঠ্যপুস্তকে

সারণি ২ : হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
হওয়ার জন্য কতগুলো গুণ অর্জন করতে হয়। এগুলোকে নৈতিক গুণ বলা হয়। শিক্ষার্থী হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত নৈতিক গুণাবলি অনুশীলন করবে।	গুরুজনকে শ্রদ্ধা করা, কারো সঙ্গে বিবাদ না করা, সহপাঠীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া, মানবসেবা করা, সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ ও মানুষ ও সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসা, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করা, পরমতসহিষ্ণুতার আদর্শ অনুসরণ করা, অহিংসা আচরণ ও পরোপকার করা, পরিবেশ সংরক্ষণে যত্নবান হওয়া, জাতীয় সংগীত ও জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা, দেশকে ভালোবাসা।	শ্রেণি)		বর্ণিত নৈতিক গুণাবলি যথাযথভাবে অনুশীলন করছে কি না তা শিক্ষক পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট ব্যবহার করে মূল্যায়ন করবেন এবং যেখানে শিক্ষার্থী পিছিয়ে আছে, সেখানে শিক্ষার্থীকে কার্যকর নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ও পুনর্মূল্যায়ন করে শিখন নিশ্চিত করবেন। যেমন- ক) সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে কাকে ভালোবাসা হয়? খ) অহিংসা আচরণ বলতে কী বোঝায়? গ) দেশপ্রেমিকের কয়েকটি গুণের কথা উল্লেখ কর। ★ পরিশিষ্টে আরও নৈতিক গুণাবলি চর্চার নমুনা চেকলিস্ট সংযুক্ত করা হয়েছে। পরিশিষ্ট ৩ দেখুন।

৫. হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো

বিষয় শিক্ষকের জন্য সামষ্টিক মূল্যায়নের দিকনির্দেশনা হিসাবে একটি কাঠামো সারণি ৩-এ উপস্থাপন করা হয়েছে। এই কাঠামোটি যথারীতি ৫টি কলামে সজ্জিত; যেখানে মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও বিবেচ্য বিষয়, মূল্যায়ন পদ্ধতি ও উপকরণ সম্পর্কে উদাহরণসহ দিকনির্দেশনা রয়েছে। প্রত্যেক প্রান্তিকে শিক্ষকগণ এই কাঠামো অনুসরণ করে মূল্যায়নের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি নির্বাচন করবেন ও টুলস তৈরি (প্রশ্নপত্র রচনা) করবেন।

সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, পদ্ধতি ও টুলস বা উপকরণ

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর শুধু বিষয়জ্ঞানকে সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। ১ম ও ২য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিষয়জ্ঞান মৌখিক পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করা হবে। এর জন্য মৌখিক প্রশ্নের চেকলিস্ট টুলস বা উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা হবে।

অপর দিকে ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিষয়জ্ঞান মূল্যায়নের জন্য লিখিত পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। এক্ষেত্রে লিখিত প্রশ্নাবলি/প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হবে। বিভিন্ন প্রন্তিকে সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে হবে।

সারণি ৩ : হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	মন্তব্য/উদাহরণ
বিষয়জ্ঞান : হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট নির্ধারিত বিষয়াবলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জন করবে, বুঝবে ও আয়ত্ত করে প্রয়োজনে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করতে পারবে। শিক্ষক বিষয়জ্ঞান সম্পর্কিত পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে যা অর্জনে সহায়তা করবেন তা হলো- ▪ জানা/ স্মরণ করা ▪ অনুধাবন ▪ প্রয়োগ ▪ উচ্চতর শিখন দক্ষতা	যে ধরনের শিখনের জন্য শিক্ষার্থীর বিষয়জ্ঞান মূল্যায়ন করা হবে তা হলো- **জানা/স্মরণ করা :** বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত তথ্য বা ধারণা শেখা এবং প্রয়োজনে স্মরণ বা মনে করে বলতে বা প্রকাশ করতে পারা। **অনুধাবন :** কোনো ধারণার অর্থ সঠিকভাবে বুঝে বলতে বা প্রকাশ করতে পারা। **প্রয়োগ :** পূর্বে শেখা বা জানা জ্ঞান, ধারণা, নীতি, অনুশাসন নতুন ক্ষেত্রে বা দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতায় ব্যবহার করতে পারা। **উচ্চতর শিখন দক্ষতা :** সামগ্রিক ধারণাকে বিশ্লেষণ করা; পৃথক পৃথক ধারণা বা তথ্য সংগঠিত ও একত্রিত করে একটি সামগ্রিক ধারণা গঠন করা; নির্ধারিত মানদণ্ডের আলোকে কোনো কিছু মূল্যায়ন করার সামর্থ্য। এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।	মৌখিক (১ম ও ২য় শ্রেণি)	মৌখিক প্রশ্নাবলির চেকলিস্ট	শিক্ষক ১ম ও ২য় শ্রেণির ক্ষেত্রে প্রান্তিক মূল্যায়নের পাঠ্যসুচি অনুযায়ী পরিশিষ্টে দেওয়া নমুনা প্রশ্নপত্র অনুযায়ী সামষ্টিক মূল্যায়ন করবেন। ★ নম্বর বণ্টনসহ ১ম প্রান্তিকের সামষ্টিক মূল্যায়নের মৌখিক প্রশ্নের চেকলিস্টের জন্য পরিশিষ্ট ৪ দেখুন।
		লিখিত (৩য় - ৫ম শ্রেণি)	লিখিত প্রশ্নাবলি/প্রশ্নপত্র	১) স্বামী বিবেকানন্দের ছেলেবেলার নাম কী? (জানা) ২) স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশগুলো আমরা কেন পালন করব? (অনুধাবন) ৩) তোমার শ্রেণির বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুকে তুমি কীভাবে সাহায্য করবে? (প্রয়োগ) ৪) জীবের মধ্যে আত্মারূপে কে বিরাজ করেন? (জানা) ৫) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর প্রতি আমরা কেন সহনশীল হব? (অনুধাবন) ৬) তুমি তোমার গুরুজনদের কীভাবে ভক্তি করবে? (প্রয়োগ) ৭) উপাসনা ও প্রার্থনা কী? (জানা) ৮) আমরা কেন উপাসনা করব? (অনুধাবন) ৯) তুমি কীভাবে উপাসনা কর তা লেখ? (প্রয়োগ) ★ প্রথম প্রান্তিকে সামষ্টিক মূল্যায়নের একটি নমুনা প্রশ্নপত্র পরিশিষ্ট ৫-এ সংযোজন করা হয়েছে।
বি. দ্র. ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যসূচি অনুযায়ী সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য প্রান্তিক মূল্যায়নের প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হবে।				

৫.১ সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রশ্ন সুনির্দিষ্টকরণ ছক

প্রান্তিক বা সাময়িক পরীক্ষার মাধ্যমে বিষয়জ্ঞান মূল্যায়নের জন্য শিখনের চারটি ক্ষেত্র বিবেচনা করতে হবে। যথা, (ক) স্মরণ করা (remembering), (খ) অনুধাবন করা (understanding), (গ) প্রয়োগ করা (applying) এবং (ঘ) উচ্চতর শিখন দক্ষতা (higher order learning)। অর্থাৎ, হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার কিছু বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর সবসময় মনে রাখা প্রয়োজন হবে এবং কিছু বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর অনুধাবন করা দরকার হবে। আবার অনেক বিষয়বস্তু আছে শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনের সময় প্রয়োগ করতে পারতে হবে।

এছাড়া প্রশ্নপত্রে পাঁচ ধরনের প্রশ্ন সংযোজিত হবে। যথা, বহুনির্বাচনি, শূন্যস্থান পূরণ, মিলকরণ, সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন এবং বর্ণনামূলক প্রশ্ন। ৩য়-৪র্থ শ্রেণির বিষয়জ্ঞান মূল্যায়নের নির্ধারিত ৭০ নম্বর এবং ৫ম শ্রেণির নির্ধারিত ৮০ নম্বর নির্দিষ্ট শিখন ক্ষেত্র ও প্রশ্নের ধরন অনুযায়ী বিভাজন করতে হবে। কোনো শিখন ক্ষেত্র থেকে কী ধরনের প্রশ্ন কয়টি করে রচনা করতে হবে তা সারণি ৪ ও সারণি ৫-এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ৪ : হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ৩য় - ৪র্থ শ্রেণির সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নের ধরন ও শিখন ক্ষেত্র অনুযায়ী প্রশ্ন সুনির্দিষ্টকরণ ছক

প্রশ্নের ধরন	বিষয়জ্ঞান								মোট প্রশ্ন সংখ্যা	মোট নম্বর
	স্মরণ করা		অনুধাবন		প্রয়োগ		উচ্চতর দক্ষতা			
	প্রশ্ন সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নের নম্বর	প্রশ্ন সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নের নম্বর	প্রশ্ন সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নের নম্বর	প্রশ্ন সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নের নম্বর		
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :										
▪ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	১৬	১	২	১	১	১	১	১	২০	২০×১=২০
▪ শূন্যস্থান	৩	১	২	১					৫	৫×১=৫
▪ মিলকরণ	৩	১	২	১					৫	৫×১=৫
সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন	২	৩	২	৩	১	৩			৫	৫×৩=১৫
বর্ণনামূলক প্রশ্ন	২	৫	১	৫	১	৫	১	৫	৫	৫×৫=২৫
									মোট =	৭০

সারণি ৫*: হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ৫ম শ্রেণির সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নের ধরন ও শিখন ক্ষেত্র অনুযায়ী প্রশ্ন সুনির্দিষ্টকরণ ছক

প্রশ্নের ধরন	বিষয়জ্ঞান								মোট	
	স্মরণ করা		অনুধাবন		প্রয়োগ		উচ্চতর দক্ষতা			
	প্রশ্ন সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নের নম্বর	প্রশ্ন সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নের নম্বর	প্রশ্ন সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নের নম্বর	প্রশ্ন সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নের নম্বর	মোট প্রশ্ন সংখ্যা	মোট নম্বর
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :										
▪ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	১৬	১	২	১	১	১	১	১	২০	২০×১=২০
▪ শূন্যস্থান	৩	১	২	১					৫	৫×১=৫
▪ মিলকরণ	৩	১	২	১					৫	৫×১=৫
সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন	৬	২	২	২	২	২			১০	১০×২=২০
বর্ণনামূলক প্রশ্ন	২	৬	১	৬	১	৬	১	৬	৫	৫×৬=৩০
									মোট =	৮০

*** নোট :** সারণি ৫ -এ প্রদত্ত প্রশ্ন নির্দিষ্টকরণ ছকটি ৫ম শ্রেণির ১ম ও ২য় প্রান্তিক এবং সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ব্যবহার করতে হবে।

৫.২ সামষ্টিক মূল্যায়নে নম্বর প্রদান নির্দেশনা

ক) বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের চারটি বিকল্প থেকে সঠিক উত্তরের বাম পাশের বর্ণটি (যথা : ক, খ, গ, ঘ) শিক্ষার্থী খাতায় লিখলেই পূর্ণ নম্বর পাবে। তবে শিক্ষার্থী যদি শুধু উত্তরটি বা বর্ণসহ উত্তরটি খাতায় লিখে তাহলেও পূর্ণ নম্বর পাবে, এক্ষেত্রে বানান ভুলের জন্য নম্বর কাটা যাবে না। শিক্ষার্থী যেন সময় সাশ্রয়ের জন্য শুধু বাম পাশের বর্ণটি লেখে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে এমন পরামর্শ প্রদান করবেন।

খ) শূন্যস্থান পূরণ

শিক্ষার্থী পূর্ণ বাক্যটি না লিখে শুধু শূন্যস্থানের জন্য যথাযথ শব্দটি খাতায় লিখলেই পূর্ণ নম্বর পাবে। এক্ষেত্রে বানান শুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন, প্রতি শব্দের বানান ভুলের জন্য .২৫ নম্বর কাটা যাবে। তবে সম্পূর্ণ বাক্যটি লিখলেও পূর্ণ নম্বর পাবে এবং শূন্যস্থানের শব্দ ব্যতীত অন্যান্য শব্দের বানান ভুলের জন্য নম্বর কাটা যাবে না। শিক্ষার্থী যেন সময় সাশ্রয়ের জন্য শুধু প্রশ্নে বাম পাশের বর্ণটি ও শূন্যস্থানের যথাযথ শব্দটি লেখে, শিক্ষক সেই পরামর্শ দেবেন।

গ) মিলকরণ

বাম পাশের বাক্যাংশের সঙ্গে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করে, বাক্যের বাম পাশের শব্দ খাতায় লিখলেই পূর্ণ নম্বর পাবে। তবে মিল করে বাক্যটি খাতায় লিখলেও পূর্ণ নম্বর পাবে, এক্ষেত্রে বানান ভুলের জন্য নম্বর কাটা যাবে না। শিক্ষার্থী যেন সময় সাশ্রয়ের জন্য শুধু বাক্যের বাম পাশের শব্দ লিখে, শিক্ষক পরামর্শ দেবেন।

ঘ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

প্রতি প্রশ্নের মান ২। প্রশ্নে একটি তথ্য জানতে চাওয়া হলে এবং শিক্ষার্থী যথাযথ উত্তর লিখলে পূর্ণ নম্বর পাবে। একটি প্রশ্নে দুটি তথ্য জানতে চাওয়া হলে প্রতিটির জন্য ১ নম্বর বরাদ্দ থাকবে। এক্ষেত্রে একটি তথ্য সঠিক হলে ১ নম্বর পাবে, দুটি তথ্য সঠিক হলে ২ নম্বর পাবে এবং কোনো তথ্য সঠিক না হলে কোনো নম্বর পাবে না। প্রতি বানান ভুলের জন্য .২৫ নম্বর কাটা যাবে। বানান ভুলের জন্য সর্বোচ্চ .৫ পর্যন্ত নম্বর কাটা যাবে। উত্তর প্রাসঙ্গিক ও সংক্ষিপ্ত হতে হবে। বাক্যের গঠন বিবেচ্য বিষয় হবে না।

ঙ) বর্ণনামূলক প্রশ্ন

প্রতি প্রশ্নের মান ৫/৬। প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষার্থীকে ৫/৬টি বাক্য/তথ্য/কারণ/বিষয়বস্তু ইত্যাদি লিখতে বলা হবে। শিক্ষার্থী অর্থপূর্ণ, পুনরাবৃত্তিহীন ও সঠিক ৫/৬টি বা তার অধিক তথ্য প্রদান করলে পূর্ণ নম্বর পাবে। উত্তরের কোনো অংশের পুনরাবৃত্তি ঘটলে, তথ্য অপ্রাসঙ্গিক বা অর্থহীন বা ভুল হলে (অর্থাৎ, যথাযথ না হলে) তা বিবেচনায় না নিয়ে যে অংশ সঠিক হয়েছে তার ভিত্তিতে প্রাপ্য নম্বর প্রদান করতে হবে। যে অংশ বা তথ্যের জন্য নম্বর প্রদান করা হবে, শুধু সেই অংশের প্রতি বানান ভুলের জন্য .২৫ নম্বর কাটা যাবে ও বাক্যের গঠন-বিন্যাসের প্রতি ভুলের জন্য .২৫ নম্বর কাটা যাবে, তবে এ সংক্রান্ত যত ভুলই হোক না কেন, প্রতি প্রশ্নে সর্বোচ্চ ১ নম্বর কাটা যাবে। প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্কহীন, অপ্রাসঙ্গিক ও সম্পূর্ণ ভুল উত্তর লিখলে কোনো নম্বর পাবে না।

৬. মূল্যায়নের ফলাফল সংরক্ষণ

শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ধারাবাহিক এবং সামষ্টিক উভয় মূল্যায়নের ফলাফল সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। সারণি ৬-এ একটি নমুনা মূল্যায়ন ফলাফল সংরক্ষণ ছক উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ৬ : হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের মূল্যায়ন ফলাফল সংরক্ষণ ছক - ধারাবাহিক ও সামষ্টিক (সমন্বিত)

শ্রেণি: ..... **প্রথম/দ্বিতীয়/তৃতীয় প্রান্তিক মূল্যায়ন, ২০১.....** **বিষয় :** হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

রোল নম্বর	শিক্ষার্থীর নাম	ধারাবাহিক মূল্যায়ন														সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর	সর্বমোট নম্বর**
		১ম মাস:				২য় মাস:				৩য় মাস:				তিন মাসে মোট প্রাপ্ত নম্বর	প্রাপ্ত গড় নম্বর*		
		বিষয়জ্ঞান	ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা	নৈতিক গুণাবলি চর্চা	মোট	বিষয়জ্ঞান	ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা	নৈতিক গুণাবলি চর্চা	মোট	বিষয়জ্ঞান	ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা	নৈতিক গুণাবলি চর্চা	মোট				
		....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	...	...	....	...
০১	-																
০২	-																
০৩	-																
০৪																	
০৫																	

নির্দেশনা :

- সারণির ১ম সারিতে প্রযোজ্য শ্রেণি এবং প্রান্তিকের উপর টিক চিহ্ন (✓) দেন, যথাস্থানে সাল ও মাসের নাম লিখুন।
- একটি প্রান্তিকে ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরের তিন মাসের মোট নির্ণয় করে তাকে ৩ দিয়ে ভাগ করে গড় নির্ণয় করুন। এই গড় নম্বরটি নির্দিষ্ট প্রান্তিকে ধারাবাহিকে প্রাপ্ত নম্বর।
- ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত এই নম্বরটি সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে করে প্রান্তিকে প্রাপ্ত মোট নম্বর নির্ণয় করুন।

* ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত গড় নম্বর $= \frac{\text{১ম মাসে প্রাপ্ত নম্বর + ২য় মাসে প্রাপ্ত নম্বর + ৩য় মাসে প্রাপ্ত নম্বর}}{৩} = \frac{\text{তিন মাসে প্রাপ্ত মোট নম্বর}}{৩}$

** সর্বমোট নম্বর = ধারাবাহিকে মূল্যায়নে প্রাপ্ত গড় নম্বর (৩০/২০-এর মধ্যে) + সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর (২০/৭০/৮০-এর মধ্যে)

৭. সহায়ক তথ্য

মূল্যায়নের ক্ষেত্রসমূহ

বিষয়জ্ঞান : শিক্ষার্থী হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক নির্দেশিকা ও শিক্ষক সংস্করণে বর্ণিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করবে। প্রয়োজনের সময় শিক্ষার্থী বিষয়বস্তু স্মরণ করতে পারবে, অনুধাবন করবে ও প্রয়োগের সামর্থ্য দেখাবে। শিক্ষার্থীকে সংশ্লিষ্ট শিখনফল অর্জনে সহায়তা করার লক্ষ্যে শিক্ষক প্রত্যেকটি শিখন ক্ষেত্রের (স্মরণ করা/জানা; বিষয়বস্তু অনুধাবন করা; প্রয়োগ করা; উচ্চতর শিখন) বিষয়জ্ঞান যাচাই করবেন। ধর্ম সম্পর্কে জানার জন্য বিষয়জ্ঞান খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং চর্চা ও অনুশীলনের প্রাথমিক শর্ত।

ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা : অনুশাসন বলতে বোঝায় উপদেশ, আদেশ, নিয়ম ইত্যাদি। পাঠ্যপুস্তকে বিষয়সংশ্লিষ্ট যে সকল ধর্মীয় আদেশ, উপদেশ, রীতি, নিয়ম সম্পর্কে বিধিবিধান দেওয়া হয়েছে, তা যথাযথভাবে অনুশীলন করাই ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা। ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চললে পরবর্তী লক্ষ্যে অর্থাৎ প্রত্যাশিত যোগ্যতা অর্জন সহজ হবে। অর্থাৎ মানবিক ও নৈতিক গুণাবলি অর্জনের পথ সুগম হবে। শিক্ষার্থী পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত ধর্মীয় রীতিনীতি ও আচার-আচরণ যেমন, দেব-দেবীর পূজা করা, পূজা-পার্বণ পালন করা, উপাসনা ও প্রার্থনা করা, উপবাস করা, মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র পরিদর্শন করা, প্রণাম করা ইত্যাদি অনুশীলন করবে।

নৈতিক গুণাবলি চর্চা : যথার্থ মানুষ হওয়ার জন্য কতগুলো গুণ অর্জন করতে হয়। এগুলোকে নৈতিক গুণ বলা হয়। এ গুণগুলো অন্তরের উপলব্ধি ও অনুধাবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। প্রাত্যহিক আচার-আচরণে নিয়মিত অনুশীলনেই কেবল এ গুণগুলো অর্জন করা যায়। সুনাগরিক, ভালো মানুষ হওয়ার জন্য নৈতিক গুণাবলি অর্জন একান্ত প্রয়োজন।

শিক্ষার্থী হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত নৈতিক গুণাবলি অনুশীলন করবে। যেমন, নিজ নিজ ধর্মের অনুশীলন করা, সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসা, পিতামাতা ও গুরুজনকে শ্রদ্ধা করা, কারো সঙ্গে বিবাদ না করা, সহপাঠীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া, মানবসেবা করা, সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করা, পরমতসহিষ্ণুতার আদর্শ অনুসরণ করা, অহিংসা আচরণ ও পরোপকার করা, পরিবেশ সংরক্ষণে যত্নবান হওয়া, জাতীয় সংগীত ও জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা, দেশকে ভালোবাসা।

৮. পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১ : ধারাবাহিক মূল্যায়ন (নমুনা মৌখিক চেকলিস্ট)

বিষয় : হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

শ্রেণি : ১ম ও ২য়

মূল্যায়নের ক্ষেত্র : বিষয়জ্ঞান

১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি
ক) সবকিছু সৃষ্টি করেছেন কে?	ক) মানুষের একটি নৈতিক শিক্ষার কথা বল।
খ) ঈশ্বরকে ভালোবাসলে কী হয়?	খ) স্বরস্বতী দেবীর হাতে বীণা থাকায় তাকে কী বলা হয়?
গ) ধন ও ঐশ্বর্যের দেবী কে?	গ) মহৎ গুণের অধিকারী এরূপ মানুষকে কী বলে?
ঘ) মহাপুরুষের জীবনীপাঠে আমাদের কী হয়?	ঘ) আমাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম কী?
ঙ) সম্প্রীতি থাকলে জীবন কীরূপ হয়?	ঙ) সততা আমাদের কীভাবে শক্তিশালী করে?

পরিশিষ্ট ২ : ধারাবাহিক মূল্যায়ন (মৌখিক ও লিখিত প্রশ্নের নমুনা চেকলিস্ট)

বিষয় : হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

শ্রেণি : ৩য় - ৫ম

মূল্যায়নের ক্ষেত্র : বিষয়জ্ঞান

শ্রেণি	বিষয়বস্তু	মৌখিক ও লিখিত প্রশ্নের নমুনা
তৃতীয় শ্রেণি	মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী	ক) কয়েকজন মহাপুরুষের নাম বল। খ) বিবেকানন্দের বাল্যজীবন থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই?
	ধর্মগ্রন্থ	ক) ধর্মগ্রন্থে কী থাকে? খ) আমরা ধর্মগ্রন্থ পড়ব কেন?
চতুর্থ শ্রেণি	স্বাস্থ্যরক্ষা ও আসন	ক) স্বাস্থ্য বলতে কী বোঝায়? খ) আমরা যোগব্যায়াম কেন করব?
	শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা	ক) সহনশীলতা কী? খ) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর প্রতি কীরূপ আচরণ করবে?
পঞ্চম শ্রেণি	দেশপ্রেম	ক) দেশপ্রেম কী? খ) দেশ ও জাতির চালিকাশক্তি কী? গ) বিদুলার কাহিনী থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই?
	ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি	ক) সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায়? খ) দোলযাত্রার মাধ্যমে আমরা কী শিক্ষা পাই? গ) ঐতিহ্য থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই?

পরিশিষ্ট ৩ : ধারাবাহিক মূল্যায়ন (নমুনা পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট)

বিষয় : হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

শ্রেণি : ১ম - ৫ম

মূল্যায়নের ক্ষেত্র : ধর্মীয় অনুশাসন ও নৈতিক গুণাবলি চর্চা

ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা (শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিম্নলিখিত পারদর্শিতা প্রদর্শনের নির্দেশনা দেবেন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করবেন।)	**নৈতিক গুণাবলি চর্চা** (শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিম্নলিখিত আচরণ পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করবেন।)
ক) দেব-দেবীর প্রতি কীভাবে শ্রদ্ধা দেখাবে? খ) মহাপুরুষদের ছবির প্রতি কীভাবে শ্রদ্ধা দেখাবে? গ) সরস্বতী দেবীর প্রণাম মন্ত্র পাঠ কর। ঘ) দেব-দেবী দর্শনের সময় তুমি কীভাবে প্রণাম জানাবে? ঙ) দেবী দুর্গার প্রণাম মন্ত্র পাঠ কর। চ) মন্দিরে গিয়ে তুমি কীভাবে দাঁড়াবে? ছ) উপাসনা করার সময় কীভাবে বসবে? (পদ্মাসন ও সুখাসন করে দেখাবে) জ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রার্থনামূলক কবিতাটি আবৃত্তি কর।	ক) সহপাঠী ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মেলামেশা করে কি না? খ) সকলের প্রতি নম্র ও ভদ্র আচরণ করে কি না? গ) সবসময় সত্য কথা বলার অভ্যাস আছে কি না? ঘ) অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায় কি না? ঙ) দেশের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করে কি না? চ) সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করতে পারে কি না? ছ) ছোটদের স্নেহ ও আদর করে কি না? জ) বড়দের সম্মান করে কি না? ঝ) শিক্ষকদের সম্মান করে কি না? ঞ) বিদ্যালয়ের নিয়মকানুন করে মেনে চলে কি না? ট) জীবে দয়া করে কি না? ঠ) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের প্রতি সুন্দর ব্যবহার করে কি না?

পরিশিষ্ট ৪ : সামষ্টিক মূল্যায়ন (মৌখিক নমুনা প্রশ্ন)

বিষয় : হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

শ্রেণি : ১ম ও ২য়

মূল্যায়নের ক্ষেত্র : বিষয়জ্ঞান

প্রথম শ্রেণি (মৌখিক চেকলিস্ট)		**দ্বিতীয় শ্রেণি (মৌখিক চেকলিস্ট)**	
ক। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বল। ১) হিন্দুধর্ম অনুসারে বিশ্বস্রষ্টার নাম কী? ২) ঈশ্বরের আর একটি নাম বল। ৩) সরস্বতীর বাহন কে? ৪) শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত ধর্মের নাম কী? ৫) মিলেমিশে থাকলে আমাদের কী হয়?	৫ × ২ = ১০	ক। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বল। ১) মানুষ, পশুপাখি, গাছপালাকে কেন ভালোবাসতে হবে? ২) গণেশের আর একটি নাম কী? ৩) বিবেকানন্দকে ছেলেবেলায় কী নামে ডাকত? ৪) মহাভারতের কয়টি পর্ব? ৫) একসঙ্গে মিলেমিশে থাকাকে কী বলে?	৫ × ২ = ১০
খ। খালি ঘরে সঠিক শব্দ বসিয়ে উত্তর বল। ১) পৃথিবীর মানুষ বিভিন্ন..... কথা বলে। ২) কার্ত্তিক..... সেনাপতি। ৩) শিশুকালে রামকৃষ্ণের নাম ছিল.....। ৪) শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীর নাম.....। ৫) আমরা..... একে অপরের বন্ধু।	৫ × ২ = ১০	খ। খালি ঘরে সঠিক শব্দ বসিয়ে উত্তর বল। ১) আমরা গাছপালার ..... করব। ২) দেব-দেবীরা আমাদের ..... করেন। ৩) লক্ষ্মীপূজা করলে..... পাওয়া যায়। ৪) রামায়ণে আছে..... রাজার কথা। ৫) কাশীরাম দাস বাংলায়..... রচনা করেন।	৫ × ২ = ১০

পরিশিষ্ট ৫ : সামষ্টিক মূল্যায়ন (নমুনা লিখিত প্রশ্নপত্র)

.....নালী বড়বিক..... সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন

বিষয় : হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

শ্রেণি : ৫ম

পূর্ণমান : ৭০ সময় : ২.৩০ মিনিট

(প্রথম থেকে চতুর্থ অধ্যায় পর্যন্ত)

ক। শূন্যস্থানের (.....) জন্য সঠিক শব্দটি লেখ। ১ × ৫ = ৫

১। ধর্মসাধনা ও বিদ্যাচর্চায় সময় কাটাতেন .....।

২। জীবজন্তু ও গাছপালা পরিচর্যার মধ্য দিয়েও ..... সেবা করা যায়।

৩। রাজা দশরথের পুত্ররূপে রাম নামে আবির্ভূত হন .....।

৪। ঈশ্বরের রূপ, গুণ ও মাহাত্ম্য কীর্তন করাই হচ্ছে .....।

৫। শ্রদ্ধাবান ও সংযমীরাই জ্ঞানলাভ করেন ..... এ কথা বলা হয়েছে।

খ। বাম পাশের বাক্যাংশের সঙ্গে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল কর। ১ × ৫ = ৫

বাম পাশ	**ডান পাশ**
১। 'জীবে প্রেম করে যেইজন,	ভগবান বিষ্ণু।
২। ঋচীকের পৌত্র এবং জমদগ্নির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন	উপাসনার সময়।
৩। আমরা ঈশ্বরের স্তুতি বা প্রশংসা করি	বিষ্ণু।
৪। আত্মারূপে সকল জীবের মধ্যে বিরাজমান	সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।
৫। ধর্ম, দর্শন, নৈতিকতা, ভক্তি, শ্রদ্ধা ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে	প্রার্থনার সময়।
	উপাখ্যানের মাধ্যমে।
	ভাগবতপুরাণ থেকে।

গ। **১ নম্বর থেকে ২০ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তরের বাম পাশের বর্ণটি খাতায় লেখ।** ১ × ২০ = ২০

১। ঈশ্বরের প্রকাশকে কীভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়?

ক. শক্তি ও গুণের মাধ্যমে | খ. শক্তি ও আচরণের মাধ্যমে
গ. শক্তি ও বুদ্ধির মাধ্যমে | ঘ. শক্তি ও যোগাযোগের মাধ্যমে

২। জীবসেবার আরেক নাম কী?

ক. কর্ম | খ. ধর্ম
গ. পরিচর্যা | ঘ. শান্তি

৩। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'-এর অর্থ কী?

ক. ঈশ্বরের সাকার | খ. ঈশ্বরের অবতার
গ. ব্রহ্মা বা ঈশ্বর | ঘ. কূর্ম অবতার

৪। দেবী সরস্বতীর দান কোনোটি?

ক. বিবেক | খ. বুদ্ধি
গ. সততা | ঘ. বিদ্যা

৫। কী উদ্দেশ্যে শ্রীবিষ্ণুর কল্কিরূপে আবির্ভাব ঘটবে?

ক. অত্যাচারীকে দমন করার জন্য | খ. দৈত্যরাজকে হত্যা করার জন্য
গ. বেদ সংরক্ষণের জন্য | ঘ. অহংকারী রাজাকে দমন করার জন্য

৬। 'জীবসেবা' এবং 'অহিংসা পরম ধর্ম'– কোন অবতারের মূল কথা এটি?

ক. কল্কি | খ. বুদ্ধ
গ. রাম | ঘ. বলরাম

৭। পরশুরাম কাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন?

ক. হিরণ্যকশিপু | খ. দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষক
গ. অত্যাচারী ক্ষত্রিয় | ঘ. অহংকারী রাজা

৮। উপাসনা করার জন্য কোন পদ্ধতি বিশেষভাবে উপযোগী?

ক. পদ্মাসন ও সুখাসন | খ. পদ্মাসন ও শবাসন
গ. সুখাসন ও বীরাসন | ঘ. সুখাসন ও হলাসন

৯। বিপদে পড়লে আমাদের কোনটি করা উচিত?

ক. অন্যের নিকট সাহায্য চাওয়া | খ. ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা
গ. নিজে নিজে দুঃখ পাওয়া | ঘ. কৃতকার্যের জন্য আফসোস করা

১০। কোনটি 'সনাতন' শব্দের একটি অর্থ প্রকাশ করছে?

ক. স্বল্পস্থায়ী | খ. ক্ষণস্থায়ী
গ. চিরস্থায়ী | ঘ. দীর্ঘস্থায়ী

১১। রাতে তুমি কোন নামটি বলে ঘুমাতে যাও?

ক. ঈশ্বর | খ. নারায়ণ
গ. পরশুরাম | ঘ. পদ্মনাথ

১২। শরীর ও মনের সুস্থতার জন্য কোনটি উপযোগী?

ক. নিত্যকর্ম | খ. প্রাতঃকৃত
গ. মধ্যাহ্নকৃত | ঘ. রাত্রিকৃত

১৩। যাঁরা পুণ্য করে তারা মৃত্যুর পর কোথায় যান?

ক. নরকে | খ. স্বর্গে
গ. পৃথিবীতে | ঘ. রৌরবে

১৪। মোক্ষলাভ করার জন্য কী করা প্রয়োজন?

ক. নিজের ভালো চিন্তা করা | খ. নিজের চাওয়া পাওয়া পূর্ণ করা
গ. অপরের ক্ষতি না করা | ঘ. পরোপকার না করা

১৫। গুরুত্বের দিক থেকে কোন গ্রন্থটি বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে?

ক. পুরাণ | খ. উপনিষদ
গ. আরণ্যক | ঘ. গীতা

১৬। ধ্রুব উপাখ্যান থেকে আমরা কোন নৈতিক শিক্ষাটি পাই?

ক. পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করা | খ. নিষ্কাম কর্ম করা
গ. ঈশ্বরের নামে সকল কর্ম করা | ঘ. শ্রুতির মাধ্যমে শেখা

১৭। স্বামী প্রণবানন্দের প্রকৃত নাম কী?

ক. গোবিন্দানন্দ　　খ. বিনোদ

গ. প্রণবানন্দ　　ঘ. আনন্দ

১৮। ভারতকে 'ধাত্রী দেবতা' রূপে কে গ্রহণ করেছিলেন?

ক. অরুন্ধতী　　খ. মা আনন্দময়ী

গ. নিবেদিতা　　ঘ. মা মেরি

১৯। 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর'– কথাটির অর্থ কী?

ক. ঈশ্বরের একরূপ　　খ. ঈশ্বর নিরাকার

গ. পীড়িত ও আর্তের সেবা　　ঘ. ঈশ্বরের বহুরূপে বিরাজ

২০। ঈশ্বর যখন নিরাকার, তখন তাকে কী বলে?

ক. ভগবান　　খ. ব্রহ্ম

গ. অবতার　　ঘ. ব্রহ্মা

ঘ। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর সংক্ষেপে লেখ। (৭, ৯, ১০ ও ১২ নম্বর প্রশ্নসহ যেকোনো ১০টি) ১০× ২ = ২০

১) 'উঞ্ছবৃত্তি' বলতে কী বোঝায়? (জানা)

২) পরমাত্মা ও আত্মার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর। (জানা)

৩) ভগবান বলতে কী বোঝায়? (জানা)

৪) বৈদিক ধর্ম কাকে বলে? বেদের কয়টি অংশ ও কী কী? (জানা)

৫) বেদসংহিতা কী? (জানা)

৬) ব্রহ্মা কোন শক্তির দেবতা? (জানা)

৭) নিবেদিতাকে অনুসরণ করে তুমি কী কী কাজ করবে? (প্রয়োগ)

৮) জন্মান্তর কাকে বলে? (জানা)

৯) নিবেদিতার জীবনী থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই? (অনুধাবন)

১০) "যে আমাকে যেভাবে উপাসনা করে আমি তাকে সেভাবেই সন্তুষ্ট করি"-এই বাক্যটির অর্থ ব্যাখ্যা কর। (অনুধাবন)

১১) একজন ব্যক্তি মন্দিরে পদ্মাসন পদ্ধতিতে বসে আছে। সে কী করছে? ব্যাখ্যা কর। (প্রয়োগ)

১২) মনে কর তোমার বন্ধু হিন্দুধর্মে নয়, অন্য ধর্মে বিশ্বাসী। তার সঙ্গে ধর্মীয় সম্প্রীতি কীভাবে বজায় রাখবে? (প্রয়োগ)

ঙ। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ। (৪, ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নসহ মোট ৫টি) ৫ × ৬ = ৩০

১) ভগবান বিষ্ণুর মৎস্য ও কূর্ম অবতাররূপে প্রকাশ করার তিনটি করে কারণ উল্লেখ কর। (জানা)

২) ঈশ্বর ও দেবতা বলতে কী বোঝায়? (জানা)

৩) জীবের সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয় এই উক্তির যথার্থতা ব্যাখ্যা কর। (উচ্চতর শিখন দক্ষতা)

৪) তুমি কীভাবে উপাসনা কর তার একটি তালিকা তৈরি কর। (প্রয়োগ)

৫) ধর্মীয় সাম্য রক্ষা করতে তোমাকে কী কী করতে হবে? (অনুধাবন)

৬) 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' কথাটি বুঝিয়ে লেখ। (অনুধাবন)

৭) বিনোদ ছেলেবেলায় কার ভক্ত ছিলেন এবং বিনোদের নাম 'স্বামী প্রণবানন্দ' হয় কখন? (জানা)

বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের মূল্যায়ন নির্দেশিকা

শ্রেণি : ১ম থেকে ৫ম

বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের মূল্যায়ন পদ্ধতি ও টুলস/ উপকরণ

১. ভূমিকা

শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধনই হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিশুদের জন্য ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়টি প্রবর্তন করা হয়েছে। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী শিশুদের জন্য প্রবর্তন করা হয়েছে বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা; যার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তোলা; বাস্তব জীবনে এ বিশ্বাস যেন শিক্ষার্থীর মনে ও কর্মে অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করে এবং শিক্ষার্থীর আধ্যাত্মিক, মানবিক, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটায়।

বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা যাতে সঠিক জ্ঞানার্জন এবং চর্চা করতে পারে, সেজন্য শিক্ষাক্রমে অর্জনোপযোগী যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। আর মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হলো নির্ধারিত শিখনফলের আলোকে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি যাচাই করা ও শিখনফলের অর্জন নিশ্চিত করা। শিখনফল অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের শিখন সংগঠনে সহায়তা করার ক্ষেত্রে ধারাবাহিক মূল্যায়নের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু প্রাথমিক স্তরে ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রচলিত থাকলেও শিখন-শেখানো কার্যাবলিতে এর প্রতিফলন নেই বললেই চলে। নতুন শিক্ষাক্রমের আওতায় ধারাবাহিক মূল্যায়ন বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় এই মূল্যায়ন নির্দেশনা তৈরি করা হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের শিখন যথাযথভাবে মূল্যায়নের জন্য এই নির্দেশিকায় ক্রমান্বয়ে ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের কার্যকর বাস্তবায়ন পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে। বিষয় শিক্ষককে সহায়তা করার জন্য একটি ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো নমুনা হিসাবে সংযোজিত হয়েছে। শিক্ষকগণ মূল্যায়ন কাঠামো অনুসরণ করে ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন পরিচলনা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট শিখনফল অর্জনে সহায়তা করবেন।

২. সাধারণ নির্দেশনা

- মূল্যায়ন-ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে হলে বিষয় শিক্ষকের বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা থাকতে হবে।
- ধারাবাহিক মূল্যায়ন দৈনন্দিন শিখন-শেখানো কার্যাবলির সাথে সমন্বিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী একটি পিরিয়ডের যেকোনো সময় (শুরুতে, মাঝে বা শেষে) শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করা যাবে।
- ধারাবাহিক মূল্যায়ন শ্রেণিকক্ষের স্বাভাবিক পরিবেশে অনানুষ্ঠানিকভাবে অনুষ্ঠিত হবে বলে শিক্ষার্থীদের কোনো ভীতি বা উদ্বেগ সৃষ্টি হবে না।
- ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষার্থীর শিখন দুর্বলতা চিহ্নিত করে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখনফল অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।
- ভুল বা অপ্রাসঙ্গিক উত্তরের জন্য শিক্ষার্থীকে কখনো শাস্তি দেওয়া যাবে না বা তিরস্কার করা যাবে না। বরং সঠিক উত্তর প্রদানে সহায়তা করে উৎসাহিত করতে হবে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেষণা সৃষ্টির লক্ষ্যে শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন সক্রিয় শিখন-শেখানো কৌশল প্রয়োগে করবেন– যেমন : একক, জোড়ায় ও দলগতভাবে পরিকল্পিত কাজ সম্পন্ন করতে দিবেন।
- শিক্ষক একাধিক মূল্যায়ন পদ্ধতি ও টুলস যেমন, মৌখিক, লিখিত ও পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। এ ছাড়াও স্ব-মূল্যায়ন ও সহপাঠি দ্বারা মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে পারেন।
- ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা ও নৈতিক গুণাবলি চর্চা শ্রেণিকক্ষে ও এর বাইরে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এবং সহপাঠী ও অভিভাবকগণের সহযোগিতায় মূল্যায়ন করতে হবে।
- একটি প্রান্তিকে মাসে একবার করে কমপক্ষে তিনবার প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক মূল্যায়নের ফলাফল সংরক্ষণ করতে হবে।
- প্রত্যেক প্রান্তিকের শেষে সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। সামষ্টিকে প্রাপ্ত নম্বরের সাথে ধারাবাহিক মূল্যায়নের (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রান্তিক) গড় নম্বর যোগ করে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করতে হবে।

- শিক্ষক বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর প্রতি মনোযোগী হবেন এবং উপযুক্ত কৌশল ও টুলস প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করবেন।
- বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার বিষয়বস্তুকে দেশপ্রেম, দেশের ঐতিহ্য ও এর সংরক্ষণ-এর সাথে সম্পর্কিত করে উপস্থাপন করতে হবে। এর মূল লক্ষ্য হবে শিশুকে একজন যথার্থ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা।

বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন

বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে **১ম** থেকে **৫ম** শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন করার জন্য দুই ধরনের মূল্যায়ন ব্যবহার করা হবে। এ একটি হলো 'ধারাবাহিক মূল্যায়ন' এবং অপরটি 'সামষ্টিক মূল্যায়ন'। এই দুইটি মূল্যায়ন বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট নম্বর বণ্টন, মূল্যায়ন কাঠামো, পদ্ধতি, কৌশল ও টুলস পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হয়েছে।

৪. বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের নম্বর বণ্টন

বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে **১ম** থেকে **৫ম** শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন হারে নম্বর বণ্টন করা হয়েছে। সারণি **১**-এ শ্রেণি ও মূল্যায়নের ক্ষেত্র অনুযায়ী ধারাবাহিক ও সামষ্টিক উভয় ধরনের মূল্যায়নের নম্বর বিভাজন প্রদর্শন করা হলো।

সারণি ১ : শ্রেণি ও মূল্যায়নের ক্ষেত্র অনুযায়ী বিভিন্ন প্রান্তিকে অনুষ্ঠিতব্য ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের নম্বর বণ্টন

শ্রেণি	*ধারাবাহিক মূল্যায়ন*				*সামষ্টিক মূল্যায়ন*	সর্বমোট	**প্রান্তিক**
	বিষয়জ্ঞান	ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা	নৈতিক গুণাবলি চর্চা	মোট	বিষয়জ্ঞান		
১ম	২০	৫	৫	৩০	২০ (মৌখিক)	৫০	১ম-২য়-৩য়
২য়	২০	৫	৫	৩০	২০ (মৌখিক)	৫০	১ম-২য়-৩য়
৩য়	১০	১০	১০	৩০	৭০	১০০	১ম-২য়-৩য়
৪র্থ	১০	১০	১০	৩০	৭০	১০০	১ম-২য়-৩য়
৫ম	১০	৫	৫	২০	৮০	১০০	১ম-২য়

সারণি ১.১ : প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়ন (২০+৮০ = ১০০)

অংশ এক : ৫ম শ্রেণির ১ম ও ২য় প্রান্তিক মূল্যায়ন (২০ নম্বর)					**অংশ দুই: সমাপনী পরীক্ষা (৮০ নম্বর)**					**সর্বমোট**
					বিষয়জ্ঞান				মোট (খ)	(ক)+(খ)
ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর	সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর	মোট প্রাপ্ত নম্বর	**প্রাপ্ত গড় নম্বর**	**২০% নম্বর (ক)**	জানা	অনুধাবন	প্রয়োগ	উচ্চতর শিখন		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৪০ (২০+২০) - এর মধ্যে	১৬০ (৮০+৮০) - এর মধ্যে	২০০ (৪০+১৬০) - এর মধ্যে	মোট প্রাপ্ত নম্বর / ২	প্রাপ্ত গড় নম্বর / ১০০ × ২০	৫৪	১০	১০	৬	৮০	২০+৮০ = ১০০

১ম ও ২য় শ্রেণির নম্বর বণ্টন : সারণি **১** থেকে দেখা যায় যে **১ম** ও ২য় শ্রেণির তিনটি প্রান্তিকের ধারাবাহিক ও সামষ্টিকের জন্য একই নম্বর বণ্টন পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। প্রত্যেক শ্রেণিতে ধারাবাহিকের ৩টি ক্ষেত্রের জন্য মোট ৩০ এবং সামষ্টিকে মৌখিকের জন্য ২০ নম্বর করে সর্বমোট ৫০ নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে।

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির নম্বর: ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ক্ষেত্রেও তিনটি প্রান্তিকে একই নম্বর বণ্টন পদ্ধতি অনুসরণ করে মূল্যায়ন করা হবে। উভয় শ্রেণিতে ধারাবাহিকের জন্য মোট ৩০ নম্বর এবং সামষ্টিকের জন্য ৭০ নম্বর করে সর্বমোট **১০০** নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে।

৫ম শ্রেণির নম্বর বণ্টন : ৫ম শ্রেণির **১ম** ও ২য় প্রান্তিকে ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য যথাক্রমে মোট ২০ ও ৮০ নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে। বিস্তারিত নম্বর বণ্টন সারণি ৫-এ প্রদত্ত প্রশ্ন নির্দিষ্টকরণ ছকে দেখানো হয়েছে। এই বণ্টন শুধু প্রথম দুইটি প্রান্তিকের জন্য প্রযোজ্য।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়ন

৫ম শ্রেণির শিক্ষা বর্ষের শেষে কোনো প্রান্তিক মূল্যায়ন সংঘটিত হবে না। এর পরিবর্তে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে যা দুইটি অংশ নিয়ে গঠিত। সারণি ১.১ -এ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে 'অংশ এক' ও 'অংশ দুই' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

অংশ এক : এই অংশে প্রাপ্ত নম্বর ৫ম শ্রেণির ১ম ও ২য় প্রান্তিক মূল্যায়ন থেকে করা হবে। এক্ষেত্রে প্রথমে দু'টি প্রান্তিকে অনুষ্ঠিত ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত মোট নম্বরের গড় (সারণি ১.১ এর ৪ নং কলাম দেখুন) নির্ণয় করতে হবে। পরে প্রাপ্ত গড় নম্বরের শতকরা ২০ ভাগ (সারণি ১.১ -এর ৫ নং কলাম দেখুন) নম্বর সংগ্রহ করতে হবে।

অংশ দুই : এই অংশটি সমাপনী পরীক্ষা নামে অনুষ্ঠিত হবে। এটি একটি সামষ্টিক মূল্যায়ন এবং মোট বরাদ্দকৃত নম্বর ৮০। এক্ষেত্রে শুধু বিষয়জ্ঞান মূল্যায়ন করা হবে। বিস্তারিত সারণি ১.১-এ দেওয়া হয়েছে। এই ৮০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বরের সাথে 'অংশ এক'-এ বর্ণিত ২০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়নে প্রাপ্ত চূড়ান্ত নম্বর নির্ণয় করা হবে। সারণি ১.১-এর কলাম ১১ দেখুন।

৪. বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো

ধারাবাহিক মূল্যায়ন দৈনন্দিন পাঠের অংশ এবং এটি প্রতিদিনই অনানুষ্ঠানিকভাবে শ্রেণিকক্ষের স্বাভাবিক পরিবেশে সংঘটিত হবে। শ্রেণিকক্ষে কার্যকরভাবে ধারাবাহিক মূল্যায়ন পরিচালনায় সহায়তা করার জন্য একটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো সারণি ২-এ উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রদত্ত ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামোতে পাঁচটি কলাম আছে। কলামগুলো হলো মূল্যায়নের ক্ষেত্র, মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয়, মূল্যায়ন পদ্ধতি, মূল্যায়ন টুলস এবং উদাহরণ।

মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও বিবেচ্য বিষয় : শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার মূল্যায়নের তিনটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। মূল্যায়নের তিনটি প্রধান ক্ষেত্র হলো, (ক) বিষয়জ্ঞান, (খ) ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা এবং (৩) নৈতিক গুণাবলি চর্চা। এই ক্ষেত্রসমূহ অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং সাধারণ। এই ক্ষেত্রসমূহ থেকে কী মূল্যায়ন করতে হবে তা আরো সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে 'মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয়' কলামে। সহায়ক তথ্য অংশে এই ক্ষেত্রসমূহের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

মূল্যায়ন পদ্ধতি ও টুলস : শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত শিখনফল অর্জনে সহায়তা করার জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় একাধিক পদ্ধতি, কৌশল ও উপকরণ ব্যবহার করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য তিন ধরনের পদ্ধতি নির্বাচন করা হয়েছে। যেমন, মৌখিক পদ্ধতি, লিখিত পদ্ধতি, পারদর্শিতা ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি। মৌখিক পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করার জন্য মৌখিক চেকলিস্ট (প্রশ্নের তালিকা), লিখিতভাবে মূল্যায়ন করার জন্য লিখিত প্রশ্ন বা প্রশ্নপত্র এবং শিক্ষার্থীর আচরণের মাধ্যমে প্রদর্শিত শিখন (পারদর্শিতা) মূল্যায়নের জন্য পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট মূল্যায়ন টুলস হিসেবে ব্যবহার করা হবে। মৌখিক ও লিখিত প্রশ্ন বিষয়জ্ঞান যাচাইয়ের জন্য এবং পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট শিক্ষার্থীর ধর্মীয় অনুশাসন ও নৈতিক গুণাবলির চর্চা মূল্যায়নের জন্য ব্যবহার করা হবে।

সারণি ২-এর শেষ কলামে মূল্যায়নের ক্ষেত্র, বিষয়, পদ্ধতি ও টুলস সম্পর্কিত কিছু উদাহরণ সংযোজন করা হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার বিষয় শিক্ষক এই উদাহরণসমূহ অনুসরণ করে নিজ নিজ মূল্যায়ন পদ্ধতি ও উপকরণ নির্বাচন করে ধারাবাহিক মূল্যায়নের কাজে ব্যবহার করবেন।

সারণি ২ : বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো- মূল্যায়ন ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
বিষয়জ্ঞান: পাঠ্যপুস্তক অনুযায়ী বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট নির্ধারিত বিষয়াবলি	যে ধরনের শিখনের জন্য শিক্ষার্থীর বিষয়জ্ঞান মূল্যায়ন করা হবে তা হলো- **জানা/স্মরণ করা :**	মৌখিক (১ম থেকে ৫ম শ্রেণি)	মৌখিক প্রশ্নের চেকলিস্ট	শিখন-শেখানো কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শিক্ষক পাঠ চলাকালীন উপযুক্ত সময়ে বিভিন্ন মৌখিক প্রশ্ন ব্যবহার করবেন, যা শিক্ষার্থীরা মৌখিকভাবে উত্তর দিবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে তাদেরকে যথাযথ

সারণি ২ : বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো- মূল্যায়ন ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জন করবে, বুঝবে ও আয়ত্ত করে প্রয়োজনে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করতে পারবে। শিক্ষক বিষয়জ্ঞান সম্পর্কিত পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে যা অর্জনে সহায়তা করবেন তা হলো- ▪ জানা/ স্মরণ করা ▪ অনুধাবন ▪ প্রয়োগ ▪ উচ্চতর শিখন দক্ষতা	বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত তথ্য বা ধারণা শেখা এবং প্রয়োজনে স্মরণ বা মনে করে বলতে বা প্রকাশ করতে পারা। **অনুধাবন :** কোনো ধারণার অর্থ সঠিকভাবে বুঝে বলতে বা প্রকাশ করতে পারা। **প্রয়োগ :** পূর্বে শেখা বা জানা জ্ঞান, ধারণা, নীতি, অনুশাসন নতুন ক্ষেত্রে বা দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতায় ব্যবহার করতে পারা। **উচ্চতর শিখন দক্ষতা :** সামগ্রিক ধারণাকে বিশ্লেষণ করা; পৃথক পৃথক ধারণা বা তথ্য সংগঠিত ও একত্রিত করে একটি সামগ্রিক ধারণা গঠন করা; নির্ধারিত মানদণ্ডের আলোকে কোনো কিছু মূল্যায়ন করার সামর্থ্য। এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।			ফলাবর্তন দিবেন বা নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিবেন ও পুনর্মূল্যায়ন করে শিখন নিশ্চিত করবেন। মৌখিক প্রশ্নের নমুনা চেকলিস্ট, যেমন : ● রাজকুমার সিদ্ধার্থের মাতা-পিতার নাম কী? ● ত্রিরত্ন কী? ● কুশল ও অকুশল কর্ম বলতে কী বোঝ? ★ পরিশিষ্টে নমুনা চেকলিস্ট সংযুক্ত করা হয়েছে। পরিশিষ্ট ১ দেখুন।
		লিখিত (৩য় থেকে ৫ম শ্রেণি)	প্রশ্নাবলি	শ্রেণিকক্ষে পাঠ চলাকালীন উপযুক্ত সময়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে লিখিতভাবে মূল্যায়ন করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে শিক্ষক তাদেরকে যথাযথ ফলাবর্তন দিবেন বা নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিবেন ও পুনঃর্মূল্যায়ন করে শিখন নিশ্চিত করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক প্রশ্ন বা প্রশ্নপত্র বা প্রশ্নমালা ব্যবহার করবেন। লিখিত মূল্যায়নের উপযোগী টুলস/উপকরণ (প্রশ্ন) : ● বুদ্ধ শব্দের অর্থ লেখ। ● সিদ্ধার্থ কী কী নিমিত্ত দর্শন করেছিলেন? ● সিদ্ধার্থের পিতা কোন রাজ্যের রাজা ছিলেন? ★ পরিশিষ্টে নমুনা চেকলিস্ট সংযুক্ত করা হয়েছে। পরিশিষ্ট ২ দেখুন।
ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা : পাঠ্যপুস্তকে বিষয়-সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় আদেশ, উপদেশ, রীতি, নিয়ম সম্পর্কিত বিধি বিধান।	বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের ধর্মীয় অনুশাসন চর্চার মধ্যে যা থাকবে- ক) পূজা করতে পারা। খ) বন্দনা করতে পারা। গ) ত্রিরত্ন বন্দনা পালি ভাষায় বলতে পারা। ঘ) বুদ্ধের ধর্মবাণী মেনে চলা। ঙ) 'উপোসথ' পালন করতে পারা।	পর্যবেক্ষণ (১ম থেকে ৫ম শ্রেণি)	পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট	বিদ্যালয় বা শ্রেণিকক্ষে থাকাকালীন শিক্ষার্থী শিক্ষক নির্দেশিকা ও পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত ধর্মীয় রীতি-নীতি ও আচার-আচরণ অনুশীলন করছে কি না তা শিক্ষক পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট ব্যবহার করে মূল্যায়ন করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আচরণের ভিত্তিতে তাদেরকে যথাযথ ফলাবর্তন দিবেন বা নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিবেন ও পুনর্মূল্যায়ন করে শিখন নিশ্চিত করবেন। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষার্থীরা নিম্নোক্ত আচরণ প্রদর্শন করতে পারে - ● আহার পূজা প্রদর্শন ● মূর্তি ও ছবির মাধ্যমে গৌতম বুদ্ধের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ★ পরিশিষ্টে পর্যবেক্ষণের জন্য প্রশ্নের নমুনা চেকলিস্ট সংযুক্ত করা হয়েছে। পরিশিষ্ট ৩ দেখুন।

সারণি ২ : বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো- মূল্যায়ন ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
নৈতিক গুণাবলি চর্চা : বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত নৈতিক গুণাবলি	পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত নৈতিক গুণাবলি প্রাত্যহিক আচার-আচরণের মাধ্যমে নিয়মিত অনুশীলন করা: ● গুরুজনদের শ্রদ্ধা করা ● শীল মেনে চলা ● আত্মসংযমী হওয়া ● পরোপকার করা	পর্যবেক্ষণ (১ম থেকে ৫ম শ্রেণি)	পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট	বিদ্যালয় বা শ্রেণিকক্ষে থাকাকালীন শিক্ষার্থী শিক্ষক নির্দেশিকা ও পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত নৈতিক গুণাবলি যথাযথভাবে অনুশীলন করছে কি না তা শিক্ষক পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট ব্যবহার করে মূল্যায়ন করবেন এবং যেখানে শিক্ষার্থী পিছিয়ে আছে, সেখানে শিক্ষার্থীকে কার্যকর ফলাবর্তন দিবেন বা নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিবেন ও পুনর্মূল্যায়ন করে শিখন নিশ্চিত করবেন। যেমন- ● শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের সময় শিক্ষার্থীরা দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন (সালাম, প্রণাম, নমস্কার ইত্যাদি) করবে ● সমাবেশ শেষে শিক্ষার্থীরা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে লাইন করে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করবে ★ পরিশিষ্টে আরো নৈতিক গুণাবলি চর্চার নমুনা চেকলিস্ট সংযুক্ত করা হয়েছে। পরিশিষ্ট ৩ দেখুন।

৫. বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো

বিষয় শিক্ষকের জন্য সামষ্টিক মূল্যায়নের দিকনির্দেশনা হিসেবে একটি কাঠামো সারণি ৩-এ উপস্থাপন করা হয়েছে। এই কাঠামোটি যথারীতি ৫টি কলামে সজ্জিত; যেখানে মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও বিবেচ্য বিষয়, মূল্যায়ন পদ্ধতি ও উপকরণ সম্পর্কে উদাহরণসহ দিকনির্দেশনা রয়েছে। প্রত্যেক প্রান্তিকে শিক্ষকগণ এই কাঠামো অনুসরণ করে মূল্যায়নের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি নির্বাচন করবেন ও টুলস তৈরি (প্রশ্নপত্র রচনা) করবেন।

সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, পদ্ধতি ও টুলস বা উপকরণ

বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর শুধু 'বিষয়জ্ঞান'কে সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। ১ম ও ২য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিষয়জ্ঞান মৌখিক পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করা হবে। এর জন্য মৌখিক প্রশ্নের চেকলিস্ট টুলস বা উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হবে। অপর দিকে ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিষয়জ্ঞান মূল্যায়নের জন্য লিখিত পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। এক্ষেত্রে লিখিত প্রশ্নাবলি ব্যবহার করা হবে। বিভিন্ন প্রান্তিকে সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্দিষ্ট পাঠক্রম বা সিলেবাসের ভিত্তিতে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে হবে।

সারণি ৩ : বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয় পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	মন্তব্য/উদাহরণ
বিষয়জ্ঞান : পাঠ্যপুস্তক অনুযায়ী বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট নির্ধারিত বিষয়াবলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জন করবে, বুঝবে ও আয়ত্ত করে প্রয়োজনে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করতে পারবে। শিক্ষক বিষয়জ্ঞান সম্পর্কিত পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে যা অর্জনে সহায়তা করবেন তা হলো- ▪ জানা/ স্মরণ করা ▪ অনুধাবন ▪ প্রয়োগ ▪ উচ্চতর শিখন দক্ষতা	যে ধরনের শিখনের জন্য শিক্ষার্থীর বিষয়জ্ঞান মূল্যায়ন করা হবে তা হলো- জানা/স্মরণ করা : বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত তথ্য বা ধারণা শেখা এবং প্রয়োজনে স্মরণ বা মনে করে বলতে বা প্রকাশ করতে পারা। অনুধাবন: কোনো ধারণার অর্থ সঠিকভাবে বুঝে বলতে বা প্রকাশ করতে পারা। প্রয়োগ: পূর্বে শেখা বা জানা জ্ঞান, ধারণা, নীতি, অনুশাসন নতুন ক্ষেত্রে বা দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতায় ব্যবহার করতে পারা। উচ্চতর শিখন দক্ষতা: সামগ্রিক ধারণাকে বিশ্লেষণ করা; পৃথক পৃথক ধারণা বা তথ্য সংগঠিত ও একত্রিত করে একটি সামগ্রিক ধারণা গঠন করা; নির্ধারিত মানদণ্ডের আলোকে কোনো কিছু মূল্যায়ন করার সামর্থ্য। এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।	মৌখিক (১ম ও ২য় শ্রেণি)	মৌখিক প্রশ্নাবলির চেকলিস্ট	শিক্ষক ১ম ও ২য় শ্রেণির ক্ষেত্রে প্রান্তিক মূল্যায়নের পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পরিশিষ্টে দেওয়া নমুনা প্রশ্নপত্র অনুযায়ী সামষ্টিক মূল্যায়ন করবেন। ★ মৌখিক প্রশ্নের চেকলিস্টের জন্য পরিশিষ্ট ৪ দেখুন।
		লিখিত (৩য় থেকে ৫ম শ্রেণি)	লিখিত প্রশ্নাবলি/ প্রশ্নপত্র	৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত প্রান্তিক মূল্যায়নের পাঠ্যসূচি অনুযায়ী সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হবে। ● শিক্ষার্থীদের বিষয়জ্ঞানের জ্ঞানমূলক প্রশ্নের জন্য শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের অনুশীলনীতে প্রদত্ত প্রশ্নের অনুরূপ প্রশ্ন (যেমন : বহুনির্বাচনি, শূন্যস্থান পূরণ, মিলকরণ, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন) তৈরি করতে পারেন। ● বর্ণনামূলক প্রশ্নে উদাহরণ (জানা ও অনুধাবন): ১। হিমালয়ের পাদদেশে রাজ্যটির নাম কী? (জানা) ২। রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেও সিদ্ধার্থ কেন গৃহত্যাগী হন? (অনুধাবন) ★ নম্বর বণ্টনসহ ১ম প্রান্তিকের সামষ্টিক মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্নপত্রের জন্য পরিশিষ্ট ৫ দেখুন।

৫.১ সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রশ্ন সুনির্দিষ্টকরণ ছক (৩য় থেকে ৫ম শ্রেণি)

সামষ্টিক মূল্যায়নে বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার বিষয়জ্ঞান মূল্যায়নের জন্য জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের চারটি ক্ষেত্র বিবেচনা করতে হবে। যথা : (ক) স্মরণ করা (remembering), (খ) অনুধাবন করা (understanding), (গ) প্রয়োগ করা (applying) এবং (ঘ) উচ্চতর শিখন দক্ষতা (higher order learning)। উপরোক্ত শিখনক্ষেত্রের শিখনফল মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নপত্রে পাঁচ ধরনের প্রশ্ন সংযোজিত হবে। যথা, বহুনির্বাচনি, শূন্যস্থান পূরণ, মিলকরণ, সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন এবং বর্ণনামূলক প্রশ্ন। বিষয়জ্ঞান মূল্যায়নের জন্য বরাদ্দকৃত মোট নম্বর নির্দিষ্ট শিখন ক্ষেত্র ও প্রশ্নের ধরন অনুযায়ী বিভাজন করতে হবে। কোন শিখন ক্ষেত্র থেকে কী ধরনের প্রশ্ন কয়টি করে রচনা করা হবে তা সারণি ৪ (৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি) ও ৫-এ উপস্থাপন করা হয়েছে। মানসম্মত প্রশ্নপত্র রচনার জন্য শিক্ষক সকল শিখন ক্ষেত্র থেকে সবধরনের প্রশ্ন রচনা করবেন।

সারণি ৪ :বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নের ধরন ও শিখন ক্ষেত্র অনুযায়ী প্রশ্ন সুনির্দিষ্টকরণ ছক

প্রশ্নের ধরন	বিষয়জ্ঞান								মোট প্রশ্ন সংখ্যা	মোট নম্বর
	স্মরণ করা		অনুধাবন		প্রয়োগ		উচ্চতর দক্ষতা			
	প্রশ্ন সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নের নম্বর	প্রশ্ন সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নের নম্বর	প্রশ্ন সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নের নম্বর	প্রশ্ন সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নের নম্বর		
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন										
▪ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	১৬	১	২	১	১	১	১	১	২০	২০×১=২০
▪ শূন্যস্থান	৩	১	২	১					৫	৫×১=৫
▪ মিলকরণ	৩	১	২	১					৫	৫×১=৫
সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন	২	৩	২	৩	১	৩			৫	৫×৩=১৫
বর্ণনামূলক প্রশ্ন	২	৫	১	৫	১	৫	১	৫	৫	৫×৫=২৫
									মোট =	৭০

সারণি ৫* : বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ৫ম শ্রেণির সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নের ধরন ও শিখন ক্ষেত্র অনুযায়ী প্রশ্ন সুনির্দিষ্টকরণ ছক

প্রশ্নের ধরন	বিষয়জ্ঞান								মোট প্রশ্ন সংখ্যা	মোট নম্বর
	স্মরণ করা		অনুধাবন		প্রয়োগ		উচ্চতর দক্ষতা			
	প্রশ্ন সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নের নম্বর	প্রশ্ন সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নের নম্বর	প্রশ্ন সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নের নম্বর	প্রশ্ন সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নের নম্বর		
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন										
▪ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	১৬	১	২	১	১	১	১	১	২০	২০×১ = ২০
▪ শূন্যস্থান	৩	১	২	১					৫	৫×১ = ৫
▪ মিলকরণ	৩	১	২	১					৫	৫×১ = ৫
সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন	৬	২	২	২	২	২			**১০**	**১০×২ = ২০**
বর্ণনামূলক প্রশ্ন	২	৬	১	৬	১	৬	১	৬	৫	**৫×৬ = ৩০**
									মোট =	৮০

***নোট:** সারণি ৫-এ প্রদত্ত প্রশ্ন নির্দিষ্টকরণ ছকটি ৫ম শ্রেণির ১ম ও ২য় প্রান্তিক এবং সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ব্যবহার করতে হবে।

৫.২ সামষ্টিক মূল্যায়নে নম্বর প্রদান নির্দেশনা

ক) বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের চারটি বিকল্প থেকে সঠিক উত্তরের বাম পাশের বর্ণটি (যথা, ক, খ, গ, ঘ) শিক্ষার্থী খাতায় লিখলেই পূর্ণ নম্বর পাবে। তবে শিক্ষার্ক্ষী যদি শুধু উত্তরটি বা বর্ণসহ উত্তরটি খাতায় লেখে, তাহলেও পূর্ণ নম্বর পাবে, এ ক্ষেত্রে বানান ভুলের জন্য নম্বর কাটা যাবে না। শিক্ষার্থী যেন সময় সাশ্রয়ের জন্য শুধু বাম পাশের বর্ণটি লেখে, শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে এমন পরামর্শ প্রদান করবেন।

খ) শূন্যস্থান পূরণ

শিক্ষার্থী পূর্ণ বাক্যটি না লিখে শুধু শূন্যস্থানের জন্য যথাযথ শব্দটি খাতায় লিখলেই পূর্ণ নম্বর পাবে। এ ক্ষেত্রে বানান শুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন, প্রতি শব্দের বানান ভুলের জন্য ·২৫ নম্বর কাটা যাবে। তবে সম্পূর্ণ বাক্যটি লিখলেও পূর্ণ নম্বর পাবে এবং শূন্যস্থানের শব্দ ব্যতীত অন্যান্য শব্দের বানান ভুলের জন্য নম্বর কাটা যাবে না। শিক্ষার্থী যেন সময় সাশ্রয়ের জন্য শুধু প্রশ্নে বাম পাশের বর্ণটি ও শূন্যস্থানের যথাযথ শব্দটি লিখে, শিক্ষক সেই পরামর্শ দিবেন।

গ) মিলকরণ

বাম পাশের বাক্যাংশের সঙ্গে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করে, বাক্যের বাম পাশের শব্দ খাতায় লিখলেই পূর্ণ নম্বর পাবে। তবে মিল করে বাক্যটি খাতায় লিখলেও পূর্ণ নম্বর পাবে, এক্ষেত্রে বানান ভুলের জন্য নম্বর কাটা যাবে না। শিক্ষার্থী যেন সময় সাশ্রয়ের জন্য শুধু বাক্যের বাম পাশের শব্দ লিখে, শিক্ষক পরামর্শ দেবেন।

ঘ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

প্রতি প্রশ্নে মান ২। প্রশ্নে একটি তথ্য জানতে চাওয়া হলে এবং শিক্ষার্থী যথাযথ উত্তর লিখলে পূর্ণ নম্বর পাবে। একটি প্রশ্নে দুইটি তথ্য জানতে চাওয়া হলে প্রতিটির জন্য ১ নম্বর বরাদ্দ থাকবে। এ ক্ষেত্রে একটি তথ্য সঠিক হলে ১ নম্বর পাবে, দুইটি তথ্য সঠিক হলে ২ নম্বর পাবে এবং কোনো তথ্য সঠিক না হলে কোনো নম্বর পাবে না। প্রতি বানান ভুলের জন্য ·২৫ নম্বর কাটা যাবে। বানান ভুলের জন্য সর্বোচ্চ ·৫ পর্যন্ত নম্বর কাটা যাবে। উত্তর প্রাসঙ্গিক ও সংক্ষিপ্ত হতে হবে। বাক্যের গঠন বিবেচ্য বিষয় হবে না।

ঙ) বর্ণনামূলক প্রশ্ন

প্রতি প্রশ্নের মান ৫/৬। প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষার্থীকে ৫/৬টি বাক্য/তথ্য/কারণ/বিষয়বস্তু ইত্যাদি লিখতে বলা হবে। শিক্ষার্থী অর্থপূর্ণ, পুনরাবৃত্তিহীন ও সঠিক ৫/৬টি বা তার অধিক তথ্য প্রদান করলে পূর্ণ নম্বর পাবে। উত্তরের কোনো অংশের পুনরাবৃত্তি ঘটলে, তথ্য অপ্রাসঙ্গিক বা অর্থহীন বা ভুল হলে (অর্থাৎ, যথাযথ না হলে) তা বিবেচনায় না নিয়ে যে অংশ সঠিক হয়েছে, তার ভিত্তিতে প্রাপ্য নম্বর প্রদান করতে হবে। যে অংশ বা তথ্যের জন্য নম্বর প্রদান করা হবে, শুধু সেই অংশের প্রতি বানান ভুলের জন্য ·২৫ নম্বর কাটা যাবে ও বাক্যের গঠন-বিন্যাসের প্রতি ভুলের জন্য ·২৫

নম্বর কাটা যাবে, তবে এ সংক্রান্ত যত ভুলই হোক না কেন, প্রতি প্রশ্নে সর্বোচ্চ ১ নম্বর কাটা যাবে। প্রশ্নের সাথে সম্পর্কহীন, অপ্রাসঙ্গিক ও সম্পূর্ণ ভুল উত্তর লিখলে কোনো নম্বর পাবে না।

৬. মূল্যায়নের ফলাফল সংরক্ষণ

ধারাবাহিক এবং সামষ্টিক মূল্যায়নের ফলাফল সংরক্ষণ করা মূল্যায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের মূল্যায়ন ফলাফল সংরক্ষণ করার জন্য একটি নমুনা ফলাফল সংরক্ষণ ছক সারণি ৬-এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ৬ : বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের মূল্যায়ন ফলাফল সংরক্ষণ ছক - ধারাবাহিক ও সামষ্টিক (সমন্বিত)

শ্রেণি: ..... **প্রথম/দ্বিতীয়/তৃতীয় প্রান্তিক মূল্যায়ন, ২০১.....** **বিষয় : বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা**

রোল নম্বর	শিক্ষার্থীর নাম	ধারাবাহিক মূল্যায়ন														সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর	সর্বমোট নম্বর**
		১ম মাস:				২য় মাস:				৩য় মাস:							
		বিষয়জ্ঞান	ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা	নৈতিক গুণাবলি চর্চা	মোট	বিষয়জ্ঞান	ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা	নৈতিক গুণাবলি চর্চা	মোট	বিষয়জ্ঞান	ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা	নৈতিক গুণাবলি চর্চা	মোট	তিন মাসে মোট প্রাপ্ত নম্বর	প্রাপ্ত গড় নম্বর*		
		....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	...	...	....	....
০১	-																
০২	-																
০৩	-																
০৪																	
০৫																	

নির্দেশনা:

- সারণির ১ম সারিতে প্রযোজ্য স্থানে শ্রেণি লিখুন, প্রান্তিকের ওপর টিক (✓) চিহ্ন দিন এবং যথাস্থানে সাল ও মাসের নাম লিখুন।
- একটি প্রান্তিকে ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরের তিন মাসের মোট নির্ণয় করে তাকে ৩ দিয়ে ভাগ করে গড় নির্ণয় করুন। এই গড় নম্বরটি নির্দিষ্ট প্রান্তিকে ধারাবাহিকে প্রাপ্ত নম্বর।
- ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত এই নম্বরটি সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করে প্রান্তিকে প্রাপ্ত মোট নম্বর নির্ণয় করুন।

* ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত গড় নম্বর $= \frac{\text{১ম মাসে প্রাপ্ত নম্বর + ২য় মাসে প্রাপ্ত নম্বর + ৩য় মাসে প্রাপ্ত নম্বর}}{৩} = \frac{\text{তিন মাসে প্রাপ্ত মোট নম্বর}}{৩}$

** সর্বমোট নম্বর = ধারাবাহিকে মূল্যায়নে প্রাপ্ত গড় নম্বর (৩০/২০-এর মধ্যে) + সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর (২০/৭০/৮০-এর মধ্যে)

৭. সহায়ক তথ্য

ধারাবাহিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রসমূহ

বিষয়জ্ঞান

পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানা ও সুস্পষ্ট ধারণা থাকা। যেমন- সিদ্ধার্থ গৌতম, শরণাগমন, নিত্যকর্ম বন্দনা, পুষ্পপূজা, জাতক, পূর্ণিমা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান, তীর্থস্থান, উপোসথ শীল, ধর্ম ও স্বদেশপ্রেম ইত্যাদি সম্পর্কে জানবে ও অনুধাবন করে প্রয়োগের দক্ষতা অর্জন করবে। শিক্ষক নির্ধারিত শিখনফল অর্জনে সহায়তা করার জন্য বিষয়জ্ঞান যাচাই করবেন।

ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা

অনুশাসন বলতে বোঝায় উপদেশ, আদেশ, নিয়ম ইত্যাদি। পাঠ্যপুস্তকে বিষয়-সংশ্লিষ্ট যে সকল ধর্মীয় আদেশ, উপদেশ, রীতি, নিয়ম সম্পর্কে বিধিবিধান দেওয়া হয়েছে তা যথাযথভাবে অনুশীলন করাই ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা।

ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চললে মানবিক ও নৈতিক গুণাবলি অর্জনের পথ সুগম হয়। শিক্ষার্থী পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত ধর্মীয় রীতিনীতি ও আচার-আচরণ অনুশীলন করবে। যেমন– ত্রিশরণ, পঞ্চশীল, বিভিন্ন বৌদ্ধ পূর্ণিমা পালন ইত্যাদি অনুশীলন করবে।

নৈতিক গুণাবলি চর্চা

যথার্থ মানুষ হওয়ার জন্য কতগুলো গুণ অর্জন করতে হয়। এগুলোকে নৈতিক গুণ বলা হয়। এ গুণগুলো অন্তরের উপলব্ধি ও অনুধাবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। প্রাত্যহিক আচার-আচরণে নিয়মিত অনুশীলনেই কেবল এ গুণগুলো অর্জন করা যায়। সুনাগরিক ও ভালো মানুষ হওয়ার জন্য নৈতিক গুণাবলি অর্জন একান্ত প্রয়োজন।

শিক্ষার্থী বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত নৈতিক গুণাবলি অনুশীলন করবে। যেমন- সকলকে ভালোবাসা, পরধর্ম ও পরমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, অহিংস আচরণ করা, কারও প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ না করা, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের প্রতি সুন্দর ব্যবহার করা, পরোপকার করা, সত্য কথা বলা ইত্যাদি।

৮. পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১ : ধারাবাহিক মূল্যায়ন (নমুনা প্রশ্ন)

বিষয় : বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (১ম থেকে ৫ম শ্রেণি)

মূল্যায়নের ক্ষেত্র : বিষয়জ্ঞান

মৌখিক চেকলিস্ট

১ম শ্রেণি

ক) সিদ্ধার্থ কে ছিলেন?
খ) সিদ্ধার্থের মাতার নাম কী?
গ) সিদ্ধার্থ কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
ঘ) বুদ্ধ শব্দের অর্থ কী?
ঙ) হাতির শুঁড়ে কী ছিল?

২য় শ্রেণি

ক) পূজার অর্থ কী?
খ) কখন পূজা করতে হয়?
গ) পূজার ফুলগুলো সাজিয়ে কোথায় দিতে হয়?
ঘ) ত্রিরত্ন কী কী?
ঙ) ভালো কাজের জন্য কী পাওয়া যায়?

৩য় শ্রেণি

ক) প্রথম শিক্ষাগুরু কে?
খ) আমরা কার পূজারি?
গ) ধর্ম কাকে রক্ষা করে?
ঘ) বৌদ্ধরা কাকে প্রতিদিন বন্দনা করে?
ঙ) ধর্ম করার জন্য কী নেই?

৪র্থ শ্রেণি

ক) ত্রিপিটকের কয়টি অংশ?
খ) সূত্র পিটকের প্রথম গ্রন্থের নাম কী?
গ) খুন্দক নিকায়ে কয়টি গ্রন্থ আছে?
ঘ) সংগীতি কাকে বলে?
ঙ) তৃতীয় সংগীতির পৃষ্ঠপোষক কে?

৫ম শ্রেণি

ক) মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অলংকার কী?
খ) পালি, 'মুসাবাদা' শব্দের অর্থ কী?
গ) পণ্ডিত ব্রাহ্মণ কে ছিলেন?
ঘ) শীলবানেরা মৃত্যুর পর কোথায় গমন করেন?
ঙ) মানুষের অমূল্য সম্পদ কী?

পরিশিষ্ট ২ : ধারাবাহিক মূল্যায়ন (নমুনা প্রশ্ন)

বিষয় : বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (৩য় থেকে ৫ম শ্রেণি)

মূল্যায়নের ক্ষেত্র : বিষয়জ্ঞান

লিখিত প্রশ্নের নমুনা চেকলিস্ট

তৃতীয় শ্রেণি

ক) শরণ শব্দের অর্থ কী?
খ) পঞ্চশীল কারা পালন করেন?
গ) ত্রিশরণ কাকে বলে?
ঘ) মাতৃ বন্দনা বাংলায় লিখ।
ঙ) পুষ্প পুজার নিয়ম বর্ণনা কর।

চতুর্থ শ্রেণি

ক) কোন পূর্ণিমা তিথিতে সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করেন।
খ) অরহত কাকে বলে?
গ) আহার পূজার উপচার কী কী?
ঘ) কর্মের দ্বার কয়টি?
ঙ) সম্রাট অশোক কার নিটক দীক্ষা নেন?

পঞ্চম শ্রেণি

ক) পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের নাম লিখ?
খ) সুজাতার পায়াসন্ন দানের বিবরণ দাও।
গ) নিত্যকর্ম কাকে বলে?
ঘ) জাতক পাঠের উদ্দেশ্য কী?
ঙ) যৌথ কাজে সমাজের কী কী উপকার হয়?

পরিশিষ্ট ৩ : ধারাবাহিক মূল্যায়ন (নমুনা প্রশ্ন)
বিষয় : বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (১ম থেকে ৫ম শ্রেণি)
মূল্যায়নের ক্ষেত্র : ধর্মীয় অনুশাসন ও নৈতিক গুণাবলি চর্চা
পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট

ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা (শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিম্নলিখিত পারদর্শিতা দেখাতে বলবেন, শিক্ষক পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করবেন)

ক) পূজা করতে পারে কি না যাচাই করুন।
খ) বন্দনা করতে পারে কি না যাচাই করুন।
গ) ত্রিরত্ন বন্দনা পালি ভাষায় বলতে পারে কি না যাচাই করুন।
ঘ) বুদ্ধের ধর্মবাণী মেনে চলে কি না।
ঙ) 'উপোসথ' পালন করে কি না।

নৈতিক গুণাবলি চর্চা (শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিম্নলিখিত আচরণ পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করবেন)

ক) অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কি না যাচাই করুন।
খ) শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের সময় শিক্ষার্থীরা দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন (প্রণাম, নমস্কার ইত্যাদি) করে কি না?
গ) সমাবেশ শেষে শিক্ষার্থীরা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে লাইন করে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কি না?
ঘ) সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহার করে কি না?
ঙ) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সহযোগিতা করে কি না?
চ) ক্লাস শেষে শিক্ষার্থীরা শিক্ষককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে কি না?
ছ) জীবে দয়া করে কি না?
জ) বড়দের সম্মান করে কি না?
ঝ) ছোটদের স্নেহ করে কি না?
ঞ) বিদ্যালয়ের নিয়ম মেনে চলে কি না?

পরিশিষ্ট ৪ : সামষ্টিক মূল্যায়ন (নমুনা প্রশ্ন)

আইডিয়াল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা
বিষয়: বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (১ম ও ২য় শ্রেণি)
মূল্যায়নের ক্ষেত্র: বিষয়জ্ঞান
মৌখিক চেকলিস্ট

প্রথম শ্রেণি (মৌখিক চেকলিস্ট)		দ্বিতীয় শ্রেণি (মৌখিক চেকলিস্ট)	
ক। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বল।	৫ × ২ = ১০	**ক। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বল।**	৫ × ২ = ১০
১) বৌদ্ধধর্মের উত্তম শরণ কী?		১) পুষ্প পূজার উপকরণ কী কী?	
২) কে অত্যন্ত পবিত্র?		২) পুষ্প গাথা আবৃত্তি করলে কী পাওয়া যায়?	
৩) কার নিকট ত্রিশরণ গ্রহণ করতে হয়?		৩) জীবন গঠন করতে হলে কোন গুণটি বেশি প্রয়োজন?	
৪) সরনং শব্দটি কোনো ভাষার অন্তর্গত?		৪) শীল শব্দের অর্থ কী?	
৫) মহামায়ার পিতার বাড়ি কোথায় ছিল?		৫) দুইটি শীলের নাম বল?	
খ। খালি ঘরে সঠিক শব্দ বসিয়ে উত্তর বল।	৫ × ২ = ১০	**খ। খালি ঘরে সঠিক শব্দ বসিয়ে উত্তর বল।**	৫ × ২ = ১০
১) সিদ্ধার্থের জন্মের ..... দিন পর মহামায়া মৃত্যুবরণ করেন।		১) ভক্তি প্রদর্শন কাকে ..... বলে।	
২) সিদ্ধার্থ ভবিষ্যতে ..... হবেন।		২) মানবজীবন ফুলের মতো ..... ।	
৩) লুম্বিনী উদ্যানে ..... ফুলে ফুলে শোভা পাচ্ছিল।		৩) পুষ্প পূজা ..... সময়ে করতে হয়।	
৪) সিদ্ধার্থের পিতার নাম ..... ।		৪) পূজার সঙ্গে ..... তুলনা করা হয়েছে।	
৫) স্বর্গের দেবীগণ ..... সুগন্ধি জলে স্নান করালেন।		**৫)** দুশ্চরিত্র ব্যক্তি..... কলঙ্ক।	

পরিশিষ্ট ৫ : সামষ্টিক মূল্যায়ন (নমুনা প্রশ্ন)

আইডিয়াল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা

প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন

বিষয় : বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

৩য় শ্রেণি

পূর্ণমান- ৭০ **সময় : ২.৩০ মিনিট**

(প্রথম - ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত)

১। সঠিক উত্তরের বাম পাশের নম্বরটি খাতায় লিখ। **২০ × ১ = ২০**

ক) তুমি বড়দের প্রতি কেমন আচরণ করবে?

১. সম্মান দেখাবে ২. সম্মান দেখাবে না
৩. ভালো আচরণ করবে না ৪. ভয়ে পালাবে

খ) সিদ্ধার্থের নবজাত শিশুর নাম কী রাখা হলো?

১. রাহু ২. রুদ্র
৩. বাহুল ৪. ছন্দক

গ) অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে সিদ্ধার্থকে কে প্রথমে দেখতে পেল?

১. সুজাতা ২. পূর্ণা
৩. পূর্ণিমা ৪. সুমিতা

ঘ) কোনো দিক মুখ করে গৌতম বজ্রাসনে উপবেশন করেন?

১. উত্তর দিক ২. পশ্চিম দিক
৩. পূর্ব দিক ৪. দক্ষিণ দিক

ঙ) কত বছর বয়সে সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করেন?

১. উনিশ ২. পঁয়ত্রিশ
৩. ঊনত্রিশ ৪. পঁচিশ

চ) ধর্ম শব্দের অর্থ কী?

১. নীতিবাক্য ২. উপদেশবাক্য
৩. বেদবাক্য ৪. প্রশংসাবাক্য

ছ) পূজা শব্দের অর্থ কি?

১. ভক্তি ২. শ্রদ্ধা
৩. আরাধনা ৪. সবকটিই

জ) কোনোটি পূজা কর্ম নয়?

১. আহার পূজা ২. পুষ্পপূজা
৩. পানীয় পূজা ৪. মোমবাতি পূজা

ঝ) আহার পূজা কখন করতে হয়?

১. দুপুর বারোটার পূর্বে ২. দুপুর বারোটায়
৩. ভোরবেলা ৪. সন্ধ্যাবেলা

ঞ) পূজার গাথা কীভাবে আবৃত্তি করতে হয়?

১. সুর করে ২. চিৎকার করে
৩. ব্যঙ্গ করে ৪. গান করে

ট) বুদ্ধ কয়টি গুণসম্পন্ন?

১. আটটি ২. নয়টি
৩. দশটি ৪. বারোটি

ঠ) **অদম্য পুরুষ দমনকারী সারথি কে?**

১. রাজা ২. যক্ষ
৩. শিক্ষক ৪. বুদ্ধ

ড) **সুপথে প্রতিপন্ন কারা?**

১. সারথি ২. সংঘ
৩. ভিক্ষু ৪. উপাসক

ঢ) **পূজা মানবজীবনের কিসের সোপান?**

১. উন্নতির ২. অবনতির
৩. বিরতির ৪. স্বীকৃতির

ণ) **পূজা করলে কী হয়?**

১. হিংসা বিদ্বেষ দূরীভূত হয় ২. মোহ উৎপন্ন হয়
৩. প্রতিহিংসা জাগ্রহ হয় ৪. ভক্তি-শ্রদ্ধার অভাব হয়

প) **যারা অন্নহীন তাদের কী দিবে?**

১. বস্ত্র দেবে ২. আশ্রয় দেবে
৩. অন্ন দেবে ৪. কিছুই দেবে না

ফ) **পানীয় পূজার উপচার কী?**

১. শরবত ২. ফুল
৩. অন্ন ৪. ফল

ব) **কন্থক কিসের নাম?**

১. হাতি ২. ঘোড়া
৩. গাধা ৪. গরু

ভ) **মানুষের জন্মের কারণ কী?**

১. তৃষ্ণা ২. বিলাসিতা
৩. ভোগ ৪. সুখ

ম) **গৌতম বুদ্ধের জীবনী অনুসরণ করে তুমি কী কাজ করবে?**

১. ভালো কাজ করব ২. মন্দ কাজ করব
৩. জীবের প্রাণ হরণ করব ৪. খারাপ কাজ করব

২। **শূন্যস্থানে সঠিক শব্দটি লিখ।** **৫ × ১ = ৫**

১) এ নবজাতক শিশু নিশ্চয়..... হবেন।
২) দুশ্চরিত্র ব্যক্তি..... কলঙ্ক।
৩) মানব জীবন ফুলের মতো ..... ।
৪) পূজা করলে মন ..... ও পবিত্র হয়।
৫) চরিত্রবান মানুষের মন সবসময় ..... চালিত হয়।

৩। **বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর।** **৫ × ১ = ৫**

বাম পাশ	ডান পাশ
১। রাজকুমার সিদ্ধার্থ মুক্তি	পাঠ করলে নিজ মন পরিশুদ্ধ হয়।
২। তিনি যে বুদ্ধত্ব	সংযতভাবে বিহারে যাবে।
৩। প্রশস্তিগাথা	লাভে সক্ষম হবেন এতে নিশ্চিন্ত হলেন।
৪। এগুলো কুশল	লাভের আশায় এক আশ্রম থেকে অন্য আশ্রমে যাচ্ছিলেন।
৫। পূজা ও দানের উপকরণ নিয়ে	কর্ম বলেই বহু মঙ্গল সাধিত হয়।

৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর সংক্ষেপে লেখ। (১, ২ ও ৩ নং প্রশ্নসহ যেকোনো ৫টি) ৫ × ৩ = ১৫

ক. কেন শিশু গৌতমের নাম সিদ্ধার্থ রাখা হলো?

খ. নৈতিক গুণাবলির দুইটি উদাহরণ দাও।

গ. জালে আটকে যাওয়া একটি পাখিকে দেখলে তুমি কী করবে?

ঘ. সিদ্ধার্থ ও দেবদত্তের জীবের প্রতি আচরণের দুইটি পার্থক্য লেখ।

ঙ. পানীয় পূজার উপচার কী কী?

চ. পূজার গাথা কীভাবে আবৃত্তি করতে হয়?

ছ. ত্রিরত্ন বন্দনা কী?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখ। (১, ২ এবং ৩ নং প্রশ্নসহ মোট ৫টি) ৫ × ৫ = ২৫

ক) পানীয় পূজার গুরুত্ব বর্ণনা কর।

খ) আহার পূজার তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

গ) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য তুমি কী কী কাজ করবে লেখ।

ঘ) কুমার সিদ্ধার্থের শিক্ষা সম্পর্কে তিনটি বাক্য লেখ।

ঙ) গৌতম সিদ্ধার্থের কঠোর তপস্যার বর্ণনা দাও।

চ) বিনয় পিটককে বুদ্ধ শাসনের ভিত্তি বলা হয় কেন? বিশ্লেষণ কর।

ছ) ত্রিরত্ন বন্দনা সুফল বর্ণনা কর।

খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের মূল্যায়ন নির্দেশিকা

শ্রেণি : ১ম থেকে ৫ম

খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের মূল্যায়ন পদ্ধতি ও টুলস

১. ভূমিকা

শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধনই হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিশুদের জন্য ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়টি প্রবর্তন করা হয়েছে। অন্যান্য ধর্মের মতো খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তোলা। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে শিক্ষার্থী যেন তার দৈনন্দিন জীবনে ধর্মীয় নিয়ম-নীতির প্রতিফলন ঘটাতে পারে এবং তার মধ্যে আধ্যাত্মিক, মানবিক, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের যথার্থ বিকাশ ঘটে।

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা যাতে খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানার্জন এবং চর্চা করতে পারে, সেজন্য প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে ১৮টি প্রান্তিক যোগ্যতা রয়েছে। এর আলোকে নির্ধারিত অর্জনোপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফলের ভিত্তিতে খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। মূল্যায়নের কাজ হলো নির্ধারিত শিখনফলের আলোকে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি যাচাই করা ও শিখনফলের অর্জন নিশ্চিত করা। শিখনফল অর্জনে ধারাবাহিক মূল্যায়নের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেবল ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন দুর্বলতা চিহ্নিত করে তদনুযায়ী নিরাময়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং শিক্ষার্থীর পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে শিখনফল অর্জন নিশ্চিত করা যায়। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আওতায় ধারাবাহিক মূল্যায়ন বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় এই মূল্যায়ন নির্দেশিকা তৈরি করা হয়েছে। খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের শিখন যথাযথভাবে মূল্যায়নের জন্য এই নির্দেশিকায় ক্রমান্বয়ে ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের বাস্তবায়ন কৌশল আলোচনা করা হয়েছে। বিষয় শিক্ষককে সহায়তা করার জন্য একটি ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো নমুনা হিসাবে সংযোজিত হয়েছে। শিক্ষকগণ মূল্যায়ন কাঠামো অনুসরণ করে ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন পরিচলনা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট শিখনফল অর্জনে সহায়তা করবেন।

২ সাধারণ নির্দেশনা

- মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে হলে বিষয় শিক্ষকের বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা থাকতে হবে।
- ধারাবাহিক মূল্যায়ন দৈনন্দিন শিখন-শেখানো কার্যাবলির সাথে সমন্বিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী একটি পিরিয়ডের যেকোনো সময় (শুরুতে, মাঝে বা শেষে) শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করা যাবে।
- ধারাবাহিক মূল্যায়ন শ্রেণিকক্ষের স্বাভাবিক পরিবেশে অনানুষ্ঠানিকভাবে অনুষ্ঠিত হবে বলে শিক্ষার্থীদের কোনো ভীতি বা উদ্বেগ সৃষ্টি হবে না।
- ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষার্থীর শিখন দুর্বলতা চিহ্নিত করে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখনফল অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।
- ভুল বা অপ্রাসঙ্গিক উত্তরের জন্য শিক্ষার্থীকে কখনো শাস্তি দেওয়া যাবে না বা তিরস্কার করা যাবে না। বরং সঠিক উত্তর প্রদানে সহায়তা করে শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করতে হবে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেষণা সৃষ্টির লক্ষ্যে শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন সক্রিয় শিখন-শেখানো কৌশল প্রয়োগে করবেন। যেমন– একক, জোড়ায় ও দলগতভাবে পরিকল্পিত কাজ সম্পন্ন করতে দিবেন।
- শিক্ষক একাধিক মূল্যায়ন পদ্ধতি ও টুলস যেমন, মৌখিক, লিখিত, পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। এ ছাড়া স্ব-মূল্যায়ন ও সহপাঠী দ্বারা মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে পারেন।
- ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা ও নৈতিক গুণাবলি চর্চা শ্রেণিকক্ষে এবং শ্রেণিকক্ষের বাইরে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করতে পারেন। এ ছাড়া সহপাঠী ও অভিভাবকগণের সহযোগিতায় মূল্যায়ন করা যেতে পারে।
- একটি প্রান্তিকে মাসে একবার করে কমপক্ষে তিনবার প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক মূল্যায়নের ফলাফল সংরক্ষণ করবেন।
- প্রত্যেক প্রান্তিকের শেষে সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। সামষ্টিকে প্রাপ্ত নম্বরের সাথে ধারাবাহিক মূল্যায়নের (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রান্তিক) গড় নম্বর যোগ করে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করবেন।

- শিক্ষার্থীর মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত করতে হবে, দেশপ্রেম যে ধর্মেরই একটা অঙ্গ এটা উপলব্ধি করতে হবে এবং ধর্মগ্রন্থ থেকে দেশপ্রেম সম্পর্কিত বিবিধ উপাখ্যান জানতে আগ্রহী করে তুলতে হবে।
- শিক্ষার্থীকে ধর্মীয় এবং নিজ দেশের ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে, ঐতিহ্য সংরক্ষণে তাকে উদ্বুদ্ধ করবেন।
- খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার উপর সুনির্দিষ্ট অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জনে শিক্ষার্থীকে সক্ষম করে তুলতে হবে এবং মূল লক্ষ্য হবে আজকের শিশুকে মানবিক গুণে ঋদ্ধ ভবিষ্যতের একজন সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা।
- শিক্ষক বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর প্রতি মনোযোগী হবেন এবং উপযুক্ত কৌশল ও টুলস প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করবেন।

খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন

খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন করার জন্য দুই ধরনের মূল্যায়ন ব্যবহৃত হবে। (ক) ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং (খ) সামষ্টিক মূল্যায়ন। এই দুইটি মূল্যায়ন বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট নম্বর বণ্টন, মূল্যায়ন কাঠামো, পদ্ধতি, কৌশল ও টুলস পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হয়েছে।

৩. ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের নম্বর বণ্টন

খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য নম্বর বণ্টন করা হয়েছে। সারণি ১-এ শ্রেণি ও বিষয়বস্তু অনুযায়ী ধারবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের নম্বর বিভাজন প্রদর্শন করা হলো।

সারণি ১ : শ্রেণি ও মূল্যায়নের ক্ষেত্র অনুযায়ী বিভিন্ন প্রান্তিকে অনুষ্ঠিতব্য ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের নম্বর বণ্টন

শ্রেণি	*ধারাবাহিক মূল্যায়ন*				*সামষ্টিক মূল্যায়ন*	সর্বমোট	**প্রান্তিক**
	বিষয়জ্ঞান	ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা	নৈতিক গুণাবলি চর্চা	মোট	বিষয়জ্ঞান		
১ম	২০	৫	৫	৩০	২০ (মৌখিক)	৫০	১ম-২য়-৩য়
২য়	২০	৫	৫	৩০	২০ (মৌখিক)	৫০	১ম-২য়-৩য়
৩য়	১০	১০	১০	৩০	৭০	১০০	১ম-২য়-৩য়
৪র্থ	১০	১০	১০	৩০	৭০	১০০	১ম-২য়-৩য়
৫ম	১০	৫	৫	২০	৮০	১০০	১ম-২য়

সারণি ১.১ : প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়ন (২০+৮০ = ১০০)

অংশ এক : ৫ম শ্রেণির ১ম ও ২য় প্রান্তিক মূল্যায়ন (২০ নম্বর)					**অংশ দুই: সমাপনী পরীক্ষা (৮০ নম্বর)**					**সর্বমোট (ক)+(খ)**
					বিষয়জ্ঞান				মোট (খ)	
ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর	সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর	মোট প্রাপ্ত নম্বর	**প্রাপ্ত গড় নম্বর**	**২০% নম্বর (ক)**	জানা	অনুধাবন	প্রয়োগ	উচ্চতর শিখন		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৪০ (২০+২০) - এর মধ্যে	১৬০ (৮০+৮০) - এর মধ্যে	২০০ (৪০+১৬০) - এর মধ্যে	মোট $\frac{\text{প্রাপ্ত নম্বর}}{২}$	প্রাপ্ত $\frac{\text{গড় নম্বর}}{১০০} \times ২০$	৫৪	১০	১০	৬	৮০	২০+৮০ = ১০০

১ম ও ২য় শ্রেণির নম্বর বণ্টন : সারণি ১ থেকে দেখা যায় যে ১ম ও ২য় শ্রেণির তিনটি প্রান্তিকের ধারাবাহিক ও সামষ্টিকের জন্য একই নম্বর বণ্টন পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। প্রত্যেক শ্রেণিতে ধারাবাহিকের ৩টি ক্ষেত্রের জন্য মোট ৩০ এবং সামষ্টিকে মৌখিকের জন্য ২০ নম্বর করে সর্বমোট ৫০ নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে।

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির নম্বর: ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ক্ষেত্রেও তিনটি প্রান্তিকে একই নম্বর বণ্টন পদ্ধতি অনুসরণ করে মূল্যায়ন করা হবে। উভয় শ্রেণিতে ধারাবাহিকের জন্য মোট ৩০ নম্বর এবং সামষ্টিকের জন্য ৭০ নম্বর করে সর্বমোট ১০০ নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে।

৫ম শ্রেণির নম্বর বন্টন : ৫ম শ্রেণির ১ম ও ২য় প্রান্তিকে ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য যথাক্রমে মোট ২০ ও ৮০ নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে। বিস্তারিত নম্বর বন্টন সারণি ৫-এ প্রদত্ত প্রশ্ন নির্দিষ্টকরণ ছকে দেখানো হয়েছে। এই বন্টন শুধু প্রথম দুইটি প্রান্তিকের জন্য প্রযোজ্য।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়ন

৫ম শ্রেণির শিক্ষা বর্ষের শেষে কোনো প্রান্তিক মূল্যায়ন সংঘটিত হবে না। এর পরিবর্তে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে যা দুইটি অংশ নিয়ে গঠিত। সারণি ১.১ -এ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে 'অংশ এক' ও 'অংশ দুই' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

অংশ এক : এই অংশে প্রাপ্ত নম্বর ৫ম শ্রেণির ১ম ও ২য় প্রান্তিক মূল্যায়ন থেকে করা হবে। এক্ষেত্রে প্রথমে দুইটি প্রান্তিকে অনুষ্ঠিত ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত মোট নম্বরের গড় (সারণি ১.১ এর ৪ নং কলাম দেখুন) নির্ণয় করতে হবে। পরে প্রাপ্ত গড় নম্বরের শতকরা ২০ ভাগ (সারণি ১.১ -এর ৫ নং কলাম দেখুন) নম্বর সংগ্রহ করতে হবে।

অংশ দুই : এই অংশটি সমাপনী পরীক্ষা নামে অনুষ্ঠিত হবে। এটি একটি সামষ্টিক মূল্যায়ন এবং মোট বরাদ্দকৃত নম্বর ৮০। এক্ষেত্রে শুধু বিষয়জ্ঞান মূল্যায়ন করা হবে। বিস্তারিত সারণি ১.১-এ দেওয়া হয়েছে। এই ৮০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বরের সাথে 'অংশ এক'-এ বর্ণিত ২০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়নে প্রাপ্ত চূড়ান্ত নম্বর নির্ণয় করা হবে। সারণি ১.১-এর কলাম ১১ দেখুন।

৪. খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো

কার্যকরভাবে ধারাবাহিক মূল্যায়ন পরিচালনার জন্য খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের একটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো সারণি ২-এ উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রদত্ত ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামোতে পাঁচটি কলাম আছে। কলামগুলো হলো মূল্যায়নের ক্ষেত্র, মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয়, মূল্যায়ন পদ্ধতি, মূল্যায়ন টুলস এবং উদাহরণ।

মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও বিবেচ্য বিষয় : এই ক্ষেত্রসমূহ থেকে কী মূল্যায়ন করতে হবে তা আরও সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে 'মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয়' কলামে। খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম থেকে মূল্যায়নের যে তিনটি প্রধান ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে তা হলো (ক) বিষয়জ্ঞান, (খ) ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা এবং (৩) নৈতিক গুণাবলি চর্চা। সহায়ক তথ্য অংশে এই ক্ষেত্রসমূহ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

মূল্যায়ন পদ্ধতি ও টুলস : খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য তিন ধরনের পদ্ধতি নির্বাচন করা হয়েছে। যেমন- মৌখিক পদ্ধতি, লিখিত পদ্ধতি, পারদর্শিতা ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি। মূল্যায়ন টুলস হিসাবে ব্যবহৃত হবে মৌখিক চেকলিস্ট (প্রশ্নের তালিকা), লিখিত প্রশ্ন বা প্রশ্নাবলি, পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট। মৌখিক ও লিখিত প্রশ্ন বিষয়জ্ঞান পরিমাপের জন্য এবং পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষার্থীর ধর্মীয় অনুশাসন ও নৈতিক গুণাবলি চর্চা মূল্যায়নের জন্য ব্যবহার করতে হবে।

সারণি ২-এর শেষ কলামে মূল্যায়নের ক্ষেত্র, বিষয়, পদ্ধতি ও টুলস এ বেশ কিছু উদাহরণ সংযোজন করা হয়েছে। বিষয় শিক্ষক এই উদাহরণসমূহ অনুসরণ করে নিজ নিজ মূল্যায়ন পদ্ধতি ও উপকরণ নির্বাচন করে ধারাবাহিক মূল্যায়নের কাজে ব্যবহার করবেন।

সারণি ২ : ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, মূল্যায়ন পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
বিষয়জ্ঞান খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়াবলি শিক্ষার্থীরা জানবে বুঝবে ও আয়ত্ত করে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করতে পারবে। শিক্ষক বিষয়জ্ঞান সম্পর্কিত পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে যে শিখনফল অর্জনে সহায়তা করবেন তা হলো- ● জানা/ স্মরণ করা ● অনুধাবন ● প্রয়োগ ● উচ্চতর শিখন দক্ষতা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	যে ধরনের শিখনের জন্য শিক্ষার্থীর বিষয়জ্ঞান মূল্যায়ন করা হবে তা হলো- জানা/স্মরণ করা : বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত তথ্য জানা বা ধারণা শেখা এবং প্রয়োজনে স্মরণ ও মনে করে বলতে বা প্রকাশ করতে পারা। অনুধাবন : কোনো ধারণার অর্থ সঠিকভাবে বুঝে বলতে বা প্রকাশ করতে পারা। প্রয়োগ: পূর্বে শেখা বা জানা জ্ঞান, ধারণা, নীতি, অনুশাসন নতুন ক্ষেত্রে বা দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতায় ব্যবহার করতে পারা। উচ্চতর শিখন দক্ষতা: সামগ্রিক ধারণাকে বিশ্লেষণ করা; পৃথক পৃথক ধারণা বা তথ্য সংগঠিত ও একত্রিত করে একটি সামগ্রিক ধারণা গঠন করা; নির্ধারিত মানদণ্ডের আলোকে কোনো কিছু মূল্যায়ন করার সামর্থ্য। এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।	মৌখিক (১ম থেকে ৫ম শ্রেণি)	প্রশ্নাবলি (চেকলিস্ট)	শিক্ষক নির্দেশিকা অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষে পাঠ চলাকালে বা পাঠ শেষে শিক্ষক মৌখিক প্রশ্নমালা ও মৌখিক চেকলিস্ট ব্যবহার করে মূল্যায়ন করবেন। শিক্ষার্থীর শিখন দুর্বলতা চিহ্নিত করে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে শিখনফলের অর্জন নিশ্চিত করবেন। মৌখিক প্রশ্নের উদাহরণ– ● মানুষকে কে সৃষ্টি করেছেন? ● কবুতর কিসের প্রতীক? ● সৃষ্টি বলতে কী বোঝায়? ● মণ্ডলীর প্রধান কে? ★ নমুনা মৌখিক চেকলিস্টের জন্য পরিশিষ্ট ১ দেখুন
		লিখিত (৩য় থেকে ৫ম) শ্রেণি	প্রশ্নাবলি	শিক্ষক নির্দেশিকা অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষে পাঠ চলাকালে বা পাঠ শেষে শিক্ষক মৌখিক প্রশ্নমালা ও মৌখিক চেকলিস্ট ব্যবহার করে মূল্যায়ন করবেন। শিক্ষার্থীর শিখন দুর্বলতা চিহ্নিত করে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে শিখনফলের অর্জন নিশ্চিত করবেন। ● যারা পবিত্র আত্মার প্রেরণায় চলে, তাদের মধ্যে কী কী গুণাবলি দেখা যায়? তিনটি গুণের নাম লেখ? ● মুক্তিদাতার আগমনের দুইটি উদ্দেশ্য উল্লেখ কর। ● পরিত্রাণ বা মুক্তির অর্থ কী? ★ নমুনা লিখিত প্রশ্নাবলির জন্য পরিশিষ্ট ২ দেখুন।
ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত ধর্মীয় রীতিনীতি ও আচার-আচরণ অনুশীলন করা। যেমন : ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা, পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণা, দৈনিক প্রার্থনা, প্রভুর প্রার্থনা ইত্যাদি।	▪ প্রার্থনা করতে পারা ▪ আজ্ঞা বলতে পারা ▪ প্রার্থনা করার পদ্ধতি দেখাতে পারা ▪ দয়ার কাজ করা ▪ রবিবাসরীয় উপাসনায় যোগ দেয়া।	পর্যবেক্ষণ (১ম থেকে ৫ম শ্রেণি)	প্রশ্নাবলি (চেকলিস্ট) পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট	শিক্ষক নির্দেশিকা অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষে পাঠ চলাকালে বা পাঠ শেষে শিক্ষক মৌখিক প্রশ্নমালা ও মৌখিক চেকলিস্ট ব্যবহার করে মূল্যায়ন করবেন। শিক্ষার্থীর শিখন দুর্বলতা চিহ্নিত করে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে শিখনফলের অর্জন নিশ্চিত করবেন। ● ছবির মাধ্যমে যীশু খ্রিষ্টের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ● গীর্জায় প্রার্থনা করার পদ্ধতি প্রদর্শন ● রবিবাসরীয় খ্রিষ্টযাগে যোগদানের পদ্ধতি প্রদর্শন ★ নমুনা পর্যবেক্ষণ চেকলিস্টের জন্য

সারণি ২ : ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, মূল্যায়ন পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
				পরিশিষ্ট ৩ দেখুন।
নৈতিক গুণাবলি চর্চা খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার বিষয়বস্তুর মাধ্যমে নৈতিক গুণাবলি সম্পর্কে জানা ও চর্চা করা	▪ অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া ▪ শিক্ষককে সম্মান প্রদর্শন (প্রণাম, নমস্কার ইত্যাদি), ধন্যবাদ জ্ঞাপন ▪ বড়দের সম্মান করা ও ছোটদের স্নেহ করা ▪ শৃঙ্খলা বজায় রাখা ▪ বিদ্যালয়ের নিয়ম মেনে চলা ▪ সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহার করা ▪ পরস্পরকে সহযোগিতা করা ▪ জীবে দয়া করা	পর্যবেক্ষণ (১ম থেকে ৫ম শ্রেণি)	পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট	শিক্ষক নির্দেশিকা অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষে পাঠ চলাকালে বা পাঠ শেষে শিক্ষক মৌখিক প্রশ্নমালা ও মৌখিক চেকলিস্ট ব্যবহার করে মূল্যায়ন করবেন। শিক্ষার্থীর শিখন দুর্বলতা চিহ্নিত করে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে শিখনফলের অর্জন নিশ্চিত করবেন। ▪ শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের সময় শিক্ষার্থীরা দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন (প্রণাম, নমস্কার ইত্যাদি) করবে ▪ সমাবেশ শেষে শিক্ষার্থীরা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে লাইন করে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করবে ▪ ক্লাস শেষে শিক্ষার্থীরা শিক্ষককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবে ★ নমুনা পর্যবেক্ষণ চেকলিস্টের জন্য পরিশিষ্ট ৩ দেখুন।

৫. খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো

সামষ্টিক মূল্যায়নের মূল উদ্দেশ্য শিক্ষার্থী খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয় পাঠ করে কী শিখতে পেরেছে তা মূল্যায়ন করা। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী কতটা সাফল্য অর্জন করেছে, সে সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ থাকে। ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার শুধু বিষয়জ্ঞানের ওপর সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। সামষ্টিক মূল্যায়নের দিকনির্দেশনা হিসাবে একটি কাঠামো সারণি ৩- এ উপস্থাপন করা হয়েছে। এই কাঠামোতে যথারীতি ৫টি কলাম রয়েছে। এই কলামগুলোতে মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও বিবেচ্য বিষয়, মূল্যায়ন পদ্ধতি, টুলস ও উদাহরণসহ দিকনির্দেশনা রয়েছে। প্রত্যেক প্রান্তিকে শিক্ষক এই কাঠামো অনুসরণ করে নির্দিষ্ট ক্ষেত্র অনুযায়ী সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি নির্বাচন ও টুলস তৈরি (প্রশ্নপত্র রচনা) করবেন।

সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, পদ্ধতি ও টুলস বা উপকরণ

খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়নের ক্ষেত্র হবে শুধু 'বিষয়জ্ঞান'। মূল্যায়নে ক্ষেত্র ও বিবেচ্য বিষয় শিক্ষাক্রমের শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতার আলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১ম ও ২য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিষয়জ্ঞান মূল্যায়ন করার জন্য মৌখিক পদ্ধতিতে মৌখিক প্রশ্নের চেকলিস্ট ব্যবহার করতে হবে। চেকলিস্ট বিভিন্ন প্রান্তিকের নির্ধারিত পাঠ্যসুচির ভিত্তিতে তৈরি করতে হবে। ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিষয়জ্ঞান মূল্যায়নের পদ্ধতি হবে লিখিত আর টুলস হবে লিখিত প্রশ্নপত্র। বিভিন্ন প্রান্তিকে সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে প্রশ্নপত্র রচনা করতে হবে।

সারণি ৩ : সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো-মূল্যায়ন ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, মূল্যায়ন পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
বিষয়জ্ঞান খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়াবলি শিক্ষার্থীরা জানবে-বুঝবে ও আয়ত্ত করে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করতে পারবে। শিক্ষক বিষয়জ্ঞান সম্পর্কিত পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে যে শিখনফল অর্জনে সহায়তা করবেন তা হলো- ● জানা/ স্মরণ করা ● অনুধাবন ● প্রয়োগ ● উচ্চতর শিখন দক্ষতা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	যে ধরনের শিখনের জন্য শিক্ষার্থীর বিষয়জ্ঞান মূল্যায়ন করা হবে তা হলো- জানা/স্মরণ করা: বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত তথ্য বা ধারণা শেখা এবং প্রয়োজনে স্মরণ বা মনে করে বলতে বা প্রকাশ করতে পারা। অনুধাবন: কোনো ধারণার অর্থ সঠিকভাবে বুঝে বলতে বা প্রকাশ করতে পারা। প্রয়োগ: পূর্বে শেখা বা জানা জ্ঞান, ধারণা, নীতি, অনুশাসন নতুন ক্ষেত্রে বা দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতায় ব্যবহার করতে পারা। উচ্চতর শিখন দক্ষতা: সামগ্রিক ধারণাকে বিশ্লেষণ করা; পৃথক পৃথক ধারণা বা তথ্য সংগঠিত ও একত্রিত করে একটি সামগ্রিক ধারণা গঠন করা; নির্ধারিত মানদণ্ডের আলোকে কোনো কিছু মূল্যায়ন করার সামর্থ্য। এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।	মৌখিক (১ম থেকে ২য় শ্রেণি)	মৌখিক প্রশ্নাবলির চেকলিস্ট	শিক্ষক ১ম ও ২য় শ্রেণির ক্ষেত্রে প্রান্তিক মূল্যায়নের পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পরিশিষ্টে দেওয়া নমুনা প্রশ্নপত্র অনুযায়ী সামষ্টিক মূল্যায়ন করবেন। ★ নম্বর বণ্টনসহ ১ম প্রান্তিকের সামষ্টিক মূল্যায়নের মৌখিক প্রশ্নের চেকলিস্টের জন্য পরিশিষ্ট ৪ দেখুন।
		লিখিত (৩য় থেকে ৫ম শ্রেণি	লিখিত প্রশ্নাপত্র	৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির প্রান্তিক মূল্যায়নের পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পরিশিষ্টে নমুনা প্রশ্নাবলি দেওয়া আছে। ★ নম্বর বণ্টনসহ ১ম প্রান্তিকের সামষ্টিক মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্নপত্রের জন্য পরিশিষ্ট ৫ দেখুন।

৫.১ সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রশ্ন সুনির্দিষ্টকরণ ছক (৫ম শ্রেণি)

প্রান্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে বিষয়জ্ঞান মূল্যায়নের জন্য শিখনের চারটি ক্ষেত্র বিবেচনা করতে হবে। যথা, (ক) স্মরণ করা (remembering), (খ) অনুধাবন করা (understanding), (গ) প্রয়োগ করা (applying) এবং (ঘ) উচ্চতর শিখন দক্ষতা (higher order learning)। অর্থাৎ, খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার কিছু বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর সব সময় মনে রাখা প্রয়োজন হবে। আবার কিছু বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর অনুধাবন করা দরকার হবে। আবার অনেক বিষয়বস্তু আছে শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনের সময় প্রয়োগ করতে পারতে হবে।

এছাড়া পাঁচ ধরনের প্রশ্ন নিয়ে প্রশ্নপত্র রচনা করতে হবে। যথা : বহুনির্বাচনি, শূন্যস্থান পূরণ, মিলকরণ, সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন এবং বর্ণনামূলক প্রশ্ন। ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির বিষয়জ্ঞান মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত ৭০ নম্বর এবং ৫ম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত ৮০ নম্বর নির্দিষ্ট শিখন ক্ষেত্র ও প্রশ্নের ধরন অনুযায়ী বিভাজন করতে হবে। কোন শিখন ক্ষেত্র থেকে কী ধরনের প্রশ্ন কয়টি করে রচনা করতে হবে তা সারণি ৪ ও সারণি ৫-এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ৪ : খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নের ধরন ও শিখন ক্ষেত্র অনুযায়ী প্রশ্ন সুনির্দিষ্টকরণ ছক

প্রশ্নের ধরন	বিষয়জ্ঞান								মোট প্রশ্ন সংখ্যা	মোট নম্বর
	জানা		অনুধাবন		প্রয়োগ		উচ্চতর দক্ষতা			
	প্রশ্ন সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নের নম্বর	প্রশ্ন সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নের নম্বর	প্রশ্ন সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নের নম্বর	প্রশ্ন সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নের নম্বর		
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন										
▪ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	১৬	১	২	১	১	১	১	১	২০	২০×১= ২০
▪ শূন্যস্থান	৩	১	২	১					৫	৫×১ = ৫
▪ মিলকরণ	৩	১	২	১					৫	৫×১ = ৫
সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন	২	৩	২	৩	১	৩			৫	৫×৩ = ১৫
বর্ণনামূলক প্রশ্ন	২	৫	১	৫	১	৫	১	৫	৫	৫×৫ = ২৫
									মোট =	৭০

সারণি ৫* : খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ৫ম শ্রেণির সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য শিখন ক্ষেত্র ও প্রশ্নের ধরন অনুযায়ী প্রশ্ন সুনির্দিষ্টকরণ ছক

প্রশ্নের ধরন	বিষয়জ্ঞান								মোট প্রশ্ন সংখ্যা	মোট নম্বর
	জানা		অনুধাবন		প্রয়োগ		উচ্চতর দক্ষতা			
	প্রশ্ন সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নের নম্বর	প্রশ্ন সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নের নম্বর	প্রশ্ন সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নের নম্বর	প্রশ্ন সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নের নম্বর		
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ▪ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	২০	১	২	১	১	১	১	১	২০	২০ × ১ =২০
▪ শূন্যস্থান	৩	১	২	১					৫	৫ × ১ = ৫
▪ মিলকরণ	৩	১	২	১					৫	৫ × ১ = ৫
সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন	৬	২	২	২	২	২			১০	১০ × ২ = ২০
বর্ণনামূলক প্রশ্ন	২	৬	১	৬	১	৬	১	৬	৫	৫ × ৬ = ৩০
									মোট =	৮০

***নোট:** সারণি ৫ -এ প্রদত্ত প্রশ্ন নির্দিষ্টকরণ ছকটি ৫ম শ্রেণির ১ম ও ২য় প্রান্তিক এবং সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ব্যবহার করতে হবে।

৫.২ সামষ্টিক মূল্যায়নে নম্বর প্রদান নির্দেশনা

ক) বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের চারটি বিকল্প থেকে সঠিক উত্তরের বাম পাশের বর্ণটি (যথা : ক, খ, গ, ঘ) শিক্ষার্থী খাতায় লিখলেই পূর্ণ নম্বর পাবে। তবে শিক্ষাথী যদি শুধু উত্তরটি বা বর্ণসহ উত্তরটি খাতায় লেখে, তাহলেও পূর্ণ নম্বর পাবে। এ ক্ষেত্রে বানান ভুলের জন্য নম্বর কাটা যাবে না। শিক্ষার্থী যেন সময় সাশ্রয়ের জন্য শুধু বাম পাশের বর্ণটি লেখে, শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে এমন পরামর্শ প্রদান করবেন।

খ) শূন্যস্থান পূরণ

শিক্ষার্থী পূর্ণ বাক্যটি না লিখে শুধু শূন্যস্থানের জন্য যথাযথ শব্দটি খাতায় লিখলেই পূর্ণ নম্বর পাবে। এ ক্ষেত্রে বানান শুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন, প্রতি শব্দের বানান ভুলের জন্য .২৫ নম্বর কাটা যাবে। তবে সম্পূর্ণ বাক্যটি লিখলেও পূর্ণ নম্বর পাবে এবং শূন্যস্থানের শব্দ ব্যতীত অন্যান্য শব্দের বানান ভুলের জন্য নম্বর কাটা যাবে না। শিক্ষার্থী যেন সময় সাশ্রয়ের জন্য শুধু প্রশ্নের বাম পাশের বর্ণটি ও শূন্যস্থানের যথাযথ শব্দটি লিখে, শিক্ষক সেই পরামর্শ দিবেন।

গ) মিলকরণ

বাম পাশের বাক্যাংশের সঙ্গে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করে, বাক্যের বাম পাশের শব্দ খাতায় লিখলেই পূর্ণ নম্বর পাবে। তবে মিল করে বাক্যটি খাতায় লিখলেও পূর্ণ নম্বর পাবে, এক্ষেত্রে বানান ভুলের জন্য নম্বর কাটা যাবে না। শিক্ষার্থী যেন সময় সাশ্রয়ের জন্য শুধু বাক্যের বাম পাশের শব্দ লিখে, শিক্ষক পরামর্শ দেবেন।

ঘ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

প্রতি প্রশ্নে মান ২। প্রশ্নে একটি তথ্য জানতে চাওয়া হলে এবং শিক্ষার্থীই যথাযথ উত্তর লিখলে পূর্ণ নম্বর পাবে। একটি প্রশ্নে দুইটি তথ্য জানতে চাওয়া হলে প্রতিটির জন্য ১ নম্বর বরাদ্দ থাকবে। এ ক্ষেত্রে একটি তথ্য সঠিক হলে ১ নম্বর পাবে, দুইটি তথ্য সঠিক হলে ২ নম্বর পাবে এবং কোনো তথ্য সঠিক না হলে কোনো নম্বর পাবে না। প্রতি বানান ভুলের জন্য .২৫ নম্বর কাটা যাবে। বানান ভুলের জন্য সর্বোচ্চ .৫ পর্যন্ত নম্বর কাটা যাবে। উত্তর প্রাসঙ্গিক ও সংক্ষিপ্ত হতে হবে। বাক্যের গঠন বিবেচ্য বিষয় হবে না।

ঙ) বর্ণনামূলক প্রশ্ন

প্রতি প্রশ্নের মান ৫/৬। প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষার্থীকে ৫/৬টি বাক্য/তথ্য/কারণ/বিষয়বস্তু ইত্যাদি লিখতে বলা হবে। শিক্ষার্থী অর্থপূর্ণ, পুনরাবৃত্তিহীন ও সঠিক ৫/৬টি বা তার অধিক তথ্য প্রদান করলে পূর্ণ নম্বর পাবে। উত্তরের কোনো অংশের পুনরাবৃত্তি ঘটলে, তথ্য অপ্রাসঙ্গিক বা অর্থহীন বা ভুল হলে (অর্থাৎ, যথাযথ না হলে) তা বিবেচনায় না নিয়ে যে অংশ সঠিক হয়েছে তার ভিত্তিতে প্রাপ্য নম্বর প্রদান করতে হবে। যে অংশ বা তথ্যের জন্য নম্বর প্রদান করা হবে, শুধু সেই অংশের প্রতি বানান ভুলের জন্য .২৫ নম্বর কাটা যাবে ও বাক্যের গঠন-বিন্যাসের প্রতি ভুলের জন্য .২৫ নম্বর কাটা যাবে, তবে এ সংক্রান্ত যত ভুলই হোক না কেন, প্রতি প্রশ্নে সর্বোচ্চ ১ নম্বর কাটা যাবে। প্রশ্নের সাথে সম্পর্কহীন, অপ্রাসঙ্গিক ও সম্পূর্ণ ভুল উত্তর লিখলে কোনো নম্বর পাবে না।

৬. মূল্যায়নের ফলাফল সংরক্ষণ

ধারাবাহিক এবং সামষ্টিক উভয় মূল্যায়নের ফলাফল সংরক্ষণ করা মূল্যায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ফলাফল রেকর্ড করার জন্য একটি নমুনা ফলাফল সংরক্ষণ ছক সারণি ৬ - এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ৬ : খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের মূল্যায়ন ফলাফল সংরক্ষণ ছক - ধারাবাহিক ও সামষ্টিক (সমন্বিত)

শ্রেণি: ..... **প্রথম/দ্বিতীয়/তৃতীয় প্রান্তিক মূল্যায়ন, ২০১.....** **বিষয় : খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা**

রোল নম্বর	শিক্ষার্থীর নাম	ধারাবাহিক মূল্যায়ন														সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর	সর্বমোট নম্বর
		১ম মাস:				২য় মাস:				৩য় মাস:				তিন মাসে মোট প্রাপ্ত নম্বর	প্রাপ্ত গড় নম্বর		
		বিষয়জ্ঞান	ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা	নৈতিক গুণাবলি চর্চা	মোট	বিষয়জ্ঞান	ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা	নৈতিক গুণাবলি চর্চা	মোট	বিষয়জ্ঞান	ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা	নৈতিক গুণাবলি চর্চা	মোট				
		....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	...	...	....	....
০১																	
০২																	
০৩																	
০৪																	
০৫																	

নির্দেশনা :

- সারণির ১ম সারিতে প্রযোজ্য শ্রেণি এবং প্রান্তিকের উপর টিক চিহ্ন (✓) দিন, যথাস্থানে সাল ও মাসের নাম লিখুন।
- একটি প্রান্তিকে ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরের তিন মাসের নম্বর যোগ করে তাকে ৩ দিয়ে ভাগ করে গড় নির্ণয় করুন। এই গড় নম্বরটি নির্দিষ্ট প্রান্তিকে ধারাবাহিকে প্রাপ্ত নম্বর।
- ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত এই নম্বরটি সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করে প্রান্তিকে প্রাপ্ত মোট নম্বর নির্ণয় করুন।

* ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত গড় নম্বর $= \frac{\text{১ম মাসে প্রাপ্ত নম্বর + ২য় মাসে প্রাপ্ত নম্বর + ৩য় মাসে প্রাপ্ত নম্বর}}{৩} = \frac{\text{তিন মাসে প্রাপ্ত মোট নম্বর}}{৩}$

** সর্বমোট নম্বর = ধারাবাহিকে মূল্যায়নে প্রাপ্ত গড় নম্বর (৩০/২০-এর মধ্যে) + সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর (২০/৭০/৮০-এর মধ্যে)

৭. সহায়ক তথ্য

মূল্যায়নের ক্ষেত্রসমূহ

বিষয়জ্ঞানঃ পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানা ও ধারণা অর্জন করা। যেমন : মানুষের দেহ, মন ও আত্মা, ঈশ্বর, পবিত্র আত্মা, সাক্রামেন্ত, শেষ বিচার, টর্নেডো ও ঘূর্ণিঝড় এবং দেশ ও জাতি সম্পর্কে জানবে ও অনুধাবন করে প্রয়োগের দক্ষতা অর্জন করবে। শিক্ষক শিক্ষনফল অর্জনের জন্য বিষয়জ্ঞান যাচাই করবেন।

ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা : পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত ধর্মীয় রীতিনীতি ও আচার-আচরণ অনুশীলন করা। যেমন- ঈশ্বরের দশ আজ্ঞার অর্থ বিশ্লেষণ করা ও আজ্ঞাগুলো মেনে চলা। পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় চলা। খ্রিষ্টমণ্ডলীর সক্রিয় সদস্য হিসাবে জীবনযাপন করা। যিশুর মুক্তির পথে চলা। দৈনিক প্রার্থনাসমূহ- প্রভুর প্রার্থনা, দূতের বন্দনা, ত্রিতত্ত্বের জয়, দূত সংবাদ ইত্যাদি জানা ও অনুশীলন করা। নিজ নিজ ধর্মের অনুশীলন করা, সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসা, পিতা-মাতা ও গুরুজনকে শ্রদ্ধা করা, কারো সঙ্গে বিবাদ না করা, সহপাঠীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া, মানবসেবা করা, সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ, জীবে দয়া করা, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করা, পরমতসহিষ্ণুতার আদর্শ অনুসরণ করা, অহিংসা আচরণ ও পরোপকার করা, পরিবেশ সংরক্ষণে যত্নবান হওয়া, জাতীয় সংগীত ও জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা, দেশকে ভালোবাসা ইত্যাদি।

নৈতিক গুণাবলি চর্চা : যথার্থ মানুষ হওয়ার জন্য কতগুলো নৈতিক গুণ অর্জন করতে হয়। এ গুণগুলো অন্তরের উপলব্ধি ও অনুধাবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। প্রাত্যহিক আচার-আচরণে নিয়মিত অনুশীলনেই কেবল এ গুণগুলো অর্জন করা যায়। সুনাগরিক ও ভালো মানুষ হওয়ার জন্য নৈতিক গুণাবলি অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন।

শিক্ষার্থী খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত নৈতিক গুণাবলি অনুশীলন করবে। যেমন : সকলকে ভালোবাসা, পরধর্ম ও পরমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, অহিংসা আচরণ করা, কারও প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ না করা, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের প্রতি সুন্দর ব্যবহার করা, পরোপকার করা, সত্যকথা বলা ইত্যাদি। এ গুণগুলো অন্তরের উপলব্ধি ও অনুধাবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। প্রাত্যহিক আচার-আচরণে নিয়মিত অনুশীলনেই কেবল এ গুণগুলো অর্জন করা যায়। সুনাগরিক, ভালো মানুষ তথা বিশ্বমানব হওয়ার জন্য নৈতিক গুণাবলি অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন।

৮. পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১: ধারাবাহিক মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্নাবলি
বিষয়: খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (১ম থেকে ৫ম শ্রেণি)
মূল্যায়নের ক্ষেত্র: বিষয়জ্ঞান
মৌখিক প্রশ্নাবলির চেকলিস্ট

১ম শ্রেণি

(ক) মানুষের সৃষ্টিকর্তা কে?
(খ) মানুষ কার কল্যাণ করতে পারে?
(গ) ঈশ্বরের সৃষ্টি কেমন?
(ঘ) ঈশ্বর কী সৃষ্টি করেছেন?
(ঙ) ঈশ্বর আমাদের কেমন করে সৃষ্টি করেছেন?

২য় শ্রেণি

(ক) ঈশ্বর কীভাবে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন?
(খ) ঈশ্বর কত দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন?
(গ) ঈশ্বর দিনে আলো দেওয়ার জন্য কী সৃষ্টি করেছেন?
(ঘ) ঈশ্বর রাতে আলো দেওয়ার জন্য কী সৃষ্টি করেছেন?
(ঙ) ঈশ্বর তাঁর রচিত সবকিছুর দিকে তাকিয়ে কী দেখলেন?

৩য় শ্রেণি

(ক) ত্রিব্যক্তি কথার অর্থ কী?
(খ) পুত্রের কাজ কী?
(গ) আকাশের সহায়ক কে?
(ঘ) ঈশ্বরের তিন ব্যক্তি কে কে?
(ঙ) পুত্রকে জানার পথ কী?

৪র্থ শ্রেণি

(ক) আদম অর্থ কী?
(খ) আদিম পিতামাতা কেমন স্থানে ছিলেন?
(গ) আদম ও হবা কার পাপের জন্য শাস্তি পেয়েছিলেন?
(ঘ) কে হবাকে প্রলোভন দিয়েছিল?
(ঙ) এদেন বাগানে কী ধরনের ফলের গাছ ছিল?

৫ম শ্রেণি

(ক) ঈশ্বর কোন প্রবক্তাকে দাউদের কাছে পাঠালেন?
(খ) উরিয়ের স্ত্রীর নাম কী?
(গ) ঈশ্বর কার উপর অসন্তুষ্ট হলেন?
(ঘ) পবিত্র বাইবেলে কতজন প্রবক্তার নাম আছে?
(ঙ) প্রবক্তা সাধারণত কার বাণী ঘোষণার আহ্বান পান?

পরিশিষ্ট ২ : ধারাবাহিক মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্নাবলি
বিষয় : খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (৩য় থেকে ৫ম শ্রেণি)
মূল্যায়নের ক্ষেত্র : বিষয়জ্ঞান
লিখিত প্রশ্নের নমুনা

৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	৫ম শ্রেণি
(ক) ঈশ্বর কী সৃষ্টি করেছেন?	**(ক)** পরিত্রাণ বা মুক্তির অর্থ কী?	**(ক)** শাশ্বত জীবনী কী?
(খ) ত্রিব্যক্তিতে কত ঈশ্বর?	**(খ)** তুমি কী কী দয়ার কাজ কর?	**(খ)** ঈশ্বর অনাদি অনন্ত-অর্থ বুঝিয়ে লিখ।
(গ) যীশু কত বছর বয়সে যেরুযালেম মন্দিরে গিয়েছিলেন?	**(গ)** তুমি রবিবাসরীয় উপাসনায় যোগ দাও কেন?	**(গ)** তিন ব্যক্তির একতা ব্যাখ্যা কর।
(ঘ) কুমারী মারীয়া মণ্ডলীর কী?	**(ঘ)** তুমি কখন খ্রিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ কর?	**(ঘ)** তোমার সহপাঠীদের সাথে কী কী ভালো কাজ করবে তার একটি পরিকল্পনা তৈরি কর।
(ঙ) নিয়মিত বাইবেল পাঠ করলে মনের কী পরিবর্তন হয়?	**(ঙ)** পিতা-মাতার বাধ্য থাকলে কী হয়?	**(ঙ)** দশ আজ্ঞা পালনের সুফল লিখ।

পরিশিষ্ট ৩ : ধারাবাহিক মূল্যায়নের নমুনা টুলস
বিষয় : খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (১ম - ৫ম শ্রেণি)
মূল্যায়নের ক্ষেত্র : ধর্মীয় অনুশাসন ও নৈতিক গুণাবলি চর্চা
পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট

ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা (শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিম্নলিখিত পারদর্শিতা প্রদর্শনের নির্দেশনা দিবেন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করবেন।)

(ক) প্রার্থনা করতে পারে কি না পর্যবেক্ষণ করুন।
(খ) আজ্ঞা বলতে পারে কি না যাচাই করুন।
(গ) প্রার্থনা করার পদ্ধতি দেখাতে পারে কি না পর্যবেক্ষণ করুন।
(ঘ) দয়ার কাজ করে কি না যাচাই করুন।
(ঙ) রবিবাসরীয় উপাসনায় যোগ দেয় কি না যাচাই করুন।

নৈতিক গুণাবলি চর্চা (শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিম্নলিখিত আচরণ পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করবেন।)

(ক) অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কি না?
(খ) শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের সময় শিক্ষার্থীরা দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন (সালাম, প্রণাম, নমস্কার ইত্যাদি) করে কি না?
(গ) সমাবেশ শেষে শিক্ষার্থীরা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে লাইন করে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কি না?
(ঘ) সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহার করে কি না?
(ঙ) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সহযোগিতা করে কি না?
(চ) ক্লাস শেষে শিক্ষার্থীরা শিক্ষককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে কি না?
(ছ) জীবে দয়া করে কি না?
(জ) বড়দের সম্মান করে কি না?
(ঝ) জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে কিনা?
(ঞ) বিদ্যালয়ের নিয়ম মেনে চলে কি না?

পরিশিষ্ট ৪ : সামষ্টিক মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্নপত্র

ধরেন্ডা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা
প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন
বিষয় : খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা
প্রথম শ্রেণি (মৌখিক)

পূর্ণমান : ২০ **সময় : ২ ঘণ্টা**

১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বল। ৫ × ২ = ১০

(ক) মানুষ কে সৃষ্টি করেছেন?
(খ) তুমি কেন দূতের বন্দনা করবে?
(গ) আকাশে তুমি কী কী দেখতে পাও?
(ঘ) পবিত্র আত্মা কে?
(ঙ) তুমি আজ্ঞা পালন করলে কী হবে?

২। খালি জায়গায় সঠিক শব্দ বসিয়ে উত্তর বল। ৫ × ২ = ১০

(ক) বড়দের ..... করব।
(খ) সব সময় ..... কথা বলব।
(গ) জীবে ..... করব।
(ঘ) খ্রিষ্টমণ্ডলী ..... পরিবার।
(ঙ) ঈশ্বর.....দিনে বিশ্রাম গ্রহণ করেছেন।

ধরেন্ডা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা
প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন
বিষয়: খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা
দ্বিতীয় শ্রেণি (মৌখিক)

পূর্ণমান : ২০ **সময় : ২ ঘণ্টা**

১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বল। ৫×২ = ১০

(ক) এদেন বাগানে কী কী গাছ ছিল?
(খ) ঈশ্বরের দুইটি আজ্ঞা বল।
(গ) বিদ্যালয়ে তুমি কী কী নিয়ম মেনে চল?
(ঘ) পাপ করলে কী পেতে হয়?
(ঙ) আমরা কীভাবে প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে পাপ করি।

২। খালি ঘরে সঠিক শব্দ বসিয়ে উত্তর বল। ৫×২ = ১০

(ক) ঈশ্বর.....।
(খ) ত্রিব্যক্তি ঈশ্বরের তৃতীয় ব্যক্তি হলেন ..... ।
(গ) সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের সাথে তাঁর ছিল এক গভীর.....।
(ঘ) প্রভু ঈশ্বর মানুষকে.....উদ্যান থেকে বের করে দিলেন।
(ঙ) মিথ্যা ..... দিবে না।

পরিশিষ্ট ৫ : সামষ্টিক মূল্যায়ন

নালী বড়রিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিবালয়, মানিকগঞ্জ
প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন, ৩য় শ্রেণি
খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

পূর্ণমানঃ ৭০ **সময়ঃ ২.৩০ মিঃ**

(১ম অধ্যায় থেকে ৬ষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত)

১। সঠিক উত্তরটি খাতায় লিখ। ২০ × ১ = ২০

(ক) ঈশ্বরের কথাগুলো কোথায় লেখা আছে?
(১) গল্পের বইয়ে (২) বাইবেলে
(৩) গীতায় (৪) উপন্যাসে

(খ) ঝরনার উৎস কোনটি?
(১) খালবিল (২) নদীনালা
(৩) পাহাড় (৪) নলকূপ
(গ) পবিত্র বাইবেল হলো ঈশ্বরের –
(১) কথা (২) লেখা
(৩) পঙ্‌ক্তি (৪) বাণী
(ঘ) তোমার বন্ধু পা পিছলে পড়ে গেলে তুমি কী করবে?
(১) তাকে বকুনি দেবে (২) তাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করবে
(৩) না দেখার ভান করবে (৪) তাকে ফেলে চলে যাবে
(ঙ) ঈশ্বরের আকার কেমন?
(১) গোলাকার (২) নিরাকার
(৩) ডিম্বাকার (৪) ত্রিকোনাকার
(চ) সকল সৃষ্টির মধ্যে উত্তম সৃষ্টি কী?
(১) গাছপালা (২) মানুষ
(৩) পশুপাখি (৪) পাহাড়-পর্বত
(ছ) বিশ্বের সবকিছু কে সৃষ্টি করেছেন?
(১) ঈশ্বর (২) মানুষ
(৩) যীশু (৪) পবিত্র আত্মা
(জ) কোনটি ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না –
(১) ঝড় (২) বন্যা
(৩) বায়ু (৪) খরা
(ঝ) তিন ব্যক্তির প্রত্যেক ব্যক্তিই---
(১) আলাদা (২) ছোট-বড়
(৩) সমান (৪) অসমান
(ঞ) ঈশ্বর শয়তানের জন্য কী সৃষ্টি করেছেন?
(১) নরক (২) আকাশ
(৩) পাতাল (৪) স্বর্গ
(ট) যীশুকে শয়তান কোথায় প্রলোভন দিতে এসেছিল?
(১) পাহাড়ে (২) মাঠে
(৩) মরুভূমিতে (৪) মন্দিরে
(ঠ) কোন কথা বললে শয়তান আমাদের ছেড়ে পালিয়ে যায়?
(১) সরে যাও (২) দূর হও
(৩) চলে যাও (৪) পালিয়ে যাও
(ড) ঈশ্বর কাদের জন্য মহাশাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন?
(১) ভালো মানুষের (২) শিষ্যদের
(৩) যীশুর (৪) শয়তানের
(ঢ) কোন কোন ব্যক্তি শয়তানের প্রলোভনে পড়ে?
(১) যাদের বিশ্বাস দুর্বল (২) যাদের বিশ্বাস শক্ত
(৩) যাদের শক্তি বেশি (৪) যাদের শক্তি কম
(ণ) আমরা কার পরামর্শ শুনব?
(১) গুরুজনের (২) বন্ধুর
(৩) সহপাঠীর (৪) শয়তানের
(ত) বাইবেল কেমন ধর্মগন্থ?
(১) পবিত্র (২) সাধারণ
(৩) অসাধারণ (৪) বিশেষ
(থ) বাইবেল শব্দটি এসেছে–
(১) ফারসি (২) গ্রিক
(৩) আরবি (৪) ইংরেজি

(দ) প্রথম বাইবেল লেখা হয়েছিল?

(১) মাটির ওপর (২) কাগজের ওপর

(৩) চামড়ার ওপর (৪) তামার ওপর

(ধ) ঈশ্বর আমাদের জন্য কয়টি আজ্ঞা দিয়েছেন?

(১) আটটি (২) দশটি

(৩) এগারোটি (৪) বারোটি

(ন) ঈশ্বরের পূজা করার অর্থ হচ্ছে তাঁর

(১) আরাধনা বা উপাসনা করা (২) ঘৃণা করা

(৩) অবহেলা করা (৪) ভালোবাসা

২। শূন্যস্থানে সঠিক শব্দটি লেখ। ৫ × ১ = ৫

(ক) চারিদিকে শুনি---------- মধুর ধ্বনি।

(খ) কেহ বিপদে পড়লে---------- করব।

(গ) বড়দের দেখলে------ করব।

(ঘ) সাধু যোহন--------নাম দিয়েছেন নাগদানব।

(ঙ) বাইবেলে লিখিত প্রতিটি কথাই --------।

৩। বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর। ৫ × ১ = ৫

বাম পাশ	ডান পাশ
(ক) আমরা গানের মধ্য দিয়ে তাঁর	ঈশ্বরের সন্তান।
(খ) ঈশ্বরের দয়া ছাড়া কিছুই বেঁচে	প্রার্থনা করা।
(গ) যারা যীশুর পথে চলে তারা	প্রশংসা করি।
(ঘ) পবিত্র বাইবেল পাঠ করার অর্থ	বিশ্বাস স্থাপন করি।
(ঙ) ঈশ্বরের ওপর যেন পূর্ণ	থাকতে পারে না।

৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর সংক্ষেপে লেখ। (ক, খ ও গ নংসহ যেকোনো ৫টি) ৫ × ৩ = ১৫

ক) শয়তানের প্রলোভনে না পড়ার জন্য তুমি কী করবে?

খ) জীবের প্রতি তুমি কেমন আচরণ করবে?

গ) মুক্তিদাতার আগমনের দুইটি উদ্দেশ্য লিখ।

ঘ) বাইবেল পাঠের পর কী করতে হয় বর্ণনা কর।

ঙ) শয়তানের তিনটি কাজের নাম লিখ।

চ) ঈশ্বরের প্রথম আজ্ঞার অর্থ লিখ।

ছ) ঈশ্বরের দুইটি কাজ লিখ।

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ। (ক, খ ও গ নংসহ যেকোনো ৫টি) ৫ × ৫ = ২৫

ক) বাইবেল পাঠের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

খ) ঈশ্বর যে নিরাকার তা চিন্তা করে পাঁচটি বাক্যে লিখ।

গ) তুমি রবিবার কীভাবে ঈশ্বরের আরাধনা কর।

ঘ) ঈশ্বরের পাঁচটি আজ্ঞা লিখ।

ঙ) পবিত্র বাইবেল থেকে তুমি কী জানতে পারলে সংক্ষেপে লিখ।

চ) সকল সৃষ্টির স্রষ্টা কে? ব্যাখ্যা কর।

ছ) ঈশ্বর ও শয়তানের কাজের তালিকা কর।

শারীরিক শিক্ষা বিষয়ের মূল্যায়ন নির্দেশিকা

শ্রেণি : ১ম - ৫ম

শারীরিক শিক্ষা বিষয়ের মূল্যায়ন পদ্ধতি ও টুলস

১. ভূমিকা

প্রাথমিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হচ্ছে শিশুর মানসিক বিকাশের পাশাপাশি দৈহিক বিকাশ তথা সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা। সুন্দর জীবন যাপনের জন্য দরকার সুস্বাস্থ্য। আর সুস্বাস্থ্যের জন্য দরকার স্বাস্থ্যকর পরিবেশ। এই বিবেচনা থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিশুদের জন্য শারীরিক শিক্ষা বিষয়টি প্রবর্তন করা হয়েছে। শারীরিক শিক্ষার বিষয়বস্তু যেমন খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনোদৈহিক বিকাশ ঘটে। তেমনি খেলাধুলার সাথে সংশ্লিষ্ট চিত্তবিনোদন শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তি ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ঘটায়। এছাড়া খেলাধুলার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী শৃঙ্খলাবোধ, সহমর্মিতা, সহযোগিতা, সহনশীলতা, নেতৃত্বদান ও গ্রহণ ইত্যাদি অনুশীলনের সুযোগ লাভ করে, যা তাকে সুন্দর জীবনের জন্য প্রস্তুত করে। প্রকৃতপক্ষে, শারীরিক শিক্ষা শিশুর সামগ্রিক বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ শিশুর সামাজিক (যেমন, সামষ্টিক কাজ, দলগত দৃষ্টিভঙ্গি, অপরের প্রতি সম্মান), নৈতিক (যেমন, সততা, ন্যায়সঙ্গত আচরণ, নিয়ম মেনে চলা), আবেগিক (যেমন : হার-জিতের সাথে মানিয়ে নেয়া) বিকাশ ও স্বাস্থ্য সংরক্ষণে (যেমন : পেশিজ সঞ্চালন) শারীরিক শিক্ষার অনস্বীকার্য ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে।

ইতোপূর্বে শারীরিক শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শিখন বা পারদর্শিতা মূল্যায়নের জন্য কোনো নির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা ছিলনা এবং কোনো নম্বর বরাদ্দ ছিল না। ফলে বিষয়টির শিখন-শেখানো কার্যাবলিতে শিশুদের অংশগ্রহণ পরিকল্পিতভাবে সংঘটিত হয়নি। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে বিষয়টির যথাযথ মূল্যায়নকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং এ প্রেক্ষিতে ৫০ নম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে।

শারীরিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষার্থীদের শিখন/পারদর্শিতা যথাযথভাবে মূল্যায়ন করার জন্য দুইধরনের মূল্যায়ন পরিকল্পনা করা হয়েছে, যার একটি হলো ধারাবাহিক এবং অপরটি সামষ্টিক। মূল্যায়নের কাজে শিক্ষককে সহায়তা করার জন্য একটি ধারাবাহিক ও একটি সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষকগণ মূল্যায়ন কাঠামো অনুসরণ করে ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট শিখনফল অর্জনে সহায়তা করবেন।

২. সাধারণ নির্দেশনা

- সুনির্দিষ্ট মূল্যায়ন কাঠামো অনুসরণ করে শিক্ষক ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করবেন।
- ধারাবাহিক মূল্যায়ন শিখন-শেখানো কার্যাবলির সাথে সমন্বয় করে শ্রেণিকক্ষের অনানুষ্ঠানিক, আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হবে। এর জন্য আলাদা কোনো সময় বরাদ্দ রাখা যাবে না বা কোনোরূপ শ্রেণি পরীক্ষার আয়োজন করা যাবে না। শিক্ষক শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়ন করবেন।
- ধারাবাহিক মূল্যায়নের মূল লক্ষ্য অনুযায়ী শিক্ষক ফলাবর্তন প্রদান ও নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করবেন।
- শিক্ষক প্রতিমাসে একবার করে প্রত্যেক প্রান্তিকে মোট তিনবার ধারাবাহিক মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন। ধারাবাহিক মূল্যায়নের ফলাফল সংশ্লিষ্ট প্রান্তিকের সামষ্টিকের সাথে যোগ করে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করতে হবে।
- প্রতি শিক্ষাবর্ষে মোট তিনবার সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। যেমন : ১ম প্রান্তিক, ২য় প্রান্তিক, ৩য় প্রান্তিক।
- ধারাবাহিক এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামোতে মূল্যায়ন পদ্ধতি, টুলস এর কিছু নমুনা ও উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষক নমুনা অনুযায়ী নিজে মূল্যায়ন টুলস তৈরি করবেন।
- শারীরিক শিক্ষা বিষয়টি তিনটি ক্ষেত্র বিবেচনায় রেখে মূল্যায়ন করতে হবে। এগুলো হলো বিষয়জ্ঞান, স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের চর্চা, ব্যবহারিক /খেলাধুলা।
- শিক্ষক প্রতি প্রান্তিকের জন্য প্রতিমাসে একবার করে মোট তিনবার ধারাবাহিক মূল্যায়নের নম্বর সংরক্ষণ ছকে রেকর্ড করবেন।
- বিষয়বস্তুর মূল প্রতিপাদ্য বাস্তব প্রেক্ষাপটের সাথে সংশ্লিষ্ট করে শিক্ষার্থীকে শিখন-শেখানো কার্যাবলিতে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে যাতে শিক্ষার্থী বাস্তবতা ও পাঠের বিষয়ের মধ্যে (যেমন : সুস্বাস্থ্য ও খেলাধুলা) মিল খুঁজে পায়।
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক নমনীয়ভাবে মূল্যায়ন করবেন।

শারীরিক শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন

১ম থেকে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিখন/পারদর্শিতা মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে দুইধরনের মূল্যায়ন ব্যবহার করতে হবে। এর একটি হলো 'ধারাবাহিক মূল্যায়ন' এবং অপরটি 'সামষ্টিক মূল্যায়ন'। এই দুইটি মূল্যায়ন বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট নম্বর বণ্টন, মূল্যায়ন কাঠামো, পদ্ধতি, কৌশল ও টুলস পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হয়েছে।

৩. ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের নম্বর বণ্টন

শারীরিক শিক্ষা বিষয়ে ১ম - ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন হারে নম্বর বণ্টন করা হয়েছে। সারণি ১-এ শ্রেণি ও মূল্যায়নের ক্ষেত্র অনুযায়ী ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের বিস্তারিত নম্বর বিভাজন উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ১ : শ্রেণি এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্র অনুযায়ী শারীরিক শিক্ষার ১ম-২য়-৩য় প্রান্তিকে ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের নম্বর বণ্টন

শ্রেণি	*ধারাবাহিক মূল্যায়ন*				*সামষ্টিক মূল্যায়ন*			সর্বমোট (ক)+(খ)	প্রান্তিক
	স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের চর্চা	বিষয়জ্ঞান	ব্যবহারিক (খেলাধুলায় অংশগ্রহণ)	মোট (ক)	বিষয়জ্ঞান (মৌখিক)	ব্যবহারিক (খেলাধুলায় অংশগ্রহণ)	মোট (খ)		
১ম	১০	১০	১০	৩০	৫	১৫	২০	৫০	১ম-২য়-৩য়
২য়	১০	১০	১০	৩০	৫	১৫	২০	৫০	১ম-২য়-৩য়
৩য়	৫	৫	১০	২০	১০	২০	৩০	৫০	১ম-২য়-৩য়
৪র্থ	৫	৫	১০	২০	১০	২০	৩০	৫০	১ম-২য়-৩য়
৫ম	৫	৫	১০	২০	১০	২০	৩০	৫০	১ম-২য়-৩য়
প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়ন									
৫ম শ্রেণির ১ম, ২য় ও ৩য় প্রান্তিকে অনুষ্ঠিত ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত মোট নম্বরের গড়ের নম্বরের শতকরা ২০ ভাগ নম্বর ৫ম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায় অন্যান্য বিষয়ে প্রাপ্ত মোট নম্বরের সাথে যোগ করতে হবে।									
১. প্রথমে নিচের সূত্র অনুযায়ী ১ম, ২য় ও ৩য় প্রান্তিকে মোট ১৫০ (৫০+৫০+৫০) -এর মধ্যে প্রাপ্ত নম্বরের গড় নির্ণয় করতে হবে। তিনটি প্রান্তিকে প্রাপ্ত নম্বরের গড় $= \frac{\text{১৫০-এ প্রাপ্ত মোট নম্বর}}{\text{৩}}$					২. পরে নিচের সূত্র অনুযায়ী গড় নম্বরের শতকরা ২০ ভাগ নির্ণয় করতে হবে। গড় নম্বরের শতকরা ২০ ভাগ নম্বর $= \frac{\text{গড় নম্বর}}{\text{১০০}} \times \text{২০}$				

১ম থেকে ৫ম শ্রেণির নম্বর বণ্টন

১ম ও ২য় শ্রেণির তিনটি প্রান্তিকে শারীরিক শিক্ষার ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য একই নম্বর বণ্টন পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। এই দুইটি শ্রেণির প্রতিটিতে ধারাবাহিকের ৩টি ক্ষেত্রের জন্য মোট ৩০ এবং সামষ্টিকের দুইটি ক্ষেত্রের জন ২০ নম্বর করে সর্বমোট ৫০ নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে। ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির ক্ষেত্রেও তিনটি প্রান্তিকে একই নম্বর বণ্টন পদ্ধতি অনুসরণ করে মূল্যায়ন সংঘটিত হবে। এক্ষেত্রে ধারাবাহিকের ৩টি ক্ষেত্রের জন্য মোট ২০ নম্বর এবং সামষ্টিকের দুইটি ক্ষেত্রের জন্য ৩০ নম্বর করে সর্বমোট ৫০ নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়ন

শারীরিক শিক্ষা বিষয়ে সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না। তবে ৫ম শ্রেণির ১ম, ২য় ও ৩য় প্রান্তিকে প্রাপ্ত নম্বর থেকে শতকরা ২০ ভাগ নম্বর অন্যান্য বিষয়ে প্রাপ্ত মোট নম্বরের সাথে যোগ করতে হবে। এখানে অন্যান্য বিষয় বলতে বাংলা, গণিত, ইংরেজি, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, প্রাথমিক বিজ্ঞান ও চারটি ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার বিষয়কে বোঝানো হয়েছে।

৪. শারীরিক শিক্ষার ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো

শিক্ষককে কার্যকরভাবে ধারাবাহিক মূল্যায়ন পরিচালনায় সহায়তা করার জন্য একটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো সারণি ২-এ উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রদত্ত ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামোতে পাঁচটি কলাম আছে। কলামগুলো হলো মূল্যায়নের ক্ষেত্র, মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয়, মূল্যায়ন পদ্ধতি, মূল্যায়ন টুলস এবং উদাহরণ।

মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও বিবেচ্য বিষয় : শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে শারীরিক শিক্ষা মূল্যায়নের তিনটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। মূল্যায়নের তিনটি প্রধান ক্ষেত্র হলো, (ক) বিষয়জ্ঞান, (খ) স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের চর্চা এবং (৩) ব্যবহারিক/খেলাধুলায় অংশগ্রহণ। এই ক্ষেত্রসমূহ অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং সাধারণ। এই ক্ষেত্রসমূহ থেকে কী মূল্যায়ন করতে হবে তা আরো সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে 'মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয়' কলামে। 'সহায়ক তথ্য' অংশে এই ক্ষেত্রসমূহের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

মূল্যায়ন পদ্ধতি ও টুলস: ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন শিখন উদ্দেশ্য/ফল অর্জনে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি, কৌশল ও উপকরণ ব্যবহার করা হয়। শারীরিক শিক্ষা বিষয়ের উপরেল্লিখিত তিনটি ক্ষেত্রের ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য চার ধরনের পদ্ধতি নির্বাচন করা হয়েছে। যেমন : মৌখিক পদ্ধতি, পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি, অভিভাবকের সাক্ষাৎকার ও সহপাঠী দ্বারা মূল্যায়ন।

বিষয়জ্ঞান মূল্যায়নের জন্য মৌখিক পদ্ধতি এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের চর্চা সম্পর্কিত শিখন আচরণ মূল্যায়নের জন্য পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষের বাইরে বাড়িতে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের চর্চা করে কি না তা মূল্যায়নের জন্য মা-সমাবেশ, অভিভাবক সমাবেশ, উঠোন বৈঠক ইত্যাদি কার্যক্রমে সুবিধাজনক সময়ে অভিভাবক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মূল্যায়ন করতে হবে। এছাড়া শিক্ষার্থী যে সময়টা তার সহপাঠী বা বন্ধু-বান্ধবের সাথে কাটায় সে সময়ে সম্ভাব্য শিখন মূল্যায়নের জন্য সহপাঠী দ্বারা মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে।

মৌখিক পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করার জন্য সাধারণত মৌখিক প্রশ্নের তালিকা (চেকলিস্ট), শিক্ষার্থীর আচরণের মাধ্যমে প্রদর্শিত শিখন (পারদর্শিতা) মূল্যায়নের জন্য পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট, অভিভাবক বা সহপাঠী মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নের তালিকা বা চেকলিস্ট টুলস হিসেবে ব্যবহার করা হবে।

এই বিষয়ের অন্তর্গত শিখনফলের প্রকৃতি বিবেচনা করে শুধু মৌখিক ও ব্যবহারিক (খেলাধুলা) কার্যক্রমের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হবে; কোনো লিখিত পরীক্ষা হবে না।

সারণি ২- এর শেষ কলামে মূল্যায়নের ক্ষেত্র, বিষয়, পদ্ধতি ও টুলস সম্পর্কিত কিছু উদাহরণ সংযোজন করা হয়েছে। শারীরিক শিক্ষার বিষয় শিক্ষক এই উদাহরণসমূহ অনুসরণ করে নিজ নিজ মূল্যায়ন পদ্ধতি ও উপকরণ নির্বাচন করে ধারাবাহিক মূল্যায়নের কাজে ব্যবহার করবেন।

সারণি ২: ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
বিষয়জ্ঞান (১ম-৫ম শ্রেণি)	প্রত্যেক প্রান্তিকের জন্য নির্দিষ্ট শ্রেণির নির্ধারিত বিষয়বস্তু বিবেচনা করতে হবে।	মৌখিক	মৌখিক প্রশ্নের চেকলিস্ট	শিখন-শেখানো কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শিক্ষক পাঠ চলাকালীন উপযুক্ত সময়ে বিভিন্ন মৌখিক প্রশ্ন ব্যবহার করবেন, যা শিক্ষার্থীরা মৌখিকভাবে উত্তর দিবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে তাদেরকে যথাযথ ফলাবর্তন দিবেন। শিক্ষক নির্ধারিত বিষয়বস্তুর আলোকে মৌখিক প্রশ্নের তালিকা/ চেকলিস্ট তৈরি করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক নির্দেশিকায় ব্যবহৃত প্রশ্নের সহযোগিতা নিতে পারেন। নমুনা মৌখিক প্রশ্নের চেকলিস্ট - ● খাদ্য কাকে বলে? ● খাদ্যের কাজ কী? ● সুষম খাদ্য কাকে বলে? ● খাদ্যের উপাদানগুলো কী কী?

সারণি ২: ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
				● পানি শরীরের কী কাজে লাগে? ● পচা-বাসি খাবার পরিহার করা উচিত কেন? ● ভিটামিন শরীরের কী কাজে লাগে?
স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের চর্চা (১ম - ৫ম শ্রেণি)	নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু বিবেচনা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ : ● ব্যক্তিগত ও পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতা ● খাদ্য ও এর গুরুত্ব ● পরিমিত খেলাধুলা, বিশ্রাম ও ঘুম ● দৈনন্দিন জীবনে দুর্ঘটনা ● দলনেতা নির্বাচন, সহযোগিতা ও শ্রদ্ধাবোধ ● প্রাথমিক চিকিৎসা	পর্যবেক্ষণ (পারফরম্যান্স)	পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট (নখ কাটা ও পরিষ্কার, চুল পরিষ্কার ও পরিপাটি, পরিষ্কার পোশাক, পরিষ্কার দাঁত যেখানে-সেখানে কফ-থুতু না ফেলা)	শিক্ষার্থী স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে সে অনুযায়ী জীবনযাপন চর্চা করছে কি না? শিক্ষক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তা মূল্যায়ন করবেন। পাঠ চলাকালীন অথবা পাঠ সমাপান্তে অথবা খেলার মাঠে পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট অনুযায়ী শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করবেন। মূল্যায়নের ভিত্তিতে শিক্ষক তাদেরকে যথাযথ ফলাবর্তন দিবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক পর্যবেক্ষণ চিকলিস্ট ব্যবহার করবেন। নমুনা পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট : ● হাত, পা, নাক, মুখ, দাঁত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কি না? ● চুল পরিষ্কার ও পরিপাটি করে আঁচড়ানো কি না? ● পরিষ্কার পোশাক পরিধান করছে কি না? ● যেখানে- সেখানে কফ-থুতু ফেলছে কি না? এ ছাড়া শিক্ষক ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমেও প্রযোজ্যক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষে শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করতে পারেন। যেমন : ● প্রাথমিক চিকিৎসা; ● দৈনন্দিন জীবনে দুর্ঘটনা ও প্রতিকার; ● নেতা নির্বাচন ইত্যাদি
		অভিভাবকের সাক্ষাৎকার	প্রশ্নের চেকলিস্ট	বিদ্যালয়ে নির্ধারিত মা সমাবেশ বা অভিভাবক সমাবেশ বা উঠোন বৈঠক বা হোমভিজিট ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষক সুবিধাজনক সময়ে অভিভাবক সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করতে পারেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক পূর্বেই নির্ধারিত প্রশ্নের একটি চেকলিস্ট তৈরি করে নিবেন। উদাহরণস্বরূপ, ● স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের নিয়ম মেনে চলে কি না? ● সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ, হাত পরিষ্কার করে কি না? ● নামাজ আদায় বা প্রার্থনা করে কি না? ● খাবার আগে ও পরে হাত ধৌত করে কি না? ● সঠিকভাবে শৌচাগার ব্যবহার করে কি না? ● নিজবাড়ি, বাড়ির আঙিনা, পড়ার টেবিল পরিষ্কার রাখে কি না? ● নিরাপদ পানি পান করে কি না? ● খাবার স্যালাইন তৈরি করতে পারে কি না?
		সহপাঠী দ্বারা মূল্যায়ন	প্রশ্নের চেকলিস্ট	শিক্ষক সহপাঠী দ্বারা মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থী যাচাই করতে পারেন। সকল বিষয় সহপাঠী দ্বারা মূল্যায়ন সম্ভব নয়। যে সকল বিষয় সহপাঠী দ্বারা মূল্যায়ন করবেন, পূর্বেই সে বিষয়ের প্রশ্নতালিকা তৈরি করবেন।

সারণি ২: ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
				উদাহরণস্বরূপ, ● যেখানে-সেখানে কফ-থুতু, ময়লা আবর্জনা ফেলে কি না? ● বাইরের খোলা, পচা, বাসি খাবার খায় কি না? ● নিরাপদ পানি পান করে কি না? ● ক্ষতিকর জীবজন্তু ও বিভিন্ন দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলে কি না? ● বন্ধুত্ব, ধৈর্য, শৃঙ্খলা, সহমর্মিতা, সহযোগিতা, সহনশীলতা ইত্যাদি গুণ আছে কি না?
ব্যবহারিক/ খেলাধুলা	● খেলাধুলা ● প্রাত্যহিক সমাবেশ ● লাইন ফাইলে দাঁড়ানো ● ছড়াগানের তালে তালে পিটি ● দলনেতা নির্বাচন ● স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবস ● বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা	পর্যবেক্ষণ পারদর্শিতা (পারফরমেন্স)	পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট	নির্ধারিত পাঠের খেলাধুলা বা activities (শ্রেণিকক্ষে অথবা খেলার মাঠে) এ শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করছে কি না ও চর্চা করে সফলকাম হচ্ছে কি না শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। উদাহরণস্বরূপ, ● লাইন ও ফাইলে দাঁড়ানো অনুশীলন ● গড়াগড়ি ও ডিগবাজি অনুশীলন ● ইনডোর ও আউট ডোর গেমসে অংশগ্রহণ ও অনুশীলন ● ব্যাডমিন্টন খেলা ● ছড়াগানের মাধ্যমে ছন্দময় অঙ্গভঙ্গি অনুশীলন ● সমবেত ব্যায়াম ও শরীরচর্চা ★ পরিশিষ্ট ১ - এ সামষ্টিক মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্নপত্র সংযোজন করা হয়েছে।

৫. শারীরিক শিক্ষা বিষয়ের সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো

বিষয় শিক্ষকের জন্য সামষ্টিক মূল্যায়নের দিকনির্দেশনা হিসেবে একটি কাঠামো সারণি ৩ - এ উপস্থাপন করা হয়েছে। এই কাঠামোটি যথারীতি ৫টি কলামে সজ্জিত; যেখানে মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও বিবেচ্য বিষয়, মূল্যায়ন পদ্ধতি ও উপকরণ সম্পর্কে উদাহরণসহ দিকনির্দেশনা রয়েছে। প্রত্যেক প্রান্তিকে শিক্ষকগণ এই কাঠামো অনুসরণ করে মূল্যায়নের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি নির্বাচন করবেন ও টুলস তৈরি করবেন।

শারীরিক শিক্ষা বিষয়ে ১ম - ৫ম শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর 'বিষয়জ্ঞান' এবং ব্যবহারিক/খেলাধুলা সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। সব শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিষয়জ্ঞান মৌখিক পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করা হবে। এর জন্য মৌখিক প্রশ্নের চেকলিস্ট টুলস বা উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হবে। অপর দিকে খেলাধুলা বা ব্যবহারিক মূল্যায়নের জন্য পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। শিক্ষক পূর্বে তৈরি পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট ব্যবহার করবেন।

সারণি ৩ : সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	মন্তব্য/উদাহরণ
বিষয়জ্ঞান ১ম-৫ম শ্রেণি	প্রত্যেক প্রান্তিকের জন্য নির্ধারিত পাঠক্রম অনুযায়ী শিক্ষক নির্দেশিকায় বর্ণিত বিষয়বস্তু বিবেচনা করতে হবে।	মৌখিক	মৌখিক প্রশ্নাবলির চেকলিস্ট	সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রান্তিকের জন্য নির্ধারিত পাঠক্রমের (syllabus) মধ্য থেকে শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীর জন্য এক ও অভিন্ন প্রশ্নমালা তৈরি করবেন। একই প্রশ্নমালার আলোকে সকল শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করবেন। যেমন- ● ক্রিকেট পিচের দৈর্ঘ্য কত? ● ক্রিকেট বলের ওজন কত?

সারণি ৩ : সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	মন্তব্য/উদাহরণ
				• ক্রিকেটে কত প্রকারের আউট রয়েছে? • ওভার কত বলে? • 'নো বল' কেন হয়? • LBW অর্থ কী? • উইকেটের পিছনে যে থাকে তাকে কী বলে?
ব্যবহারিক/ খেলাধুলা ১ম-৫ম শ্রেণি	প্রত্যেক প্রান্তিকের জন্য নির্ধারিত পাঠ্যসূচি অনুযায়ী নির্ধারিত খেলাধুলা বা ব্যবহারিক কার্যাবলি। যেমন: • খেলাধুলা (অন্তঃকক্ষ, বহিরাঙ্গন) • পিটি ও ছন্দময় ব্যায়াম • প্রাত্যহিক সমাবেশ • বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা • ফুটবল, ক্রিকেট • ব্যাডমিন্টন	পর্যবেক্ষণ	পর্যবেক্ষণ	প্রত্যেক প্রান্তিকের জন্য নির্ধারিত পাঠক্রমের (syllabus) অন্তর্ভুক্ত ব্যবহারিক/খেলাধুলার অংশগুলো থেকে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে মূল্যায়নের জন্য একটি খেলা নির্বাচন করবেন। শিক্ষার্থীরা মাঠে সেই অনুযায়ী খেলাধুলা প্রদর্শন করবে। শিক্ষক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দক্ষতা বিবেচনা করে মূল্যায়ন করবেন। যেমন : • ফুটবল • অন্তঃকক্ষ ও বহিরাঙ্গন খেলা • পিটি ও ছন্দময় ব্যায়াম • ক্রিকেট ইত্যাদি ★ পরিশিষ্ট ২-এ সামষ্টিক মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্নপত্র সংযোজন করা হয়েছে।

৬. মূল্যায়নের ফলাফল সংরক্ষণ

মূল্যায়ন-ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর সংরক্ষণ করা। একটি যথাযথ ফলাফল সংরক্ষণ ছকে শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের ফলাফল সংরক্ষণ বা রেকর্ড করতে হবে। ধারাবাহিক এবং সামষ্টিক মূল্যায়নের ফলাফল সংরক্ষণ করা মূল্যায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। শারীরিক শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ফলাফল সংরক্ষণ করার জন্য একটি নমুনা ফলাফল সংরক্ষণ ছক এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ৪ : শারীরিক শিক্ষা (১ম - ৫ম শ্রেণি) বিষয়ের মূল্যায়ন ফলাফল সংরক্ষণ ছক - ধারাবাহিক ও সামষ্টিক (সমন্বিত)

শ্রেণি: ..... **প্রথম/দ্বিতীয়/তৃতীয় প্রান্তিক মূল্যায়ন, ২০১.....** **বিষয়: শারীরিক শিক্ষা**

রোল নম্বর	শিক্ষার্থীর নাম	ধারাবাহিক মূল্যায়ন														সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর	সর্বমোট নম্বর**
		১ম মাস:				২য় মাস:				৩য় মাস:				তিন মাসে মোট প্রাপ্ত নম্বর	প্রাপ্ত গড় নম্বর*		
		বিষয়জ্ঞান	স্বাস্থ্যকর জীবন-যাপনের চর্চা	ব্যবহারিক	মোট	বিষয়জ্ঞান	স্বাস্থ্যকর জীবন-যাপনের চর্চা	ব্যবহারিক	মোট	বিষয়জ্ঞান	স্বাস্থ্যকর জীবন-যাপনের চর্চা	ব্যবহারিক	মোট				
		....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	...	...	....	....
০১	-																
০২	-																
০৩	-																
০৪																	
০৫																	

নোট: ব্যবহারিক = খেলাধুলায় অংশগ্রহণ

নির্দেশনা:

- সারণির ১ম সারিতে প্রযোজ্য শ্রেণি এবং প্রান্তিকের ওপর টিক চিহ্ন (✓) দিন, যথাস্থানে সাল ও মাসের নাম লিখুন।
- একটি প্রান্তিকে ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরের তিন মাসের মোট নির্ণয় করে তাকে ৩ দিয়ে ভাগ করে গড় নির্ণয় করুন। এই গড় নম্বরটি নির্দিষ্ট প্রান্তিকে ধারাবাহিকে প্রাপ্ত নম্বর।
- ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত এই নম্বরটি সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করে প্রান্তিকে প্রাপ্ত মোট নম্বর নির্ণয় করুন।

* ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত গড় নম্বর $= \frac{\text{১ম মাসে প্রাপ্ত নম্বর + ২য় মাসে প্রাপ্ত নম্বর + ৩য় মাসে প্রাপ্ত নম্বর}}{৩} = \frac{\text{তিন মাসে প্রাপ্ত মোট নম্বর}}{৩}$

** সর্বমোট নম্বর = ধারাবাহিকে মূল্যায়নে প্রাপ্ত গড় নম্বর (৩০/২০-এর মধ্যে) + সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর (২০/৩০-এর মধ্যে)

৭. সহায়ক তথ্য

স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের চর্চা

শিক্ষার্থী স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের চর্চা করছে কি না তা দৈনন্দিন শিখন-শেখানে কার্যাবলির অংশ হিসাবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক ধারাবাহিক মূল্যায়ন করবেন। যেমন- নখ কাটা, পরিষ্কার পোশাক পরিধান, দাঁতব্রাশ, পরিপাটি চুল, পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতা, যেখানে-সেখানে কফ-থুতু না ফেলা, যথাযথ টয়লেটের ব্যবহার, সুষম খাদ্য গ্রহণ, পচা-বাসি খাবার না খাওয়া, হাত ধুয়ে খাবার গ্রহণ, পরিমিত ঘুম, বিশ্রাম, প্রাথমিক চিকিৎসা, ক্ষতিকর জীবজন্তু ও দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলা ইত্যাদি। এ সকল বিষয় স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষক প্রত্যেক প্রান্তিকের এ সম্পর্কিত পাঠ অনুযায়ী বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করবেন। শিক্ষক ধারাবাহিক মূল্যায়ন ছকে দেওয়া উদাহরণ অনুসরণ করে পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট তৈরি করবেন।

পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট

শারীরিক শিক্ষা বিষয়ের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। পর্যবেক্ষণের একটি অন্যতম টুলস হলো পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট। পর্যবেক্ষণ চেকলিস্টে একটি নির্ধারিত কোন কোন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করতে হবে, তা লিপিবদ্ধ থাকে। কোন বিষয়ের জন্য কত নম্বর তা নির্ধারণ করা থাকে। বিদ্যালয়ের শ্রেণি কাজের পাশাপাশি অন্যান্য কর্মকাণ্ড। যেমন- দৈনিক সমাবেশ, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক ও জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠান ইত্যাদি কার্যক্রমে শিক্ষার্থীর আগ্রহ, অংশগ্রহণে স্বতস্ফূর্ততা, আচরণ মূল্যায়নের জন্য পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এই কর্মকাণ্ডগুলো পর্যবেক্ষণের জন্য চেকলিস্ট তৈরি করে তার মাধ্যমে মূল্যায়ন করতে হবে। প্রত্যেক বিষয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন চেকলিস্ট তৈরি করতে হবে।এ বিষয়ে শিক্ষক পরিশিষ্টে দেওয়া উদাহরণের সহায়তা নিবেন।

ধারাবাহিক মূল্যায়ন

শ্রেণিতে কোনো পাঠের শুরুতে, পাঠ চলাকালীন ও পাঠের শেষে যে মূল্যায়ন করা হয়, তাকে ধারাবাহিক মূল্যায়ন বলে। ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন দুর্বলতা উত্তরণের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যাবলির মাধ্যমে পাঠ সঠিকভাবে অগ্রসর হচ্ছে কি না তা জানা যায়। শ্রেণি কার্যক্রম শেষে শিক্ষার্থী কতটুকু লাভবান হচ্ছে তা নিশ্চিত হওয়া যায়।

প্রশ্ন তালিকা

মৌখিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী মূল্যায়নের অন্যতম টুলস হলো প্রশ্নতালিকা। শিক্ষক যে বিষয়ে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করবেন, সে বিষয়ের উপর বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে প্রশ্নতালিকা তৈরি করবেন, যাতে সহজে উক্ত তালিকা থেকে প্রশ্ন করে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করতে পারেন। প্রতিটি বিষয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নতালিকা তৈরি করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়ন ছকে দেওয়া উদাহরণ অনুসরণ করে প্রশ্নতালিকা তৈরি করবেন।

সহপাঠীর দ্বারা মূল্যায়ন

প্রশ্নতালিকা, অভিভাবকের সাক্ষাৎকার, ভূমিকাভিনয় ইত্যাদির মাধ্যমে অনেক বিষয় মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় না। যেমন : বন্ধুত্ব, ধৈর্য, শৃঙ্খলা, সহমর্মিতা, সহযোগিতা, সহনশীলতার গুণ আছে কি না? বাইরের খোলা, পচা, বাসি খাবার খায় কি না? নিরাপদ পানি পান করে কি না? ক্ষতিকর জীবজন্তু ও বিভিন্ন দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলে কি না? ইত্যাদি। এক্ষেত্রে সহপাঠী দ্বারা মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করতে হবে।

৮. পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১ : ধারাবাহিক মূল্যায়ন (নমুনা প্রশ্ন)

বিষয় : শারীরিক শিক্ষা (১ম-৫ম শ্রেণি)

মূল্যায়নের ক্ষেত্র : ব্যবহারিক

নমুনা পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট

১. দীর্ঘ লাফ

ক. শারীরিক দক্ষতা
খ. রান আপ
গ. টেক অফ
ঘ. ল্যান্ডিং
ঙ. দূরত্ব

২. দৌড়

ক. শারীরিক দক্ষতা
খ. স্টার্টিং পজিশন/দাঁড়ানোর অবস্থান
গ. গতি
ঘ. দৌড় সমাপ্ত
ঙ. দৌড়ের সময়

৩. অনুকরনমূলক খেলা

ক. শারীরিক দক্ষতা
খ. সঠিকভাবে অনুকরণ
গ. হাত, পা ও শরীরের অবস্থান
ঘ. নির্ধারিত প্রাণীর মতো ডাকা

পরিশিষ্ট ২ : সামষ্টিক মূল্যায়ন (নমুনা প্রশ্ন)

বিষয় : শারীরিক শিক্ষা (৪র্থ - ৫ম শ্রেণি)
মূল্যায়নের ক্ষেত্র : ব্যবহারিক (খেলাধুলায় অংশগ্রহণ)
খেলার নাম : ফুটবল, নম্বর : ২০

শিক্ষক নির্ধারিত শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সংখ্যাকে ভাগ করে দল গঠন করবেন। তিনি প্রয়োজন অনুযায়ী ৭, ৯, অথবা ১১ জন সদস্য নিয়ে একটি দল গঠন করতে পারেন এবং ফুলের নাম, কিংবা অন্য কোনো নামে দলগুলোর নামকরণ করতে পারেন। নির্ধারিত পরীক্ষার দিন বিদ্যালয়ের মাঠে অথবা পার্শ্ববর্তী কোনো খোলা জায়গায় বিভিন্ন দলের সাথে প্রতিযোগিতার আয়োজন করবেন। খেলার সময়কাল ২০/২৫ মিনিটের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। খেলা চলাকালীন শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন এবং নিম্নে বর্ণিত পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট অনুযায়ী নম্বর প্রদান করবেন।

১. শারীরিক দক্ষতা - ৪
২. বল নিয়ন্ত্রণ ও পাসিং - ৪
৩. দলীয় সমঝোতা - ৪
৪. শৃঙ্খলা - ৪
৫. স্বতঃস্ফূর্ততা/আগ্রহ - ৪

চারু ও কারুকলা বিষয়ের মূল্যায়ন নির্দেশনা

শ্রেণি : ১ম - ৫ম

চারু ও কারুকলা বিষয়ের মূল্যায়ন পদ্ধতি ও টুলস

১. ভূমিকা

প্রাথমিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হচ্ছে শিশুর সার্বিক বিকাশে সহায়তা করা। অর্থাৎ, শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, নান্দনিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং মানবিক বিষয়ে সার্বিক বিকাশ ও উন্নয়ন সাধন করা। শিশুর স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার সাথে সংশ্লিষ্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তার মধ্যে কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতার বিকাশ। শিশুকে উত্তরোত্তর তার পরিবেশের বিভিন্ন অবস্থার সাথে মানিয়ে চলতে হয়। এসব অবস্থার কিছু শিশু বান্ধব আর কিছু বিরোধপূর্ণ। বিভিন্ন অবস্থায় মানিয়ে চলার জন্য শিশুর সৃজনশীলতা আর কল্পনাশক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। ইউনেসকোর মতে, শিশু বয়স থেকে সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা উচিত। এর ফলে শিশু সহায়ক/বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে আত্মসম্মান (self-esteem) ও পারস্পরিক সম্মানবোধ (mutual respect) নিয়ে বেড়ে ওঠে, যা প্রকারান্তরে শিশুর পরিবেশে শান্তির সংস্কৃতি বিস্তারে সহায়ক। প্রাথমিক শিক্ষার যে সাধারণ উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা, সৌন্দর্যচেতনা, সুকুমারবৃত্তি ও নান্দনিকবোধের বিকাশ এবং সৃজনশীলতায় আনন্দলাভ ও সৌন্দর্য উপভোগের মানসিকতা অর্জন। প্রাথমিক স্তরের শিশুদের এই যোগ্যতাগুলো অর্জনে সহায়তা করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের আওতায় প্রণীত হয়েছে চারু ও কারুকলা বিষয়টি।

যেকোনো বিষয়ের নির্ধারিত শিখনফল অর্জন নির্ভর করে একটি কার্যকর মূল্যায়ন ব্যবস্থার ওপর। ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির চারু ও কারুকলা বিষয়ে প্রচলিত মূল্যায়ন পদ্ধতিতে (প্রধানত সাময়িক পরীক্ষাকেন্দ্রিক) শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনের সুযোগ সীমিত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চারু ও কারুকলা বিষয়ের শিখনফল অর্জনের সহায়তা করার জন্য প্রান্তিক মূল্যায়নের পাশাপাশি ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রবর্তন করা হয়েছে। ধারাবাহিক মূল্যায়ন শ্রেণিকক্ষের শিখন-শেখানো কার্যাবলির সাথে সমন্বিত করে অনুষ্ঠিত হবে। ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন দুর্বলতা চিহ্নিত করে তাকে কার্যকর ফলাবর্তন দেওয়া যায় এবং পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে তার শিখনফল অর্জন নিশ্চিত করা যায়। চারু ও কারুকলা বিষয়ের মূল্যায়ন নির্দেশিকার উদ্দেশ্য হলো শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়নের জন্য দিকনির্দেশনা প্রদান করা। এই মূল্যায়ন নির্দেশিকায় একটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো ও একটি সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো সংযোজন করা হয়েছে। ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামোর ভিত্তিতে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীকে নিয়মিত মূল্যায়ন করবেন ও ফলাবর্তন দিবেন এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামোর ভিত্তিতে শিক্ষক প্রান্তিকের শেষভাগে অনুষ্ঠিত মূল্যায়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করবেন।

২. সাধারণ নির্দেশনা

- ধারবাহিক মূল্যায়ন কোনো আনুষ্ঠানিক মূল্যায়ন নয়। এটি শেণিকক্ষের অনানুষ্ঠানিক পরিবেশে শিখন-শেখানো কার্যাবলির অংশ হিসেবে পরিচালিত হবে।
- ধারাবাহিক মূল্যায়নের মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করা তাই প্রয়োজনে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করবেন।
- চারু ও কারুকলার জন্য দুইটি ক্ষেত্র বিবেচনায় রেখে মূল্যায়ন করতে হবে। ক্ষেত্র দুইটি হলো, বিষয়জ্ঞান ও হাতে-কলমে কাজ।
- শিক্ষক ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামোতে বর্ণিত পদ্ধতি এবং টুলস ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।
- শিক্ষক প্রতি মাসে একবার করে প্রত্যেক প্রান্তিকে মোট তিনবার ধারাবাহিক মূল্যায়নের ফলাফল সংরক্ষণ ছকে রেকর্ড করবেন।
- প্রতি শিক্ষাবর্ষে প্রত্যেক প্রান্তিকের শেষভাগে একবার করে মোট তিনবার সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে।
- ধারাবাহিক এবং সামষ্টিক মূল্যায়নের কিছু নমুনা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে শিক্ষক নমুনা দেখে প্রশ্ন তৈরি করবেন।
- ধারাবাহিক মূল্যায়নের ফলাফল সংশ্লিষ্ট প্রান্তিকের সামষ্টিকের সাথে যোগ করে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করতে হবে।

মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক নিচের বিষয়গুলো বিবেচনাা করবেনঃ

- মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীকে যে বিষয়ে ছবি আঁকার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তা শিক্ষার্থীর কাছে সুস্পষ্ট ও বোধগম্য হয়েছে কি না তা নিশ্চিত হয়ে নিবেন।
- শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী ছবির বিষয় সাজানো, রংলেপন, আলোছায়া, অনুপাত ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষার্থী পারদর্শিতা দেখাতে পারছে কি না শিক্ষক তা মূল্যায়ন করবেন এবং সকল শিশু যেন তার সামর্থ্য অনুযায়ী রং লেপন, আলোছায়ার যথাযথ প্রয়োগে পারদর্শিতা অর্জন করতে পারে তা শিক্ষক নিশ্চিত করবেন।
- কোনো শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষককে সচেতন থাকতে হবে, যেসব শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা একই হবে না। বিভিন্ন শিক্ষার্থী বিভিন্নভাবে তার পারদর্শিতা দেখাতে পারে। একটি উদাহরণ বিবেচনা করা যাক। ধরা যাক, একজন শিক্ষক আপেল আঁকার নির্দেশনা দেওয়ার সময় আপেলের আকার, আকৃতি ও রং সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কোনো একজন শিক্ষার্থী শিক্ষকের নির্দেশমতো আপেল এঁকে আপেলের একটি অংশে কালো রঙ দিয়েছে। শিক্ষক আপেলের জন্য কালো রং প্রযোজ্য নয় মনে করে শিক্ষার্থীর নম্বর কমিয়ে দিতে পারেন এবং শিক্ষার্থীকে তিরস্কারও করতে পারেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক নিজ সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে শিক্ষার্থীর কাছে কালো রং করার কারণ জানতে চাইবেন। যেমন, শিক্ষার্থী বলতে পারে যে আপেলের কালো অংশটি পচা। এই ধরনের বিকল্প উত্তরের জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীকে নম্বর দিবেন। এর ফলে শিক্ষার্থীর কল্পনা ও চিন্তাশক্তির বাহিঃপ্রকাশ উৎসাহিত হবে।
- শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা অপ্রাসঙ্গিক মনে হলে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিবেন। যেমন : কোনো শিশু গাঁদাফুলের ছবি এঁকে তাতে হলুদের পরিবর্তে নীল অথবা সবুজ রং দিয়েছে। এখানে শিশুর ছবিটির জন্য শূন্য দেয়া যাবে না। অনুরূপভাবে ধরা যাক, গরু/ বিড়াল/ বাঘ আঁকা বা তৈরির নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষার্থী যা এঁকেছে তা থেকে বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট হয়নি। অর্থাৎ, শিক্ষার্থী গরু, বিড়াল না বাঘ এঁকেছে তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় না, তবে সে একটি প্রাণীর ছবি এঁকেছে তা বোঝা যাচ্ছে। অর্থাৎ, প্রাণীর সাধারণ বর্ণনার সাথে শিক্ষার্থীর আঁকা ছবি মিলে গেছে। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে তার প্রাপ্য নম্বর দিতে হবে, ভুল হিসেবে শূন্য দেওয়া যাবে না। এখানে যা লক্ষ রাখতে হবে তা হলো শিক্ষার্থী স্বচ্ছন্দে এবং স্বাধীনভাবে তার পছন্দের ছবি আঁকা ও রং করার কাজে অংশগ্রহণ করছে কি না; অথবা তাকে যা তৈরি করতে বলা হয়েছে তা তৈরি করার কাজে অংশগ্রহণ করছে কি না। শিক্ষক শিক্ষার্থীর কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং কোনো শিশু পিছিয়ে থাকলে তাকে স্বাধীনভাবে কাজটি (যেমন, ছবি আঁকার বা কোনো কিছু তৈরি করা) সম্পন্ন করার জন্য উৎসাহ দিয়ে এগিয়ে যেতে সহায়তা করবেন। এভাবে মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তির বিকাশ ও সৃষ্টিশীলতাকে উৎসাহিত করতে হবে।
- একইভাবে গরু, বিড়াল/বাঘ আঁকতে/তৈরি করার আলোচনায় শিক্ষক ঐ প্রাণীর আলোচনা করেছেন। কিন্তু শিশু যা করল তাতে ঐ প্রাণী বোঝা যায় না কিন্তু প্রাণীর সাধারণ বর্ননা মিলেছে। এখানেও শিশুকে শূন্য দেয়া যাবে না। তাকে প্রাপ্য নম্বর দিতে হবে। সুতরাং মূল্যায়নে মনে রাখতে হবে শিশু তার মনের রং মাখিয়ে চারু ও কারুকলার কাজ করেছে। তার সৃষ্টিশীল মনের মূল্যায়ন করতে হবে।
- ১ম ও ২য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদেরকে কোনো কিছু চাপিয়ে না দিয়ে মুক্তভাবে আঁকার স্বাধীনতা দিতে হবে। এর ফলে শিক্ষার্থী কাজ করতে উৎসাহিত হবে।
- ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদানপূর্বক কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ দিতে হবে। যেমন: শিক্ষার্থীর আঁকা ছবির ভালো দিক চিহ্নিত করা, যেখানে সংশোধন বা উন্নতি করতে হবে সেখানে উপযুক্ত ফলাবর্তন দেওয়া।
- শিক্ষক দলীয়ভাবে কাজ সম্পন্ন করার সময় শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করবেন ও এবং দলীয় পারদর্শিতার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নোট নিবেন। যেমন : পারস্পরিক সহযোগিতা, কাজের নিপুণতা ইত্যাদি।

- শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা মূল্যায়নের সময় শিক্ষক যেসব বিষয় বিবেচনা করবেন তা হলো- শিক্ষার্থী কোনো নির্দেশনা দ্রুত বুঝে ছবি আঁকতে/কোনো কিছু তৈরি করতে পারছে কি না তা পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন; শিক্ষার্থীর জন্য যতটুকু উপযোগী তা তার আঁকা ছবি বা কারুকাজের মধ্যে ফুটে উঠছে কি না তা মূল্যায়ন; শিক্ষার্থী শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ কতটা সম্পন্ন করতে পেরেছে তা মূল্যায়ন।
- এভাবে শিক্ষক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে যথাযথ ধারণা লাভে সহায়তা করবেন এবং তার সৃষ্টিশীলতা বিকাশের সুযোগ তৈরি করে দিবেন।
- চারু ও কারুকলা বিষয়ে শিশু তার নির্ধারিত কাজ বাজার থেকে ক্রয় করে মূল্যায়নের জন্য জমা দিলে তার ভিত্তিতে তাকে নম্বর দেওয়া যাবে না। তাকে নির্ধারিত যেকোনো কাজ শ্রেণিতেই সম্পূর্ণ অথবা অংশবিশেষ সম্পন্ন করে দেখাতে হবে।

চারু ও কারুকলা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন

১ম থেকে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন করার জন্য ব্যবহৃত হবে 'ধারাবাহিক মূল্যায়ন' এবং 'সামষ্টিক মূল্যায়ন'। এই দুইটি মূল্যায়ন বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট নম্বর বণ্টন, মূল্যায়ন কাঠামো, পদ্ধতি, কৌশল ও টুলস পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হয়েছে।

৩. ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের নম্বর বণ্টন

চারু ও কারুকলা বিষয়ে ১ম - ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন হারে নম্বর বণ্টন করা হয়েছে। সারণি ১-এ শ্রেণি ও মূল্যায়নের ক্ষেত্র অনুযায়ী ধারবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের বিস্তারিত নম্বর বিভাজন উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ১ : শ্রেণি এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্র অনুযায়ী চারু ও কারুকলার ১ম-২য়-৩য় প্রান্তিকে ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের নম্বর বণ্টন

শ্রেণি	*ধারাবাহিক মূল্যায়ন*					*সামষ্টিক মূল্যায়ন*			সর্বমোট (ক)+(খ)	**প্রান্তিক**
	চারুকলা		কারুকলা		মোট (ক)	চারুকলা	কারুকলা	মোট (খ)		
	বিষয়জ্ঞান	হাতে-কলমে কাজ	বিষয়জ্ঞান	হাতে-কলমে কাজ		হাতে-কলমে কাজ	হাতে-কলমে কাজ			
১ম	৫	১০	৫	১০	৩০	১০	১০	২০	৫০	১ম-২য়-৩য়
২য়	৫	১০	৫	১০	৩০	১০	১০	২০	৫০	১ম-২য়-৩য়
৩য়	৫	৫	৫	৫	২০	১৫	১৫	৩০	৫০	১ম-২য়-৩য়
৪র্থ	৫	৫	৫	৫	২০	১৫	১৫	৩০	৫০	১ম-২য়-৩য়
৫ম	৫	৫	৫	৫	২০	১৫	১৫	৩০	৫০	১ম-২য়-৩য়
প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়ন (২০ নম্বর)										
৫ম শ্রেণির ১ম, ২য় ও ৩য় প্রান্তিকে অনুষ্ঠিত ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত মোট নম্বরের গড়ের নম্বরের শতকরা ২০ ভাগ নম্বর ৫ম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায় অন্যান্য বিষয়ে প্রাপ্ত মোট নম্বরের সাথে যোগ করতে হবে।										
১. প্রথমে নিচের সূত্র অনুযায়ী ১ম, ২য় ও ৩য় প্রান্তিকে মোট ১৫০ (৫০+৫০+৫০) -এর মধ্যে প্রাপ্ত নম্বরের গড় নির্ণয় করতে হবে। তিনটি প্রান্তিকে প্রাপ্ত নম্বরের গড় $= \frac{\text{১৫০-এ প্রাপ্ত মোট নম্বর}}{৩}$						২. পরে নিচের সূত্র অনুযায়ী গড় নম্বরের শতকরা ২০ ভাগ নির্ণয় করতে হবে। গড় নম্বরের শতকরা ২০ ভাগ নম্বর $= \frac{\text{গড় নম্বর}}{১০০} \times ২০$				

১ম থেকে ৫ম শ্রেণির নম্বর বণ্টন

১ম ও ২য় শ্রেণির তিনটি প্রান্তিকে চারু ও কারুকলার ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য একই নম্বর বণ্টন পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। এই দুইটি শ্রেণির প্রতিটিতে ধারাবাহিকের ৪টি ক্ষেত্রের জন্য মোট ৩০ এবং সামষ্টিকের দুইটি ক্ষেত্রের জন্য ২০ নম্বর করে সর্বমোট ৫০ নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে।

৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির ক্ষেত্রের তিনটি প্রান্তিকে একই নম্বর বণ্টন পদ্ধতি অনুসরণ করে মূল্যায়ন সংঘটিত হবে। এক্ষেত্রে ধারাবাহিকের ৪টি ক্ষেত্রের জন্য মোট ২০ নম্বর এবং সামষ্টিকের দুইটি ক্ষেত্রের জন্য মোট ৩০ নম্বর করে সর্বমোট ৫০ নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়ন

চারু ও কারুকলা বিষয়ে সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না। তবে ৫ম শ্রেণির ১ম, ২য় ও ৩য় প্রান্তিকে প্রাপ্ত নম্বর থেকে শতকরা ২০ ভাগ নম্বর অন্যান্য বিষয়ে প্রাপ্ত মোট নম্বরের সাথে যোগ করতে হবে। এখানে অন্যান্য বিষয় বলতে বাংলা, গণিত, ইংরেজি, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, প্রাথমিক বিজ্ঞান ও চারটি ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার বিষয়কে বোঝানো হয়েছে।

৪. চারু ও কারুকলা বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো

চারু ও কারুকলা বিষয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হলো ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত শিখনফল অর্জনে সহায়তা করা। কার্যকরভাবে ধারাবাহিক মূল্যায়ন পরিচালনায় সহায়তা করার জন্য একটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো সারণি ২-এ উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রদত্ত ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামোতে পাঁচটি কলাম আছে। কলামগুলো হলো মূল্যায়নের ক্ষেত্র, মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয়, মূল্যায়ন পদ্ধতি, মূল্যায়ন টুলস এবং উদাহরণ।

মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও বিবেচ্য বিষয় : শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে চারু ও কারুকলা বিষয়টির প্রধান দুইটি ভাগ রয়েছে। ভাগ দুইটি হলো (ক) চারুকলা এবং (খ) কারুকলা। প্রতিটি অংশের অধীনে দুইটি করে মূল্যায়নের ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। যথা, (ক) বিষয়জ্ঞান এবং (খ) হাতে কলমে কাজ। এই ক্ষেত্রসমূহ সাধারণ। এই ক্ষেত্রসমূহ থেকে কী মূল্যায়ন করতে হবে তা আরো সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে 'মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয়' কলামে। সহায়ক তথ্য অংশে এই ক্ষেত্রসমূহ ব্যখ্যা করা হয়েছে।

মূল্যায়ন পদ্ধতি ও টুলস : ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের চারু ও কারু কলা বিষয়ের বিভিন্ন শিখনফল অর্জনে সহায়তা করার জন্য

উপরিল্লিখিত দুইটি ক্ষেত্রের ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য দু'ধরনের পদ্ধতি নির্বাচন করা হয়েছে। যেমন : মৌখিক পদ্ধতি এবং পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি। বিষয়জ্ঞান মূল্যায়নের জন্য মৌখিক পদ্ধতি এবং হাতে-কলমে কাজ (ব্যবহারিক) সম্পর্কিত শিখন মূল্যায়নের জন্য পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। মৌখিক পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করার জন্য সাধারণত মৌখিক প্রশ্নের তালিকা (চেকলিস্ট), শিক্ষার্থীর শিখন পারদর্শিতা বা ব্যবহারিক কাজ মূল্যায়নের জন্য পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট মূল্যায়ন টুলস হিসেবে ব্যবহার করা হবে।

সারণি ২-এর শেষ কলামে মূল্যায়নের ক্ষেত্র, বিষয়, পদ্ধতি ও টুলস সম্পর্কিত কিছু উদাহরণ সংযোজন করা হয়েছে। বিষয় শিক্ষক এই উদাহরণসমূহ অনুসরণ করে নিজ নিজ মূল্যায়ন পদ্ধতি ও উপকরণ নির্বাচন করে ধারাবাহিক মূল্যায়নের কাজে ব্যবহার করবেন।

সারণি ২: চারু ও কারুকলা বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো-মূল্যায়ন ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
চারুকলা বিষয়জ্ঞান (১ম-৫ম শ্রেণি)	• কাগজ, পেন্সিল রংতুলি ও পেপার বা কোনো কিছু কাটিংয়ের প্রয়োজনীয় উপকরণের ধারণা • রঙের প্রকার ভেদ ও প্রয়োগ কৌশল সম্পর্কে ধারণা • পেন্সিল ও তুলি কীভাবে ধরতে হয় তা জানা • রং প্রয়োগের সময় রঙের পানির মাত্রা সম্পর্কে ধারণা • বিষয়বস্তু সাজানোর ধারণা • বস্তুর আকার-আকৃতির ধারণা/বস্তুর গঠন সম্পর্কে ধারণা • আলোছায়া সম্পর্কে	মৌখিক	মৌখিক প্রশ্নের চেকলিস্ট	শিখন-শেখানো কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শিক্ষক পাঠ চলাকালীন উপযুক্ত সময়ে বিভিন্ন মৌখিক প্রশ্ন ব্যবহার করবেন, যা শিক্ষার্থীরা মৌখিকভাবে উত্তর দিবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে তাদেরকে যথাযথ ফলাবর্তন দিবেন। শিক্ষক নির্ধারিত বিষয়বস্তুর আলোকে মৌখিক প্রশ্নের তালিকা/চেকলিস্ট তৈরি করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক নির্দেশিকায় ব্যবহৃত প্রশ্নের সহযোগিতা নিতে পারেন। নমুনা মৌখিক প্রশ্নের চেকলিস্ট - **দ্বিতীয় শ্রেণি: শিক্ষক নির্দেশিকার অধ্যায় ২, পাঠ ১** • ছবি আঁকার জন্য কী ধরনের কাগজ, পেন্সিল ও রং ব্যবহার করতে হয়? • কীভাবে পেন্সিল দিয়ে প্রথমে ড্রয়িং করতে হবে? • কোথা থেকে শুরু করে কোথায় শেষ করতে হবে? • বস্তুর আকৃতি ও আকার কেমন হবে? **চতুর্থ শ্রেণি: শিক্ষক নির্দেশিকার অধ্যায় ৫, পাঠ ২** • নকশা আঁকার জন্য কী কী ধরনের উপকরণের প্রয়োজন হয়? • নকশায় ব্যবহৃত ফর্মের আকার ও অনুপাত বলতে কী বোঝায়? • নকশা আঁকার জন্য প্রথমে কিভাবে আরম্ভ করতে হবে? • নকশা আমাদের কী ধরনের কাজে লাগে?

সারণি ২: চারু ও কারুকলা বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো-মূল্যায়ন ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
	ধারণা ● রং কীভাবে প্রয়োগ করতে হয় তার ধারণা			● নকশায় কীভাবে রং করতে হয়? ● নকশায় আর কী কী রং ব্যবহার করা যায়? ★পরিশিষ্ট ১-এ আরো কিছু নমুনা প্রশ্ন সংযোজিত হয়েছে।
চারুকলা হাতে-কলমে কাজ (১ম-৫ম শ্রেণি)	১। অঙ্কন ● বিষয় বস্তু নির্বাচন ও সাজানো ● রং প্রয়োগ কৌশল ● আলোছায়া, আকার, আকৃতি, পরিচ্ছন্নতা ● নিজস্বতা প্রকাশের সামর্থ্য ● কাজ চলাকালীন নির্দেশনা গ্রহণ ও প্রয়োগ করা ● কাজে শিক্ষার্থীর একাগ্রতা ও ধৈর্যশীলতা ● দলীয় কাজের সময় সক্রিয় অংশগ্রহণ, সহযোগিতা, কাজের সমন্বয়তা	পর্যবেক্ষণ	পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট	শিক্ষক পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করবেন এবং যথাযথ ফলাবর্তন দিবেন। নমুনা পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট: **দ্বিতীয় শ্রেণি : অধ্যায়-২, পাঠ-১** ▪ ছবি আঁকার জন্য কাগজটি উপযুক্ত কি না তা বিবেচ্য। ▪ শিক্ষার্থী পেন্সিল যথাযথভাবে ধরে আঁকছে কি না তা পর্যবেক্ষণ হবে। ▪ যা আঁকছে তার আকার ও আকৃতি ঠিক আছে কি না। ▪ যথাযথভাবে রঙ করতে পারছে কি না তা বিবেচ্য। ▪ নির্দেশনা গ্রহণপূর্বক শিক্ষার্থী তার নিজেস্বতা প্রকাশ করতে পারছে কি না তা লক্ষ রাখতে হবে। ▪ শিক্ষার্থী আগ্রহ, ধৈর্য ও মনোযোগসহকারে যাতে চেষ্টা করে এই বিষয়টি নিশ্চিত ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। **চতুর্থ শ্রেণি: অধ্যায় ৫, পাঠ ২** ▪ নকশা আঁকার জন্য কাগজটি উপযুক্ত কি না তা বিবেচ্য। ▪ শিক্ষার্থী পেনসিল যথাযথভাবে ধরে নকশা তৈরি করতে পারছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ▪ যে নকশা এঁকেছে তার ফর্ম, আকার ও আকৃতি ঠিক আছে কি না। ▪ নকশায় রং করার সময় রং ফর্মের বাইরে যাচ্ছে কি না তা দেখতে হবে। ▪ নির্দেশনা গ্রহণপূর্বক তার নিজস্বতা প্রকাশ করতে পারছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ▪ শিক্ষার্থী আগ্রহ, ধৈর্য ও মনোযোগসহকারে যাতে চেষ্টা করে এই বিষয়টি নিশ্চিত ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
	২। ছবিতে বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা ও যৌক্তিকতা	মৌখিক	মৌখিক প্রশ্নের চেকলিস্ট	ছবির প্রাসঙ্গিকতায় কোনো ধরনের অসামাঞ্জস্য মনে হলে শিক্ষার্থীর কাছ থেকে তা জেনে নিয়ে সে অনুযায়ী মূল্যায়ন করতে হবে। যেমন : মেলার ছবিতে দুই তিনটি কলাগাছ দিয়েছে যার রং খয়েরি, শিশুটিকে এখানে গল্পের মাধ্যমে প্রশ্ন করে রঙের বিষয়ে শিশুর চিন্তাশক্তি জেনে নিয়ে নম্বর প্রদান করতে হবে। ★পরিশিষ্ট ১ -এ নমুনা প্রশ্ন সংযোজিত হয়েছে।
কারুকলা বিষয়জ্ঞান (১ম-৫ম শ্রেণি)	● কারুকলার উপকরণ সম্পর্কে ধারণা ● বিষয়বস্তু সাজানোর ধারণা ● বস্তুর গড়ন: বস্তুর গঠন সম্পর্কে ধারণা ● প্রয়োজনীয় রঙ সম্পর্কে ধারণা ● অনুপাতের ধারণা ● যে কাজটি করবে তা করার কৌশল সম্পর্কে ধারণা	মৌখিক	মৌখিক প্রশ্নের চেকলিস্ট	শিক্ষক মৌখিক চেকলিস্ট অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করবেন। মূল্যায়নের ভিত্তিতে শিক্ষক তাদেরকে যথাযথ ফলাবর্তন দিবেন। কিছু মৌখিক প্রশ্নের নমুনা নিচে দেয়া হলো। **১ম শ্রেণির শিক্ষক নির্দেশিকার অধ্যায় ৪, পাঠ ৩** ● শিক্ষার্থীগণ "সপ্ত স" সম্পর্কে কি জানে জিজ্ঞাসা করুন। ● দুইটি স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের গড়ন সম্পর্কে বলতে বলুন। ● বর্ণ লেখার ক্ষেত্রে কোথা থেকে শুরু করে কোথায় শেষ করতে হবে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন। ★পরিশিষ্ট ২ -এ আরো কিছু নমুনা প্রশ্ন সংযোজিত হয়েছে।

সারণি ২: চারু ও কারুকলা বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো-মূল্যায়ন ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
কারুকলা হাতে-কলমে কাজ (১ম - ৫ম শ্রেণি)	১। উপকরণের প্রস্তুতি • বাস্তবতা • নকশা/সাজানো, • প্রয়োজনীয় রঙ প্রয়োগ • প্রয়োজনীয় টেকচার • কাজের নিপুণতা ও ভারসাম্য • পরিচ্ছন্নতা	পর্যবেক্ষণ	পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট	**১ম শ্রেণির শিক্ষক নির্দেশিকার অধ্যায় ৪, পাঠ ৩** • শিক্ষার্থী সঠিকভাবে মার্কার ধরে লিখছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করুন। • বর্ণের আকার ও আকৃতি সঠিক আছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করুন। • "সপ্ত স" সঠিকভাবে অনুসৃত হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করুন। • লেখার নিপুণতা কতটুকু তা যাচাই করুন। **চতুর্থ শ্রেণি : অধ্যায় ১১, পাঠ ২** এই পাঠের মূল্যায়নের পদ্ধতি হলো পর্যবেক্ষণ ও মৌখিক। এই পাঠে শিক্ষার্থীরা পাট দিয়ে খেলনা পুতুল তৈরি করতে পারছে কি না শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ করবেন। এখানে পুতুল তৈরির সময় শিক্ষক যা পর্যবেক্ষণ করবেন তা হলো • পুতুলের গড়ন, • পুতুলের চোখ, নাক, চুল, মুখ বোঝাতে সঠিক রঙের ব্যবহার, • পুতুলের নকশা ও নিপুণতা কতটুকু যথাযথ হয়েছে
	২। প্রাসঙ্গিকতা- বস্তুর গড়নের যৌক্তিকতা, রং প্রয়োগের যৌক্তিকতা	মৌখিক	মৌখিক প্রশ্নের চেকলিস্ট	পুতুলের গড়ন বা অন্য কিছুতে শিক্ষার্থী ব্যতিক্রম বা স্বাতন্ত্র কিছু করলে গল্পের মাধ্যমে প্রশ্ন করে শিশুর চিন্তাশক্তি জেনে নিয়ে মূল্যায়ন করতে হবে। এখানে শিশু কোনো বিষয়ে দুর্বল থাকলে তা জেনে নিয়ে প্রাসঙ্গিক বিষয় সর্ম্পকে ফলাবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ধারণা স্পষ্ট করতে হবে।

৪.১ চারু ও কারুকলা বিষয়ের ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির ধারাবাহিক মূল্যায়নের ক্ষেত্র অনুযায়ী নম্বর প্রদানের নির্দেশনা

শ্রেণি	চারুকলা				কারুকলা				
১ম ও ২য় শ্রেণি	বিষয়জ্ঞান	বিষয় বস্তু সাজানো, আকার আকৃতি, অনুপাত	রং প্রয়োগ, পরিচ্ছন্নতা ও প্রাসঙ্গিকতা	মোট	বিষয়জ্ঞান	উপকরণ প্রস্তুতি, বস্তুর গঠন/বুনট, অনুপাত, আকার ও আকৃতি	রঙের প্রয়োগ, কাজের নিপুণতা, নকশা ও পরিচ্ছন্নতা	মোট	সর্বমোট
	৫	৬	৪	১৫	৫	৬	৪	১৫	৩০
৩য়-৫ম শ্রেণি	বিষয়জ্ঞান	বিষয় বস্তু সাজানো, আকার আকৃতি ও অনুপাত	রং প্রয়োগ, পরিচ্ছন্নতা ও প্রাসঙ্গিকতা	মোট	বিষয়জ্ঞান	বস্তুর গঠন/বুনট, অনুপাত, আকার, আকৃতি ও রঙের প্রয়োগ	কাজের নিপুণতা, নকশা ও পরিচ্ছন্নতা	মোট	সর্বমোট
	৫	৩	২	১০	৫	৩	২	১০	২০

৫. চারু ও কারুকলা বিষয়ের সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো

বিষয় শিক্ষকের জন্য সামষ্টিক মূল্যায়নের দিকনির্দেশনা হিসেবে একটি সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো সারণি ৩-এ উপস্থাপন করা হয়েছে। এই কাঠামোটি যথারীতি ৫টি কলামে সজ্জিত; যেখানে মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও বিবেচ্য বিষয়, মূল্যায়ন পদ্ধতি ও উপকরণ সম্পর্কে উদাহরণসহ দিকনির্দেশনা রয়েছে। প্রত্যেক প্রান্তিকে শিক্ষকগণ এই কাঠামো অনুসরণ করে মূল্যায়নের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি নির্বাচন ও টুলস তৈরি করে মূল্যায়ন পরিচালনা করবেন।

সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, পদ্ধতি ও টুলস

১ম থেকে ৫ম শ্রেণির চারুকলা এবং কারুকলা উভয়াংশের জন্য ব্যবহারিক/হাতে-কলমে কাজকে সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্র হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। হাতে-কলমে কাজ পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করা হবে এবং টুলস হিসেবে প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হবে। শিক্ষার্থী প্রশ্নপত্রে নির্দেশিত ব্যবহারিক কাজ শ্রেণিকক্ষে বা বিদ্যালয়ের বারান্দা/আঙিনায় সম্পন্ন করবে। তবে বাড়ি থেকে তৈরি বা ক্রয়করা কোনো কাজ জমা নেয়া যাবে না।

নির্ধারিত যে দিনে সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে, সেদিন অতিরিক্ত চাপ এড়ানোর জন্য ঐদিনের পূর্ব থেকেই শিক্ষকের নির্দেশনায় শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে বা শ্রেণিকক্ষে কাজ শুরু করতে পারে। শিক্ষক এই কাজগুলো সংরক্ষণ করে রাখবেন এবং সামষ্টিক মূল্যায়নের নির্দিষ্ট দিনে শিক্ষার্থীদের আংশিক সম্পন্নকৃত কাজ সম্পূর্ণ করার নির্দেশনা দিবেন। যেমন : কোনো তৈরি করা জিনিস বা আঁকা ছবিতে রং করা।

১ম ও ২য় শ্রেণিতে সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য ১টি চারু ও ১টি কারুকলার কাজ করতে দিতে হবে। ৩য়, চতুর্থ ও ৫ম শ্রেণির মূল্যায়নে ১টি চারুকলার কাজ এবং ১টি কারুকলার কাজ করতে দিতে হবে।

সারণি ৪ : চারু ও কারুকলা বিষয়ের সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো-মূল্যায়ন ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	মন্তব্য/উদাহরণ
চারুকলা (১ম ও ২য় শ্রেণি) হাতে-কলমে কাজ	১. বিষয়বস্তু সাজানো ২. বিষয়বস্তুর আকার-আকৃতি ৩. রঙের সঠিক প্রয়োগ ৪. অনুপাত ৫. কাজের পরিচ্ছন্নতা ৬. কাজের উপস্থাপন	ব্যবহারিক কাজ (বা পারদর্শিতা)	প্রশ্নপত্র	সকল শিক্ষার্থীর জন্য এক ও অভিন্ন প্রশ্নপত্রের আলোকে সকল শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করবেন।
চারুকলা (৩য় - ৫ম শ্রেণি) হাতে-কলমে কাজ	১. ড্রইং ২. বিষয়বস্তু সাজানো ৩. বিষয়বস্তুর অনুপাত ৪. রঙের সঠিক প্রয়োগ ৫. আলো ছায়া ৬. কাজের পরিচ্ছন্নতা ৭. কাজের পরিপ্রেক্ষিত	ব্যবহারিক কাজ (বা পারদর্শিতা)	প্রশ্নপত্র	★ পরিশিষ্ট ৩-এ নমুনা প্রশ্ন সংযোজিত হয়েছে। ★ পরিশিষ্ট ৪-এ শ্রেণি ও অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্ন সংযোজিত হয়েছে।
কারুকলা (১ম - ৫ম শ্রেণি) হাতে-কলমে কাজ	১. উপকরণ প্রস্তুতি ২. বাস্তবতার ভিত্তিতে বিষয়বস্তুর আকার আকৃতি ৩. রঙের সঠিক প্রয়োগ (প্রয়োজনে) ৪. নকশা/সাজানো ৫. কাজের নিপুণতা ৬. টেকচার ৭. পরিচ্ছন্নতা	ব্যবহারিক কাজ (বা পারদর্শিতা)		★ পরিশিষ্ট ৩-এ নমুনা প্রশ্ন সংযোজিত হয়েছে। ★ পরিশিষ্ট ৪-এ শ্রেণি ও অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্ন সংযোজিত হয়েছে।

৫.১ চারু ও কারুকলা বিষয়ের ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্র অনুযায়ী নম্বর প্রদানের নির্দেশনা

চারুকলা ও কারুকলার সামষ্টিক মূল্যায়নে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা মূল্যায়নের সময় যে বিবেচনায় নম্বর প্রদান করতে হবে তা সারণি ৫ এ দেওয়া হয়েছে।

সারণি ৫ : ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির চারুকলা এবং কারুকলা বিষয়ের সামষ্টিক মূল্যায়নে ব্যবহারিক কাজে নম্বর প্রদানে অনুসরণীয়

শ্রেণি	চারুকলা			কারুকলা			সর্বমোট
১ম - ২য়	বিষয়বস্তু সাজানো, অনুপাত, আকার ও আকৃতি	রং প্রয়োগ, পরিচ্ছন্নতা ও প্রাসঙ্গিকতা	মোট	উপকরণ প্রস্তুতি, বস্তুর গঠন/বুনট অনুপাত, আকার ও আকৃতি	রঙের প্রয়োগ, কাজের নিপুণতা, নকশা ও পরিচ্ছন্নতা	মোট	
	৬	৪	১০	৬	৪	১০	২০
৩য় - ৫ম	ড্রয়িং, বিষয় বস্তু সাজানো, অনুপাত, আকার ও আকৃতি	পরিপ্রেক্ষিত, রং প্রয়োগ, আলোছায়া, পরিচ্ছন্নতা ও নিপুণতা	মোট	উপকরণ প্রস্তুতি, বস্তুর গঠন/বুনট অনুপাত, আকার ও আকৃতি	রঙের প্রয়োগ, কাজের নিপুণতা, নকশা ও পরিচ্ছন্নতা	মোট	সর্বমোট
	৮	৭	১৫	৮	৭	১৫	৩০

৫.২ চারু ও কারুকলার বিষয়জ্ঞান ও ব্যবহারিক/হাতে-কলমে কাজ মূল্যায়নের সময় যে সকল বিষয় বিবেচনা করতে হবে -

বিষয়জ্ঞান মূল্যায়নের বিবেচ্য বিষয়	হাতে কলমে কাজের সময় বিবেচ্য বিষয়
• কাগজ, পেন্সিল রংতুলি ও পেপার বা কোনো কিছু কাটিংয়ের প্রয়োজনীয় উপকরণের ধারণা • রঙের প্রকারভেদ ও প্রয়োগ কৌশল সম্পর্কে ধারণা • পেন্সিল ও তুলি কীভাবে ধরতে হয় তা জানা • রং প্রয়োগের সময় রঙে পানির মাত্রা সম্পর্কে ধারণা • বিষয়বস্তু সাজানোর ধারণা • বস্তুর আকার-আকৃতির ধারণা/বস্তুর গঠন সম্পর্কে ধারণা • আলোছায়া সম্পর্কে ধারণা • রং কীভাবে প্রয়োগ করতে হয় তার ধারণা	• বিষয়বস্তু নির্বাচন ও সাজানো • রং প্রয়োগ কৌশল • আলোছায়া, আকার, আকৃতি, পরিচ্ছন্নতা • নিজস্বতা প্রকাশের সক্ষমতা • কাজ চলাকালীন নির্দেশনা গ্রহণ ও প্রয়োগ করা • কাজে শিক্ষার্থীর একাগ্রতা ও ধৈর্যশীলতা • দলীয় কাজের সময় সক্রিয় অংশগ্রহণ, সহযোগিতা, কাজের সমন্বয়তা • ছবিতে বিষয়বস্তু প্রাসঙ্গিকতা ও যৌক্তিতা

৬. মূল্যায়নের ফলাফল সংরক্ষণ

ধারাবাহিক এবং সামষ্টিক উভয় মূল্যায়নের ফলাফল সংরক্ষণ করা মূল্যায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। চারু ও কারুকলা বিষয়ে মূল্যায়ন ফলাফল সংরক্ষণ করার জন্য একটি নমুনা ছক সারণি ৬-এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ৬ : চারু ও কারুকলা বিষয়ের মূল্যায়ন ফলাফল সংরক্ষণ ছক - ধারাবাহিক ও সামষ্টিক (সমন্বিত)

শ্রেণি : ..... প্রথম/দ্বিতীয়/তৃতীয় প্রান্তিক মূল্যায়ন, ২০১..... বিষয় : চারু ও কারুকলা

রোল নম্বর	শিক্ষার্থীর নাম	ধারাবাহিক মূল্যায়ন																		সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর	সর্বমোট নম্বর**
		১ম মাস :					২য় মাস :					৩য় মাস :					তিন মাসে মোট প্রাপ্ত নম্বর	প্রাপ্ত গড় নম্বর*		
		চারুকলা		কারুকলা			চারুকলা		কারুকলা			চারুকলা		কারুকলা						
		বিষয়জ্ঞান	ব্যবহারিক	বিষয়জ্ঞান	ব্যবহারিক	মোট	বিষয়জ্ঞান	ব্যবহারিক	বিষয়জ্ঞান	ব্যবহারিক	মোট	বিষয়জ্ঞান	ব্যবহারিক	বিষয়জ্ঞান	ব্যবহারিক	মোট				
		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
০১	-																			
০২	-																			
০৩	-																			
০৪	-																			
০৫	-																			

* ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত গড় নম্বর $= \frac{\text{১ম মাসে প্রাপ্ত নম্বর + ২য় মাসে প্রাপ্ত নম্বর + ৩য় মাসে প্রাপ্ত নম্বর}}{৩} = \frac{\text{তিন মাসে প্রাপ্ত মোট নম্বর}}{৩}$

** সর্বমোট নম্বর = ধারাবাহিকে মূল্যায়নে প্রাপ্ত গড় নম্বর (৩০ বা ২০-এর মধ্যে) + সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর (৫০-এর মধ্যে)

৭. সহায়ক তথ্য

১. বিষয়জ্ঞান: এখানে বিষয়জ্ঞান বলতে শিক্ষক নির্দেশিকায় বর্ণিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণাকে বোঝাবে। প্রতিটি নতুন পাঠে শিক্ষক নির্দেশনা অনুযায়ী শিখন শেখানো কার্যক্রম শেষে শিক্ষার্থীদের বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা হয়েছে কি না তা জানার জন্য শিক্ষক এই কার্যক্রমের মধ্যেই প্রশ্ন করে বিষয় জ্ঞান যাচাই করবেন। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে সব শিশুই যেন এই প্রশ্ন উত্তরের আওতায় অন্তর্ভুক্ত হয়। উদাহরণ : রং, কাগজসহ অন্যান্য উপকরণ চেনা, কারুকলার ক্ষেত্রে তৈরি কৌশল জানা। জলরঙের ছবি রং করার সময় তিনটি ধাপে/ওয়াশে রং করতে হয়। বস্তুর আকৃতি বা গঠন সম্পর্কে ধারণা কেমন প্রভৃতি।

২. হাতে-কলমে কাজ : শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজ প্রভৃতির মাধ্যমে হাতে কলমে কাজের মূল্যায়ন করতে হবে। চারুকলা ও কারুকলার মূল্যায়ন কাজ একইভাবে করতে হবে। শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী শিশু স্বতঃস্ফূর্তভাবে আঁকছে, কাজ করছে, শিশু যা বলছে বা দেখছে তা তার মতো করে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করছে এবং তার সামর্থ্যানুযায়ী যতটুকু পারা দরকার ততটুকু করেছে। এক্ষেত্রে শিশু যা কিছু শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসরণে নিজ হাতে তৈরি করবে তাতেই শিশুকে প্রশংসা করতে হবে। প্রয়োজনে শিক্ষক পুনঃপুন নিজ হাতে করে দেখাবেন। কোনো কিছু তৈরির সময় শিশুকে সহায়তা দেবেন। শিশুরাই কাগজ ভাঁজ করবে, কাটবে, মাটি মথবে, মাটি দিয়ে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করবে, রং করবে। প্রতিটি কাজে শিশু তার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, কল্পনা, মেধা, সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটিয়ে কাজটি উপস্থাপন করবে এবং এর ভিত্তিতে মূল্যায়নের নম্বর প্রদান করতে হবে। ধারাবাহিক মূল্যায়নে নম্বর প্রদানের সময় বাড়ির কাজেরও মূল্যায়ন করতে হবে। কারুকলার ক্ষেত্রে ব্যবহারিক বলতে বুঝাবে রঙিন ও সাদা-কালো কাগজ ছিঁড়ে বা কেটে আঠা লাগিয়ে নানারকম শিল্পকর্ম তৈরি এবং রঙিন টুকরো কাপড় কেটে আঠা দিয়ে লাগিয়ে ছবি তৈরি করা। পাটখড়ি, খেজুর পাতা, নারিকেল পাতা, নুড়ি পাথর, ঝিনুক, ডিমের খোসা, ছোট-বড় কাঠের টুকরো ইত্যাদি উপকরণ দিয়ে ব্যবহার উপযোগী কিছু তৈরি করা।

৩. বিষয় সাজানো : চারুকলার বিষয় সাজানো বলতে শিশু যে বিষয়কে নিয়ে ছবি আঁকছে তা তার কাগজে কতটা বাস্তবধর্মী ও সুন্দরভাবে সাজাতে পারছে তা বুঝাবে। শিক্ষার্থী অঙ্কনের বিষয়গুলোকে কীভাবে সজ্জিত করে উপস্থাপন করছে তা বিবেচ্য। যেমন : একটি দৃশ্যে কোথায় ঘর, গাছ, মানুষ, পশু, পাখি আঁকছে তা দেখতে হবে।

৪. রং লেপন : শিশুর তৈরিকৃত বস্তুর উপর রং প্রয়োগের সক্ষমতাকে বোঝাবে। শিশু তার অঙ্কিত ছবিতে বাস্তবতার আলোকে কতটা সুন্দরভাবে রং করতে পারছে তা বোঝাবে। রং করার সময় রং পেন্সিল ও প্যাস্টেলের টোন এক দিক থেকে দিতে হবে। শিশুরা উজ্জ্বল রংকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। পোস্টার রং করার সময় ওয়াশ না দিয়ে সলিড করে রং দিতে হবে। জলরং করার সময় প্রথমে প্রয়োজন অনুযায়ী কাগজ পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিতে হবে। অতঃপর প্রথমে হালকা রঙের ওয়াশ দিতে হবে। ধীরে ধীরে গাড় রং দিতে হবে। এভাবে তিনটি ওয়াশে রং করা শেষ করতে হবে।

৫. আকার আকৃতি : আকার বলতে কোনো বস্তু কতটুকু ছোট বা বড় তা বোঝায়। আকৃতি হচ্ছে বস্তুর গড়ন বা গঠন। যেমন :

গোলাকার, চারকোনা লম্বাটে প্রভৃতি। তার সামর্থ্যানুযায়ী যতটুকু আকার আকৃতি পারা দরকার ততটুকু করেছে কি না তা বিবেচনায় আনতে হবে।

৬. আলোছায়া : শিশু অঙ্কিত ছবিতে সঠিকভাবে আলো ছায়ার প্রয়োগ দেখাতে পারছে কি না তা বোঝাবে। বিশ্ব প্রকৃতি আলোকময়। বস্তুতে আলো যে দিক থেকে আসে, তার বিপরীত দিকে ঐ বস্তুর একটি ছায়া পড়ে। অন্য দিকে বস্তুর উপর আলো সমানভাবে পড়ে না বিধায় একই রঙের বস্তুতে কোথাও গাঢ় বা কোথাও হালকা দেখা যায়।

৭. পরিপ্রেক্ষিত : একটি রেললাইনের সামনে দাঁড়ালে দেখা যায় লাইন দুইটি দূরে ক্রমশ সরু হয়ে একটি বিন্দুতে মিশে যায়। কাছের মানুষটির চেয়ে দূরের মানুষটি বা বস্তুটি ক্রমশ ছোট দেখায়। আবার কাছের সবুজ রং গাছ পালা দূরে গেলে ফিকে হয়ে কিছুটা নিলাভ হয়ে যায় এটিই পরিপ্রেক্ষিত।

৮. অনুপাত: শিশু ছবি আঁকার সময় বিষয়বস্তুর একটির সাথে অপরটির তুলনা করার প্রক্রিয়াই অনুপাত।

৯. প্রাসঙ্গিকতা : শিশু যে বিষয় নিয়ে আঁকছে তার সাথে বিষয় সংশ্লিষ্টতা বা বক্তব্য বিষয়ভিত্তিক হয়েছে কি না। অর্থাৎ শিশু যদি কোনো ঋতুর/গ্রামের ছবি আঁকলে তার সাথে ঐ ঋতু বা গ্রামের কতটা মিল আছে বা ঐ ছবির অন্যান্য উপাদানগুলো কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ তা মূল্যায়ন করা। শিশুর চিন্তাচেতনা কল্পনা বড়দের মতো নয়। শিশু তার নিজস্ব কল্পনার জগৎ থেকে তার ইচ্ছে মতো ছবি আঁকতে বা শিল্পকর্ম তৈরি করতে পছন্দ করে। এটি তার সৃজনশীলতা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ছবি অঙ্কনের বিষয় নির্বাচনে রং প্রয়োগের ব্যাখ্যা শিক্ষার্থীর নিকট জেনে তার কাজের মূল্যায়ন করা উচিত। যেমন : একজন শিক্ষার্থী শহীদ মিনার চত্বরে বিভিন্ন রঙের পোশাক পরা মানুষ বা অন্য একজন শিক্ষার্থী কালো জামাকাপড় পরা মানুষ এঁকেছে, তার কারণস্বরূপ একজন বলতে পারে শহিদ মিনারে ফুল দেওয়ার সময় সবাই রঙিন পোশাক পরে যায়। অন্যজন বলতে পারে, শহিদ মিনারে যাওয়ার সময় কালো পোশাক পরে যাওয়া উচিত কারণ শহিদ দিবস শোকের। আবার কমলা আঁকতে গিয়ে কোথাও কাল রং ব্যবহার করতে পারে তার কারণস্বরূপ বলতে পারে কালো রং অংশটুকুতে পচন ধরেছে।

১০. গড়ন : শিশুকে যা কিছু তৈরি করতে দেয়া হলো তার যথার্থতা বোঝাবে।

১১. নকশা : শিশুর বিভিন্ন ধরনের জ্যামিতিক ফর্ম ও বস্তু সাজানোর মাধ্যমে নকশা আঁকার দক্ষতাকে বোঝায়। অর্থাৎ শিশুর তৈরিকৃত বস্তুতে/কারুপণ্যে রঙের অংকন।

১২. নিপুণতা : শিশু তৈরি বস্তুটি কতটা নিখুঁতভাবে গড়তে পারছে তা বোঝাবে।

১১. করণ কৌশল : শিশুর কোনো কিছু তৈরি করার কৌশলকে বোঝাবে।

১৩. টেকচার : কারুকলার ক্ষেত্রে কোনো কাজের বুননকে বোঝাবে।

১৪. খাগের কলম: নলখাগড়া গাছের কাণ্ড থেকে তৈরি কলম। এটি দেখতে বাঁশের কঞ্চির মতো। নলখাগড়া গাছের কাণ্ড

কলমের মাপে কেটে নিতে হয়। অতঃপর এক দিকে কলমের নিবের আকৃতিতে কাটতে হয়। এটি বর্ণমালা রেখা ও ছবি আঁকার জন্য বেশ উপযোগী।

১৫. চায়নিজ কালি : ওয়াটার প্রুফ দোয়াতের কালিকে বোঝায়। পূর্বে এ কালি চীন দেশ থেকে আসত।

১৬. ক্রোকাইল নিব : এটি এক ধরনের কলমের নিব, যা লম্বা সরু ও গোলাকৃতি কাঠির সাথে আটকানো থাকে, এটি সাধারণত চায়নিজ কালি দিয়ে ছবি আঁকার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

১৭. উপকরণ প্রস্তুতি : কারুকলার ক্ষেত্রে কিছুকিছু উপকরণ প্রস্তুত করে নিতে হয়, যেমন মাটির কাজে মাটি তৈরি করতে হয়। অর্থাৎ কাজের ধরন বুঝে মাটি সংগ্রহ, মাটিতে ময়লা আছে কি না ও সবশেষে মাটি মাখাকে বোঝাবে।

৮. পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১: ধারাবাহিক মূল্যায়ন (নমুনা প্রশ্ন)
বিষয়: চারু ও কারু কলা (১ম-৫ম শ্রেণি)
মূল্যায়নের ক্ষেত্র: চারুকলা - বিষয়জ্ঞান
নমুনা মৌখিক চেকলিস্ট

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ছবি আঁকার বিভিন্ন উপকরণের নাম জিজ্ঞাসা করবেন। যেমন :

- কী কী উপকরণ দিয়ে ছবি আঁকতে হয়? নাম বল।
- এই ছবি আঁকার জন্য এছাড়া আর কী কী উপকরণ ব্যবহার করা যেত?
- তুমি কীভাবে এঁকেছ? বা ছবি আঁকার নিয়মগুলো কী কী? শুরু থেকে সবগুলো নিয়ম বল।
- আঁকতে গিয়ে বা রং করতে গিয়ে তোমার কী কী সুবিধা বা অসুবিধা হয়েছে?
- ছবি আঁকার জন্য পেন্সিল কখন ব্যবহার করবে?
- একই উপকরণের বহুবিধ ব্যবহার/হরেক রকম ব্যবহার সম্পর্কে বলতে বলুন।

৪র্থ শ্রেণি : প্রথম অধ্যায়, পাঠ ১

১. খাগের কলম কী কাজে ব্যবহার করি?
২. চায়নিজ কালি কী কাজে ব্যবহার করি?
৩. চায়নিজ কালি দিয়ে আঁকতে আর কী প্রয়োজন হয়?
৪. ক্রোকাইল নিব দেখতে কেমন?
৫. তাহলে কী কী কালি ও কলম ছবি আঁকার কাজে ব্যবহার করা হয়?

৪র্থ শ্রেণি: দ্বিতীয় অধ্যায়, পাঠ ২

মূল্যায়নের ক্ষেত্র: ছবিতে বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা ও যৌক্তিকতা

১. কী কী উপকরণ দিয়ে ছবি এঁকেছে, তার নাম বলতে বলনু।
২. এ ছাড়াও অন্য কী কী উপকরণ দিয়ে এ কাজ করা যেত তার নাম বলতে বলুন।
৩. কীভাবে ছবি এঁকেছে তা ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার্থীকে বলতে বলুন।
৪. আপনার কাছে এ কাজে কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকলে জেনে নিন ছবির এখানে ছেলেগুলোর হাত এরকম কেন? (উত্তরে হয়তো বলবে বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছে, তাই হাত মাথায় দিয়েছে, ওরা ছাতা আনেনি তো তাই।)
৫. আঁকতে গিয়ে বা রং করতে গিয়ে শিক্ষার্থীর কী কী সুবিধা বা অসুবিধা হয়েছে তা বলতে বলুন।
৬. একই উপকরণ ব্যবহার করে অন্য কী কী আঁকা যেত?

পরিশিষ্ট ২ : ধারাবাহিক মূল্যায়ন (নমুনা প্রশ্ন)
বিষয় : চারু ও কারু কলা (১ম-৫ম শ্রেণি)
মূল্যায়নের ক্ষেত্র : কারুকলা - বিষয়জ্ঞান
নমুনা মৌখিক চেকলিস্ট

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কারুকলার বিভিন্ন দ্রব্যের/উপকরণের নাম ও প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন। যেমন,

১. কী কী উপকরণ দিয়ে নকশা করেছে/শিল্পকর্ম তৈরি করেছ তার নাম বল।
২. এ ছাড়া অন্য কী কী উপকরণ দিয়ে এ কাজ করা যেত?
৩. কিভাবে ছবি /শিল্পকর্ম তৈরি করেছে তা ধারাবাহিকভাবে বল।
৪. রং করতে গিয়ে/বানাতে গিয়ে তোমার কী কী সুবিধা বা অসুবিধা হয়েছে তা বল।
৫. এই উপকরণ ব্যবহার করে আর কী কী তৈরি করা যায়? [যেমন : একটি কাগজ দিয়ে নকশা তৈরি করা /নৌকা বানানো /ঘর/পশু/পাখি বানানো যায়।]
৬. এ কাজটি আর কী কী উপকরণ দিয়ে করা যেত বল।

পরিশিষ্ট ৩
সামষ্টিক মূল্যায়ন (নমুনা প্রশ্ন)
মতিঝিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়,মতিঝিল, ঢাকা
প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন
তৃতীয় শ্রেণি

সময়-২ ঘণ্টা **পূর্ণমান-৩০**

চারুকলা

যেকোনো ১টি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১৫

১। তোমার ইচ্ছেমতো একটি গ্রামের দৃশ্য এঁকে রং কর।
২। ইচ্ছেমতো একটি বাড়ির পরিবেশ এঁকে রং কর।

কারুকলা

যেকোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১৫

১। বর্ণের গঠন ঠিক রেখে নিচের লাইনটি মোটা কালির কলম দিয়ে লিখ।
আমার সোনার বাংলা,
আমি তোমায় ভালবাসি।
২। সাদা কাগজে জ্যামিতিক নকশা এঁকে রং কর।

পরিশিষ্ট ৪ : তিনটি প্রান্তিক মূল্যায়নের জন্য বিষয়বস্তুর বিন্যাস - ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি

১ম শ্রেণি	অধ্যায় ও বিবেচ্য বিষয়	বিষয়	প্রান্তিক	সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য ১টি নমুনা প্রশ্ন
১.	ছবি আঁকার প্রাথমিক উপকরণের সাথে পরিচিত হওয়া	চারুকলা	১ম	-
২.	খেয়াল খুশিমতো আঁকা	চারুকলা	১ম	তোমার পছন্দের যেকোনো একটি ফল এঁকে রং কর।
৩.	অভিজ্ঞতাভিত্তিক ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ছবি আঁকা	চারুকলা	২য়	একটি গ্রামের ছবি এঁকে রং কর।

১ম শ্রেণি	অধ্যায় ও বিবেচ্য বিষয়	বিষয়	প্রান্তিক	সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য ১টি নমুনা প্রশ্ন
৪.	বর্ণমালা লেখা/সুন্দর হাতের লেখার অভ্যাস করা	কারুকলা	১ম	সঠিক ও সুন্দভাবে সাদা কাগজে মার্কার কলম দিয়ে স্বরবর্ণ লেখ।
৫.	রেখাচিত্র অঙ্কন	কারুকলা	১ম	রেখার মাধ্যমে নকশা একে ইচ্ছেমতো রং কর।
৬.	মৌলিক রঙের সাথে পরিচিত হওয়া এবং ছবি এঁকে রং করা	চারুকলা	৩য়	মৌলিক রঙের মিশ্রণে ৫টি রং তৈরি কর।
৭.	অন্যান্য উপকরণের সাথে পরিচিত হওয়া	চারুকলা ও কারুকলা মিশ্রিত	১ম ও ৩য়	-
৮.	কাদামাটি দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করা	কারুকলা	২য়	তোমার তৈরি করা মাটির আমে রং কর।
৯.	রঙিন ও সাদাকালো কাগজ ছিঁড়ে বা কেটে আঠা লাগিয়ে নানা রকম শিল্পকর্ম তৈরি এবং রঙিন টুকরো কাপড় কেটে আঠা দিয়ে লাগিয়ে ছবি তৈরি করা	কারুকলা	৩য়	বিভিন্ন রঙের পোস্টার পেপার দিয়ে ফুল, ডাল, পাতা কেটে সাজিয়ে শক্ত কাগজে আঠা দিয়ে লাগাও
১০.	পাটখড়ি, খেজুর পাতা, নারিকেল পাতা, নুড়ি পাথর, ঝিনুক, ডিমের খোসা ইত্যাদি উপকরণ দিয়ে কিছু তৈরি করা	কারুকলা	২য়	নারকেল পাতা দিয়ে বাঁশি তৈরি কর।
২য় শ্রেণি	**অধ্যায় ও বিবেচ্য বিষয়**	**বিষয়**	**প্রান্তিক**	**সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য ১টি নমুনা প্রশ্ন**
১.	ছবি আঁকার প্রাথমিক উপকরণের সাথে পরিচিত হওয়া	চারুকলা	১ম	-
২.	খেয়াল খুশিমতো আঁকা	চারুকলা	১ম	ইচ্ছেমতো একটি বাড়ির ছবি একে রং কর।
৩.	অভিজ্ঞতাভিত্তিক ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ছবি আঁকা	চারুকলা	২য়	নদীতে নৌকার দৃশ্য একে রং কর।
৪.	বর্ণমালা লেখা/সুন্দর হাতের লেখার অভ্যাস করা	কারুকলা	১ম	লাইন সোজা করে সঠিকভাবে ব্যঞ্জন বর্ণ মোটা কলম দিয়ে ক থেকে ম পর্যন্ত লেখ।
৫.	রেখাচিত্র অঙ্কন	কারুকলা	২য়	বৃত্ত, আয়ত দিয়ে ছবি বানিয়ে রং কর।
৬.	মৌলিক রঙের সাথে পরিচিত হওয়া এবং ছবি এঁকে রং করা	চারুকলা	৩য়	ইচ্ছেমতো ফুল এঁকে মৌলিক রং দাও।
৭.	অন্যান্য উপকরণের সাথে পরিচিত হওয়া	কারুকলা	১ম ও ৩য়	-
৮.	কাদামাটি দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করা	কারুকলা	১ম	কাদামাটি দিয়ে তৈরি করা খেলনা রং করে সাজাও।
৯.	রঙিন ও সাদা-কালো কাগজ ছিঁড়ে বা কেটে আঠা লাগিয়ে নানা রকম শিল্পকর্ম তৈরি এবং রঙিন টুকরো কাপড় কেটে আঠা দিয়ে লাগিয়ে ছবি তৈরি করা	কারুকলা	৩য়	রঙিন কাগজ দিয়ে পাল তোলা নৌকা কেটে আঠা ব্যবহার করে শক্ত কাগজে লাগাও
১০.	পাটখড়ি, খেজুর পাতা, নারিকেল পাতা,	কারুকলা	২য়	ডিমের খোসায় রং ব্যবহার করে পুতুল

১ম শ্রেণি	অধ্যায় ও বিবেচ্য বিষয়	বিষয়	প্রান্তিক	সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য ১টি নমুনা প্রশ্ন
	নুড়ি পাথর, ঝিনুক, ডিমের খোসা ইত্যাদি উপকরণ দিয়ে কিছু তৈরি করা			বানাও
৩য় শ্রেণি	**অধ্যায় ও বিবেচ্য বিষয়**	**বিষয়**	**প্রান্তিক**	**সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য ১টি নমুনা প্রশ্ন**
১.	ছবি আঁকার প্রাথমিক উপকরণের সাথে পরিচিত হওয়া	চারুকলা	১ম	-
২.	খেয়াল-খুশিমতো আঁকা	চারুকলা	১ম	ইচ্ছেমতো দৃশ্য এঁকে রং কর।
৩.	অভিজ্ঞতাভিত্তিক ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ছবি আঁকা	চারুকলা	২য়	একটি পাখি এঁকে রং কর।
৪.	বর্ণমালা লেখা/সুন্দর হাতের লেখার অভ্যাস করা	কারুকলা	১ম	'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি সারা দিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।' বাক্য দুটি সঠিক ও সুন্দরভাবে বড় করে লেখ।
৫.	রেখাচিত্র অঙ্কন	কারুকলা	২য়	-
৬.	মৌলিক রঙের সাথে পরিচিত হওয়া এবং ছবি এঁকে রং করা	চারুকলা	৩য়	মৌলিক রং ব্যবহার করে একটি গাছের ছবি আঁক।
৭.	অন্যান্য উপকরণের সাথে পরিচিত হওয়া	কারুকলা	১ম ও ৩য়	তোমার পছন্দের উপকরণ ব্যবহার করে একটি মালা তৈরি কর।
৮.	কাদামাটি দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করা	কারুকলা	১ম	কাদামাটি দিয়ে তৈরিকৃত বিভিন্ন ফলে রং করে সাজাও।
৯.	রঙিন ও সাদা কালো কাগজ ছিঁড়ে বা কেটে আঠা লাগিয়ে নানা রকম শিল্পকর্ম তৈরি এবং রঙিন টুকরো কাপড় কেটে আঠা দিয়ে লাগিয়ে ছবি তৈরি করা	চারুকলা	৩য়	রঙিন কাগজ কেটে ফুল গাছ ও প্রজাপতি দিয়ে ছবি সাজাও।
১০.	পাটখড়ি, খেজুর পাতা, নারিকেল পাতা, নুড়ি পাথর, ঝিনুক, ডিমের খোসা ইত্যাদি উপকরণ দিয়ে কিছু তৈরি করা	কারুকলা	২য়	নারকেল পাতা দিয়ে চশমা তৈরি কর।
৪র্থ শ্রেণি	**অধ্যায় ও বিবেচ্য বিষয়**	**বিষয়**	**প্রান্তিক**	**সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য ১টি নমুনা প্রশ্ন**
১.	ছবি আঁকার প্রাথমিক উপকরণের সাথে পরিচিত হওয়া	চারুকলা	১ম	-
২.	খেয়াল-খুশিমতো আঁকা	চারুকলা	১ম	আম কুড়ানোর ছবি এঁকে ইচ্ছেমতো রং কর।
৩.	অভিজ্ঞতাভিত্তিক ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ছবি আঁকা	চারুকলা	২য়	তোমার দেখা /কল্পনা করে ঘুড়ি উড়ানোর দৃশ্য একে রং কর। তোমার দেখা একটি গ্রামের দৃশ্য আঁক। (৫ম শ্রেণির জন্য)
৪.	বর্ণমালা লেখা/সুন্দর হাতের লেখার অভ্যাস করা	কারুকলা	১ম	তোমার ভাইবোনের নাম ও পরিচয় সুন্দর করে লেখ।
৫.	রেখাচিত্র অঙ্কন	কারুকলা	২য়	মুক্ত হস্তে ত্রিভুজ, বৃত্ত ও চতুর্ভুজ দিয়ে পুতুল বানাও এবং রং কর
৬.	মৌলিক রঙের সাথে পরিচিত হওয়া এবং ছবি এঁকে রং করা	চারুকলা	৩য়	ইচ্ছেমতো জ্যামিতিক নকশা এঁকে মৌলিক রং কর।
৭.	অন্যান্য উপকরণের সাথে পরিচিত হওয়া	কারুকলা	১ম ও ৩য়	ডিমের খোসা সাজিয়ে নকশা বানাও।
৮.	কাদামাটি দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করা	কারুকলা	১ম	মাটি দিয়ে তৈরি মাছে রং কর।

১ম শ্রেণি	অধ্যায় ও বিবেচ্য বিষয়	বিষয়	প্রান্তিক	সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য ১টি নমুনা প্রশ্ন
৯.	রঙিন ও সাদা-কালো কাগজ ছিঁড়ে বা কেটে আঠা লাগিয়ে নানা রকম শিল্পকর্ম তৈরি এবং রঙিন টুকরো কাপড় কেটে আঠা দিয়ে লাগিয়ে ছবি তৈরি করা	চারুকলা	৩য়	টুকরা কাপড় দিয়ে পুতুল বানাও।
১০.	পাটখড়ি, খেজুর পাতা, নারিকেল পাতা, নূড়ি পাথর, ঝিনুক, ডিমের খোসা ইত্যাদি উপকরণ দিয়ে কিছু তৈরি করা	কারুকলা	২য়	পাতা / অন্য কোনো উপকরণ দিয়ে পাটি বানাও।
১১.	পাট দিয়ে রশি, বেনি ও অন্যান্য সহজ জিনিস তৈরি করতে শেখা	কারুকলা		পাট দিয়ে রশি বানাও।
১২.	বিভিন্ন জিনিসে রং করতে পারা	কারুকলা		সংগ্রহ করা মাটির হাঁড়িতে রং কর।
১৩.	আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ছবি আঁকা	চারুকলা		কম্পিউটারের মাধ্যমে নদীর দৃশ্য আঁক।
৫ম শ্রেণি	**অধ্যায় ও বিবেচ্য বিষয়**	**বিষয়**	**প্রান্তিক**	**সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য ১টি নমুনা প্রশ্ন**
১.	১. ছবি আঁকার প্রাথমিক উপকরণের সাথে পরিচিত হওয়া	চারুকলা		-
২.	২. খেয়াল-খুশিমতো আঁকা	চারুকলা		
৩.	৩. অভিজ্ঞতাভিত্তিক ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ছবি আঁকা	চারুকলা		তোমার দেখা একটি গ্রামের দৃশ্য আঁক
৪.	৪. বর্ণমালা লেখা/সুন্দর হাতের লেখার অভ্যাস করা	কারুকলা		-
৫.	৫. রেখাচিত্র অঙ্কন	কারুকলা		
৬.	৬. মৌলিক রঙের সাথে পরিচিত হওয়া এবং ছবি এঁকে রং করা	চারুকলা		
৭.	৭. অন্যান্য উপকরণের সাথে পরিচিত হওয়া	কারুকলা		
৮.	৮. কাদামাটি দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করা	কারুকলা		
৯.	৯. রঙিন ও সাদাকালো কাগজ ছিঁড়ে বা কেটে আঠা লাগিয়ে নানা রকম শিল্পকর্ম তৈরি এবং রঙিন টুকরো কাপড় কেটে আঠা দিয়ে লাগিয়ে ছবি তৈরি করা	চারুকলা		-
১০.	১০. পাটখড়ি, খেজুর পাতা, নারিকেল পাতা, নুড়ি পাথর, ঝিনুক, ডিমের খোসা ইত্যাদি উপকরণ দিয়ে কিছু তৈরি করা	কারুকলা		-
১১.	১১. পাট দিয়ে রশি, বেনি ও অন্যান্য সহজ জিনিস তৈরি করতে শেখা	কারুকলা		-
১২.	১২. বিভিন্ন জিনিসে রং করতে পারা	কারুকলা		-
১৩.	১৩. আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ছবি আঁকা	চারুকলা		কম্পিউটারের পেইন্ট অপশন ব্যবহার করে একটি দৃশ্য আঁক।

সংগীত বিষয়ের মূল্যায়ন নির্দেশিকা

শ্রেণি : ১ম - ৫ম

সংগীত বিষয়ের মূল্যায়ন পদ্ধতি ও টুলস

১. ভূমিকা

সংগীত শিশুর বৌদ্ধিক, সাংস্কৃতিক এবং আবেগিক বিকাশের একটি অন্যতম উপাদান। সংগীতের বিভিন্ন উপাদান শিশুর চিন্তাশক্তিকে প্রসারিত করে এবং তার চারপাশের ঘটনাপঞ্জি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণে উৎসাহিত করে। অর্থাৎ, সংগীত শিশুর সুকুমারবৃত্তি চর্চার অন্যতম মাধ্যম। তাই সংগীত বিষয়টিকে সুকুমার বৃত্তি চর্চার একটি বিষয় হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষার স্তর থেকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিশুকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তার ভিতরে মানবিক, সামাজিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে সংগীত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে শিশুর নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলি অর্জনে এবং নিজ দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ইত্যাদির প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলার জন্য বিভিন্ন চেতনার আঙ্গিকে উপযুক্ত সংগীতের বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচিত ১৩টি বিভিন্ন ধরনের সংগীত অনুশীলনের মাধ্যমে শিশুর মধ্যে যাতে একজন সুনাগরিকের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয় সে বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে এই শিক্ষাক্রমে। এছাড়াও শ্রেণিতে শিক্ষার্থীবান্ধব, আনন্দদায়ক ও নিরাপদ পরিবেশ তৈরিতে সংগীতের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। শিশুদেরকে বিদ্যালয়মুখী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এবং দৈনিক উপস্থিতি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সংগীত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

পূর্বের প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে সংগীত বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়নের জন্য কোনো সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা ছিল না। ফলে এর শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াও তেমন কার্যকর হয়নি। বর্তমানে শিক্ষাক্রমে মূল্যায়ন-ব্যবস্থা কার্যকর করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং সামষ্টিক মূল্যায়নের পাশপাশি ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রবর্তন করা হয়েছে। ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখনের গুণগত মান উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

২. সাধারণ নির্দেশনা

- পাঠসংশ্লিষ্ট মূল্যায়ন, শিক্ষাক্রম ও মূল্যায়ন নির্দেশনায় বর্ণিত মূল্যায়নের ক্ষেত্র, শিখন উদ্দেশ্য / শিখনফল অনুযায়ী সংঘটিত হবে।
- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার সময় ধারাবাহিক মূল্যায়ন করবেন।
- ধারাবাহিক মূল্যায়ন অনানুষ্ঠানিকভাবে পরিচালনা করবেন, যাতে শিশুরা তা বুঝতে না পারে।
- শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার সময় শিক্ষক যথাযথ মূল্যায়ন কৌশল অবলম্বন করবেন।
- সংগীত পরিবেশনের সময় শিক্ষার্থীর স্বতঃস্ফূর্ততা, দেশপ্রেম, শ্রদ্ধাবোধ, প্রকাশভঙ্গী ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করবেন।
- প্রতিটি গান পরিবেশনের সময় সঠিক উচ্চারণ, সুর, তাল ও ছন্দ পর্যবেক্ষণপূর্বক মুল্যায়ন করবেন।
- দলগত মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সংগীত পরিবেশনের সময় দলটির সামগ্রিকভাবে সঠিক সুর, তাল, ছন্দ বিবেচনা করে দলীয়ভাবে সকলকে সমান নম্বর প্রদান করবেন।
- শিক্ষক প্রতি মাসে একবার ধারাবাহিক মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।
- প্রতি তিন মাসের ফলাফলের ভিত্তিতে প্রান্তিকের জন্য নম্বর প্রদান করে তা সংরক্ষণ করবেন।
- ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত তিনটি প্রান্তিক পরীক্ষার নম্বর গড় করে সমাপনী পরীক্ষায় এর ২০% নম্বর যুক্ত হবে।

দলগত মূল্যায়ন

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে শ্রেণি কার্যক্রমের শুরুতে বা শেষে ৫ মিনিট সারগাম অনুশীলন করবেন।
- শিক্ষক ১০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে এক একটি দল গঠন করবেন।
- ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদেরকে গানের সঠিক বাণী বোর্ডে লিখে দিবেন। শিক্ষার্থীরা তা খাতায় লিখে নিবে ও বারবার অনুশীলন করবে।

- শিক্ষক গানের বাণী সঠিক/প্রমিত উচ্চারণে শিক্ষার্থীদের আবৃত্তি করে শোনাবেন।
- শিক্ষার্থীরা শিক্ষককে অনুসরণ করে আবৃত্তি করবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করবেন।
- সংগীতের মূল ভাবের সাথে শিক্ষার্থীকে পরিচিত করে তুলতে হবে। গানের বিভিন্ন বোধের সাথে একাত্ম হয়ে শিক্ষার্থীকে গান পরিবেশন করতে হবে।
- শিক্ষক সঠিক সুরে, তাল, ছন্দে গানটি গেয়ে শোনাবেন।
- এরপর শিক্ষকের সাথে সাথে শিক্ষার্থীরা গানটি গাইবে।
- দলের সকল শিক্ষার্থীকে গানের সঠিক বাণী, উচ্চারণ, সুর, তাল ও ছন্দের নির্ধারিত গানটি পরিবেশন করতে পারছে কি না, শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ করবেন।
- কোনো শিক্ষার্থী নির্ধারিত গানের সঠিক বাণী, উচ্চারণ, সুর, তাল, ছন্দের কাছাকাছি না যাওয়া পর্যন্ত শিক্ষক তার শিখন দুর্বলতা পর্যবেক্ষণ করে ধারাবাহিকভাবে তাকে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা দিতে থাকবেন।
- শিক্ষক দলগতভাবে সকল শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করে সবাইকে সমান নম্বর প্রদান করবেন।

একক মূল্যায়ন

- এককভাবে নির্ধারিত গানটি সঠিক বাণী ও শুদ্ধ উচ্চারণে পরিবেশন করতে পারছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীর শিখন দুর্বলতা পর্যবেক্ষণ করে ধারাবাহিকভাবে তাকে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা দিতে থাকবেন।
- শিক্ষক নির্ধারিত গানটি সঠিক বাণী ও উচ্চারণে পরিবেশনের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন এবং এককভাবে তাদের নম্বর প্রদান করবেন।
- শিক্ষার্থী নির্ধারিত গানটি সঠিক সুর, তাল ও ছন্দে পরিবেশন করতে পারছে কি না তা শুনে শিক্ষক তাদেরকে এককভাবে নম্বর প্রদান করবেন।

৩. সংগীত বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন

সংগীত বিষয়ে ১ম - ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন করার জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন উভয়ই ব্যবহার করা হবে। এই দুইটি মূল্যায়ন-ব্যবস্থা বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট নম্বর বণ্টন, মূল্যায়ন কাঠামো, মূল্যায়ন পদ্ধতি ও টুলস পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হয়েছে।

সংগীত বিষয়ে ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের নম্বর বণ্টন

সংগীত বিষয়ে ১ম - ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন হারে নম্বর বণ্টন করা হয়েছে। সারণি ১-এ শ্রেণি ও মূল্যায়নের ক্ষেত্র অনুযায়ী ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের নম্বর বিভাজন প্রদর্শন করা হয়েছে।

সারণি ১ : শ্রেণি এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্র অনুযায়ী সংগীত বিষয়ের ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের নম্বর বণ্টন (১ম-২য়-৩য় প্রান্তিক)

শ্রেণি	*ধারাবাহিক মূল্যায়ন*					*সামষ্টিক মূল্যায়ন*				সর্বমোট (ক + খ)
	বিষয়জ্ঞান	সক্রিয় অংশগ্রহণ	সংগীত দক্ষতা		মোট (ক)	সংগীত দক্ষতা			মোট (খ)	
			● গানের সঠিক বাণী ● শুদ্ধ উচ্চারণে আবৃত্তি	সঠিক সুর, তাল, ছন্দে গাওয়া (একক ও দলগত)		শুদ্ধ উচ্চারণে সুর, তাল ও ছন্দে গান গাওয়ার দক্ষতা (দলগত)	গানের বাণী শুদ্ধ উচ্চারণে আবৃত্তি করার দক্ষতা (একক)	সঠিক সুর, তাল ও ছন্দে গান গাওয়ার দক্ষতা (একক)		
১ম	৫	৫	৫+৫	৫+৫	৩০	৫	৭	৮	২০	৫০
২য়	৫	৫	৫+৫	৫+৫	৩০	৫	৭	৮	২০	৫০
৩য়	৫	৫	৫	৫+৫	২৫	৫	৫	১৫	২৫	৫০
৪র্থ	৫	৫	৫	৫+৫	২৫	৫	৫	১৫	২৫	৫০
৫ম	৫	৫	৫	৫+৫	২৫	৫	৫	১৫	২৫	৫০
প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়ন (২০ নম্বর)										

৫ম শ্রেণির ১ম, ২য় ও ৩য় প্রান্তিকে অনুষ্ঠিত ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত মোট নম্বরের গড়ের নম্বরের শতকরা ২০ ভাগ নম্বর ৫ম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায় অন্যান্য বিষয়ে প্রাপ্ত মোট নম্বরের সাথে যোগ করতে হবে।	
১. প্রথমে নিচের সূত্র অনুযায়ী ১ম, ২য় ও ৩য় প্রান্তিকে মোট ১৫০ (৫০+৫০+৫০) -এর মধ্যে প্রাপ্ত নম্বরের গড় নির্ণয় করতে হবে। তিনটি প্রান্তিকে প্রাপ্ত নম্বরের গড় $= \frac{\text{১৫০-এ প্রাপ্ত মোট নম্বর}}{\text{৩}}$	২. পরে নিচের সূত্র অনুযায়ী গড় নম্বরের শতকরা ২০ ভাগ নির্ণয় করতে হবে। গড় নম্বরের শতকরা ২০ ভাগ নম্বর $= \frac{\text{গড় নম্বর}}{\text{১০০}} \times \text{২০}$

১ম থেকে ৫ম শ্রেণির নম্বর বণ্টন

১ম ও ২য় শ্রেণির তিনটি প্রান্তিকে সংগীত বিষয়ে ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য একই নম্বর বণ্টন পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। এই দুইটি শ্রেণির প্রতিটিতে ধারাবাহিকের ৩টি ক্ষেত্রের (বিষয়জ্ঞান, সক্রিয় অংশগ্রহণ, সংগীতের দক্ষতা) জন্য মোট ৩০ নম্বর ও সামষ্টিকের একটি ক্ষেত্রের ৩টি অংশের জন্য মোট ২০ নম্বর বরাদ্দ রয়েছে। ১ম ও ২য় শ্রেণির একটি প্রান্তিকের সার্বিক মূল্যায়নের জন্য সর্বমোট ৫০ নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে।

৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির ক্ষেত্রেও তিনটি প্রান্তিকে একই নম্বর বণ্টন পদ্ধতি অনুসরণ করে মূল্যায়ন সংঘটিত হবে। এক্ষেত্রে ধারাবাহিকের ৩টি ক্ষেত্রের (বিষয়জ্ঞান, সক্রিয় অংশগ্রহণ, সংগীতের দক্ষতা) জন্য মোট ২৫ নম্বর এবং সামষ্টিকের ৩টি ক্ষেত্রের (সংগীত দক্ষতার ৩টি অংশ) জন্য মোট ২৫ নম্বর করে সর্বমোট ৫০ নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী মূল্যায়ন

সংগীত বিষয়ে সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না। তবে ৫ম শ্রেণির ১ম, ২য় ও ৩য় প্রান্তিকে প্রাপ্ত মোট নম্বরের গড়ের শতকরা ২০ ভাগ নম্বর অন্যান্য বিষয়ে প্রাপ্ত মোট নম্বরের সাথে যোগ করতে হবে। এখানে অন্যান্য বিষয় বলতে বাংলা, গণিত, ইংরেজি, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, প্রাথমিক বিজ্ঞান ও চারটি ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার বিষয়কে বোঝানো হয়েছে।

৪. সংগীত বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো

কার্যকরভাবে ধারাবাহিক মূল্যায়ন পরিচালনায় সহায়তা করার জন্য একটি ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো সারণি ২-এ উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রদত্ত ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামোতে পাঁচটি কলাম আছে। কলামগুলো হলো মূল্যায়নের ক্ষেত্র, মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয়, মূল্যায়ন পদ্ধতি, মূল্যায়ন টুলস এবং উদাহরণ।

মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও বিবেচ্য বিষয় : শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে সংগীত বিষয়টির প্রধান ৩টি ভাগ রয়েছে। ভাগ ৩টি হলো (ক) বিষয়জ্ঞান, (খ) সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং (গ) সংগীত দক্ষতা। সংগীত দক্ষতার আবার দুইটি অংশ, যথা, (১) সংগীতের সঠিক বাণী শুদ্ধ উচ্চারণে আবৃত্তি এবং (২) সঠিক, সুর, তাল ও ছন্দ ঠিক রেখে গাওয়া।

এই ক্ষেত্রসমূহ যথারীতি বৃহৎ এবং সাধারণ। এই ক্ষেত্রসমূহ থেকে কী মূল্যায়ন করতে হবে তা আরো সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে 'মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয়' কলামে। যেমন : বিষয়জ্ঞানের অধীনে বিষয় শিক্ষককে যেসব ক্ষেত্র বিবেচনা করতে হবে তা হলো, নির্ধারিত গানের প্রকৃতি/ধরন, সুরকার ও গীতিকারের নাম, বাদ্যযন্ত্রের নাম, সারগাম-সা রে গা মা এবং তালজ্ঞান ইত্যাদি।

মূল্যায়ন পদ্ধতি: ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সংগীত বিষয়ের নির্ধারিত শিখনফল অর্জনে সহায়তা করার জন্য উপরিল্লিখিত মূল্যায়নের ক্ষেত্রসমূহের ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য তিন ধরনের পদ্ধতি নির্বাচন করা হয়েছে। যেমন, বিষয়জ্ঞানের জন্য মৌখিক ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি, সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি এবং সংগীতে পারদর্শিতার (সংগীত পরিবেশন) জন্যও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি নির্বাচন করা হয়েছে।

মূল্যায়ন টুলস: মৌখিক পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করার জন্য সাধারণত মৌখিক প্রশ্নের তালিকা (মৌখিক চেকলিস্ট), পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির জন্য পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট, পারদর্শিতা/সংগীত পরিবেশনার জন্য পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট ব্যবহার করতে হবে।

সারণি ২ - এর শেষ কলামে মূল্যায়নের ক্ষেত্র, বিষয়, পদ্ধতি ও টুলস/উপকরণ সম্পর্কিত কিছু উদাহরণ ও মন্তব্য সংযোজন করা হয়েছে। বিষয় শিক্ষক এই উদাহরণসমূহ অনুসরণ করে নিজ নিজ মূল্যায়ন পদ্ধতি ও উপকরণ নির্বাচন করে ধারাবাহিক মূল্যায়নের কাজে ব্যবহার করবেন।

সারণি ২ : সংগীত বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ/ মন্তব্য
বিষয়জ্ঞান	• নির্ধারিত গানের প্রকৃতি/ধরন • সুরকার ও গীতিকারের নাম, বাদ্যযন্ত্রের নাম ইত্যাদি। • সারগাম-সা রে গা মা • তালজ্ঞান	মৌখিক (প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে)	• মৌখিক চেকলিস্ট • পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট	• কোনো শিক্ষার্থী বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্পূর্ণ না জানা পর্যন্ত শিক্ষক তাকে ধারাবাহিকভাবে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা দিবেন। • বিভিন্ন গানের প্রকৃতি এবং প্রেক্ষাপট সম্পর্কিত প্রশ্ন করে, গীতিকার ও সুরকারের পরিচয় সম্পর্কিত প্রশ্ন করে, বাদ্যযন্ত্রের পরিচিতি বিষয়ক প্রশ্ন করে শিক্ষক একক‌ভাবে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করবেন। • প্রথম শ্রেণিতে 'আমার সোনার বাংলা' গানটির প্রথম চার লাইন পরিবেশনকালে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন মূল্যায়ন করবেন। • দ্বিতীয় শ্রেণিতে শিক্ষক 'আমরা সবাই রাজা' গানটি দলীয়ভাবে শিক্ষার্থীদের গাইতে দিয়ে তাদের মাঝে গণতান্ত্রিক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করে তাদের মূল্যায়ন করবেন। • শিক্ষক হারমোনিয়াম বাজাবেন, শিক্ষার্থীরা একক/দলগতভাবে সা রে গা মা গেয়ে শোনাবে। শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করবেন। • শিক্ষক হাতে তালি দিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে নির্ধারিত গানের তাল একক‌ভাবে বুঝিয়ে দেবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে একক‌ভাবে হাতে তালি দিয়ে তাল বুঝিয়ে দিতে বলবেন।
সক্রিয় অংশগ্রহণ	• নির্ধারিত গানের প্রকৃতি/ধরন অনুসারে শিক্ষার্থীর মাঝে আগ্রহ, স্বতঃস্ফূর্ততা, দেশপ্রেম, শ্রদ্ধাবোধ, প্রকাশভঙ্গির যথাযথ প্রকাশ।	পর্যবেক্ষণ	পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট	• কোনো শিক্ষার্থী নির্ধারিত গানের সঠিক বাণী, উচ্চারণ, সুর, তাল ছন্দের কাছাকাছি না যাওয়া পর্যন্ত শিক্ষক তার শিক্ষণ দুর্বলতা পর্যবেক্ষণ করে ধারাবাহিকভাবে তাকে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা দিতে থাকবেন। • শ্রেণি সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত গানটি গাইতে দিয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মাঝে আগ্রহ, স্বতঃস্ফূর্ততা, দেশপ্রেম, শ্রদ্ধাবোধ, প্রকাশভঙ্গি পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করবেন।
সংগীত দক্ষতা	• গানের সঠিক বাণী • গানের শুদ্ধ উচ্চারণ • সঠিক সুর, তাল ও ছন্দ	পরিবেশন • একক • দলগত	• পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট	• কোনো শিক্ষার্থী নির্ধারিত গানের সঠিক বাণী, উচ্চারণ, সুর, তাল ছন্দের কাছাকাছি না যাওয়া পর্যন্ত শিক্ষক তার শিক্ষণ দুর্বলতা পর্যবেক্ষণ করে ধারাবাহিকভাবে তাকে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা দিতে থাকবেন। • শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত গান গাইতে দিয়ে তাদের সংগীত দক্ষতা মূল্যায়ন করবেন। শিক্ষক গানের সঠিক বাণী, শুদ্ধ উচ্চারণে আবৃত্তি, গানের সঠিক সুর, তাল ও ছন্দ ইত্যাদির ভিত্তিতে নম্বর বিভাজন করবেন। • মাস শেষে শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক পারঙ্গমতার ভিত্তিতে তাদের নম্বর প্রদান করবেন। (প্রতি শিক্ষার্থীকে পৃথকভাবে)।

সারণি ২ : সংগীত বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ/ মন্তব্য
				• দলগত গান পরিবেশনকালে প্রতি দলের সামগ্রিক পারঙ্গমতার ভিত্তিতে সবাই সমান/একই নম্বর পাবে।

বি.দ্র. ধারাবাহিক মূল্যায়নের আরো নমুনা প্রশ্নের জন্য পরিশিষ্ট ১, ২ ও ৩ দেখুন।

৫. সংগীত বিষয়ের সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো

শিক্ষকের জন্য সামষ্টিক মূল্যায়নের দিকনির্দেশনা হিসেবে একটি কাঠামো সারণি ৩-
এ উপস্থাপন করা হয়েছে। এই কাঠামোটি যথারীতি ৫টি কলামে সজ্জিত; যেখানে মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও বিবেচ্য বিষয়, মূল্যায়ন পদ্ধতি ও টুলস সম্পর্কে উদাহরণসহ দিকনির্দেশনা রয়েছে। প্রত্যেক প্রান্তিকে শিক্ষকগণ এই কাঠামো অনুসরণ করে মূল্যায়নের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি নির্বাচন ও টুলস তৈরি করে মূল্যায়ন পরিচালনা করবেন।

সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, পদ্ধতি ও টুলস

সংগীত বিষয়ে ১ম - ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্র হিসেবে সংগীত দক্ষতাকে নির্বাচন করা হয়েছে। সার্বিক সংগীত দক্ষতাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে: (১) শুদ্ধ উচ্চারণে, সঠিক সুর, তাল ও ছন্দে গান গাইতে পারা (দলগত); (২) গানের বাণী শুদ্ধ উচ্চারণে আবৃত্তি করতে পারা (একক)। (৩) সঠিক সুর, তাল ও ছন্দে গান গাইতে পারা (একক)। কাজেই, এক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থী দুইভাবে মূল্যায়িত হবে - এককভাবে এবং দলগতভাবে।

মূল্যায়ন সংঘটিত হবে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে এবং উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হবে পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট। শিক্ষক প্রতিটি সংগীত দক্ষতার জন্য একক এবং দলগতভাবে যে দক্ষতাগুলো পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করবেন, সেগুলো নিয়ে পূর্বেই একটি পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট তৈরি করবেন।

সারণি ৩ : সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

মোট নম্বর : ১ম ও ২য় শ্রেণির জন্য ২০ নম্বর ; ৩য় - ৫ম শ্রেণির জন্য ২৫ নম্বর				
মূল্যায়ন ক্ষেত্র	**বিবেচ্য বিষয়**	**মূল্যায়ন পদ্ধতি**	**মূল্যায়ন টুলস**	**মন্তব্য/উদাহরণ**
সংগীত দক্ষতা	শুদ্ধ উচ্চারণে সুর, তাল ও ছন্দে গান গাইতে পারা (দলগত)	পর্যবেক্ষণ	পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট	দলগতভাবে 'জাতীয় সংগীত' সঞ্চারী পর্যন্ত গেয়ে শোনাও। (৫) • শিক্ষক শিক্ষার্থী নিয়ে দল গঠন করে দলগতভাবে গানটি শুনবেন। গানটি পরিবেশনকালে দলটি সামগ্রিকভাবে সঠিক সুর, তাল, ছন্দের কতটুকু কাছাকাছি যেতে পারছে তা বিবেচনা করে দলীয়ভাবে মূল্যায়ন করবেন।
সংগীত দক্ষতা	গানের বাণী শুদ্ধ উচ্চারণে আবৃত্তি করতে পারা (এককভাবে)	পর্যবেক্ষণ	পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট	এককভাবে 'শহিদ দিবসের' গানটির ১ম অন্তরা পর্যন্ত গেয়ে শোনাও। (৫) • শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত গানের সঠিক বাণী, শুদ্ধ উচ্চারণে আবৃত্তি করতে দিবেন এবং সঠিক বাণী, উচ্চারণ বিবেচনা করে মূল্যায়ন করবেন।
সংগীত দক্ষতা	সঠিক সুর, তাল ও ছন্দে গান গাইতে পারা (একক)	পর্যবেক্ষণ	পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট	এককভাবে 'শহিদ দিবসের' গানটির ১ম অন্তরা পর্যন্ত গেয়ে শোনাও। (১৫) • শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত গান গাইতে দিয়ে তাদের সংগীত দক্ষতা মূল্যায়ন করবেন। গানের সঠিক সুর, তাল ও

সারণি ৩ : সামষ্টিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

মোট নম্বর : ১ম ও ২য় শ্রেণির জন্য ২০ নম্বর ; ৩য় - ৫ম শ্রেণির জন্য ২৫ নম্বর				
মূল্যায়ন ক্ষেত্র	**বিবেচ্য বিষয়**	**মূল্যায়ন পদ্ধতি**	**মূল্যায়ন টুলস**	**মন্তব্য/উদাহরণ**
				ছন্দ বিবেচনা করে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করবেন।

বি.দ্র. সামষ্টিক মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্নের জন্য পরিশিষ্ট ৪ দেখুন।

৬. মূল্যায়নের ফলাফল সংরক্ষণ

সংগীত বিষয়ের ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের ফলাফল রেকর্ড করার জন্য একটি নমুনা ছক উপস্থাপন করা হয়েছে। সারণি ৪ দ্রষ্টব্য।

সারণি ৪: মূল্যায়ন ফলাফল সংরক্ষণ ছক (ধারাবাহিক ও সামষ্টিক সমন্বিত)

শ্রেণি : ১ম/২য়... শাখা :		**১ম/২য়/৩য় প্রান্তিক মূল্যায়ন, ২০.....**													**বিষয় ঃ সংগীত**	
রোল নম্বর	শিক্ষার্থীর নাম	**ধারাবাহিক মূল্যায়ন**													সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর (২০)	সর্বমোট নম্বর** (৫০)
		১ম মাস:				**২য় মাস: .....**				**৩য় মাস: .....**				তিন মাসের গড় নম্বর* (৩০)		
		বিষয়জ্ঞান (৫)	সক্রিয় অংশগ্রহণ (৫)	সংগীত দক্ষতা (২০)	মোট (৩০)	বিষয়জ্ঞান (৫)	সক্রিয় অংশগ্রহণ (৫)	সংগীত দক্ষতা (২০)	মোট (৩০)	বিষয়জ্ঞান (৫)	সক্রিয় অংশগ্রহণ (৫)	সংগীত দক্ষতা (২০)	মোট (৩০)			
০১																
০২																
০৩																
০৪																
০৫																
-																
-																

নোট : সারণির **১ম** সারিতে প্রযোজ্য শ্রেণি এবং প্রান্তিকের ওপর টিক চিহ্ন (✓) দিন, যথাস্থানে সাল ও মাসের নাম লিখুন।

* ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত গড় নম্বর $= \frac{\text{১ম মাসে প্রাপ্ত নম্বর + ২য় মাসে প্রাপ্ত নম্বর + ৩য় মাসে প্রাপ্ত নম্বর}}{৩} = \frac{\text{তিন মাসে প্রাপ্ত মোট নম্বর}}{৩}$

** সর্বমোট নম্বর = ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত গড় নম্বর + সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর

৭. সহায়ক তথ্য

সংগীত: গীত, বাদ্য এবং নৃত্য এই তিন কলার সমন্বয়সাধনকেই সংগীত বলে। এই তিনটি কলার মধ্যে গীত বা কণ্ঠসংগীতকেই আমরা সংগীত হিসেবে বুঝে থাকি।

তাল: তালের শব্দগত অর্থ তালি। অর্থাৎ করতলের শব্দের দ্বারা গীত, বাদ্য বা নৃত্যক্রিয়া সম্পন্নের কাল বা সময়ের পরিমাপকেই তাল বলে। তাল হচ্ছে সংগীতের প্রাণ।

লয়: গীত, বাদ্য ও নৃত্য একত্রে অথবা পৃথকভাবে নিষ্পন্ন হতে যে একটি বিশেষ গতির প্রয়োজনে হয়, তাকে সংগীতের ভাষায় লয় বলে।

ছন্দ: বাণী, সুর ও তালের পরিমিত বন্ধন, যা শ্রবণ-মননের প্রীতিপদ পদাবলি তৈরি করে, তাকে ছন্দ বলে।

সক্রিয় অংশগ্রহণ: সক্রিয় অংশগ্রহণ বলতে গানের কথা বা বাণী অনুযায়ী শিক্ষার্থীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালন, চোখে-মুখে ভাব প্রকাশ, শারীরিক ভঙ্গিমা, দৃষ্টির ওঠা-নামা ইত্যাদিকে বোঝায়। শিক্ষার্থী নির্ধারিত গানটির প্রকৃতি/ধরন অনুসরণ করে যথাযথ আগ্রহ, স্বতঃস্ফূর্ততা প্রদর্শনের মাধ্যমে, দেশপ্রেম ও শ্রদ্ধাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সংগীত পরিবেশন করতে পারছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করবেন। যেমন, জাতীয় সংগীত গাইবার সময় শিক্ষার্থী সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধাভরে গানটি গাইতে পারছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করে তাকে মূল্যায়ন করবেন। যদি শিক্ষার্থী যথাযথভাবে সংগীতটি পরিবেশন করতে ব্যর্থ হয়, তবে শিক্ষক তার শিখন দুর্বলতা নিরাময়ের জন্য ধারাবাহিকভাবে তাকে বুঝিয়ে দিবেন এবং তাকে গানটি সঠিকভাবে গাইবার জন্য উৎসাহিত করবেন।

সংগীত দক্ষতা: সংগীতের বিভিন্ন বিষয় যেমন, গানের বাণী, সুর, তাল, লয় এবং ছন্দ ইত্যাদির প্রতিটিতে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা বা পারফরম্যান্স কতটা সঠিক তাই সংগীত দক্ষতার অন্তর্ভুক্ত। কাজেই, সংগীতের সার্বিক দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য শিক্ষক প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা মূল্যায়ন করবেন। যেমন, শিক্ষার্থী যখন গান গাইবে, তখন শিক্ষক যে বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্বারোপ করবেন তা হলো, গানের বাণী সঠিকভাবে বলতে পারছে কি না, আবৃত্তি করছে কি না, সুর, তাল, লয় এবং ছন্দ সঠিক কি না। আবার শিক্ষক এর প্রতিটি আলাদাভাবে বিভিন্ন গানের মাধ্যমে মূল্যায়ন করতে পারেন।

সামষ্টিক মূল্যায়ন

দলগত: শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে ১০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে দলগঠন করে দলগতভাবে নির্ধারিত গানটি শুনবেন। গানটি পরিবেশনকালে দলটি সামগ্রিকভাবে সঠিক সুর, তাল, ছন্দের কতটুকু কাছাকাছি যেতে পারছে তা বিবেচনা করে দলীয়ভাবে মূল্যায়ন করবেন। শিক্ষক দলীয়ভাবে সকলকে সমান নম্বর প্রদান করবেন এবং উচ্চারণ ও বাণী সঠিক হচ্ছে কি না তা মূল্যায়ন করবেন।

একক :

- শিক্ষার্থী সঠিকভাবে গানের বাণী বলতে পারবে।
- শিক্ষার্থী সঠিক উচ্চারণে গানের বাণী আবৃত্তি করতে পারবে।
- সঠিক সুরে, তালে ও ছন্দে গানটি গাইতে পারবে।

৮. পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১: ধারাবাহিক মূল্যায়ন (নমুনা প্রশ্ন)
বিষয় : সংগীত (১ম-৫ম শ্রেণি)
মূল্যায়নের ক্ষেত্র : বিষয়জ্ঞান

(বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১০টি, নির্বাচিত বিষয়ভিত্তিক গানের সংখ্যা ১৩টি)

(ক) গানের প্রকৃতি/ধরন

নিম্নলিখিত গানগুলো কোনো ধরনের গান - শিক্ষক তা শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন।

- আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি
- আমরা করব জয়
- আল্লাহ মেঘ দে পানি দে
- নিজের হাতে কাজ করি
- প্রজাপতি, প্রজাপতি
- প্রিয় ফুল শাপলা ফুল
- রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি বাংলাদেশের নাম

(খ) গীতিকার ও সুরকারের নাম

শিক্ষক নির্ধারিত গানের গীতিকার ও সুরকারের নাম জিজ্ঞাসা করবেন।

- চল্ চল্ চল্
- এই সুন্দর ফুল, সুন্দর ফল
- আমরা সবাই রাজা
- ধনধান্য পুষ্পভরা
- আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে
- আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ইত্যাদি গান

(গ) বাদ্যযন্ত্রের নাম

- শিক্ষক নির্ধারিত গানের সঙ্গে কী কী বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়, তার নাম জিজ্ঞাসা করবেন।
- নির্দেশিকায় প্রদত্ত ছবি দেখিয়ে যেমন, হারমোনিয়াম, তবলা ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষক প্রশ্ন করবেন।

(ঘ) সারগাম

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সা রে গা মা গাইতে বলবেন।

(ঙ) তালজ্ঞান

শিক্ষক নির্দেশিকায় প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী যেমন : দাদরা, কাহারবা ইত্যাদি তালজ্ঞান পরীক্ষা করবেন।

- শিক্ষার্থীদের হাতে তালি দিয়ে এবং সংখ্যা গণনা করে বিভিন্ন তাল সম্পর্কে বলতে বলবেন।
- 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি কোন তালে সে সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন।

নমুনা মৌখিক চেকলিস্ট

১ম - ২য় শ্রেণির জন্য

১। কোন গানটি জাতীয় সংগীত?
২। জাতীয় সংগীতটি কে লিখেছেন?
৩। 'প্রজাপতি প্রজাপতি' কোন ধরনের গান?
৪। 'প্রজাপতি প্রজাপতি' গানটির রচয়িতা কে?
৫। শহিদ দিবসের গানটি কী বিষয় নিয়ে লেখা?

৩য় - ৫ম শ্রেণির জন্য

১। 'চল্ চল্ চল্' গানটির রচয়িতা কে?
২। 'চল্ চল্ চল্' গানটি কোন ধরনের?
৩। শহিদ দিবসের গানটির প্রেক্ষাপট কী?
৪। 'এই সুন্দর ফুল, সুন্দর ফল'– গানটির গীতিকার ও সুরকার কে?
৫। 'ধনধান্য পুষ্পভরা' গানটি কে রচনা করেছেন?
৬। 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে' গানটি কী প্রকৃতির?

পরিশিষ্ট ২ : ধারাবাহিক মূল্যায়ন (নমুনা প্রশ্ন)

বিষয় : সংগীত

শ্রেণি: ১ম / ২য়

মূল্যায়নের ক্ষেত্র : সক্রিয় অংশগ্রহণ

মোট নম্বর: ৫

নমুনা পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট

সক্রিয় অংশগ্রহণ মূল্যায়নের মানদণ্ড (criteria) **(১ম - ২য় শ্রেণি)**

নির্ধারিত গান	আগ্রহ	স্বতঃস্ফূর্ততা	দেশপ্রেম	শ্রদ্ধাবোধ	প্রকাশভঙ্গি	মোট নম্বর
জাতীয় সংগীত	১	১	১	১	১	৫

নোট: শিক্ষক পৃথকভাবে প্রত্যেক মানদন্ডের সাপেক্ষে নম্বর প্রদান না করে শিক্ষার্থীকে সামগ্রিকভাবে মূল্যায়ন করেও নম্বর প্রদান করতে পারেন। যেমন : সর্বোচ্চ ৫-এর মধ্যে ৪, ৩ অথবা ২)।

গান পরিবেশনের সময় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ মূল্যায়নের নমুনা কাজ/প্রশ্ন :

দেশপ্রেম ও শ্রদ্ধাবোধ : যেমন, জাতীয় সংগীত পরিবেশন করার সময় শিক্ষার্থী সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছে কি না। চোখে - মুখে দেশপ্রেমের ভাবোদয় হয়েছে; আন্তরিকতা প্রকাশ পাচ্ছে কি না তা শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন এবং মূল্যায়ন করবেন।

পরিশিষ্ট ৩ : ধারাবাহিক মূল্যায়ন (নমুনা প্রশ্ন)

বিষয় : সংগীত
শ্রেণি: ১ম থেকে ৫ম
মূল্যায়নের ক্ষেত্র : সংগীত দক্ষতা
নমুনা পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট
মোট নম্বর: ২০

সংগীতের বিভিন্ন দক্ষতা প্রদর্শনের নমুনা কাজ :

সঠিক গানের বাণী : শিক্ষার্থী গানের বাণী সঠিকভাবে বলতে পারে কি না। যেমন, শিক্ষক ১ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের 'প্রিয় ফুল শাপলা ফুল' গানটির বাণী বলতে বলবেন।

শুদ্ধ উচ্চারণে আবৃত্তি : শিক্ষক ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির বোর্ডে গানের বাণী লিখে দিয়ে শিক্ষার্থীদের তা আবৃত্তি করতে বলবেন।

সঠিক সুরের প্রয়োগ : শিক্ষার্থী নির্ধারিত গান সঠিক সুরে গাইতে পারছে কি না। শিক্ষক গানের সিডি বা মোবাইল ফোনে রেকর্ডকৃত গানের সুর অনুযায়ী যেমন : ৪র্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের 'চল্ চল্ চল্' গানটি সঠিক সুরে গাইতে বলবেন।

সঠিক তাল : শিক্ষার্থী তাল ঠিক রেখে যেখানে প্রয়োজন, হাত তালি দিয়ে গান গাইতে পারে কি না। যেমন, শিক্ষক ৩য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের 'নিজের হাতে কাজ কর' গানটি কাহারবা তালে গাইতে বলবেন।

সঠিক ছন্দ : শিক্ষার্থী সঠিক ছন্দ বজায় রেখে গান গাইতে পারে কি না। যেমন, শিক্ষক তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের 'আল্লাহ মেঘ দে, পানি দে' গানটি সঠিক ছন্দে গাইতে বলবেন।

সংগীত দক্ষতার বিভিন্ন অংশ মূল্যায়নের মানদণ্ড (criteria) (১ম - ২য় শ্রেণি)

নির্ধারিত গান	উত্তম ৫	ভালো ৪	মোটামুটি ৩	দুর্বল ২	খুব দুর্বল ১	মোট নম্বর
সঠিক বাণী						৫
শুদ্ধ উচ্চারণে আবৃত্তি						৫
সঠিক সুর						৫
সঠিক তাল ও ছন্দ						৫
					মোট =	**২০**

পরিশিষ্ট ৪ : সামষ্টিক মূল্যায়ন (নমুনা প্রশ্ন)

প্রথম সাময়িক পরীক্ষা
বিষয় : সংগীত
শ্রেণি : তৃতীয়
পূর্ণমান- ২৫

১। দলগতভাবে 'জাতীয় সংগীত' ২য় অন্তরা পর্যন্ত গেয়ে শোনাও। (৫)
[সঠিক বাণী, শুদ্ধ উচ্চারণে আবৃত্তি, সঠিক সুর, তাল ও ছন্দ]

২। এককভাবে 'শহিদ দিবসের' গানটির ১ম অন্তরা পর্যন্ত গেয়ে শোনাও। (২০)
[সঠিক বাণী, শুদ্ধ উচ্চারণ, সুর, তাল ও ছন্দে = ৫ + ১৫ = ২০